



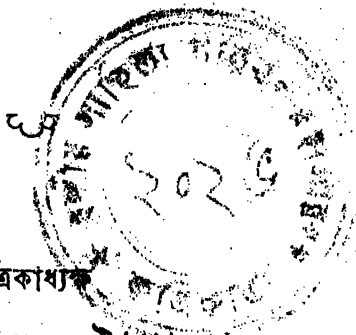




# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

বঙ্গাব্দ ১৩৪০



পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



কলিকাতা, ২৪৩১, আপার সাহুদার রোড  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, মন্দির  
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত



# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বরিংশ বর্ষের কার্য-সংক্ষেপ

## সভাপতি

ডক্টর রায় শ্রীযুক্ত অমূলচন্দ্র রায় পি-এইচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

## সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত কামিনী রায় বি এ  
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু  
প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাৰ্থক সিদ্ধান্তবারিধি  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বাচস্পতি  
ডক্টর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীযুক্ত অমূলচন্দ্র দেবী  
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিষি বাহাদুর এম এ  
মহানন্দোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাখ্যাতীর্থ  
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদত্ত

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বহু এম এ,

## সহকারী সম্পাদকগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যাতীর্থ এম এ  
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বোম

ডক্টর শ্রীযুক্ত হরকৃষ্ণরঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি  
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজরঞ্জন সেন কাব্যাতীর্থ এম এ

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হনুতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট  
চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি  
গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  
কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাল এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি  
স্বাক্ষরাদ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

## অধি-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ (সাহা) কৃষ্ণ বি এস-সি, জি ডি এ  
শ্রীযুক্ত দেবীন্দ্র বোম

## চত্বরিংশ বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভাপণ

- ১। হরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্নি ;
- ২। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বহু এম এ, এম এল সি ;
- ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূলচন্দ্র বিদ্যাত্মক ;
- ৪। রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম এ ;
- ৫। শ্রীযুক্ত মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ;
- ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরকুমার সেন এম এ ;
- ৭। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাখ্যাতীর্থ বোম ভক্তিত্বক ;
- ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনমোহন বহু এম এ ;
- ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ ;
- ১০। শ্রীযুক্ত সত্যনীকান্ত দাস ;
- ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত-মলিনাক্ষ দত্ত এম-এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট ;
- ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস-সি (লণ্ডন) ;
- ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বোম কবিত্বক কাব্যালঙ্কার ;
- ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বোম ;
- ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বোম বি এস-সি ;
- ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ;
- ১৭। শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস ;
- ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুজীব সেন, আনুর্ভবদপাতী, ভিষগরত্ন, এম এ এম এস ;
- ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ;
- ২০। শ্রীযুক্ত অরোচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ, এক সি এস (লণ্ডন) ;
- ২১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রাজকৌতুকী ;
- ২২। রায় শ্রীযুক্ত বজ্রজ্যোত্স্ন সিংহ বাহাদুর বি এ ;
- ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ ;
- ২৪। শ্রীযুক্ত মলিনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ;
- ২৫। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাখ্যাতীর্থ ;
- ২৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বজ্রজ্যোত্স্ন সিংহ এম বি ;
- ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বোম এম এ।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

( প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন )

- ১। বঙ্গের স্বর্ষ্যপূজা ও স্বর্ষ্যের নতুন পাঁচালি—শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী  
কাব্যতীর্থ এম এ ... ১
- ২। কুন্তিবাসের জন্মশক—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ ... ১৩
- ৩। শ্রীধরের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত স্কুমার সেন এম এ ... ১৫
- ৪। শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ৩৭
- ৫। শালগ্রাম বন্ধকের দলিল—শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ ... ৪২
- ৬। বড়ু চণ্ডীদাসের পদের নবাবিষ্কৃত পুণি (২)—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ ... ৪৩
- ৭। ৩২শ বর্ষের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনাদির কাব্যবিবরণ।
- ৮। ৩২শ সাংবৎসরিক কাব্যবিবরণ।

## নূতন পরিষদ গ্রন্থ

- ১। হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা ( ১ম ও ২য় খণ্ড )
- ২। গ্রন্থ-গণিত
- ৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা ( ১ম ও ২য় খণ্ড )
- ৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস
- ৫। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

মহাভারত

( আদিপর্ব )

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—২, এবং সাধারণের পক্ষে—৩।

**জ্ঞানদর্শন**—মহানহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত। ইহাতে মূল  
তত্ত্ব, বাৎসায়ন ভাষা, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয়  
সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। সাধারণ ও সদস্য-পক্ষে মূল্য যথাক্রমে—  
২৯০, ১৯০; ২৬০, ২১০; ২২, ১৯০; ২২, ১৯০; ২৯, ২২; সমগ্র গ্রন্থ এক সপ্তে ৮৯০, ৬৯০।

**Indian Antiquary** (Oct. 1938) : \*\*\* If we could get such volumes not only in  
other systems of philosophy but also in different branches of Sanskrit literature  
from the hands of similar old-type Pandits, much valuable tradition which is  
still living would be preserved.

**Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland** (April  
1933, P. 471)...This work will remain for many years the standard work in  
Bengali on the Nyayasutras.

**কৌলমার্গ-রহস্য**—৩সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্তৃক সংকলিত ও ব্যাখ্যাত।  
শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম.এ., বি.এল. মহাশয়-লিখিত ভূমিকা এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত  
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যাতীর্থ এম.এ. মহাশয়-লিখিত সংকলয়িতার জীবন-বৃত্তান্ত সমেত।  
এই গ্রন্থমধ্যে বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত কোলোপনিষৎ, রামেশ্বর-কৃত ব্রহ্মের তাৎপর্য সহ  
পরশুরাম-বল্লভের কৌলধর্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্র ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ এবং  
উমানন্দ-কৃত নিত্যোৎসবের অংশ-বিশেষের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের  
সদস্য-পক্ষে ১৯০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৮০ ও সাধারণের পক্ষে ১৯০।

**কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎসত্ত ও শ্রীযুক্ত  
অটলবিহারী ঘোষ, এম.এ., বি.এল। এই অপ্রকাশিতপূর্ব গ্রন্থে তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত বহু জ্ঞাতব্য  
কথা সংকলিত পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য—১২, পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৬০।

**রসকদম্ব**—কবিবল্লভ-বিবচিত। সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য  
এম.এ. এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বাইশ অধ্যায়ে বাইশ রসের অবতারণা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম-তত্ত্ব  
সংকলিত কবিতায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেরও  
পূর্বে লিখিত এবং অপ্রকাশিতপূর্ব। সম্পাদক মহাশয়দ্বয় বৃহৎ ভূমিকা, ভাষা-টীকা এবং  
শব্দ-সূচী সংযোজনা করিয়াছেন। মূল্য—সাধারণের পক্ষে ১৯০; পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১২।

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩৩৪) :—প্রাচীন বাংলা কাব্যসাহিত্যের রত্নাগার হইতে যে কয়েকটি বহুল্পা  
পুথিরূপে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও কবিবল্লভের এই রসকদম্ব  
গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরেই ইহার স্থান। ইহা সহজ-তত্ত্ব বিষয়ক  
বহি হইলেও কাব্য হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। সকলকেই এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।  
এই বইখানি সন্ধ্যাে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর An Introduction to  
the Study of the Post-Caitanya Sahajiyā Cult পুস্তকের পরিশিষ্টে এই পুস্তক সন্ধ্যাে বিস্তৃত  
আলোচনা আছে। বাঙালার সাহিত্য সন্ধ্যাে যাহার এতটুকু জ্ঞান ও সহানুভূতি আছে, তিনি যেন এই  
বইখানি পাঠ করিয়া দেখেন।

**সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম**—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগমাগর সংকলিত। রায় সাহেব  
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত এই বৃহৎ সঙ্গীতের কোষ গ্রন্থে ভারতের প্রচলিত নানা  
ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, কন্নড়, তেলুগু, তামিল, বাংলা, উড়িয়া,  
আরব্য, পারস্য, পেগুয়ান, ইংরেজী ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা  
সুরের প্রাচীন গান রহিয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গানের  
সংখ্যা ১৩৮২২। ইহা সঙ্গীতালোচনাকারিগণের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মূল্য ১০ টাকা।

# সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

অনুদিত ছাপা 'সদস্যদর্পণ' নামক বিখ্যাত মাস্টাহিক পত্র হইতে সে কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদে এবং পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনাকারিগণের অবশ্যপাঠ্য বলিলে বেশী বলা হয় না।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২০, সাধারণের পক্ষে ২০।

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য—৩, ৩০, ৩০ টাকা।

কলেক্টর অতিমত

আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—“Mr. Brajendranath Banerji has been doing a public service by unearthing from the newspaper-files of a century or more ago valuable materials.—*Life and Experiences of a Bengali Chemist*,” p. 377.

স্যর শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার—“ব্রজেন্দ্রবাবু ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থখানিকে এক দিকে সুপাঠ্য ও শিক্ষাগ্রন্থ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্যের কীর্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। যুগে যুগে বঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে।”—ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩২।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বাহাদুর—“যত দিন যাইবে, ইহার মূল্য তত বাড়িবে।”

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—“It is a book for all libraries—family libraries as well as personal collections of books, and I can thoroughly recommend it for perusal by all Bengali readers.”—*The Anurita Bazar Patrika*, Jan. 15, 1932.

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার দে—“Highly interesting and useful work... all students interested in the cultural history of Bengal during last century will be eagerly looking forward to the continuation of these studies.”—*The Modern Review*, Nov. 1932.

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—“বাঙ্গালীর একশত বৎসরের ধর্ম, কর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সাহিত্য ও সমাজের যদি একখানি নিখুঁত ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই বইখানি পাঠ করুন।”—বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩২।

## বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির এই বিবরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয়ের লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা এবং বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সমেত প্রকাশিত হইল। মূল্য সদস্য-পক্ষে ১০, সাধারণের পক্ষে ১০।

## সুলভে পরিষদগ্রন্থাবলী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলীর প্রচারার্থ কিছুদিনের জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে,—

### ন্যায়দর্শন

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিকৃষ্ণ তর্কবাগীশ। সদস্য-পক্ষে ও সাধারণ পক্ষে মূল্য এইরূপ,—প্রথম খণ্ড—১৯০, ২৯০; দ্বিতীয় খণ্ড—২১০, ২৬০; তৃতীয় খণ্ড—১৯০, ২২০; চতুর্থ খণ্ড—১৯০, ২২০; পঞ্চম খণ্ড—২২০, ২৯০।

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে ৬৯০ এবং সাধারণ-পক্ষে—৮৯০।

### ত্রীশ্রীপদকল্পতরু

সম্পাদক ৮সতীশচন্দ্র রায় এম-এ। সদস্য ও সাধারণ-পক্ষে মূল্য এইরূপ—প্রথম খণ্ড—১২০, ১৯০; দ্বিতীয় খণ্ড—১১০, ১৬০; তৃতীয় খণ্ড—১১০, ১৬০; চতুর্থ খণ্ড—১২০, ১৯০; পঞ্চম খণ্ড—১৮০, ১৯০।

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে—৫২০ এবং সাধারণ-পক্ষে ৬৯০।

নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি মাত্র ৪৮ টারি টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে,—

১। উদ্ভিদজ্ঞান ১ম ও ২য় পর্ব, ২। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ৩। কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন, ৪। দুর্গা-মঙ্গল, ৫। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস, ৬। সারদা-মঙ্গল, ৭। ধর্মপূজা-বিধান, ৮। লেখমালামুক্রমণী, ৯। তীর্থমঙ্গল, ১০। জ্ঞান-সাগর, ১১। মৃগলুক-সংবাদ।

গ্রন্থগুলির মূল্য সদস্য-পক্ষে ৭২ এবং সাধারণ-পক্ষে ১০৯/০।



## প্রবর্তক



( সচিত্র মাসিক পত্রিকা )

বার্ষিক মূল্য—৩৬০ আনা, প্রতি সংখ্যা—১/১০ আনা।

১৩৪০ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৮শ বর্ষ আরম্ভ হইল।

প্রবর্তক জাতির মুখপত্র, দেশের বরণীয় মনীষিগণের সারগর্ভ প্রবন্ধ 'প্রবর্তকের' একটি বিশেষত্ব। তা'ছাড়া লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রতিমাসেই প্রকাশিত হয়। ৯০ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠাইয়া থাকি।

প্রবর্তক পাব্লিশিং হাউস

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

## সাময়িক পত্রের তালিকা

সকলেই জানেন যে, বঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সাময়িক পত্রের সংগ্রহ বৃহত্তম। এই তালিকায় প্রথমাবধি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শেষ পর্য্যন্ত সংগৃহীত সাময়িক পত্রের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইল। আগামী পূজার ছুটির পূর্বেই প্রকাশিত হইবে। মূল্য তিন আনা মাত্র।

# এডওয়ার্ডস্ টনিক

ম্যালেরিয়া আদি  
জ্বররোগে অব্যর্থ

বটিকুফ পাল এণ্ড কোং  
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিস্ট্রিস  
কলিকাতা

## প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৮শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির।

সেবাইত—শ্রী কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

## কুঁচের তৈল

টাক ও কেশপতনের অব্যর্থ মহৌষধ।

শিশি ১৮ টাকা, ৩ শিশি ২১০ টাকা। ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

ডাঃ এন, সি, বসু—১২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রামবাজার, কলিকাতা।

### THE ANTIQUE REVIEW

#### A QUARTERLY JOURNAL OF THE HISTORY OF THE PRE-HISTORIC TIMES

The general view of the present historians is that the ancient history of India has been fashioned out of compositions, which are purely religious and priestly, which notoriously do not deal with history and which totally lack the historical sense. But V. A. Smith says, "Modern European writers have been inclined to disparage unduly the authority of the puranic lists, but closer study finds in them much genuine and valuable historical tradition." I have been publishing this journal to try my level best by my careful and life-long research to supply the real scientific history from those discarded Hindu scriptures, to the researchers of history, from January 1931, to the July number of Vol. II of 1933. I hope the readers will not be unsympathetic towards this journal and will help me by subscribing it with the trifling sum of Re. 1-3 as, including postage, to enable me to publish and to supply it gratis to a few eminent foreign historians and libraries for discussion.

BINODE BIHARI ROY VEDARATNA—RESEARCH HOUSE, Po. RAJSHAHI.

এই পুস্তকগুলি পরিষদের কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে :—

১। পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি, ধাতুমূর্তি প্রভৃতির ইংরেজী সচিত্র বিবরণী—*Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*। ভূতপূর্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ ওমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি. ই., এম. আর. এ. এস প্রণীত। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৩৮, শাখার সদস্য-পক্ষে ৩৬০ ; সাধারণ-পক্ষে ৬৮।

২। প্যারীচাঁদ মিত্র—ডক্টর শুর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী, এম. এ. এল. এল. ডি., সি আই ই—/০।

৩। মন্দিরা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ১০।

৪। ভাষাতত্ত্ব (১ম ও ২য় খণ্ড)—৮শ্রীনাথ সেন মহাশয়-রচিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ১৮।

৫। সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব—স্বর্গীয় অধ্যাপক ডক্টর অভয়কুমার গুহ এম এ, পি-এইচ ডি। মূল্য—২৮।

৬। গৌড়ের ইতিহাস (১ম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব)—৮রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত—১৮  
এতদ্ব্যতীত 'পঞ্চদশ-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ (নৈহাটা) এবং পঞ্চদশ (রাধানগর) অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণ (মূল্য, প্রতিখণ্ড ২৮) ও সম্মিলনের কতিপয় শাখার সভাপতির অভিভাষণ (মূল্য প্রতি খণ্ড ৮০) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

### দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

(ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ-পক্ষে ২১০, সদস্য-পক্ষে ১৬০	
(খ) মেঘদূত (মূল, অম্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ	১৮, ৬০
(গ) ঋতু-সংহারম্ (মূল টীকা ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার	১৮, ১৮
(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার	১০০, ১০০
(ঙ) উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০, ১০
(চ) ভারত-ললনা—৮রামপ্রাণ গুপ্ত	... ১০ ১০
(ছ) A History of Bengali Literature—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি-এ	২৮, ২৮
(জ) Rabindranath : His Mind and Art and other Essays ঐ	১২, ১৮

## হাতের ভাষা

শ্রীবিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী প্রণীত

১৬নং কাশী মিত্র ষাট ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

(গ্রন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য)

হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় সম্যক জানিবার একমাত্র পুস্তক। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞগণও এই পুস্তক-সাহায্যে জীবনের সকল তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ছয় মাস মধ্যে ১১০০ খণ্ডবিশিষ্ট একটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াই পুস্তকের সার্বজনীন প্রীতির একমাত্র নিদর্শন। মূল্য ১১০ দেড় টাকা।

## বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ডক্টর শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে এম. এ., ডি. লিট., মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সহিত। ১৭২৫—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। মূল্য সাধারণ ও সদস্যপক্ষে ১।০ ও ১।০।

ডক্টর শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে না হউক, সেই পথকে হ্রস্বকিষ্ট ও স্বত্বগম্য করিবার জন্য গ্রন্থকার যে পরিশ্রম, যত্ন ও অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন, তাহা তাহার গ্রন্থকে শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরলীয় করিবে এবং বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাহার উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার গ্রন্থাবলীভূত কামরূপ শাসনাবলী

কামরূপ রাজাবলী সমন্বিত

মহামহাধাপক ধর্ম্মধীরোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম এ, সকলিত ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে ১০ + ৪৫ + ২১৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ছয় টাকা।

প্রায় ২৫ বৎসর বিপুল পরিশ্রম ও গভীর গবেষণার ফলে এই গ্রন্থ সকলিত হইয়াছে। প্রথমে তাত্ত্বশাসনের আলোচনা, পরে শাসনের পাঠ ও শেষে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের নাম “কামরূপ শাসনাবলী” হইলেও ইহাতে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক নূতন কথা আছে। কাশ্মীর হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে অধিষ্ঠিত হইবার যে সব কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হইবে। প্রাচীন কালে যাহা ব্রাহ্মণ নামের অঙ্গীভূত ছিল, সেই ঘোষ, বহু, দত্ত, মিত্র, সেন, ভূতি প্রভৃতি পরবর্ত্তী সময়ে কায়স্থ ও অশ্বত্থগণের কুলোপাধিতে পরিণমিত হইয়াছে। ইতিহাস ভিন্নও ইহাতে বিচারনিপুণতা ও নানা তথ্যের সন্ধান আছে। “প্রবাসী” প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত।

কার্যালয়ে গ্রহণ করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং তাহার রঙ্গপুর-শাখার সভাগণের পক্ষে মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয়, রঙ্গপুর। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা। লাইব্রেরীয়ান—কর্জন হল লাইব্রেরী, গোহাটী। ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিঃ—জগৎগঞ্জ, বেনারস। বাণী-মন্দির—দশাধমেধ রোড, বেনারস। এবং গ্রন্থকার ৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## চশমা

খরিদারকে যে কোন প্রকারে চশমা বিক্রয় করিতেই হইবে, ইহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষান্তে যদি নিত্যন্ত চশমার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ “জাইন্স” লেন্সের চশমা সুলভ মূল্যে দিয়া থাকি। সকল প্রকার গ্লাস ও লেন্সের বিপুল আয়োজন। প্রাপ্তিস্থান—ইউনাইটেড্ অপটিক্যাল সার্ভিস, ৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

একমাত্র প্রোঃ—শ্রীবগলাকান্ত রায়।



হরপ্রসাদ শ্বাতি-সমিতির সম্পাদক ।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

চত্বারিংশ ভাগ

— . —

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

— . —

কলিকাতা

২৪৩-১, আগার সাহুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৪০



# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

## চত্বারিংশ ভাগের

### সূচী-পত্র

প্রবন্ধ

লেখক

১। আচাৰ্য্য আৰ্ঘ্যভট্ট এ

তাহার শিষ্টাৰুশিষ্টাবৰ্গ

... ডক্টর শ্ৰীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এম-সি ... ১২২

২। কৃষ্টিবাসের জন্মশক

...রায় শ্ৰীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়

বিজ্ঞানিধি বাহাদুর এম-এ... ১৩

৩। কৃষ্টিবাসের জন্মশক আলোচনা

... শ্ৰীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুদত্ত ... ১১১

৪। চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন

... শ্ৰীযুক্ত জনাৰ্দ্দন চক্ৰবৰ্ত্তী এম-এ ... ২৫

৫। চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন

( আলোচনা )

... শ্ৰীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ... ১০৪

৬। প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ

...রায় শ্ৰীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি

বাহাদুর এম-এ ... ৫৫

৭। প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতিৰ্বিদ

মল্লিকার্জুন হরি

... ডক্টর শ্ৰীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এম-সি ... ৮৩

৮। কতেন্নাবাদ

... শ্ৰীযুক্ত বিশেষণ ভট্টাচার্য্য বি-এ ... ১০৭

৯। বঙ্গ স্বৰ্ণাপূজা ও হুৰ্ঘোর

নূতন পাচালি

... শ্ৰীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্ৰবৰ্ত্তী কাব্যতীৰ্থ এম-এ... ১

১০। বড়ু চণ্ডীদাসের পদের

নবাবিকৃত পুথি (২)

... শ্ৰীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ ... ৪৩

১১। রামচন্দ্র কবিকেশরী বা

দ্বিজ রামচন্দ্র

... শ্ৰীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কাব্যসাংখ্যতীৰ্থ এম-এ ১১৩

১২। শালগ্রাম বঙ্করের দলিল

... শ্ৰীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্ৰবৰ্ত্তী কাব্যতীৰ্থ এম-এ... ৪২

১৩। শ্ৰীধণ্ডের সম্প্রদায় ও 'চণ্ডীদাস'

... শ্ৰীযুক্ত স্বকুমার সেন এম-এ ... ১৫

১৪। শ্ৰীহট্টে মাঘব্রত

... শ্ৰীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৩৭

১৫। সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম

সেনের বংশপরিচয়

... শ্ৰীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ... ১৫২



# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ চতুর্দশ ভাগ ]

## বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালি \*

বর্তমানে স্বতন্ত্র সৌরসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই মতা; কিন্তু তথাপি হিন্দুসমাজে সূর্য্যদেবের সম্মান বিশেষ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঁচটা প্রধান দেবতার পূজা করিয়া থাকে বলিয়া আধুনিক কালের হিন্দু ‘পঞ্চোপাসক’ নামে অভিহিত। এই পাঁচ-দেবতার মধ্যে সূর্য্য অগ্রতম। সমস্ত কৃত্যের প্রাবল্ধে বিঘ্ননাশের জন্ত যেমন বিঘ্নবিনাশন গণেশের অর্চনা করিবার বিধান আছে, সেইরূপ, সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যাদান করিবারও নিয়ম রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্তব্য সন্ধ্যোপাসনায় সূর্য্যের উপাসনাই যে প্রধান স্থান অধিকার করে তাহা সর্বজনবিদিত।

বঙ্গের নানাস্থানে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি এককালে বঙ্গে সূর্য্যপূজার বহুল প্রচারের চহনা করে।<sup>১</sup> প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁহার একটি পদে<sup>২</sup> সূর্য্যপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বঙ্গের নানা স্থানে বিভিন্নসময়ে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যব্রত ও আত্মযজ্ঞিক উৎসবদির প্রচলন আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।<sup>৩</sup> এই সকল অনুষ্ঠান সাধারণতঃ খ্রীসম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। কুমারীদিগের মাঘব্রত বা মাঘমণ্ডলব্রত, গৃহিণীদিগের চুড়ীর ব্রত বা ইথুপূজা ও বর্ষায়নীদিগের চাকরী বা সূর্য্যব্রত সূর্য্যোপাসনারই বিভিন্ন প্রকারে।

\* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২১এ মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই পাঁচ দেবতার নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে ‘সূর্য্যো বসিঃ শিবো হুর্গা ততো বিষ্ণুঃ পঞ্চমঃ।’ আর এক মতে—‘গণেশঃ সধিতা বিষ্ণুঃ শিবো হুর্গা ইতি ত্রয়াং।’

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার (১৩শ খণ্ড) চুঁচুড়ায় প্রাপ্ত এক সূর্য্যমূর্ত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত একটি সূর্য্যমূর্ত্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত সোণারঙ্গ ও আবহুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামে এখনও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত ও পূজিত হইতেছে (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৬, পৃঃ ৫৩৯)।

৩। চণ্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ—পৃঃ ২৮)

৪। সূর্য্যদেবতাকে আশ্রয় করিয়া নানা লৌকিক কৃত্য কেবল বাঙ্গালার দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে। জগতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ভারতের নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে সূর্য্যপূজার স্বরূপ ক্রুক্ (W. Crook) সাহেবের *An introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India* গ্রন্থের ৭-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

৫। এই সকল অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। চুড়ীর ব্রত পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। এই ব্রতে অগ্রহারণ মাসে রবিবারে নল গাছের চোড়ার মধ্যে একশটি দুর্গা ভরিয়া উহা দুক্ষে গ্রান করা ইয়া সূর্য্যকে নিবেদন করা হয়। ইহার ‘কথা’ পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ইথুপূজার ‘কথা’র অনুরূপ। মাঘমাসের শুক্লাব্দের রবিবারে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সূর্য্যব্রতের এক বিবরণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক *Journal of the Anthropological Society of Bombay* নামক পত্রে (১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬) প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বর্ঘ্যমাহাত্ম্যাত্মক এবং স্বর্ঘ্যচরিতবর্ণনাত্মক বিভিন্ন কাহিনী এই সকল ব্রতাদি উপলক্ষে শ্রদ্ধার সহিত গীত ও কথিত হইয়া থাকে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে লহনা ও খুন্না—এই দুই ভগ্নীর করুণ বিবরণপূর্ণ কাহিনী বেহলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা, এবং শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরই ত্রায় করুণরসপূর্ণ। ইহাও সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ। তবে দুঃখের বিষয়, সাহিত্যিক সমাজে এই কাহিনী তেমন পরিচিত নহে। স্বর্ঘ্যপূজার কথা হিসাবে মেয়েলি ব্রতকথার পুস্তকগুলিতে এই কাহিনীটা বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৩১ শকে রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া স্বর্ঘ্যের এক পাচালী রচনা করেন। এই পাচালী চট্টগ্রামের স্বর্গগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এর পঞ্চদশ খণ্ডে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। স্বর্ঘ্যের বাল্যলীলা, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পূর্ণ আর একটা সরস উপাখ্যানের কিয়দংশ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমি ফরিদপুরের কোটালিপাড়া হইতে সংগৃহীত স্বর্ঘ্যের এক পাচালীতে এই উপাখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছি। তবে আমার সংগৃহীত উপাখ্যানও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে—অনেক স্থলেই ইহার অংশবিশেষের পরিসমাপ্তি নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। মাঘমণ্ডল ব্রতোপলক্ষে মাঘমাসে প্রাতঃকালে কুমারীগণ মধুর স্বরে এই পাচালী গান করিয়া থাকে। মাঘমণ্ডল ব্রতের কিছু বিবরণ দেওয়া এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ব্রত শ্রীহৃটে প্রচলিত মাঘব্রতের অনেকটা অনুরূপ। ফরিদপুর অঞ্চলে কুমারীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে বৃত্তাকার মণ্ডল উৎকীর্ণ করিয়া তাহার উপর পাঁচ বৎসর বাবৎ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এই ব্রতের উপরে ও নীচে বৃত্তাকারে ও অর্ধবৃত্তাকারে যথাক্রমে স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রের প্রতীক কল্পিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে এক একটা মধ্যবৃত্ত বদ্ধিত করিয়া পঞ্চম বর্ষে প্রতিষ্ঠার সময় পাঁচটা বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া থাকে।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দুর্দাগুচ্ছ সহযোগে চোখে এবং মুখে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম ‘চউখে মুখে পানি দেওয়া’।

স্বর্ঘ্য উদিত হইলে ‘বাটেরল’ ভাসাইতে হয় এবং এই প্রসঙ্গেই স্বর্ঘ্যের পাঁচালি গান করা

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—প্রথমখণ্ড, পৃ: ১৬৪ প্রভৃতি।

২। Journal of the Department of Letters, পঞ্চদশ খণ্ড।

৩। এইরূপ ব্রত অনেকদিন পূর্বে হইতেই ভারতের নানা স্থানে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। সৌতমধ্বহস্তের ব্যাখ্যায় (২১২২০) হরদত্ত এইরূপ একটা ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“সেবহে সখিতরি চৌলেধু কুমার্যো নানাবৈরজোতি তু মাবাদিত্যং সপরিবারমালিখা সায়ং প্রাতঃ পূজয়ন্তি।” (সৌতমহত্ম, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, পৃ: ৮৫)। তবে হরদত্তের উল্লিখিত ব্রত মাঘমাসে অনুষ্ঠিত না হইয়া বৈশাখে হইত।

হয়। মাটি দিয়া তৈয়ারী করা সূর্য্য ও গৌরীর প্রতীকের নাম বারৈল ; এই বারৈল দুইটিকে ফুল ও দুর্বা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া একখানি পিড়িতে বসাইয়া ত্রিভুজ-রূপে গান করিতে করিতে উহা পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দেয়।

বারৈল যান ভাসিয়া

ভাই আসেন হাসিয়া ।

হলদিয়া পক্ষীটি ডালে ডালে

আমার ভাই আসতে লাগছেন কড়িয়া জাঙ্গালে ।

কড়িয়া জাঙ্গাল কড়িয়া জাঙ্গাল মিষ্ট মালুম মাজা ।

ভাই আমার লক্ষ্মণের বাপ আমার রাজা ॥

দইলো লোচা লো চা ।

সূর্য্যাইরে দিব মোরা ক্ষীরোদের কোছা ।

ক্ষীরোদের কোছা না লো গরদের জোড় ।

আনু গৌরীরে ডাক দিয়া বড় ঘরের ছাইচ দিয়া ।

বড় ঘর কড়মড় করে গৌরীর কানের সোনা লড়ে ।

গৌরী গো রসে মোর কন্ম দশে ।

গৌরীর মায় ঝাটিকাটি গুয়া কাটে কুটি কুটি

পান সাজায় বাটা বাটা

খাও লও গৌরীর জামাই চুনে আর খড়ে ।

তবে সে দিব মোরা গৌরমণিরে দানে ॥

ও গাঙের জালিয়া কে

সোনার বারৈল জলে দিয়া জল ছিটাইয়া দে ।

আম কাঠালিয়া পিড়িখানি ঘুতে ম ম করে ।

তাতে বসিবে কে

আমার ভাই ...

তাতে বসিবে সে ॥

বারৈল ভাসানের পর মণ্ডলের উপর ফুল ছড়াইতে হয়। এই অবসরে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়।

মাঘমণ্ডল মাঘমণ্ডল

সোনার কুণ্ডল সোনার কুণ্ডল ।

সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া লাড়ু

শাখার আগে সোনার খাড়ু ॥

মাঘমণ্ডল

...

...

...

...

...

সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া মে

আমি বড় মাহুঘের পুতের বো ॥

কৃষ্ণিণী পূজি কি বড় মাগি ।

আপনি স্থির সোয়ামী হইলেন পৃথিবীর বীর ॥

আগ পূজিয়া মাগলাম বর ছোট জামাই বড় ঘর ॥

ঘাইটা কাটিল লো, ভাইটা পাইলাম ।

ভাইটার ছুইটা শত্রু নখে খুটিয়া ফেলাইলাম ।



দহেশ্বর কাটি মোরা পাঞ্জা পাঞ্জা

ভাই মোর লক্ষেশ্বর বাপ মোর রাজা ॥

ত্রিঋষদেব তুমি ফের বাড়ী বাড়ী ।

আমি কাটি তোমার চাম্পাৱ দাড়ী ॥

স্বর্ঘ্যের কাণে দিয়া ফুল      ভরিয়া উঠুক দুই কুল ।

চন্দ্রের কাণে দিয়া ফুল      ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥

মধ্য আকেশে দিয়া ফুল      ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥

পিতৃপল ও পতিব্রতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা এই ব্রতের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পতিবিষয়ক প্রার্থনার মধ্যে ‘বড়মানুষের পুতের বো’ হইবার ইচ্ছা, ‘ছোট জামাই বড় ঘর’ লাভের আগ্রহ এবং ‘পৃথিবীর বীর’ স্বামী পাইবার ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধনী এবং বীর স্বামী পাইবার লোভ সকল দেশের ও সকল সময়ের জ্ঞানোন্মত্তেরই স্বভাবসিদ্ধ। ‘ছোট জামাই’ পাইবার প্রার্থনা পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বহুল প্রচলনের যুগের সূচনা দেয়।

এই মাঘমণ্ডলব্রতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বর্ঘ্যের পাঁচালির বিভিন্ন অংশ গীত হয়। শীতের প্রত্যয়ে কুমারীকর্ষণঃস্বত এই মধুর সঙ্গীত ঘরে ঘরে শুনিতে পাওয়া যায়। যিনি একবার এই সঙ্গীত শুনিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। অবশ্য এই পাঁচালি সর্বত্র সুসঙ্গত নহে—ইহার সর্বাংশের অর্থও তেমন সুপরিষ্কৃত নহে। তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ ও করুণরস শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। স্বর্ঘ্যের পূর্বরাগের বিবরণ সর্বলোকপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পূর্বরাগের কথা মনে জাগাইয়া দেয়। বিবাহের পরে গৌরীর শশুরগৃহাভিমুখে যাত্রাকালীন যে করুণ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বর্তমানকালে অল্পপরিচিত হইয়া উঠিলেও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। অস্ত্রান্ত গ্রাম্যসঙ্গীতের ন্যায় ইহাও অজ্ঞাত কবির হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত ; তাই ইহা অনায়াসেই শ্রোতা এবং পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করে।

আমি এই পাঁচালি আমার নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ কোন কোন স্থলে শব্দের গ্রাম্য রূপ ত্যাগ করিয়া সাধু রূপ দিয়াছি মাত্র।

এই পাঁচালিতে উল্লিখিত স্বর্ঘ্যের শশুর উড়িয়া ব্রাহ্মণ রাজা কে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পুরাণমতে স্বর্ঘ্যের জ্ঞার নাম ছায়া—আমাদের আলোচ্য পাঁচালির মতে তাঁহার নাম গৌরী, গৌরমণি, গৌরা বা গৌরা পার্শ্বভা। স্বর্ঘ্যকে একস্থানে পাঁচালি মধ্যে শিবাই গন্ধর (৯৯ পংক্তি) বলা হইয়াছে। স্বর্ঘ্যের সহিত শিবের এই অভেদ স্থাপনের মূল কোথায় জানি না। তবে এই পাঁচালিতে এবং অন্ত্র একাধিক স্থলে স্বর্ঘ্যের সহিত বিষ্ণুর অভেদ

১। বাই, দহেশ্বর, চাম্পা—বাসনাজাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ। ছড়া আবৃত্তির সময় এইগুলি নথ দিয়া হিঁড়িতে হয়।

২। আক—দাগ।

প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই পাঁচালিতে ( ৬০, ৭২, ২৭ পংক্তিতে ) সূর্য্যকে জগন্নাথ, নারায়ণ ও গদাধর বলা হইয়াছে। সূর্য্যের অস্ফাট কোন কোন কাহিনীতে সূর্য্যানারায়ণ বা ইন্দ্রনারায়ণ শব্দেও সূর্য্য ও নারায়ণের অভিন্নত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়<sup>১</sup>। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্তব্য যে, শ্রীহট্টে অল্পাধিক সূর্য্যত্রে স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণের গান গাহিয়া থাকে।<sup>২</sup>

এই সকল কাহিনীতে কয়েকটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দুই একটা বিবরণে সূর্য্যের আকৃতির বর্ণনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। যথা—

‘ইখু নারায়ণ ঠাকুর নমঃ নমবর্গে, ভামাহন কর্ণে, গেরুয়াবস্ত্র পরনে, হাতে শোঁটা ক’রে ...’

মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী ), পৃঃ ৭৫

‘লাটার ল্যাখান চৌখ, বাটার ল্যাখান মুখ, কুলার ল্যাখান কান, মুলার ল্যাখান দাঁত, তামবুণ্ডের মত মাথা, লাল লাঠি হাতে, কড়াঙ্কের মালা গলায়,—চুড়ীর ব্রতের কথা ( ফরিদপুর )

শক্তিপূজায় যেরূপ কোন কোন স্থানে সাধক স্বগাত-কপিরাদি দ্বারা দেবীর তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সূর্য্যপূজায় সেইরূপ আচারের ইঙ্গিত আমরা সূর্য্যের এক কাহিনীতে পাইয়াছি। যথা—

“পাত্রেয় রাণী আপনার জিব কেটে সন্তে ক’রে প্রদীপ দিলেন, ঠাঁহুর মাগুইচাকি কেটে তাইতে ক’রে ধূপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চাঁদর ঢুলাইতে \*লাগিলেন।” মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, পৃঃ ৭৮।

এই মুখবন্ধের পর আমরা নিম্নে আমাদের সংগৃহীত পাঁচালিটা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

### [ সূর্য্যের জাগরণ ]

ওঠো ওঠো রাউল রে ঝিকি মিকি দিয়া।

স্ববর্ণের পঞ্চম খাড়ু নিশিরে থুইয়া ॥

নিশিরে থুইয়া না লো ঝাপুর কুমুর।

আমাদের রাউলের হাতে তাধুল ॥

হাতে তাধুল না লো পাছে থুইয়া। ৫

নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া ॥

নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে।

ভাস্বর পো না লো দ্যাওরু পো ॥

দ্যাওরু পো হৈয়া কি কাম করে।

রাজার ছ্যারে পাশা খেলে ॥ ১০

১। সূর্য্য ও নারায়ণের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অভেদ এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রিয়ারসন্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যপূজা হইতেই বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে মহাশয় (Bulletin of the School of Oriental Studies পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৬৬৯ পৃষ্ঠায়) গ্রিয়ারসন্ সাহেবের এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

২ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ( পূর্বাংশ )—অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃঃ ২৩-৪।

৩ রাউল—রাজা, বোদ্ধা। ( এই পাঞ্চটীকাগুলি পাঁচালির পংক্তির সংখ্যানুসারে দেওয়া হইয়াছে )।

৪ পঞ্চমখাড়ু—অলঙ্কারবিশেষ। নিশিরে—নিশিরে।

খেলুক পাশা জিহুক কড়ি ।  
 ভা দিয়া কেন্বে মোরা স্বর্ধ্যাই রাউলের পিড়ি ॥  
 স্বর্ধ্যাই রাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল ।  
 তাতে লাইগুগা গেল ধোপাঝির আচল ॥  
 নে নে ধোপাঝি নেত্‌খান ধুইয়া । ১৫  
 ঘাইট কাওনের পান গুয়া খাইয়া ॥  
 ঘাইট কাওন না লো ঝড়ার মূল ।  
 ভায়া যাবেন লো বিক্রমপুর ॥  
 বিক্রমপুর না লো বড় বড় লাড্ডু ।  
 মারু লৈয়া আনবেন লো স্বর্ণের খাড্ডু ॥ ২০  
 বাপের লৈয়া আনবেন লো দোলা ঘোড়া ।  
 ভাইর লৈয়া আনবেন গো পাঞ্জি পুথি ॥  
 বুইনের লইয়া আনবেন লো খেলার ডুখি ॥  
 ধতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়া পুটি ।  
 এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি হুন্দর বনে যাও । ২৫  
 হুন্দরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও ॥  
 ছাপ ছিপ না লো বেড়ের মাটি ॥  
 আমাগো বাপ ভাই লোহার কাঠা ॥  
 লোহার কাঠা হইয়া কি কাজ করে ।  
 স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাড়ে ॥ ৩০  
 জয় দিব না লো জোকার দিব ।  
 সোণার দুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়া নিব ॥  
 আগর চল লো দুয়ার মেল লো ।  
 জুতি মালতী মেলিয়া মারুলাম ঘরে ।  
 কত নিদ্রা যাও রে স্বর্ধ্যাই জোর পাশর ঘরে ॥ ৩৫  
 স্বর্ধ্যাইর ঘরের দুয়ারে সোণার মৃদঙ্গ বাজে ।  
 তবু না স্বর্ধ্যাই রাউলের নিদ্রা ভাঙ্গে ॥

১৩ নেত—রেশমনির্মিত বস্ত্র ।

১৪ লাইগুগা—লাগিয়া । ধোপাঝি—রজককন্যা ।

১৫ কাওন—কাহণ ।

২০ ডুখি—দুস্তিকা-নির্মিত খুড়িঙ্গাতীর বস্ত্র ।

২৪ কুইয়াপুটি—অতি ছোট ছোট পুটিমাছ ।

২৫ সতাই—বৈমাত্রেয় ভাতা

২৮ হুন্দরবুনিয়া—হুন্দরবনের ।

২৭ বেড়—ডোবা ।

৩০ জোকার—উলুখনি ।

৩৪ মেলিয়া মারুলাম—ছুড়িয়া মারিলাম ।

ওঠো রাউল উদয় দিয়া                      নগুণ পৈতা গলায় দিয়া  
ছগুণ ছাতি মাথায় দিয়া                      রাঙা লাঠি হাতে কইনু আ  
বাওন বাড়ীর উপর দিয়া । ৪০

বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান                      পৈতা কাটে অতি বেয়ান ॥  
ওঠো রাউল উদয় দিয়া                      ...                      ...                      ...  
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান                      ফুল জোগায় অতি বেয়ান ॥  
ওঠো রাউল                      ...                      ...                      ...  
কুমারের মাইয়া বড় সেয়ান                      মাটি জোগায় অতি বেয়ান ॥ ৪৫  
ওঠো রাউল                      ...                      ...                      ...  
বাইরের মাইয়া                      পান জোগায় অতি বেয়ান ॥  
ওঠো রাউল                      ...                      ...                      ...  
তেলির মাইয়া বড় সেয়ান                      তেল জোগায় অতি বেয়ান ॥  
ওঠো রাউল                      ...                      ...                      ... ৫০  
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান                      কাপড় জোগায় অতি বেয়ান ॥  
ওঠো রাউল                      ...                      ...                      ...  
বাওনের মাইয়া সেয়ান                      ফুল চন্দন জোগায় অতি বেয়ান ॥

সূর্য্যাই ওঠেন কোন বর্ণে  
সূর্য্যাই ওঠেন তাশুল বর্ণে । ৫৫  
সূর্য্যাই ওঠেন কোন দিক্ দিয়া  
সূর্য্যাই ওঠেন পূব দিক্ দিয়া  
তিতৈল গাছের আড় দিয়া  
তিতৈল গাছ মেলিল পাত  
সূর্য্যাই ঠাকুর জগন্নাথ । ৬০

আমতলার শীতল পানি                      তাতে সূর্য্যাইর গাডু গামছা ধোয়া পানি ।  
চন্দনতলার শীতল পানি                      তাতে সূর্য্যাইর মুখধোয়া পানি ॥

### [ সূর্য্যের পূর্ব্বরাগ ]

উড়িয়া রাজার দুইটা কন্যা বসিয়া রৈছে খাটে ।  
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন মাঠে মাঠে ॥  
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে সাড়ী । ৬৫  
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী ॥

উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ রে ।  
তা দেখিয়া স্বর্ধ্যাই ঠাকুর ধরেন নানা বেশ রে ॥  
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মলখাডু দিছে পায় রে ।  
তা দেখিয়া স্বর্ধ্যাই ঠাকুর বিয়া কর্তে চায় রে ॥ ৭০

### [ সূর্য্যের স্বপ্ন দেখান ]

ভুইয়া রইছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিজায় দিছ মন রে ।  
চক্ষু মেলি চাইয়া দেখ শিয়রে নারায়ণ রে ॥  
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী ।  
তাহার মনে বড় ইচ্ছা স্বর্ধ্যাইরে পাবে পতি ॥  
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম । ৭৫  
শঙ্খবজ্র দিয়া কন্যা স্বর্ধ্যাইরে কর দান ॥

### [ কন্যার পিতাকে সূর্য্যের সাহায্য দান ]

ব্রাহ্মণী বলেন—‘ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে ।  
ভিক্ষা করি খাও রে ব্রাহ্মণ কত্তা দিবা কারে ।’  
কেমন করি দিব রে কত্তা আমার চালে নাই ছোন রে ।  
স্বর্ধ্যাদেবের বরে লাম্‌লো ঘরামি চৌদ্দ জন রে ॥ ৮০  
কেমন করি দিব রে কত্তা আমার উঠান ভরা বন রে ।  
স্বর্ধ্যাদেবের বরে লাম্‌লো ভুইমালি চৌদ্দ জন রে ॥  
ঘর হৈল দুয়ার হৈল হৈল টাকা কড়ি ।  
স্বর্ধ্যাদেবের বরে হৈল সোনার চৌদ্দাড়ি ॥  
যে দোকানে গৌরমণি শঙ্খ কেন্তে যায় রে ॥ ৮৫  
সেই দোকানে ছাওয়াল স্বর্ধ্যাই ছত্র ধরেন শিরে রে ॥  
সাক্ষী থাইক্‌ক দেবধর্ম সাক্ষী থাইক্‌ক তোমরা ।  
অকুমারী গৌরা আমি ॥  
সন্ধান নারিকেল তেলে কামারে দোকান মেলে ।  
সোণা দিব সেরে সেরে ( আরে ) রূপা যত লাগে । ৯০  
এমন করি গড়্‌বা গয়না আমার গৌরীর অঙ্গে লাগে ॥  
দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভরা আইসে ।  
অর্ধেক গাঙ্‌ জুড়িয়া রে ফুল মটকের ভরা আইসে ॥  
আহুক আহুক আহুক ভরা লাগুক আসি ঘাটে ।  
আমার গৌরমণির বিয়া শনি মঙ্গল বারে ॥ ৯৫

৮২ ভুইমালি—বাহারা ভূমি পরিকার করে ।

৮৮ অকুমারী—কুমারী, অবিবাহিতা ।

৯০ ভরা—নৌকাপরিপূর্ণ জিনিষ

## [ সূর্য্যের বিবাহ যাত্রা ]

ওপারে কিসের বাদ্য বাজে ।

রাউলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে ॥

আম পাতা মচ মচ করে

কাঠাল পাতা কড়মড় করে

শিবাই শঙ্কর বিয়া করে ।

সাজ সাজ গদাধর পায়ে নূপুর দিয়া । ১০০

ঘরে আছে গৌরা পার্শ্বতী তুলিয়া দিব বিয়া ॥

সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন মায়ে'র আজ্ঞা লৈয়া ।

মায়েতে আশীর্বাদ করেন শিরে হাত দিয়া ॥

বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই চিরঞ্জীবী হৈয়া ।

সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন বাপের আজ্ঞা লৈয়া ॥ ১০৫

বাপেতে আশীর্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া ।

বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই দিগ্বিজয়ী হৈয়া ॥

সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন গুরুপুত্রের আজ্ঞা লৈয়া ।

গুরু পুত্রের আশীর্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া ॥

বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই রাজরাজেশ্বর হৈয়া ॥ ১১০

আমের ছত্র বিলপত্র দধির আশ্রয় দিয়া ।

সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন ( স্রম্বে ) সোনার ঘটি লইয়া ॥

জননীতে ধোয়ায় হাত ছুঁতে ডুবাইয়া ।

অঞ্চলে মুছাইয়া মুখ বলে কর্ণে গিয়া ॥

একেশ্বরে যাও গো রাম দোসরে আসিও । ১১৫

পরের ঝিরে পাইয়া না জননী পাসর ॥

সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন স্রম্বে সোণার ঘটি ।

আগে পাছে লোক লঙ্কর মধ্যে নাচে নটী ॥

সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করিয়া এদিক্ ওদিক্ চান ।

যেদিকে শোনেন বাজনার শব্দ সেই দিক্ চলিয়া যান ॥ ১২০

চন্দন গাছ কাটিয়া দেরে সূর্য্যাই হবেন পার ।

## [ সূর্য্যের বিবাহ ]

নব রতন পিড়িখানি মধ্যে মধ্যে সোনা ।

দেবগণে ধরিয়া তোলে পিড়ির চাইরো কোণা ॥

দেবগণ দেবগণ রত্নসিংহাসন ।

চারি চক্ষে দুই মুখে হইল দরশন ॥ ১২৫

স্বর্ধ্যাই ভাল বিচার কর

নিকটিয়া ফুলের মালা উদয় মেলিয়া ধর ।

এক ফুল খোটেন স্বর্ধ্যাই আরো ফুল চান ।

মালিয়ার মালক পুষ্প অধরে ধোগান ॥

লামা লামা ভাক্ পড়ে লামা স্থিতি স্থলে । ১৩০

পঞ্চ হরতকী দিয়া দিয়া কস্তা দান করে ॥

মাছুষ জনে ডাকিয়া বলে আকাশে নাই রে তারা ।

লীঘ্র করিয়া তুলিয়া দ্যাও রে স্বর্ধ্যাইর বিয়ার দাড়া

শান্তরীতে রাঁধেন দাড়া ছুধে আর শুড়ে ।

শালা বোতে ঢালেন দাড়া স্রবর্ণের খালে ॥ ১৩৫

শান্তরী আইলেন ভাত দিতে

খসিয়া পইল সাড়ী

রাম রাম বলিয়া স্বর্ধ্যাই নাকে দিলেন হাত ।

কেন বা আসিলাম আমি শান্তরীর সাফাৎ ॥ ১৪০

তোমরা বল আমার স্বর্ধ্যাই পাগল পাগল ।

আমার স্বর্ধ্যাই পাগল নয় রে রসের নাগর ॥

### [ সূর্য্যের গৃহ প্রত্যাগমনের প্রস্তাব ]

স্রবর্ণের খাটপাট নেতের মশারী ।

তাহার মধ্যে শয়ন করেন স্বর্ধ্যাই আর গোরী ॥

কাউয়ায় করে কল বল কোকিলের ধ্বনি ।

জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি ॥ ১৪৫

‘তোমার দেশে যাব রে আমি মা বলিব কারে ।’

‘ঘরে আছে আমার মা যে মা বলিও তারে ॥’

‘শোন রে বুদ্ধির সাগর বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে ।

পরের মারে মা বলিলে কার প্রাণ ভরে ॥

পরের বাপকে ডাকলে বাপ কার প্রাণ ভরে ॥’ ১৫০

১৩৫ দাড়া—বিবাহের দিন কস্তার নাতা বা মাতৃহানীয়া অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া সেই ধানের চাউল প্রস্তুত করেন । সেই চাউল হইতে রাত্রিতে অন্ন প্রস্তুত হয় । ধান সিদ্ধ করিবার সময় একটা আখের পাতায় আঠার জন ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহা হাড়ির মধ্যে দেওয়া হয়; আড়াইটা আখের পাতা অন্য কাঁঠের সঙ্গে উনানে দেওয়া হয় এবং সিদ্ধকারিণী বা ধানপ্রস্তুতকারিণীকে সুখে মিষ্ট দিয়া চুষ করিয়া থাকিতে হয় । বিবাহান্তে বর এই অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া নববধূকে খাইতে দেয় । নববধূ ইহার কিছু অংশ গ্রহণ করে । এই অন্নের নামই দাড়া ।

দৌড় দিয়া যায় গৌরমণি মায়ের কাছে ।

‘আমারে যে নিতে আইছে লুকাইয়া রাখ পাশে ॥’

‘টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাক্সে তুলিয়া ধোব ।

পরের লইয়া হইছ গৌরা পরেরে সে দিব ॥’

### [সূর্য্যের ভাতার বধু আনয়নের প্রস্তাব]

খাট খাট কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মো । ১৫৫

সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া করছে বড় স্তম্ভর বো ॥

ছোট ভাই উঠিয়া বলে “বড় দাদা ভাই ।

গাদি ভরা পান দেও বউ আনিতে যাই ॥”

ছোট ভাই ... ..

কলসী ভড়া তেল দেও ... .. ১৬০

ছোট ভাই ... ..

ধান ভড়া সিন্দুর দেও ... .. ”

### [গৌরীর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ও সকলের বিলাপ]

সূর্য্যাই গৌরাই যাত্রা করাইয়া দিয়া ।

গৌরমণির মায় কাঁদে শানে পাছাড় খাইয়া ॥

আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রইয়া । ১৬৫

গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া ॥

আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে পর ।

গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে বেলা আড়াই ফর ॥

“আগে যদি জান্তাম মা-ধন পরে নিবে তোরে ।

কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে ॥ ১৭০

আগে যদি .. ..

কাণের সোণা খসাইয়া থুইয়া কাণে রাখতাম তোরে ॥

আগে যদি ... ..

গলার হার খসাইয়া থুইয়া গলায় রাখতাম তোরে ॥”

আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রইয়া । ১৭৫

গৌরমণির যে বাপ-ধন কান্দে মুখে গামছা দিয়া ॥

চৌদ্ধ দাড়ের নৌকা খানি বোল ছয়জন মাঝি ।

“নাইয়ারে দিব তার বয়লা মাঝিরে দিব কড়ি ।”



ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা মায়ের কান্দন শুনি ।  
 ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা বাপ ভাইর কান্দন শুনি ॥ ১৮০  
 এখন কেন কান্দ মা-ধন শানে পাছাড় থাইয়া ।  
 সেইকালে কৈছিলাম মা দূরে না দিও বিয়া ॥  
 এখন কেন কান্দ বাবা মুখে গামছা দিয়া ।  
 সেইকালে কৈছিলাম বাবা দূরে না দিও বিয়া ॥  
 এখন কেন কান্দ ভাই-ধন মুখে কাপড় দিয়া । ১৮৫  
 সেই কালে কৈছিলাম ভাই-ধন দূরে না দিও বিয়া ॥  
 এখন কেন কান্দ বুইন খেলার সজ্জা লইয়া ।  
 সেই কালে কৈছিলাম বুইন দূরে না দিও বিয়া ॥  
 এখন কেন কান্দ ভাইর বউ লেমু পাছা লৈয়া ।  
 সেইকালে কৈছিলাম বউ দূরে না দিও বিয়া ॥” ১৯০

• [ সূর্য্যের গৃহপ্রত্যাবর্তন ]

“বিয়া কব্বলা স্বর্ঘ্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি ?”  
 “ভাক্সা গাডু ভাক্সা খাল উড়িয়া রাজার ঝি ॥  
 খাল পাইলাম গাডু পাইলাম অম্বজল থাইতে ।  
 উড়িয়া রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে ॥  
 ভাক্সা গাডু ভাক্সা খাল ফেলিয়া আইলাম পথে । ১৯৫  
 উড়িয়া রাজার ঝিরে লইয়া আইলাম সাথে ॥”

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

## কৃতিবাসের জন্মশক\*

কৃতিবাসের জন্মশক-নির্ণয়ের এই তৃতীয় উত্তম। ইহার আধার, তাহার “আত্ম-বিবরণে” লিখিত

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।

তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃতিবাস।

মাঘ মাস পূর্ণ, রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃতিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় এই দিন পাই নাই। তদনন্তর ১৩২০ বঙ্গাব্দের উক্ত পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, ১৩৫৪ শকে ( ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ) উক্ত দিনটি পাওয়া যায়। অতএব যদি পয়ারটির অর্থ বৃদ্ধিতে ভুল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত শকে জন্ম হইয়াছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এই শকে কোন হিন্দু গোড়েশ্বরের সন্ধান পান নাই। শকটি সন্দেহাত্মক হইয়া রহিয়াছিল। তাহারা বলেন, ‘পূর্ণ মাঘ মাস’ নয়, ‘পূণ্য মাঘ মাস’ এই পাঠ হইবে।

কয়েক দিন হইল, শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃতিবাসের জন্মশক পুনরার গণিতে অত্বোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “দুহুগ্নমদন = রাজা গণেশ ১৩৩৯ শকে ও ১৩৪০ শকে মৃত্যুপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর তাহার পূর্ণ প্রতাপের কাল। ইহারই সভায় কৃতিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিতে হইবে। তৎকালে কৃতিবাসের বয়স ২০ হইতে ৩০ এর মধ্যে ছিল। অতএব ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে এক শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী হইয়া থাকিলে সে শকে কৃতিবাসের জন্ম হইয়াছিল।”

গণিয়া দেখিতেছি, ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে ১৩২০ শকে

১৬ই মাঘ শ্রুত চতুর্থী রবিবার ৫ দং

১৭ই মাঘ শ্রুত পঞ্চমী সোমবার ৬ দং

রবিবারে চতুর্থী মাত্র ৫ দং ছিল। ইহার পরে সরস্বতী-পূজা হইয়াছিল। ( ১৩২০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চতুর্থী-যুক্ত শ্রীপঞ্চমীর গ্রাহ্য-বিচার দ্রষ্টব্য। )

১৩৫৪ শকের সহিত তুলনা করি। এই শকে মাঘ শ্রুত চতুর্থী রবিবার ২৮ দং। অতএব সেদিন সরস্বতী-পূজা হয় নাই, প্রকৃত শ্রীপঞ্চমীও হয় নাই। অতএব ‘পূর্ণ মাঘ মাস’ পাওয়া যায় নাই বলিয়া শ্রীপঞ্চমী অর্থে সরস্বতী-পূজা না বুঝিয়া মাঘ শ্রুত-পঞ্চমী বুঝিতে হইয়াছিল।

১৩২০ শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী ও হিন্দু গোড়েশ্বর দুই-ই পাইতেছি। কৃতিবাস এগার বৎসর বয়সে পাঠার্থে উত্তর দেশে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে রাজভেটে

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

গিয়াছিলেন। নয় দশ বৎসর পাঠ করিয়া থাকিবেন। রাজভেটের সময় তাহার বয়স ২০।২১ বৎসর হওয়া সম্ভবপর। ইহাও মিলিয়া যাইতেছে।

অতএব এখন বলিতে পারি,

কবি কুন্তিবাস ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ ( ইংরেজী ১৩৯৯ সালে পুরাতন পাজির ১২ই জাম্বুয়ারি ) রবিবার ত্রীপঞ্চমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩২০ শকের পরে ১৩৩৭ শকে ৮ই মাঘ ( ইংরেজী ১৪১৬ সালে পুরাতন পাজির ৫ই জাম্বুয়ারি ) রবিবার ত্রীপঞ্চমী ( ৩৩ দং ) পাইতেছি। কিন্তু সে শকে কুন্তিবাসের জন্ম হইয়া থাকিলে ১৩৫৭-১৩৬০ শকে হিন্দু গোড়েন্বর চাই। ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে কাহাকেও পান নাই। অতএব কুন্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে স্বীকার করিতে হইতেছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

## শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও ‘চণ্ডীদাস’\*

পঞ্চদশ শতক হইতেই শ্রীখণ্ড বাঙ্গালা দেশের একটি প্রধান সাহিত্যিক স্থান বলিয়া গণ্য হইত। শ্রীখণ্ডের সহিত গোড় দরবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; শ্রীখণ্ডের বৈদ্য অধিবাসীদের অনেকেই গোড় দরবারে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। পঞ্চদশ শতকে গোড়ের দরবারে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ সমাদর ছিল; গোড়ের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীখণ্ডের অনেকে কবিতা বা পদ রচনায় মনোযোগ দেন। ইহাদের মধ্যে যশোরাজ খান ও কবিরঞ্জন প্রধান।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। নরহরির আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস আমরা অগ্রত্ৰ দিয়াছি [বঙ্গত্ৰী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০]। এখানে নরহরির সাহিত্যিক জীবনের কিছু পরিচয় দিয়া শ্রীখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী স্থানের কবিদিগের রচনার সহিত তথাকথিত চণ্ডীদাসের কবিতার কিছু সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

### নরহরির গৌরবিষয়ক পদ রচনা .

নরহরি সরকার-ঠাকুরই সর্বপ্রথমে গৌরলীলার উপর ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীতে, পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কথা তাঁহার লিখিত নিম্ন-উদ্ধৃত পদ হইতে বুঝা যায়।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে

ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।

মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম

কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥

এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে

জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।

ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে

কবে বাহ্য পূরবেন পছন্দ ॥

গৌর-গদাধর লীলা আশ্রয় করয়ে শিলা

কার সাধ্য করিবে বর্ণন।

সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি

আর সদাশিব পঞ্চানন ॥

কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি

প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা।

নরহরি পাবে স্থখ ঘৃতিবে মনের স্থখ

গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥

[ গৌরপদভরঙ্গিণী, পৃঃ ১১-১২ ] ॥

‘গোর-গদাধর’ পূজার অত্যন্তম প্রবর্তক ছিলেন নরহরি সরকার-ঠাকুর, এবং এই বিষয়ের পদাবলীরও ইনিই স্রষ্টা। উপরের কবিতাটি হইতে মনে হয়, তখনও (মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া?) গৌরলীলা-বিষয়ক পদ বা গ্রন্থাদি রচিত হয় নাই। বাহুদেব ঘোষ মহাশয় অনেক পরে গীত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের এই উক্তিটি বিচার করিলে বোধ হয় যে, বাহুদেব ঘোষ মহাশয়ের ‘নদীয়া-নাগরী’-বিষয়ক পদগুলি শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পরে রচিত হইয়াছিল।

অতএব যত মহামহিম সকলে।

গৌরাঙ্গ নাগর হেন শুব নাহি বলে ॥

[ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ১-১৩ ] ॥

হয়তো এখানে সরকার-ঠাকুরের উপর একটু কটাক্ষ আছে।

### নরহরির কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ

গৌরলীলায়ক পদ রচনা করিবার পূর্বে সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার উপর পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়াছেন শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখর ( নামাস্তর, কবিশেখর, কবি শেখর রায় )।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে

বিবিধ রাগিণী রাগে

ব্রজরস করিলেন গান।

[ গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৩৫৬ ] ॥

সরকার-ঠাকুর মহাপ্রভু হইতে সাত আট বৎসরের বেশী বড় ছিলেন না, স্বতরাং তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর জন্মের আগে পদরচনা করা সম্ভবপর নহে। তবে ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, নরহরি গৌর-পদ রচনার পূর্বে ব্রজ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

সরকার-ঠাকুরের পদসমূহ নরহরি-চক্রবর্তীর পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কারণ উভয়েরই এক ভণিতা। তবে যে সকল পদসংগ্রহ-গ্রন্থ নরহরি-চক্রবর্তীর পূর্বে রচিত, তাহাতে যে সকল ‘নরহরি’ ভণিতার পদ পাওয়া যায়, সেগুলি অবিসংবাদিতভাবে নরহরি সরকার-ঠাকুরের রচনা বটে। এইরূপ পদ পাওয়া যায়, ‘ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি’তে একটি ও ‘পদামৃতসমুদ্র’-তে একটি। দীনবন্ধু দাসের ‘সংকীর্ণনামৃত’-গ্রন্থ ‘নরহরি’ ভণিতায় যে তিনটি পদ আছে, সে তিনটি পদই সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের। ‘সংকীর্ণনামৃত’-এ নরহরি-চক্রবর্তীর কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই। প্রকৃত কথা বলিতে কি ‘নরহরি’ ভণিতার পদসমূহের মধ্য হইতে সরকার-ঠাকুরের পদগুলি চিনিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের ভাষা প্রাঞ্জল ও ছন্দঃ সরল, ভাবও জটিল বা কৃত্রিম নহে।

আমার মনে হয়, সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার উপর বিস্তৃতভাবে পদ রচনা করিয়া ছিলেন, সাধারণ বৈষ্ণব কবিদের মত টুকরা-টাকরা ভাবে নহে। ‘কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু’-তে যে কয়টি পদ পাইয়াছি, তাহা হইতে নরহরি-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গোড়ার

কথা জানিতে পারা যায়। পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ ও রাধার সংঘটন ইচ্ছা করিয়া প্রথমে রাধার নিকট গিয়া কৃষ্ণের রূপ-গুণের বর্ণনা করিলেন, এবং পরে কৃষ্ণের নিকট গিয়া রাধার রূপ-গুণের বর্ণনা করিলেন। পৌর্ণমাসীর দোহো রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবি বা আলঙ্কারিকদের সৃষ্টি নহে। মথুরাদাসের 'বৃষভাঙ্গুজা'-নাটিকায় এই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকেও মদনিকা (=পৌর্ণমাসী) রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকেও তদ্রূপ।

এই বিষয়ের প্রথম পদ তিনটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বিচারের পক্ষে পদগুলির মূল্য আছে।

ব্রজের পুঞ্জিতা                      মুনির দুহিতা  
জগজনে মনে ঘুমি।  
একদিন রঞ্জে                      ফিরি বৃন্দা সঙ্গে  
বনে ফিরে পৌর্ণমাসী ॥  
বৃন্দাবনে আসি                      কুঞ্জে কুঞ্জে বসি  
নানা শোভা দেখে তায়।  
ডালেতে বসিয়া                      সারী শুক পাখী  
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় ॥  
মধুর শব্দে                      কোকিল ডাকিছে  
কোকিলী তাহার সঙ্গ।  
তার কাছে কাছে                      মধুর নাচিছে  
দেখিয়া বড় রঙ্গ ॥  
মন্দ পবন                      বহে অহুঙ্কণ  
ষড়ঋতু অহুবন্ধে।  
মল্লিকা মালতী                      ফুটেছে স্ফুজতি  
আমোদ করিছে গন্ধে ॥  
জাতি যুথী ফুল                      ফুটেছে বকুল  
শেকালী চম্পকদাম।  
তাহা বেড়ি বেড়ি                      ভ্রমরা ভ্রমরী  
আসি করে মধুপান ॥  
অতি নিরমল                      যমুনার জল  
হংস তাহে করে কেলি।  
তাহার উপর                      দেখি ভরাভর  
ফুল কদম্বকলি ॥  
দেখি বৃন্দাবন                      মন উচাটন  
কহে পৌর্ণমাসী হাসি।

দেখি শোভা অতি লীলা করে যদি  
 কিশোর কিশোরী আসি ॥  
 তবে পোষণ্যামী জগজ্জনে ঘোষি  
 বলয়ে স্বরূপবাণী ।  
 নন্দের নন্দন সঙ্গে গোপীগণ  
 যদি এ বনেতে আনি ॥  
 কহয়ে ধীমতী ইহার যুক্তি  
 উপায় করিব কি ।  
 গোকুলে আছে সে বড় নাগর  
 যাবটে রাজার ষি ॥  
 কেমন করিয়া একত্রে মিলাব  
 বাঙ্ঘি পিরীতিথানি ।  
 নরহরি-বাণী শুন ঠাকুরাণী  
 যাবটে চল আপনি ॥ [পৃ: ১৩৪] ॥

সখী সঙ্গে করি ভানুর কুমারী  
 যেখানে বসিয়া খেলে ।  
 তবে ভগবতী আসি আচরিতে  
 রাইরে করিল কোলে ॥  
 হেঁদে গো নাতিনী পরাণ-নন্দিনী  
 বলি গো তোমার কাছে ।  
 রুঞ্চ নামে এক রসিক নাগর  
 গোকুল-পুরেতে আছে ॥  
 তার কি কব রূপের বাণী ।  
 আমার বচনে শুনহ সুন্দরি  
 করহ পিরীতিথানি ॥  
 তোমার যেমন একপ যৌবন  
 তেমন রসিকরাজ ।  
 বিধির সংযোগে হৈয়াছে মিলন  
 বুঝিয়া করহ কাজ ॥  
 শুন গো রাধিকা প্রাণের অধিকা  
 পিরীতি রসের সার ।  
 পিরীতি রসের রসিক নহিলে  
 কি ছার জীবন তার ॥







[illegible]

‘পিরীতি’-ঘটিত নরহরির কতকগুলি পদও ‘চণ্ডীদাস’-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। ‘পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সাগর মাঝে।’ ইত্যাদি পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৩৫] ‘পদরসসার’-এর একস্থানে ও কয়েকটি পুথিতে নরহরির ভণিতায়ুক্ত দৃষ্ট হয়। সরকার-ঠাকুরের রচিত ‘পিরীতি’-ঘটিত পদ অনেকগুলি পাওয়া যায় [শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত ‘সহজিয়া সাহিত্য’ দ্রষ্টব্য]। হয়তো এইগুলির মধ্যে তাঁহার সাধন-সঙ্গে কিছু কিছু নিহিত আছে।

## লোচন ও 'চণ্ডীদাস'

নরহরি সরকার-ঠাকুরের শিষ্য 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা স্থলোচন বা লোচনদাস একজন বড় কবি ছিলেন। ইনিই 'ধামালী' পদের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। গ্রামাচ্ছড়া হইতে বোধ হয় 'ধামালী' ছন্দের উদ্ভব। এখানে লোচনদাসের একটি ধামালী পদ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

ব্রজপুরে                          রূপনগরে

রসের নদী বয় ।  
তীর বহিয়া                      ঢেউ আসিয়া  
লাগিল গোরার গায় ॥

গৌর-অঙ্গে                       প্রেম-ভরণে  
উঠিছে দিবারাতি ।  
জ্ঞানকর্ম                            যোগধর্ম

তপ ছাড়িল যতি ॥  
মনে মনে                         কত জনে  
দিচ্ছে রুণের দায় ।  
সে যে রূপ                           স্বাকৃৎ

ঠোঁর নাহিক পায় ॥

রূপ ভাবনা                      গলায় সোনা  
 সূচিবে মনের ধাঁধা ।  
 রূপের ধারা                      বাউল পারা  
 বহিছে জগত আঁধা ॥  
 রূপ রসে                      জগত ভাসে  
 এ চৌদ্দ ভুবনে ।  
 থাইলে যজ্ঞে                      দেখিলে মজ্ঞে  
 কহিলে কেবা জানে ॥  
 বিষম সেবা                      লইয়া য়েবা  
 আপনা মারে যে ।  
 লোচন বলে                      অবহেলে  
 গৌর পাবে সে ॥

[ বিবর্তবিলাস, পৃঃ ৪৮ ] ॥

ব্রজলীলা-সম্পর্কে লোচনের অনেকগুলি ধামালী পদ আছে। চণ্ডীদাসের নামেও দুই একটি ধামালী পদ চলিত আছে। সেগুলি লোচনদাসের পরবর্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

লোচনের সাধন-প্রণালী গুরু-অনুগত ছিল। গুরুর অনুসরণে ইনি কতকগুলি ‘পিরীতি’ ঘটিত পদ লিখিয়াছিলেন। নিম্নে যে পদটি উদ্ধাহরণ স্বরূপ তুলিয়া দিতেছি, উহা আসামে পাওয়া গিয়াছে [ ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩২—‘আসামে প্রাপ্ত লোচনদাসের একটি গীত’, অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বেদশাস্ত্রী, এম্.এ. ]। ‘চণ্ডীদাস’-এর দুইটি পদের সহিত [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ৭৮৮, ৭৯০ ( এই পদটির ভণিতা নাই ) ] এই পদটির ভাব ও ভাষাগত মিল আছে।

ফলের উপরে                      ফুলের জনম  
 তাহার উপরে ফল ।  
 শুনিতে ধাক্কা                      এ বড় বিষম  
 জলের উপরে জল ॥  
 ভাবের উপরে                      ভাবের জনম  
 তাহার উপরে ভাব ।  
 ধারার উপরে                      ধারার জনম  
 গন্ধ ভেদিলে লাভ ॥  
 কহয়ে লোচন                      পিরীতি-বচন  
 পিরীতি রসের সার ।  
 পিরীতি-রসের                      রসিক নহিলে  
 কিসের জীবন তার ॥

লোচনদাসের আরও কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

'চণ্ডীদাস'-নামাক্ত সেই বিখ্যাত পদটি [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ১৩ ], যাহাতে 'চলে নীল শাড়ী নিকড়ি নিকড়ি পরাণ সহিত মোর' এই চরণটি আছে, সেই পদটি প্রায় সর্বত্রই লোচনের ভণিতায় পাওয়া যায়। 'পদকল্পতরু'র অসংখ্য পুথির মধ্যে কেবলমাত্র দুই একটি পুথির প্রমাণকে সম্বল করিয়া পদটিকে জোর করিয়া চণ্ডীদাসের বলিয়া চালানো হইয়াছে।

### শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সাধনা

নরহরি সরকার-ঠাকুর বা শ্রীরঘুনন্দনের সাধনার মধ্যে কোন তান্ত্রিকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই ভক্তিরসিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য-শিষ্যানিগের মধ্যে তান্ত্রিক সাধনা কতক পরিমাণে প্রবেশ করে। শ্রীখণ্ডের চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকতার স্রোত বাহতঃ লুপ্ত হইলেও অন্তঃসলিলরূপে প্রবাহিত ছিল। শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যদের মধ্যে দুই চারিজন তান্ত্রিক বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া অস্বাভাবিক হয়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট কাটোয়ার যদুনাথদাসের লেখা 'সংগ্রহতোষণী' গ্রন্থের একখানি পুথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, শ্রীরঘুনন্দনের অন্ততম শিষ্য রায় শেখরের দুর্গাদাসী নাম্নী এক সাধনসঙ্গিনী ছিল [ বীরভূমবিবরণ, তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ৪১ ]। মহাপ্রভুর ধর্মে সাধনসঙ্গিনী চলে না।

ত্রিপুরা ( নামাস্তর ললিতা ) দেবীর উপাসনা এক কালে সমস্ত উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া চলিত। কারণ, 'ত্রিপুরা ( বা ললিতা )-স্তব', 'ত্রিপুরা-মাহাত্ম্য' প্রভৃতি গ্রন্থ উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এইরূপ দুই একটি গ্রন্থ 'কাব্যমালা'-তেও ছাপা হইয়াছে। রাঢ় দেশেও এই দেবীর পূজার যথেষ্ট প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। রঘুনন্দনের অপর এক শিষ্য কবিরঞ্জন ( বৈদ্য )—ইহারই নামাস্তর ছিল 'ছোট বিদ্যাপতি' [ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ৪৩ ]—তাঁহার দুইটি পদের ভণিতায় এই ত্রিপুরা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতার কলিগুলি এই—

ত্রিপুরা-চরণকমল-মধু পান।

সরস সঙ্কীত কবিরঞ্জন ভান।

[ পদকল্পতরু ২১৮২ ( পাঠাস্তর ) ] ॥

কহে কবিরঞ্জন ত্রিপুরাচরণে মন

অবধান কর তুহঁ কান।

সহচরী কহে কথা স্বরিতে পাঠাই তথা

তবে সে হইবে সমাধান ॥

[ কৃষ্ণদাসভট্টলিঙ্গ, পৃঃ ১৭০ ] ॥

এমনও হইতে পারে যে, কবিরঞ্জন প্রথমে শাক্ত ছিলেন, এবং এই পদ দুইটি তখনকার রচনা।

সরকার-ঠাকুরের শিষ্য মুকুট রায়ের বন্ধু, ও শ্রীখণ্ডের উদ্ধবদাসের শিষ্য কবিরাজ

তাহার ‘রস-কদম্ব’ গ্রন্থে [ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত ] এই ত্রিপুরাসুন্দরী বা ত্রিপুরা দেবীকে রাখাঙ্কুরের আবরণী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন [ রসকদম্ব, পৃ: ৩৮ ]।

### রায়শেখর বা কবি শেখর রায়

শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর বা কবিশেখর ( কবি শেখর ) একজন উচুদরের কবি ছিলেন। ইনি বহু পদ লিখিয়া গিয়াছেন এবং সকল পদই উচ্চ শ্রেণীর নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার ব্রজবুলী পদগুলি মোটের উপর খুবই ভাল। “কি পুছসি অমুভব মোয়” ইত্যাদি চমৎকার পদটি ইহারই রচিত। ইহার দুই একটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদ ‘বিদ্যাপতি’র নামে চলিতেছে। “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্ত মন্দির মোর” ইত্যাদি পদটি ‘রসনির্ধ্যাস’, ‘পদ-রত্নাকর’ প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থে শেখরের ভণিতায় পাওয়া যায়। শেখরের ভণিতাটি এইরূপ—“ভণয়ে শেখর কৈছে নিবরহ সো হরি বিহু ইহ রাতিয়া ॥” প্রচলিত ভণিতা এইরূপ—“বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোড়ায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥” ছন্দের দিক দিয়া বিচার করিলে শেখরের ভণিতাটিই ঠিক বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার ‘শেখর’ বা ‘কবিশেখর’ বিদ্যাপতির উপাধি বা নামান্তর ছিল বলিয়া মনে করিয়া শেখরের ভাল ভাল পদগুলি বিদ্যাপতির উপর চাপাইয়া পুতুর চুরি করিয়া থাকেন।

শেখরের নিম্নোক্ত পদটি ‘সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়’-এ আছে [ পৃ: ১৫৭-১৫৮ ]।

কিবা সে দৌহার রূপ।

কিশোরা কিশোরী পসরা পসারি

রতসরসের কূপ ॥

রবির কিরণে মলিন ইন্দু

কুমুদ মুদিত লাজে ॥

চাদের ভরমে চকোর মাভল

ইন্দীবর হাসে মাঝে ॥

চাদের উপরে এক বিধুবর

তাহার উপরে শশী ॥

চকোর আবেশে পিয়ে স্বধারস

খঞ্জন উপরে বসি ॥

তড়িত উপরে স্নেহক-শিখর

ঘনের জনম তায় ॥

২০২৬/০৮/১২/২০২৭ কনক লতায় মুকুতা ফল

কেবা পরভীত যায় ॥

ঘম্মা ভরজে অকণ উদয়

তারার পসার তথা ॥

অরুণ ব্যাপিয়া                      তিমির রহল  
 বড় অদভূত কথা ॥  
 রাধিকা-মাধব-                      আরতি যে সব  
 কহিতে ভরসা কায় ।  
 ও রস-সায়রে                      না জানি সঁতার  
 ডুবিল শেখরসায় ॥

এই পদটির একটি ছোট সংস্করণ 'কবিকর্ণহার'-এর ভণিতায় পাওয়া যায়।  
 ত্রিযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মকুল্যে এই পদটি পাইয়াছি। পদটি তুলনার  
 জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। পদটিতে কিছু কিছু ভুল আছে।

সই প্রেম অপরূপ ।  
 কিশোর কিশোরী                      পসরা পসারি  
 রভসরসের কূপ ॥  
 নলিন-কিরণে                      মলিন ইন্দু  
 কুমুদ মুদিত লাজে ।  
 চাঁদের ভরমে                      চকোর মাতল  
 ইন্দীবর হাসে মাঝে ॥  
 যমুনা-ভরণে                      অরুণ উদিত  
 তারার পসরা তথা ।  
 চপলা কাঁপিয়া                      তিমির উয়ল  
 কি অদভূত কথা ॥  
 কনকলতায়                      মুকুতা ফলিল  
 কে না পরতীত যায় ।  
 অমৃতবি জন                      ভাবে মনে মন  
 কবিকর্ণহারে গায় ॥

'কবিকর্ণহার' ভণিতায়ুক্ত বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ কতকগুলি পাওয়া যায়। 'ক্ষণদা-  
 গীতচিন্তামণি'তে একটি ব্রজবুলী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'কবিকর্ণহার' বিদ্যাপতির একটি  
 উপাধি ছিল মনে করিয়া অনেকে এই-নামাক্ত ব্রজবুলী কবিতাগুলি বিদ্যাপতির নামে  
 চালাইয়া থাকেন। 'কবিকর্ণহার'-এর দুইটি বাঙ্গালা পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০১  
 সংখ্যক পুথিতে আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫০ সংখ্যক পুথিতেও আছে। শ্রীধরের  
 প্রবাদ অনুসারে 'কবিকর্ণহার-ঠাকুর' শ্রীরঘুনন্দনের অন্ততম শিষ্য ছিলেন। উপরের পদটি  
 কি শেখরের, না 'কবিকর্ণহার'-এর? ইহা এক সমস্যা বটে। 'কবিকর্ণহার' নাম হিসাবে  
 একটু অদ্ভুত। ইহা রায়শেখরের উপাধি ছিল না তো?

## কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি ও 'চণ্ডীদাস'

কবিরঞ্জন বা 'ছোট বিদ্যাপতি'র সহিত এক 'চণ্ডীদাস'-এর মিলন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় [ 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা ]। এই 'চণ্ডীদাস' যে কে, সে বিষয়ে এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। যাহা হউক, শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য এই কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির অনেকগুলি আধ্যাত্মিক বা 'রাগাস্ত্রিক' পদ আছে। নরোত্তমদাস-প্রণীত 'রসসার' গ্রন্থ হইতে [ পৃ: ৪৪-৪৫ ] এরূপ দুইটি পদ তুলিয়া দিতেছি। দ্বিতীয় পদটিতে 'চণ্ডীদাস'-এর উল্লেখ আছে। 'রসসার' যদি সত্য সত্যই নরোত্তম-ঠাকুরের রচিত হয় ( না হইবার কোন বাধা নাই ), তাহা হইলে চণ্ডীদাসের 'সহজ-ভজন' বিষয়ে এইটিই একটি প্রাচীনতম উল্লেখ বলিয়া মনে হয়।

সহজ না জানে	যে জন আচরে
সামান্য মানিহ্ তায়।	
সহজ আচার	সহজ বিচার
সহজ বলিব কায় ॥	
সহজ ভজন	সহজাচরণ
এ বড় বিষম দায়।	
স্বকাম লাগিয়া	লোভেতে পড়িয়া
মিছা স্থখ ভুঞ্জে তায় ॥	
বামন হইয়া	যেন শশধর
ধরিবারে করে আশ।	
কিন্নরের গান	শুনিয়া যেমন
ভেকে করে অভিলাষ ॥	
স্বধাকর দেখি	খদ্যোত যেমন
সমতেজ হইতে চায়।	
শত শত কোটি	করিয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয় ॥	
শিবনৃত্য দেখি	ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস।	
পারিজাত পুষ্প	দেবের হুল্লভ
কপিতে করয়ে আশ ॥	
যেমতি নৃত্য ( ? নিত্য )	সহজ শুনিলো
সামান্য দেহেতে যজে।	
না জানে মরম	করে আচরণ
কেবল রৌরবে যজে।	





বেশ্যা চিন্তামণিস্তত্র সন্তো লীলাশুকতথা ।

এতেষাং সাত্ত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রৌঢ়ঃ স্ত্রোত্তমঃ ॥

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির ‘লছিম’ নারী অথবা অন্ত কোন সাধনসঙ্গিনী ছিল কি ?

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির অনেক ব্রজবুলী পদ অসম্মিদ্ধভাবে মৈথিলি বিদ্যাপতির প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে । একটি উদাহরণ দিতেছি । ‘বিদ্যাপতি’র একটি বিখ্যাত পনের [ পদকল্পতরু ১২৭ ] রূপান্তর একটি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে [ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ২৩৫৩ ; এই সংবাদটির স্তম্ভ আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট স্বণী ] । রূপান্তরিত পদটির ভণিতাটি এইরূপ—

বিদ্যাপতি ভানি

অশেষ অহুমানি ।

সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমল বাণী ॥

এই সুলতান সম্ভবতঃ হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ ( ১৫১২-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ) হইবেন । কবিরঞ্জন রঘুনন্দনের শিষ্য, সুলতান তাহার পক্ষে নসরৎ শাহের অধীনে কাজ করা অসম্ভব ব্যাপার নয় । পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীখণ্ডের বৈদ্যোরা অনেক দিন যাবৎ গোড়-দরবারে উচ্চপদ দখল করিয়াছিলেন ।

### শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও ‘চণ্ডীদাস’

নরহরি, লোচন, রায় শেখর ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি ছাড়া আরও কতিপয় শ্রীখণ্ডবাসী কবির পদ ‘চণ্ডীদাস’-এর নামে চলিয়া গিয়াছে । শুধু শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় নহে, শ্রীখণ্ডের পার্শ্ববর্তী স্থানেরও অনেক কবির পদের তাহাই ঘটিয়াছে । ইহাদের মধ্যে জ্ঞানদাস, যদুনন্দন ও যদুনাথের নাম উল্লেখযোগ্য । শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের মধ্যে রামচন্দ্র, রামগোপাল দাস ( গোপাল দাস ) ও দীনবন্ধুর নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ।

‘চণ্ডীদাস’-এর ভণিতায়ুক্ত একটি সুন্দর পদ [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৫৮ ] প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্রের । এই রামচন্দ্র খুব সম্ভব রঘুনন্দনের শিষ্য রামচন্দ্র-ঠাকুর । পদটি তুলিয়া দিবার লোভ সঞ্চরণ করিতে পারিতেছি না ।

কাহারে কহিব মনের কথা

কেবা যায় পরভীত ।

হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা

সদাই চমকে চীত ॥

গুরুজন আগে বসিতে না পাই

সদাই(ই) ছল ছল আঁধি ।

পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে

সব ভ্রাময় দেখি ॥

সখীর সঙ্গে যদি জলে(রে) বাই

সে কথা কহিল নয় ।

যমুনার জল                      আকুল কবরী  
 ইথে কি পরাণ রয় ॥  
 কুলের ধরম                      রাখিতে নারিলুঁ  
 কহিল সবার আগে ।  
 রামচন্দ্র কহে                      শ্রাম নাগর  
 সদাই মরমে জাগে ॥

[ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথি ২০১ ]

'রসকল্পবল্লী'-প্রণেতা রামগোপালদাস বা গোপালদাসের অনেকগুলি পদ 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। "থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিলু ঘাটের কুলে"। ইত্যাদি পদটি [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ১২ ] 'রসকল্পবল্লী'তে গোপালদাসের ভণিতায় আছে [ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃ: ১০২ ]। "ভাল হৈল আরে বধু আসিলা সকালে।" ও "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে প্লক ঘোবন ভার।" ইত্যাদি পদ দুইটি [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ২২১, ৭২৪ ] গোপালদাসের পুত্র পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী'-তে গোপালদাসের নামেই আছে [ রসমঞ্জরী, পৃ: ৩২-৩৩, ৬১-৬২ ]। •

'সংকীৰ্ত্তনামৃত'-কার দীনবন্ধুদাস অনেক স্থলে 'মধুমতী'-র আহুগত্য স্বীকার কারয়াছেন [ সংকীৰ্ত্তনামৃত ৪৭৬, ৪৮২ ]। নরহরি সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলায় 'মধুমতী' সখী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং দীনবন্ধু শ্রীখণ্ডের শিষ্য বা শিষ্যাহুশিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধুর পদসংগ্রহ গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত কোন পদই নাই। ইহা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। দীনবন্ধুর একটি পদে বিশেষ করিয়া 'চণ্ডীদাস'-এর ধ্বনি পাওয়া যায়। পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। পদটির সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদ [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ৭৩৭, ৭৩৯ ] তুলনীয়।

বন্ধু কি আর বলিব তোরে ।  
 এ তিন ভুবনে                      আর কেহ নাহি  
 দয়া না ছাড়িহ মোরে ॥  
 জাতি কুলশীল                      ছাড়িঞা সকল  
 তোমার হইলাম আমি ।  
 জনমে জনমে                      জীবনে মরণে  
 প্রাণনাথ হয় তুমি ॥  
 আমার পরাণে                      তোমার চরণে  
 একুই করিঞা বাসি ।  
 নিশ্চয়ে জানিহ                      জনমের মত  
 হইলাম তোমার দাসী ।  
 শয়নে স্বপনে                      তোমা ধন বিনে  
 আর কিছু নাহি জানি ।

অকিঞ্চনে বিধি মিলাওল নিধি

দেখিলে এমতি মানি ।

মন-সুত দিঞা তোমা গুণনিধি

গলাএ গাথিঞা নিব ।

দীনবন্ধু ভণে জীবনে মরণে

আর কি ছাড়িঞা দিব ॥ [ সংকীৰ্ত্তনামৃত ১২৫, ১৭৪ ] ॥

### মুকুন্দদাস গোস্বামী ও ‘চণ্ডীদাস’

‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়’-প্রণেতা মুকুন্দদাস গোস্বামী আপনাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দদাস খ্রীখণ্ড কিম্বা তন্নিকটবর্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রামগোপালদাস তাঁহার ‘রসকল্পবল্লী’তে স্বীয় শিক্ষাগুরুদের মধ্যে এক মুকুন্দদাস গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন [ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১০২ ]। আমার সন্দেহ হইতেছে, ইনিই ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়’-রচয়িতা মুকুন্দদাস গোস্বামী। যাহা হউক, ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়’ চণ্ডীদাস ও ‘পিরীতি-সাধন’ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এখন সেই বিষয়ে কিছু বলিব। ‘চণ্ডীদাস’ ও ‘বিভাপতি’র সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহার প্রাচীনতম উল্লেখ ( অবশ্য ‘রসসার’কে বাদ দিলে ) এই ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়ে’ই পাওয়া যায়।

‘চণ্ডীদাস’, ‘বিদ্যাপতি’ ও ‘লীলাগুরু’ ( বিবসন )—এই তিন কবির ‘পিরীতি-সাধন’ সম্পর্কীয় শ্লোক দুইটি পুর্বেই তুলিয়া দিয়াছি। এখন প্রথম দুইজন সম্বন্ধে যে গল্প মুকুন্দদাস লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। [ ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়’-কার জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, ইহা লক্ষণীয় ]

পূর্বকবিগণের অনেকে নিজস্ব কৃষ্ণস্বপ্ন বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে—

তারার রজকিনী সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

আস্বাদিলা প্রেম সুখ রসের নির্ধ্যাস ॥ [ পৃঃ ১০৪ ] ॥

তারার রূপের কথা বর্ণনায় আসে না। সে অপূর্ব স্তম্ভরী—“সহজে হরিতে পারে রসিকের মন”; আর চণ্ডীদাস—

তারার যতেক গুণ যতেক রচিত।

রাধাকৃষ্ণলীলা রসে করিল বিদিত ॥ [ পৃঃ ১০৫ ] ॥

চণ্ডীদাস একদিন সন্ধ্যা করিয়া এক মেঘাচ্ছকার রাত্রিতে তারার জন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। রাত্রি দশ দণ্ড বহিয়া গেল, তবুও তারার দেখা নাই। তারাত্ত এদিকে সখীর সহিত নিজ গৃহে বসিয়া আছে। তাহার—“নিরবধি করে প্রাণ প্রভু প্রেমগুণে।” চণ্ডীদাস অবশেষে থাকিতে না পারিয়া—“কান্দিতে কান্দিতে আইলা ধুবিনীর ঘর ॥” আসিয়া অন্ধনের এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় রজকিনী সখীকে বলিল, আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল কেন? নিশ্চয়ই ঠাকুর সন্ধ্যা হানে আসিয়াছেন। তুমি একবার

দেখিয়া আইস তিনি সেখানে আছেন কিনা। সখী সেখানে গিয়া চণ্ডীদাসকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে তারা কাঁদিয়া আকুল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া তারা প্রদীপ লইয়া অঙ্গন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন দেখিল—

আগ্নিনার এক ভিতে আছয়ে ব্রাহ্মণ।

মদনে পীড়িত অঙ্গ সঘনে কম্পন।

সব তরু তিতিঞাছে মন্দ বরিষণে।

অনর্গল প্রেমধারা বহিছে নয়নে ॥ [ পৃ: ১০৬ ] ॥

তখন—

ঠাকুরের দুই কর ধুবিনী ধরিঞা।

কহিতে লাগিলা কিছু বিলাপ করিঞা ॥ [ ঐ ] ॥

তারা বলিল, এমন মেঘের ঘোর ঘটা, তুমি কি করিয়া আসিলে? তুমি আমার লজ্জা এত কষ্ট পাইলে কেন? আমি একাকিনী, অসহায়া,—“দ্রুস্ত শাণ্ডী আমার ননদী বাঘিনী ॥” আজিকার এই দুঃখ তুমি স্থখ বলিয়া মানিতেছ! আর আমার মনের কথাও তো তোমার অজ্ঞাত নাই।

এই মত যত কথা কহিল ধুবিনী।

ঘরে আসি চণ্ডীদাস করিল গাঁথনি ॥ [ ঐ ] ॥

অতঃপর মুকুন্দদাস “এ ঘোর রজনী মেঘ ঘটা বন্ধু কেমনে আইলে বাটে” ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর ‘বিদ্যাপতি’-ঠাকুরের কাহিনী।

শিবসিংহ রাজার স্ত্রী লছিমাত্মারী।

বিদ্যাপতি আশ্বাদিলা সে রস মাধুরী ॥ [ পৃ: ১০৭ ] ॥

একদিন শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে নিভূতে বলিলেন, ‘কৃষ্ণ যেন রাখাকে এইমাত্র দেখিয়া আসিয়া তাঁহার প্রিয় নন্দসখীগণকে বলিতেছেন’, এইভাবে এক পদ বর্ণন করিয়া আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত করুন। এদিকে লছিমাকে না দেখিলে বিদ্যাপতির কবিত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া, স্তব্ধতা—“সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে ॥” গোষ্ঠুলি সময়ে কবি কোন ছলে অন্তঃপুর মহলে প্রবেশ করিলেন।

সুবেশা হইয়া সেই লছিমাত্মারী।

দর্পণে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরী ॥

হেন কালে বিদ্যাপতি তাহারে দেখিল।

ইদ্রিত করিয়া বামা অভ্যন্তরে গেল ॥ [ ঐ ] ॥

কবি এই কণিক দর্শনে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ঘরে আসিয়া তিনি—“নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করিলা বর্ণন ॥” তিনি সেই পদ রাখাকে শুনাইলেন, রাজা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। এই পদটি হইতেছে—“যব গোষ্ঠুলি সময় ভেলা” ইত্যাদি [ পদকল্পতরু ২০১ ]।

এই গল্প দুইটির মধ্যে ‘অকস্মত্তি’র খাঁচের লৌকিক গল্পের ভাব আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই যে ‘চণ্ডীদাস’ ও তারা এবং ‘বিদ্যাপতি’ ও

লহিয়ার প্রণয়কাহিনীর কোনই ভিত্তি নাই ইহা বলা চলে না। রজকিনীর নাম 'ভারা' হইতে 'রামভারা' হইয়া 'রামো'তে পরিণত হইয়াছে।

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'র পয়ষট্টিটি সম্পূর্ণ পদ ও দুইটি পদাংশ উদ্ধৃত করা আছে। সম্পূর্ণ পদগুলির মধ্যে একটি 'চণ্ডীদাস'-এর [পৃ: ১০৬-১০৭], চারিটি 'বিভাপতি'র, পয়তাল্লিশটি 'তরুণীরমণ'-এর, দশটি গোবিন্দদাসের, এবং শ্রামানন্দ, জগন্নাথদাস, লোচন, জ্ঞানদাস ও শেখর-রায়ের একটি করিয়া। পদাংশ দুইটি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

পিরীতি বলিয়া                      তিনটি আঁধর

বিদিত ভুবন মাঝে।

যাহারে পশিল                      সেই সে মজিল

কি তার কলঙ্ক লাজে ॥ [ পৃ: ১১৫ ] ॥

এই অংশটি কিছু পাঠভেদের সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদে পাওয়া যায় [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৮৫ ]।

দৌহার অধর-                      স্বধা-রস পানে

তাহে উপজিল 'পি'।

নয়নে নয়নে                      বাণ বরিষণে

তাহে উপজিল 'রী' ॥

হিয়ায় হিয়ায়                      পরশ করিতে

তাহে উপজিল 'তি'।

এ তিন আঁধর                      মুনি-মনোহর

তাহার তুলনা কি ॥ [ পৃ: ১১৮ ] ॥

এই পদাংশটি কোন পদে পাওয়া যায় নাই। তবে ইহার রূপান্তর 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদে দেখা যায় [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৭৯, ৩৮৫ ]। মুকুন্দদাস এই পদাংশটির এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

দৌহার অধর স্বধা দৌহে করে পান।

পীরিতি প্রথম তাহে হয় উপাদান ॥

নয়নে নয়নে করে বাণ বরিষণ।

রিকার মধ্যমাকর তাহাতে জনম ॥

হিয়া হিয়া পরশিতে তৃপ্ত হৈল মতি।

তৃপ্ত অন্তরে রতি হয়েত উৎপত্তি ॥

অতুল তুলনা এই তিনটি আঁধর।

কাঠ পাবাণ তবে মুনি মনোহর ॥ [ এ ] ॥

মুকুন্দদাস যখন ব্যাখ্যা দিয়া পদাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন ইহা মুকুন্দদাসের পূর্ববর্তী কোন কবির রচনা হওয়াই সম্ভব। এই পদাংশটি "তরুণীরমণ ও 'চণ্ডীদাস'" শীর্ষকে পুনরায় আলোচনা করিব।

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-স্থিত এই চাৰি চরণ 'চণ্ডীদাস'-এৰ একটি পদে পাওয়া যায়  
[ চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮০০ ]—

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ ।

নাথক নাথিকা নাম লক্ষণ কখন ॥

পূৰ্ব্ৱৰাগ হৈতে সীমা সম্বন্ধিয়ান্ আদি ।

রসের ভুক্তিত ক্রমে যতেক অবধি ॥ [ পৃ: ১৬২ ] ॥

### তরুণীরমণ ও 'চণ্ডীদাস'

পূৰ্ৱেই বলিয়াছি যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' তরুণীরমণের পয়তাল্লিশটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলির অধিকাংশই ব্রজবুলীতে লেখা। শ্ৰীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় [ ষড়বিংশ ভাগ, পৃ: ২০২-২২০ ] তরুণীরমণের সতেরোটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই পদগুলির মধ্যে আটটি মাত্র ব্রজবুলীতে লেখা। এই সতেরোটি পদের মধ্যে সাতটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' পাওয়া যায়, এবং পিরীতি-ঘটিত পাঁচটি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যায় [ 'তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনাতত্ত্ব', শ্ৰীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুভট্ট, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ষষ্ঠবিংশ ভাগ, পৃ: ১৭১ ]। শ্ৰদ্ধাঙ্গদ বসন্তবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত শীৰ্ষকে 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব' নামে তরুণীরমণের যে গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, তাহাতে তরুণীরমণ নিজের রচিত কতকগুলি পিরীতি-সাধনার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন [ পৃ: ১৭২-১৮০ ] 'পদকল্পতরু'তে [ ৩৫৪ ] তরুণীরমণের ব্রজবুলী পদ একটি আছে। এই পদটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক 'রত্নসার' নামক পুথিতে [ "The Padas of Candidasa," by Manindramohan Bose, Calcutta University Journal of Letters, Vol. XVI, পৃ: ৭৭ ]—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরুণীরমণ ।

গীত-ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন ॥

এই ভূমিকা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পিরীতি বলিয়া তিনটা আধর

বিধিত ভুবন মাঝে ।

আহায়ে পশিল সেই সে মজিল

কি তার কলঙ্ক লাজে ॥

ছঁহার অধর স্বধারস পানে

তাহে উপজিল পি ।

নয়ানে নয়ানে বাণ বরিখনে

তাহে উপজিল রি ॥

হিয়ায় হিয়ায়                      পরশ করিতে  
 তাহে উপজিল তি ।  
 এ তিন আঁধর                      অতি মনোহর  
 ইহার তুলনা কি ॥  
 তাহে দুখ সুখ                      হয় পরতেক  
 সদাই স্থখের পাড়া ১ ।  
 তরুণীরমণ                      করে নিবেদন  
 মরিলে না যায় ছাড়া ॥

এই পদটির সহিত ‘চণ্ডীদাস’-এর একটি পদের গভীর ঐক্য আছে [ চণ্ডীদাস-পদাবলী, ৩৮৫ ]। মধ্যের কলি দুইটি ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়ে’ উদ্ধৃত পদাংশটির সহিত এক [ পূর্বে দ্রষ্টব্য ]। পূর্বে দেখাইয়াছি যে, ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়’-রচয়িতা মুহম্মদাস এই পদাংশটির একটি ব্যাখ্যা বা টীকা দিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে বোধ হয় যে, ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়’-রচয়িতা পদাংশটির রচয়িতা নহেন। অতএব শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় যে, অহুমান করিয়াছেন—মুহম্মদাস ও তরুণীরমণ একই ব্যক্তি, তাহা সমীচীন বোধ হইতেছে না। ‘তরুণীরমণ’ নামটি অবশ্য এতই বিশেষত্ব-পূর্ণ যে, ইহা ছদ্ম নাম না হইয়া যায় না। শ্রদ্ধাঙ্গদ বিষ্ণুদত্ত-মহাশয় প্রকাশিত ‘সহজ উপাসনাতত্ত্ব’ যদি এই তরুণীরমণেরই হয়, তাহা হইলে ভট্টাচার্য মহাশয়ের অহুমানের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি পাওয়া যাইতেছে। সেটি এই—‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়ে’ রত্নকিনীর নাম ‘তারার’, ‘রামার’, ‘রামী’ বা ‘রামিনী’ এই নাম উহার মধ্যে নাই। সুতরাং হয় দুই ‘তরুণীরমণ’ স্বীকার করিতে হয়, নতুবা ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়’ তরুণীরমণের নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

‘চণ্ডীদাস’-এর নামে প্রচলিত আর একটি পদ [ চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮২২ ] তরুণীরমণের বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় ইহা তরুণীরমণের ভণিতায়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ সংখ্যক পুথিতেও তাহাই আছে [ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃ: ১৭১ ]। এই পদটির সহিত ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়ে’ উদ্ধৃত [ পৃ: ১৫৬-১৫৮ ] ‘বিদ্যাপতি’-র একটি পদের সহিত কিছু ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

‘রত্নসার’ গ্রন্থের উক্তি অহুসারে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় অহুমান করেন যে, তরুণীরমণ উপাধিক এক ‘চণ্ডীদাস’ ছিলেন [ মাসিক বহুমতী, আষাঢ়, ১৩৩৪ ]। এই অহুমান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তরুণীরমণ মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি ছিলেন। তাহা ঠিক নহে। তরুণীরমণের কয়েকটি পদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোষ্ঠামীর ছাপ লক্ষিত হয়। তরুণীরমণের নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না [ সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয় ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠাঙ্কিত পদ দ্রষ্টব্য ]।

✓ নিত্যানন্দদাস

'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা শ্রীখণ্ডনিবাসী নিত্যানন্দদাস (নামাস্তর, বলরামদাস) ব্রজলীলা অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল জাতীয় কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নিত্যানন্দদাসের দানকেলি-বিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাব লগণীয়। পদটি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্বলিত।

রহ রহ বলি তমু যাও ।

ডাকিলে না শোন কানে                      এত অহঙ্কার কেনে

গরবে কিরিয়া না চাও ॥

গোলোকের নাথ আমি                      আমারে না চিন তুমি

কত না বিনয় করি বলি ।

ব্রহ্মা আদি যত দেবে                      আমার চরণ এসবে

তুমি মোরে না চাও যুগ তুলি ॥

শুনিয়া কান্ধর বাণী                      হৃদয়ে হরিষ ধনী

কপটে কঠিন কহে কথা ।

গোলোক ছাড়িয়া কেনে                      গোঁধন চরাও বনে

কি স্থখে গোলোকপতি হেথা ॥

তোমার কারণে ধনি                      পথে আমি মহাদানী

গোচারণ ছলে থাকি বনে ।

নিশি দিশি তোমা বিনে                      আন নাহি লয় মনে

কাল আমি তোমার কারণে ॥

যে তুমি বচন বল                      কখন না দেখি ভাল

মণি লোভে ছোঁয় কাল সাপে ।

পরদারে নাহি ভর                      ডুবাবে নন্দের ঘরে

গোকুল মজ্জিব এই পাপে ॥

কীর সর ছানা দধি                      স্নাত ঘোল দুগ্ধ আদি

সকলের দান নিব রাধে ।

পাইয়া কংসের পান                      সাধিতে যৌবনের দান

দেহ দান কি কাজ বিরোধে ॥

হরিয়া অহল্যা সতী                      আনহ ইন্দ্রের গতি

সীতা হরি রাবণ সংহার ।

বল হে গোলোকপতি                      তবে কেন হেন মতি

ভাল বুঝ ধরম বিচার ॥



নিত্যানন্দদাসে কয়

পিরীতে সকল হয়

বচসা করিয়া কাজ নাই।

হাসিয়া হুঝোল বল

পিরীতে তোষিয়া চল

পিরীতে গোলোকপতি পাই ॥

[ কৃষ্ণপদামৃতসিদ্ধি, পৃঃ ৬৮-৬৯ ] ॥

এক কবির পদ অত্র কবির ভণিতায় পাওয়া গেলে পদটি যে তাহারই হইবে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং ‘চণ্ডীদাস’-এর পদ অত্র কবির ভণিতায় পাওয়া গেলে যে, পদটি সেই কবিরই, তাহা বলা চলে না। তবে প্রাচীনতার প্রমাণ যাহার পক্ষে, তাহার দিকেই অস্বকূল মত দিতে হয়। ‘চণ্ডীদাস’-এর স্বত্বের বিরুদ্ধে আর একটি বড় কথা আছে, সেটি এই—অষ্টাদশ শতকের পূর্বের কোন পুথিতে (এবং ‘সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়’ ছাড়া কোন গ্রন্থে) চণ্ডীদাসের কোন পদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং চণ্ডীদাসের দাবী অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়ে না কি ?

শ্রীহরকুমার সেন

## শ্রীহটে মাঘ-ব্রত\*

মাঘ-ব্রত মেয়েরা স্ব-স্বামী কামনায় এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে যাপনের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে।

শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমায় প্রচলিত মাঘ-ব্রতের মন্ত্রগুলি, কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া, গ্রাম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল। ভাষাতত্ত্ববিদগণের পক্ষে শ্রীহট্টের পল্লীভাষা আলোচনার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া এইরূপ করা হইয়াছে।

পৌষ মাসের শেষ তারিখ হিন্দু মেয়েকে পাঁচ বৎসর বয়সে ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ব্রত গ্রহণ করিয়া মাঘ মাসের শেষ তারিখ তাহা পূর্ণ করিতে হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরের পাঁচটি মাঘ মাস যুড়িয়া ব্রত করা হইলে পর ব্রতেব 'পূর্ণার' দিন অর্থাৎ শেষ বৎসরের মাঘ মাসের শেষ দিন ত্রিভিতি ব্রত ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছাম্বায়ী সমবয়স্কা কোন মেয়ের সহিত 'সখীত্ব' স্থাপন করে। ইত্যাকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহারা একে অন্তকে 'সই' বলিয়াই ডাকে; কখনও একে অপরের নাম উচ্চারণ করে না।

প্রাত্যহিক পূজায় ত্রিভিতি অতি ভোরে স্নান করিয়া, কোন কিছু না খাইয়া, ভিটিতে অঙ্কিত দেবদেবী ও মণ্ডলাদি যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণে পূজা করে। পূজা সমাপনান্তে পূজনীয় ও পূজনীয়াগণকে প্রণাম করিয়া কিছু খাবার খাইলেই ব্রত ভঙ্গ করা হয়।

মাঘ-ব্রতের জন্ত একটি স্থায়ী 'ভিটি' প্রস্তুত করা হয়। ভিটির পূর্বে সীমায় একটি বৃত্তাকার ও আর একটি চতুষ্কোণ গর্ত করা হয়। বৃত্তাকারটির নাম স্বর্ধ্যকুণ্ড, চতুষ্কোণটি কালীদহসাগর। গর্ত দুইটির পূর্বে চতুষ্কোণ একটি ছোট বেদি করিতে হয়; তাহা স্বর্ধ্যকুণ্ড ও কালীদহসাগরের পাড় বলিয়া কল্পিত। এই পাড়ের উপর বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ দুইটি মাটির ঢেলা রাখা হয়, ইহা দেউল (দেবালয়)। ভিটির পশ্চিম প্রান্তে ভিটিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ খানিকটা জায়গা বাড়াইয়া দেওয়া হয় ইহা 'দেবদ্বার'।

প্রাত্যহিক পূজায় যে সব দেবদেবী ও অলঙ্কারাদির পূজা হইয়া থাকে তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

### পূজাপ্রণালী—

‘কালীদহসাগরের জলের উপর সাতগাছা দুর্কাসহ নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়’।

ল-ল স্বরুযাই ল ল পানি, লেখিয়া জুকিয়া সাত কুক পানি।

সাত কুক পানি মর সাত ডালে যায়, এক কুক পানি দিয়া বাইচালি খেলায়।

বাইচালি খেলাইতে খেলাইতে ফুট আইল কাটা, ঘাইট ঘিলা বাটরে স্বরুযাইর বেটা

এক হাতে ঘাইট ঘিলা আর হাতে তেল, নাইবারে স্বরুযাই কুন ঘাটে গেল।

নাইয়া দুইয়া রদিং দিল পিঠ, তাৎ তনে পড়িয়া গেল সত্তর ভইনের দিশ।



নানাবিধ ফুলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেউল প্রভৃতি পূজা করিতে হয়।

দেউলি—

দেউল পূজি দেউলেশ্বর, ইন্দ্ররাজা মহেশ্বর ;  
কানে কুণ্ডল মাথায় ভার, দেউল পূজি শতবার।

স্বর্ঘ্য পূজা—

উঠ উঠ স্বর্ঘ্যাই বাকমক দিয়া, তুমারে পূজিমু আমি রক্তজবা দিয়া।

চন্দ্র পূজা—

চান্দ আইলা চন্দনে, স্বর্ঘ্য আইলা বন্দনে ;  
পিড়ন্তিম আইলা আসিয়া মুই বর্ন্ত করি সিদ্ধাসনে বসিয়া।

পৃথিবী পূজা—

পিড়ন্তিম পূজি তিনকুণা, রাজ্য পূজি সম্পূর্ণা।  
পিড়ন্তিম পূজি পাইলাম বর, বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

তিন কুণ্ডলি—

তিন কুণ্ডলি পূজি আমি। তিন রাজে ভজি আমি।  
পড়ন্তম্ কালে বাপর ঘর। হুধে ভাতে খাইয়া ;  
যুবনেতে স্নানামির ঘর, মাছে মাংসে খাইয়া :  
বুড়াকালে পুতের ঘর, ঘিয়ে ভাতে খাইয়া।

মাঘ মণ্ডল পূজা—

মাঘমণ্ডল স্থণার কুণ্ডল, বাপ রাজা ভাই পরজা ;  
আপ্নে বিদ্যাধরী, মাই পাটেশ্বরী ;  
কবলির গুবর ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

ভাত সহ খালা ও ভুঙ্গার পূজা—

খাল ভাত ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

/ আটঘাট পূজা—

আটঘাট পূজি আমি সিড়ি সিড়ি বাইয়া,  
দেউল মাঘাই পূজি আমি আয় রাণী আইয়া।

সীতা মণ্ডল পূজা—

সীতা মণ্ডল পূজি আমি, সীতা যেমন সতী আইমু ;  
রাম যেমন স্নানামি পাইমু, দুর্গা যেমন স্নানাগি আইমু ;  
পাটা পুতাইলে গুয়া ছেচি খাইমু।

ভিটি পূজা—

ভিটি পূজি ভিটেশ্বর, আখার বাপ্ ভাই অটকা লক্ষ্মীধর।

দেওদুয়ার পূজা ও মাঘাইর পরণাম—

দেওদুয়ার দেওদুয়ার, পুজি উঠি স্বর্গ দুয়ার ;  
স্বর্গ দুয়ার পুজিতে, স্থণার খাট বইতে,  
দেও মাঘাই দেও বর, বিষ্ণুপুরী মর ঘর ।

সুকুয়াইর বিদায় মন্ত্র বা প্রণাম—

যাও যাও সুকুয়াই, যাও তুমার ঘরে ;  
তুমার আমার দেখা অইব, কাইলকু বিঘানে ।

অলকারাদি পূজার সময় “মুই পুজি গুড়ির খাডু মর লাগি থাকৌক স্থনার খাডু” এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । কেবল কুকুয়া, বাইজন ( বেগুন ) ও ইনাগাছ পূজায় পৃথক পৃথক মন্ত্রের প্রয়োজন ; যথা—

কুকুয়া—“ভাল থাকে কুকুয়া ভাল তার বাসা

আমার বর্ডর গুড়ি খাইবার তার বড় আশা ।”

বাইজন—“আইজন বাইজন গুড়িং কাটা জয়ে জয়ে ভাইর বাটা ।”

ইনাগাছ—“ইনা গাছো তিনা আগে কইত্তা বালি তারা আগে

আগে কইত্তা মাগে বর ধনে পুত্রে স্থমির ঘর ।”

দেউল ভাসাইবার নিয়ম—

১লা, ১৫ই এবং শেষ দিনের পূজাসমাপনান্ত পূজিত দেউল, পুষ্প ও দুর্কা ইত্যাদি একখানি খালায় উঠাইয়া তাহা মাথায় করিয়া অপরপর বহুদূর মেয়ে ও নিজ সঙ্গিনীরা সহ গান করিতে করিতে পুকুরে যাইয়া তাহা জলে বিসর্জন করে । পুকুরে যাইয়াই প্রথম তার কুল পূজা করিতে হয় ।

পুকুরের পূজা—

পুকুরির কুল লাঙ্গলের মাটি, ( আমার ) বাপ্ ভাই অউকা লুয়ার কাটি ।

পূজিত দেউল ইত্যাদি জলে বিসর্জন মন্ত্র—

দেউল ভাসে জলে, মর বাস অউক লক্ষ্মীর খলে ।

ছাতি পূজা ও তাহা ঘুরাইবার নিয়ম—

দেউল জলে বিসর্জন করিয়া, ঘরে ফিরিবার সময় খালায় করিয়া ত্রিভুজী সেই পুকুরিনীর কিছু মাটি নিয়া আসে এবং সেই মাটি ভিটির অনুরে অঙ্কিত ছাতির মধ্যস্থলে রাখিয়া, সেই ছাতি ও তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে অঙ্কিত চন্দ্র ও সূর্যের পূজা করিয়া, তাহার উপর একখানি ছোট চোকিতে বসে, তখন একটি বাঁশের ছাতি ত্রিভুজীর মাথার উপরে ধরা হয়, তাহা ঐ বালিকা নিজে অথবা অন্য কেহ ঘুরাইতে থাকিলে নানা উপহাসাদি তাহার উপর দেওয়া হয় এবং দর্শকেরা তাহা কুড়াইয়া নেয় ।\*

\* মহানহোপাধ্যায়, জীৱন্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ. মহাশয় বলেন যে, এইষ্ট মেলায় হবিমন্ত্র অকলে ছাতি ঘুরান সর্ব্বথা হয় না, সন্ধ্যোত্তি ও রবিবারে মাত্র হয় ।

চন্দ্রপূজা—

চান্দ আইলা চন্দনে, সূর্য আইলা বন্দনে ;

পিড়ন্তিম্ আইলা আসিয়া, মুই বর্ন্ত করি সিদ্ধাসনে বসিয়া ।

সূর্যপূজা—

উঠ উঠ সূর্যবাহি বকমক দিয়া তুমারে পূজিমু আমি রক্তজবা দিয়া ।

ছাতিপূজা—

মুই পূজি গুড়ির ছাতি, মর লাগি থাকউক সোণার ছাতি ।

ছাতি ঘুরাইবার সময় যথাক্রমে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ছাতির উপর দিতে হয় ।

ছাতির নোচে বসিয়া ব্রতিনী ছাতি ঘুরাইতে থাকে—

১ম—দই । ২য়—ফল । ৩য়—খই ও লাড়ু । ৪র্থ—জল । ৫ম—টাকা পয়সা (যথাসক্তি) । ৬ষ্ঠ—কাটা গুয়া ও পান ।

প্রত্যেক ‘ছাতি’ পূজার দিবস সন্ধ্যার পূর্বে ব্রতীকে ‘উদ’ পূজা করিতে হয় । তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে হইয়া থাকে ।

১লা—ব্রতী প্রাতঃকালে যে সকল দেবদেবী এবং মণ্ডলাদি পূজা করিয়া থাকে, তাহাই আবার ভিটির অদূরে পাঁচ প্রকার গুড়ি দ্বারা অঙ্কিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে পূর্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয় ।

১৫ই—২রা হইতে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত ব্রতিনী যে সকল দেবদেবী ও মণ্ডলাদি পূজা করিয়া থাকে, সে সকল দেবদেবী ও মণ্ডলাদি পৃথক্ পৃথক্ দিনের জন্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অঙ্কিত করিয়া এক সঙ্গে ১৫ দিনের পূজা করিতে হয় ।

মাসের শেষ দিন—পূর্বোক্তরূপে ১৬ই হইতে মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পূজা করিতে হয় ।\*

শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

\* এই সঙ্গে যে মাঘমণ্ডলের চিত্রখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা অঙ্কিত ।

## শালগ্রামবন্ধকের দলিল

পুরাণ বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত নানারকম দলিল ( আত্মবিক্রয়-পত্র, মহুগ্যবিক্রয়-পত্র প্রভৃতি ) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৫২৬ সংখ্যক স্বন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডের একখানি পুথিতে এক নূতন রকমের দলিলের নকল পাইয়াছি<sup>১</sup>। নকলটি পুথির শেষ পত্রে পুষ্পিকার নিয়ে, পত্রের বাম পার্শ্বে এবং উপরে জড়ান অক্ষরে লেখা আছে। সব জায়গা ভালরকম পড়িতে পারা যায় না।

পুথিখানি ১৬০৬ শকাব্দে রামেশ্বর কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল।<sup>২</sup> দলিলের নকলখানি কিন্তু অল্প হাতে এবং পরবর্ত্তী যুগে লেখা। তবে মূল দলিলখানি ও আমাদের পুথি প্রায় সমসাময়িক। দলিলের তারিখ ১০৯৬ বঙ্গাব্দ।

দলিলদাতা রামচন্দ্র শর্মা, রামেশ্বর সেন মজুমদার মহাশয়ের নিকট পৈতৃক দুইটি শালগ্রামশিলা বন্ধক রাখিয়া দুইটি টাকা কর্জ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এ অল্প হুদ কিছু দিতে হয় নাই সত্য, তবে শালগ্রামসেবাজনিত পুণ্য সেন মহাশয়েরই হইবে, এ কথা লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের দিক্ হইতে ইহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে বিবেচনা করিয়া নিয়ে আমরা নকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

### শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নকল [।] ইয়াদি কীর্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মজুমদার স্মৃচরিতেষু [।।] শ্রীরামচন্দ্র শর্মাণাম্ পত্রমিদং [।] আগে আমার পিতামহ কামদেব চক্রবর্তীর ২ দুই শালগ্রাম তুমার স্থানে বন্ধক রাখিয়া ২ দুই রূপৈয়া লইলাম [।] ঠাকুরসেবা করণে যে পুণ্য হএ সে তোমার [।] ওয়াদা জখন তুমী টাকা চাও তখন দিব [।।] এই করারে টাকা না দি তবে এই পরে (?) ঠাকুর ফুলারি (?) করিলাম [।] ঞ্জামার এক্ষণে মাহিনায় সহি আমার কীছু এলাকা নাই [।] আসল দুই তঙ্কা দিয়া ঠাকুর নেব [।] ইতি সন ১০৯৬ ছৈয়ানব্বই ১১ ভাদ্র।

শ্রীরামচন্দ্র শর্মাণাম্

তারিক<sup>৩</sup>

ইসাদি<sup>৪</sup>

শ্রীরামনাথ শর্মা

শ্রীরামকৃষ্ণ শর্মা

ঠাকুর বনরঘুনাথ ঠাকুর ১

য়নন্ত ঠাকুর ১

১। পরিষৎপুথিশালায় কর্ত্তব্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় এই নকলের দিকে সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। রসপুণ্যচক্রপণ্ডিতে ৮ শাকে ব্যলেখি পুস্তিকা বঙ্গাব্দে শ্রীরামেশ্বরধর্মমতা।

৩। ইসাদি ও দলিলদাতার নাম পত্রের বাম কোণে দেওয়া হইয়াছে।

৪। এই তারিক [ ভাদ্রিকা? ] পত্রের উপরিখিত অংশে দেওয়া হইয়াছে।

## বড় চণ্ডীদাসের পদের নবাবিকৃত পুথি (২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় বড় চণ্ডীদাসের ভণিতামুক্ত কয়েকটি পদের দুইখানা পুথি কিছুকাল হইল আমি পাইয়াছিলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে এই সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় নবাবিকৃত একখানা (বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০২২ সংখ্যক) পুথির পাঠ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০২৩ সংখ্যক) পুথির পাঠ নিয়ে প্রকাশিত হইল।

৫০২৩ সংখ্যক পুথির পাঠ

[ ১ম পদ ]

বারহ বেরেখে দান দিবে জে গোড়ারি ।	তোর পর জোবনে মহিল বনমালি ॥
সর্গে রাখুক মর্তে রাখুক তলে পাউ শুধি ।	তার তটে আল রাখে কি করিব বুদ্ধি ॥
ই তিন ভুবনে রাখে মোর মহাদানে ।	তাথে ভাগি জেয়া রাধা কাহার পরানে ॥
জসোদার পো আমি হাখে ধরি বাঁশি ।	তুমাকে দেখিল্যাম রাখে মধিক রূপসি ॥
তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন ।	ছাড়্য দিলু দান ধর আমার বচন ॥
এ ভয়ে না ধরিত পাসে বৃন্দাবন ।	বলে ধরি তোখে তবে দিব মালিন ॥
ইহা বুঝি দেহ রাখে স্বরস বচন ।	গাইল বটু চণ্ডীদাস বাঙালির গণ ॥

এবং ইহার গান লঘু স্তর ৭১ এখাতোরি কলা ॥

[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত পাঠ,

৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

বারহ বরষের দান দিবেহে গোআলী ।	তোর রূপ যোবনে মোহিল বনমালী ॥ ৫ ॥
স্বর্গে রাখে মর্তে রাখে তলে পাউ শুধী ।	তাহাত টেঁটনী রাধা কি করিব ধুধী ॥
এ তিন ভুবনে রাধা মোর মহাদানে	তাক ভাগি জ্ঞাএ রাধা কাহার পরণে ॥
যশোদার পোআ আক্ষে হাখে ধরী বাঁশী ।	তোমাক দেখিল রাধা আধিক রূপসী ॥
তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন	ছাড়ি দিলে দান ধর আমার বচন ॥
এভেঁই যবেঁ না ধরিবে আমার বচন ।	বলে ধরি তোকে তবে দিবেঁ আলিন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন ।	গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥



[ ৫০৯৩ সং পুথির পাঠ ]

[ ২য় পদ ]

ভ্রমর সটপদি তালের পদাবলি রাগিনি শুই ॥ \*

বল করিতে চাও তোরে ।	য়েহি জে নাঞি বলু বলা হোইব ডরে ॥
হানএ কুন্তম সব বানে ।	তে কারণে দঘধে পরানে ॥
না মারহ বিরহ ঘানলে ।	মুখ তুলি চাহত সকলে ॥
এই তোর টেরছ নডানে ।	সরুপ হানিল মোর প্রাণে ॥
একবার দেহ জিউ দানে ।	তুমা বিহু না রহে পরানে ॥
জিবন জৌবন কত কালে ।	অকারনে করহ অঞ্জালে ॥
আইল্যাম মুঞে বড় প্রতিয়াসে ।	গাইল জে বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু সকল ৪২ ব্যালিস কলা ॥

[ ৫০৯২ সং পুথির পাঠ ]

[ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ( তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯,  
১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) ]

রাগিনি যুই । ইতি ভ্রমরসটপদির পদাবলি ।

বল করিতে চাহঁ তোরে ।	ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে ॥
হানএ কুন্তমশর বাণে ।	তে কারনে দগদে পরানে ॥
না মারহ বিরহ আনলে ।	মুখ তুলি চাহত সকালে ॥
এই তোর তিরছ নয়ানে ।	শ্বর হানিল মোর প্রানে ॥
একবার দেহ জিউ দানে ।	তোমা বিহু না রহে পরানে ॥
জিবন জৌবন কত কালে ।	অকারণে করহ অঞ্জালে ॥
আইলু মুঞি বড় প্রতিআশে ।	গাইল জে বোঁড় চণ্ডীদাশে ॥

এবং ইহার গান ৪২ ব্যালিশ কলা ॥

[ ৫০৯৩ সং পুথির পাঠ ]

[ ৩য় পদ ]

বিসমসন্ধি তালের পদাবলি । রাগিনি শুই ॥

মোহে জবে জান কানাক্রি ঘাটে মহাদানি ।	বড়াইকে ছাড়িয়া কেনে হৈব একাকিনি ॥
কেন সব সখিগণ রাগে পার কর ।	কাল হয় গেল মোর জৌবনের ভার ॥

লঘু বার কলা ॥ পরে গুরু ॥

কি হল্য ২ বিহি জবুনার ঘাটে । কেন মানা কইল জেতো মথুরার হাটে ॥  
 অবস্থা করিল মোরে সেই জগন্নাথে । পুনরপি ঠেকিল্যাম তাহার জে হাথে ॥  
 ইহ পথে যাসি নাঞি হারাল্যাম দধি । অনাধি গোপালি মোরা রক্ষা কর বিধি ॥  
 পুরুবে জঙ্কিল্যাম করমের ফলে । জনম লভিল্যাম যামি গুণালার কূলে ॥  
 তেঁঞি সে দধি বিকে জাঙ মথুরার হাটে । দুরজন কানাঞি শুনহ ধাটে বাটে ॥  
 কর জোড়ে করি বহু শুন দামুদর । জাইব বড়াইর সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥  
 এড়িয়া জাএ মোরে কানাঞি সব সখীগণ । গাইল বটু চণ্ডীদাস বাণলির গণ ॥  
 এক লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ার্ম কলা ॥

ত্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত পাঠ

[ ১৪৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মোএঁ যবে জাণে কাহাঞি ঘাটে মাহাদানী । বড়ায়িক ছাড়ী কেহে ধৈর্যে একাকিনী ॥  
 কেহে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার । কাল হইল গেল মোরে যৌবন ভার ॥ ১ ॥  
 কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে । কেহে মন কৈলোঁ জাইতে মথুরার হাটে ॥ ২ ॥  
 আবধা করিল মোর যে জগন্নাথে । পুনরপি পড়িলাহোঁ তাহার হাথে ॥  
 এহা পথে আসি মোএঁ হারায়িলোঁ বুধী । আনাধী গোপালী মোক রক্ষা কর বিধী ॥ ৩ ॥  
 পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে । জরম লভিল আশে গোপালার কূলে ॥  
 তেঁসি দধি বিকে জায়িতে মথুরার হাটে । দুরজন কাহাঞি শুন এবে পাড়ে বাটে ॥ ৪ ॥  
 কর যোড়ী বোলোঁ এবে শুন দামোদর । জাইবো বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥  
 এড়ি যাএ মোকে কাহাঞি সব সখিজন । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৫ ॥

[ ৫০২৩ সং পুথির পাঠ ]

[ ৪র্থ পদ ]

রূপক তালের পদাবলি ॥ রাগিনি পাহিড়া ॥

আলো রাধে সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর তাহে : দেব মুরারি মোহে : তোরা মোর উচিত সন্নেহে ।  
 আগো রাধে তোমাতে মজিল মন : ভালে জানে দেবগণ : ইথে কী বিচারে সন্নেহে ॥  
 আগো রাধে না পরিহর সুন্দর কানাঞি । সব কলা সমপুঞ্জিত রাই ॥  
 আগো রাধে রাইল্যাম মুঞি প্রতিরাসে : না করহ নৈরাসে : শুন ধনি যামার বচনে ।  
 আগো রাধে দেবের দেবতা যামি : জানিঞা না জান তুমি : কিরি চাহ নিরখি বচনে ॥  
 আগো রাধে তোরা রূপে মোর মন মজে । জৌবন রাখহ কোন কাজে ॥  
 আগো রাধে অগন্তের জগন্নাথে সেহ আমি রাজগথে তোমার লাগিঞা হইল্যাম দানি ।  
 আগো রাধে পসরা নামাঞা রাখ সোশে শুখাঞাছে মুখ পুরি এস্ত হের এস্ত ধনি ॥

আগো রাধে তুহু দহে বিরহের জরে । আলিঙ্গন দেহত যামারে ॥  
 আগো রাধে আঁখি ঠার ফুসরে ধনি কহে বড়াএরে মরি কি বলিব ছুরবারে ।  
 আগো রাধে এই খেনে বস্ত্রে ২ কহে বটু চণ্ডিদাসে গাইল জে বাস্তলির বরে ॥  
 এবং ইহার গান সকলে ৮৫ পঁচাসি কলা ॥

[ ত্রিকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত পাঠ — ৭০ পৃষ্ঠা অষ্টব্য ]

রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আল রাধা

সর্বদাঙ্গ হৃদয়ি তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ  
 তোঁর মোর উচিত সেনেহা ।

আল রাধা

তোঁদ্রাতে মজিল মন ভালে জানে দেবাগণ  
 ইথে কিছ নাহিঁক সন্দেহা ॥

আল রাধা

না পরিহর হৃদয় কাহাঞিঁ ।  
 সব কলা সংপূনী তৌ রাহী ॥ ৫০ ॥

[ পরবর্তী অংশে নূতন পদাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ৫০২ সং পৃথির পাঠ সাহিত্য-পরিবহ-পত্রিকার ১৮৮-৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে । ]

[ ৫০২ সং পৃথির পাঠ ]

[ ৫ম পদ ]

অপূর্বকলিকা পদাবলি ॥ রাগিনি বাড়ারি ॥

তোঁর রূপ দেখি মোর চিত নহে স্থির । প্রাণ জান কাটয়া জায় বৃকে মালা তির ॥  
 জার প্রানে কাটে বৃক ধরিতে না পারে । গলাজ পাথর বাজি দহে পসি মরে ॥

লঘু ছবারে ১৮ যাঠার কলা ॥ পরে গুরু ॥

তুমি গঙ্গা বারানসি স্বরূপে সে জান ।	তুমি মোর সর্বতীর্থ তুমি পুণ্ড্র স্থান ॥
ই বানি বলিতে কানাঞি না বাসিহ লাজ ।	তুমার মাটুলানি যামি শুন দেবরাজ ॥
হোই আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী ।	মিছাই সঘন পাত কিসের মৌলানি ॥
ই বোল বলিতে তোঁর মনে বড় শুখ ।	পরঘরে গৈসে জেন তোঁর পাটাবুক ॥
ভাল বোল বলিল ত চন্দ্রাবলি রাণি ।	আমার মনের কথা কহিলে যাপুনি ॥
বিরহে পড়িআ কাল যাকুল বিকল ।	জোরিয়া দেখিআ জেন রুচক যাকুল ॥
আইবার বাসনা তুহু ছাড়িল গুয়ালি ।	গাইল বটু চণ্ডিদাস বন্দিয়া বাস্তলি ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৮১ একাসি কলা ॥

[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৪৮—২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

মালব রাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে খীর । প্রাণ যেহু ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥  
 যার প্রাণ ফুটে বুক ধরিতে না পারে । গলাত পাথর বাঁধী দহে পসী মরে ॥  
 তোম্কে গাঙ্ক বারানসী সৰূপেসি জাণ । তোম্কে মোর সব তীখ তোম্কে পুণ্য স্থান ॥  
 এ বোল বুলিতে কারু না বাসসি লাজ । তোম্কার মাউলানী আক্কে শুণ দেবরাজ ॥  
 হইএ আক্কে দেবরাজ তোম্কে মোর রাণী । মিছাই সঘল পাত ভাগিনা মাউলানী ॥  
 এ বোল বুলিতে তোর মণে বড় স্থখ । পরঘর পইসে যেহু চোর পাটাবুক ॥  
 ভাল বোল বুলি তৌ চন্দ্রাবলী রাণী । আক্কার মণের কথা কহিলে আপুণী ॥  
 বিরহে পুড়িআঁ কারু হাকল বিকল । জরুআ দেখিআঁ যেহু কচক আশল ॥  
 জাইবার বাসনা তোম্কে ছাড়হ গোআলী । গাইল বড় চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥

[ ৪০২০ সং পুথির পাঠ ]

[ ৬ষ্ঠ পদ ]

হরগৌরি তালের পদাবলি ॥ রাগ বসন্ত ॥ রাগিনি পঠমুজরি ॥\*

হরি হর একুই তহু বিদিত সংসারে । জানিঞা সে যতিসয় কহিল্যাম তুমারে ॥  
 মোর সে কালিআ তহু তহু গোরা যজ । জানি বিধি যানি নিধি মিলাঅল সজ ॥  
 হের এস্ত বিনোদিনি পরিহর লাজ । না শুনলি মোর বাণি হইব যকাজ ॥  
 হরিহর নাম মোর গৌরি যজ ধরি । বিশ্বস্তর নাম মোর বিস পান করি ॥  
 জিপাদগামিনি গঙ্গা ধরি নিজ কায়ে । গঙ্গাধর নাম মোর সৰ্ব লোকে গায়ে ॥  
 নারির সন্তোগে রাধে জদি পাপ হয়ে । তবে সিসঙ্কৃত রাধাকৃষ্ণ নাম সান্ত্রে কেনে কহে ॥  
 চাতুরালি বুঝে হরি মোরে দেহ দান । বাস্তলি বন্দিয়া বটু চণ্ডীদাসে গান ॥  
 এবং লঘু গুরু সকলে ১৪ চৌদ্দ কলা ॥

[ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩২২,

১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

রাগ বসন্ত । রাগিনি পঠমুজরি । ইতি হরগৌরি তালের পদাবলি ॥

হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে । জানিহ শে অতি সত্য কহিল তোমারে ॥  
 মোর সে কালিয়া তহু তহু গোরা অজ । জানি বিধী আনি নিধী মিলাঅল সজ ॥  
 হের আস্ত বিনোদিনি পরিহর লাজ । না বুলিলে মোর বোল হইব অকাজ ॥

\* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মুদ্রিত হয় নাই ।

† শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

হরিহর নাম মোর গোরি অঙ্গ ধরি । বিশ্বস্তর নাম মোর বিশ পান করি ॥  
 ত্রিপদগায়নি গঙ্গা ধরি নিজ কাএ । গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব লোকে গাএ ॥  
 নারির সম্বন্ধে রাধা জদি পাপ হএ । শ্রীশঙ্কর কৃষ্ণ নাম শাস্ত্রে কেন কহে ॥  
 চাতুরালি পরিচর মোবে দেহ দান । বামূলি বন্দিয়া বাঁড়ু চণ্ডীদাসে গান ॥  
 এবং ইহার গান ১৪ চোন্দ্র কলা ॥

[ ৫০২৩ সং পুথির পাঠ ]

[ ৭ম পদ ]

ঝম্পক তালের পদাবলি ॥ রাগিনি মাউর ॥ ধানসি ॥  
 আউ থাকিতে কানাক্রি মোরিল ইচ্ছসি । সাপের মুখেতে কেনে যজুলি দিসী  
 চুন বিহনে জেন তাখুল তিত্যা । অলপ বএসে তুমার বিরহের চিন্তা

লঘু ২ নয় কলা ॥ পরে গুরু ॥

লাজ নাহিক কানাক্রি বদনে তুঁহার । পাসে আসিতে কেন চাহ সে যামার ॥  
 মজুরিআ হইয়া কেন এত বড় রঙ্গ । অল্প হইয়া চাহ বড় জনার সঙ্গ ॥  
 হাতে চাহ তুমি যাকাসের চান্দ । লোকে উপহাস করে দেখা তুঁহার ছান্দ  
 উত্তম জাতি তুমি নন্দের জে বালা । পুরুষ হইয়া তুমি জান যেত কলা ॥  
 সকল লোকের মাঝে না বাসিলে লাজ । না রহসি ভারে তাঁই সিয়ানের কাজ ॥  
 মাকড়ের হাথে জেন বুনা নারিকল । আমাকে দেখিআ তেন না হয় বিকল ॥  
 সঙ্গে আসিবে জবে লঞা দধির ভারে । গাইল বটু চণ্ডীদাস বামুলির বরে ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু এবং সকলে ৮১ একাসি কলা ॥

[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত পাঠ,

১৭২-৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

মল্লার রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতে কাহাক্রি মরণ ইচ্ছসি । সাপের মুখেতে কেহুে আঙ্গুল দেসী ॥  
 চুন বিহনে যেহু তাখুল তিতা । আলপ বএসে তেহু বিরহের চিন্তা ॥১॥  
 লাজ নাহি কাহাক্রি বদনে তোহোর । পাছে আসিতে কেহুে চাহসি মোর ॥২॥  
 মজুরিআ হইয়া কেহুে এত বড় রঙ্গ । অলপ হইয়া চাহ বড়ার সঙ্গ ॥  
 হাথে হাথে চাহা কাহাক্রি আকাশের চান্দ । .....করসি তোএ ছান্দ ॥৩॥  
 উত্তম জাতী তোহুে নান্দের বালা । পুরুষ হইয়া তোহুে — ॥  
 সকল লোকের মাঝে না বাসিসি লাজ । না বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥৪॥  
 মাকড়ের.....বুনা নারিকল । আক্ষাক দেখিআ তেহু না হয় বিকল ॥  
 সঙ্গে আসিবে যবে লঅ দধিভারে । গাইল বটু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥৫॥

[ ৫০২৩ সং পুথির পাঠ ]

[ ৮ম পদ ]

জঙ্ঘতালের পদাবলি ॥ রাগিনি পাহিড়া ॥

মুখ কমলে : অতি শোভা করে খঞ্জন নয়ান দুই ।  
 ভূঞা কাল সাপে জুগল তাহাতে শুভয়ে নিচল হই ॥

লঘু ২ দুই কলা পরে গুরু ॥

আলাজ দেখে	রাজ পত পেয়ে	নানা উপভোগে রহে ।
আছু রাজপদ	দূর বড়াই	জীবন মোর সন্দেহে ॥
হাথ আওড় করি	ভকতি করু	জীউ দান দেহ বড়াই ।
বোল রাধে ২	মান গুরতি	তবে সে জে এই কানাক্রি ॥
মানিক জিনিঞা	দশন জোতি	কিছাদি সতেষরি হারে ।
কর কমল	বাহ মূল্য নহে	ন পয়ষট্‌ তারে ॥
নাতি তোরি নদ	ঘাট জিবলি	ঘন গজ পুলিনে ।
উতু তাহাতে	কোন হংস	শমরহে কনকে রসানে ॥
রাধা নিতম্ব	মণ্ডল আড়ল	রমাবতি কি কি প্রাণে ।
আতি যদভূত	বিনি ঘায়ে হানি	বিকল কৈল পরাণে ॥
উরু জুগে	.. ম কদলি	স্থল কমল চরণে ।
রাজ হংস	জিনিঞা যতি	রাধা মন্দ গমনে ॥
প্রিধিবিত যামি :	য়বতিন্ন কৈল্য	তোর গুরতির যাসে ।
বাণুলি চরণে	বন্দিআ গাইল জে	বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু সকল ১৬ সোল কলা

[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৭৩-৪-পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মুখ কমলে	আতি শোভা করে	খঞ্জন নয়ান দুই ।
ভূঞা কাল শাপ	মুগল তাহাত	শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে	রাজপদ পাএ	নানা উপভোগে নহে ।
আছু রাজপদ	দূর বড়াই	জীবন মোর সন্দেহে ॥
হাথ ঘোড় করিআ	ভকতি করে।	জীউ দান দেহ বড়াই ।
বোল রাধারে	মাহু সুরতী	তবেসি জীএ কাহাক্রি ॥
মানিক জিনিঞা	দশন দুতী	গীএ সাতেসরী হারে ।
কর কমল	বাহ মুগাল	হেম ঘট পয়োভারে ॥

নাভী তার নদ	ঘাট ত্রিবলী	ঘন জঘন পুলিনে ।
উচিত তাহাত	কল হংস সম	রএ কনক রসনে ॥
রাধার নিভষ	মণ্ডল আড়ন	রোমাবলী কিরিপানে ।
আতি আদভূত	বিণি ঘাএ হানী	বিফল কৈল পরাণে ॥

\* \* \*

উরুযুগ শোভে	রাম কদলী	খল কমল চরণে ।
রাজহংস	জিগিষা আতি	রাধার মধুর গমনে ॥
পৃথিবীত আশে	আবতার কৈল	তার সুরভীর আশে ।
বাসলী চরণ	শিরে বন্দিঅঁ	গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[ ৫০৯৩ সং পুথির পাঠ ]

[ ৯ম পদ ]

দসকোসি তালের পদাবলি ॥ রাগিণি ভীমপলাশী ॥ \*

শুনিঞা না শুন রাধে শুজন গুণালি ।	তুলহ পসরা ভার বিচারিয়া বলি ॥
এই মতে নিতি জ্ঞাও মথুরার হাটে ।	বহু দিন খুজিয়া পায়্যাছি দানঘাটে ॥
কার বোলে এল্যে পথে জাহ দধি লঞা ।	বহু ধন পেয়াছ রাধে দানি ভাড়াইয়া ॥
এস্যহ শুন্দরি বস্যা লেখা করি দান ।	ইহ নহে দেখ পাঞ্জির পরমান ॥
* সাগুড়ি ননদি মোর ঘরে ছুরবারে ।	লোক ছলে জাইব ঘর নাহি সতস্তরে ॥
সিফল শুভ এ কুচ দেহ মোর বোরি ।	বলহ বড়াই তবে কোন বুদ্ধি করি ॥
প্রাণ লঞা খাড়া হইল যাগে গো বড়াই ।	স্বামির নিজ ধন খুজন্তি কানাক্রি ॥
হার কখন মোর কাচলিতে দেহ টান ।	হেন কোন ছলে মারিল হেড় পরাণ ॥
চুষন দিবারে চাহে বদনকমলে ।	য়ালিজন চাহে কানাক্রি বিরহের জরে ॥
কাহাক বলিআ রতি না জানি বড়াই ।	হেন বিপরিত কথা কহন্তি কানাক্রি ॥
মোর সিন্ধুমতি বড়াই করি কোন বুদ্ধি ।	শুনিঞা বা কি বলিব স্বামি গুণনিধি ॥
য়মূল্য রতন মাগে ধরি মোর হাথে ।	মাগএ সুরতি দান যস্থানে দেই হাথে ॥
নিসেধ ২ বড়াই শ্রীমধুগুনে ।	গাইল বটু চণ্ডীদাস বাণুলির গনে ॥
	এবং লঘু গুরু সকলে ৬৫ পঙসাট্ট কলা ॥

[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত পাঠ ; ৮৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

সাহুড়ী ননন্দ মোর ঘরে ছুরবারে ।	কোণ ছলে জাইবো ঘর নহৌ সতস্তরে ॥
শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী ।	বোলহ বড়ায়ি এবে কোণ বুধী করী ॥
প্রাণ লঞা খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি ।	সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহাক্রি ॥ ৭ ॥

\* পানের প্রথমংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মুদ্রিত হয় নাই । ৫০৯২ সংখ্যক পুথির পাঠ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৮৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে ।

হার কানন মোর কাঞ্চলীতে দেএ টান । হেন কহোছাল মারে লএ পরাণ ॥  
 চুখন দিবারে চাহে বদনকমলে । আলিঙ্গন চাহে কাহাঞি বিরহের জ্বরে ॥  
 কাহাকে বলিএ রতী না জ্ঞাপো বড়ায়ি । হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহাঞি ॥  
 মোএ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী । গুণিঅ বা কি বলিবে সামী গুণনিধী ॥  
 অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে । মাঞ্জে সুরতি দান সান দেই মাথে ॥  
 নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥

[ ৫০৩৯ সং পুথির পাঠ ]

[ ১০ম পদ ]

কুন্দুশেখর তালের পদাবলি ॥ রাগ মঙ্গল ॥ \*

চামর জিনিঞা তোর চিকন কবরি । মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি ॥  
 অলকা তিলকা কিয়ে ভালের উপরে । সুরঙ্গ শিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে ॥

লঘু ২ দুই কলা ॥ পরে গুরু ॥

বদন শরদ চান্দ শুধা হাসি বুঝে । দশনকিরনে কত বিজুরি সঞ্চারে ॥  
 স্নদয়ে মনু হার যমুন্ধ্য রতন । কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন ॥  
 হেন সে জীবন রাখে সব ঝালপাট । জীবন গলিলে তম্বু হইবেক লাট ॥  
 না ছুইহ জীবন রাখে দেহ ঝালিঙ্গন । গাইল বটু চণ্ডীদাস বাসুলির গণ ॥  
 এবং লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ্দা কলা ॥

[ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সাল, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

রাগিনী মঙ্গল ॥ কুন্দুশেখর তালের পদাবলি ॥

চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি । মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি ॥  
 অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে । সুরঙ্গ শিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে ॥  
 বদন শরত চান্দ শুধা হাসি বুঝে । দশনকিরনে কত বিজুরি সঞ্চারে ॥  
 স্নদয়ে মনু হার অমূল্য রতন । কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন ॥  
 হেন সে জীবন রাখে সব আলপাট । জীবন [ গোড়িলে ] তম্বু হইবেক নট ॥  
 না ছুইঞা জীবন রাখে দেহ আলিঙ্গন । গাইল বটু চণ্ডীদাস বাসুলির গণ ॥

[ ৫০২৩ সং পুথির পাঠ ]

[ ১১শ পদ ]

জোতি তালের পদাবলি ॥ রাগিনী শুই ॥

রাজা বড় খরত নাঞি শুনে কথা । লঘুর লটকে পেলে কাটে তার মাথা ॥  
 গোচরিয়া কল ধরাব জেবা জানি । ভূমিত ভাগিনা কানাঞি ঝামিত মাউদানি ॥



আপুনি বলহ তুমি ত্রিদশের পতি ।  
 গুরু রাখি বুল তুমি মাঝবিন্দাবনে ।  
 ছাড়হ কানাক্রি তুমি পাপ বচন ।  
 ভ্রমিঞা ২ হাথে পরস ছুই কানে ।  
 আমাকে না করা কানাক্রি যথিক জাতন  
 তুমার বচন মোর না সাম্য কানে ।  
 ইহা বুঝি নিবারহ পাপত মন ।  
 কি শুখ করহ কানাক্রি হেন পরবন্ধ ।  
 ইহা জানি ছাড় কানাক্রি যামার সে ঘাসে

তবে কেনে পরদারে মজে তোর মতি ॥  
 ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে ॥  
 আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জীবন ॥  
 এ ভয়ে কানাক্রি তোর লাভ হইল দানে ॥  
 কোতু না শুনিব যামি তুমার বচন ॥  
 এতই বচন কেহ করহ জতনে ॥  
 বাহড়ি পলাহ ঘর করহ গমন ॥  
 তোর সঙ্গে যাছে মোর নিবড় সখন্ধ ॥  
 বাগুলি বন্দিআ গাইল বটু চণ্ডীদাসে ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুমার্য কলা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৭১ এবং ১০৩-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

গুজরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাজা বড় খরতর নাই শুণ কথা ।  
 গোচরিয়া ফল করাইবো জেন জাগী ।  
 আপণে বোল তোন্ধে ত্রিদশের পতী ।  
 গুরু রাখি বুল তোন্ধে মাঝ বন্দাবনে ।  
 ছাড়হ কাহাক্রি তোন্ধে পাপ বচনে ।  
 তুমি ছুইয়া হাথ পরসও ছুই কানে ।  
 আন্ধাকে না কর কাহাক্রি আধিক যতনে ।  
 তোন্ধার বচন মোর না সাধাএ কানে ।  
 এহা বুঝী নিবারিয়া পাপত মন ।  
 কিসক করহ কাহু হেন পরবন্ধ ।  
 এহা জাগী ছাড় কাহাক্রি আন্ধার আশে ।

লঘু নটক পাইলো কাটে তার মাথা ॥  
 তোন্ধেত ভাগিনা কাহু আন্ধেত মাউলানী ॥  
 তবে কেহে পরদারে মজে তোর মতী ॥  
 এবে পাপ কাজে লাগি সাহ মহাদানে ॥  
 আইহন শুনিলে তোর লইব পরাণে ॥ ধ্রু ॥  
 এভোঁহো কাহাক্রি তোত না ভৈল গেআনে ॥  
 কভোঁ না শুণিব আন্ধে তোন্ধার বচনে ॥  
 তভোঁহো কাহাক্রি কেহে করহ যতনে  
 বাহড়ী আপণ ঘর করহ গমন ॥  
 তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সখন্ধ ॥  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

[ ৫০৯৩ সং পুথির পাঠ ]

[ ১২শ পদ ]

আলুত্ৰী তালের পদাবলী ॥ রাগিণী ত্রী ॥\*

আমি দিব শ্রীহরি ।  
 আমি সে শিজিল্যাম কাম ।  
 আলিঙ্গন দেহ রাধে ।  
 যামার গমন ইজে ।  
 শ্রামের বচন শুনি ।  
 শ্রামের বচন শুনি ।

আমায় খড় পাবে বড়ারি ॥  
 যামারে জুড়রী বাণ ॥  
 না করহ রসবাধে ॥  
 তেজি ধরিয়াছ বেসে ॥  
 যামার বরণ কেসে ॥  
 মনো গেল বিনোদিনী ॥

\* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মুদ্রিত হয় নাই ।

বসিল তরুর ছায় ।	ঘন কাছ মুখ চায় ॥
ধনি বলে বড়াইকে ।	তুমোরা সে জাহ বিকে ॥
বড়াই এশ্রয় রহুসরে ।	গোপি লঞা গেল পুরে ॥
তরুমূলে রাধা শায় ।	দেখোছে সে বেণু পায় ॥
রত্নভরে মনগুথে ।	চূষন করয়ে মুখে ॥
রতির নয়ান সরসে ।	রাধায়জ্ঞ সে পরসে ॥
বিন্দু ২ ঘাম তায় ।	হুঁহঁ মুখ হুঁহঁ চায় ॥
পবন সে মন্দ বহে ।	জবুনা তরঙ্গ তাহে ॥
কোকিল তশিত স্বর ।	ফুকরয়ে মধুকর ॥
অলি সারি শুক তায় ।	রাধাকৃষ্ণগুণ গায় ॥
বাণুলি বন্দি আসে ।	গাইল বটু চণ্ডিদাসে ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ৩৬ ছত্ৰিস কলা ॥	

[ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

বাগত্রী ॥ আলুটী [ তালের পদা ] বলী ॥

আমি দেব শ্রীহরি ।	মাথো [ রাতে ] অবতরি ॥
আমি সে সজ্জিলা [ ]	আমারে জুড়শী মান ॥

( ২য় পৃষ্ঠা )

আলিঙ্গন দেহ রাখে ।	না করহ রসবাদে ॥
আমার গমন হতে ।	তেঞি আশীয়াছ পথে ॥
কেন ধনি ভুল তুমি ।	তোমা লাগ্যা দানি আমি ॥
আমার বরণ কেশে ।	তেঞি ধরিয়াছ বেশে ॥
শ্রামের বচন যুনি ।	মান গেল বিনোদিনির ॥
বশীল তরুর ছাএ ।	ঘন কাছমুখ চাএ ॥
ধনি কহে বড়াইকে ।	তোমরা সে জায় বিকে ॥
বড়াই শেবান্নশরে ।	গোপি লয়া গেলা দূরে ॥
তরুমূলে রাধা শ্রায় ।	দেখিতে সে অল্পপায় ॥
রত্নভরে মন যুখে ।	চু [ ঘন করয়ে ] মুখে ॥
রতির [ আবেশে ] ।	রাধা অজ্ঞ শে পরসে ॥
[ ] ঘাম তাএ ।	[ ] মুখ হুঁহঁ চাহে ॥
পবন শে মন্দ বহে ।	যমুনা [ ] ॥
কোকিলি লোলিত স্বর ।	ফুকরএ মধুকর ॥
[ ]	[ ] রাধা [ ] গুণ গাএ ॥
বাণুলি বন্দিয়া [ ] ।	গাইল বড় চণ্ডিদাসে

[ ৫০২০ সং পুথির পাঠ ] \*

১। একতালির প্রমান ॥ প্রতিব্ধের বিরাম : সেত শরুতালাদি সম্ভব : একতালো সকেধিতে দেবোই বাদ্য উদাহৃত ॥

২। ধরনতালের প্রমান ॥ জ্যোতি তাল যথা শুভ্র: দ্বিতাগিত গুণ শোরই : তথা ধরন নামানি : বপুসিদ্ধ্যা : গুণিশং জুধি : ॥

৩। ছোটখিলা তালের প্রমান ॥ পুলভায়ে মাইত্রক : সম্ভূদেব : তন্মাত্র পদে ২ যাদিমর্ধ্যাবশানেচ ছোটখিলাদ উচ্চতে ॥

৪। গন্দলতালের প্রমান ॥ দ্রুততৎ যং লঘুশ্চৈক : তালে গন্দলনামিনি : ॥

৫। বিসমতালের প্রমান ॥ চতুঃতালি চ : লোমুচধেৎ বিসমতালেকে : ॥

৬। জলদকাস্তি তালের প্রমান ॥ ঋতদয়ং লোঘু জত্র চরনে ২ ভবেৎ তথা যন্ত ( জমক ) কাঞ্চইবমানহং তালে সর্ব বিমোহনং ॥

৭। ভ্রমরসটপদি তালের প্রমান ॥ দতাদয়ং লঘুদ্রুত : সে তাল: সটপদিস্তথা ॥

৮। বিসমশক্তি তালের প্রমান ॥ আদৌচাস্তলঘুদ যং স্তরমর্ধ্যো জদা ভবেৎ । তদা বিশম শক্তি : স তালো ভবতি সম্মত : ॥

৯। যপূর্বকলিকার প্রমান ॥ জদি চাষ্ট কলাতোপি কলাধিক্যং বিলক্ষতে: পদে ২ তেদান যাদপূর্বকলা দ্রবং ॥

১০। হরগৌরীতালের প্রমান ॥ ঋতদয়ং লঘুশ্চৈক : গুরুলঘু যুগং তথা । হরগৌরী তাল স্ম্যং দ্বিতীয়ং পুলভূমি ত্রীসং ॥

১১। ঝম্পকতালের প্রমান ॥ গুরুপ্রত ভবেৎ নিত্য সে তালো ঝম্পক তথা ॥

১২। জঙ্কতালের প্রমান ॥ গুরুদয়ং লঘুদ্বয়ং ততোপ্রত: গুরু লঘু চরনে ২ পিবং তন্ত তালো জঙ্ককং ভবেৎ ॥

১৩। দসকোসি তালের প্রমান ॥ ঋত দ্বয়ং লঘু দ্বয়ং ততোপ্রত লঘুক ভবেৎ । চরনে ২ পেক্ষেয়ং স তালো দসকসিঞ্চ ॥

১৪। কুন্দুসেখর তালের প্রমান ॥ গুরু দ্বয়ং লঘুপ্রত ততো গুরুপ্রত: গুরুলঘু । চরনে ২ পিবং স তালোকুন্দুসেখরং ॥

১৫। জ্যোতিতালের প্রমান ॥ আদৌ গুরু-লঘুদ্বয়ং চরনে ২ ভবেৎ । জ্যোতি তালো সকেতিতো নিত্য ভূমি স্তসিস্বরৈ ॥

১৬। বস্ততালের প্রমান ॥ আদৌ গুরু লঘু স্ম্যং চরনে ২ ভবেৎ । গাঞ্চে নানা মহ্হারি বস্ততাল স্তদা ভবেৎ ॥

১৭। আলুটী তালের প্রমান ॥ জদি চাষ্ট কলা কোপি হুত্রি নিত্যস্ম্যং পদে ২ । য়ালুটী নাম তালং স্ম্যং তদা সর্ব মনোহরা ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে উক্ত তালগুলির বাজনার বোল লিখিত আছে ।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

---

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের এবং সংবর্দ্ধনাদির

কার্য্যবিবরণ

---



## প্রফুল্ল-জয়ন্তী

আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করায় বঙ্গদেশের জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতা টাউন হলে আলোচ্য বর্ষের ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবারে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় বিরাট সভার সমবেত হয়। আচার্য্যদেব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি। পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতি এই শুভ সুযোগে পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। কবির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জয়ন্তী-সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতাদির পর প্রফুল্ল-জয়ন্তী-সমিতির পক্ষে স্তর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলে পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের নিম্নোক্ত মানপত্র \* পাঠ করেন,—

॥ শ্রীঃ ॥

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন!

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে যে দিন বাঙ্গালার মুমূর্ষু জাতীয় জীবন নব অভ্যুদয়ের চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে নূতন করিয়া আলোড়িত হইল ; সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে নব নব বিচিত্রতায় যে দিন বাঙ্গালীর পুনর্জন্মের স্পন্দন সূচিত হইল ; যুগযুগান্ত-সঞ্চিত পঙ্কপুঞ্জ ভেদ করিয়া যে দিন স্বচ্ছ সরসীতে বাগ্‌দেবীর চরণপদ্ম শত দল মেলিয়া বিকশিত হইল, সেই দিন—নূতন ও পুরাতনের সেই শুভ সন্ধিক্ষণে ভারতের বিজ্ঞান-লক্ষ্মী নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রসন্ন হাস্তে নব জাগ্রত বাঙ্গালীকে মন্দিত করিলেন। সেই সফল লাগে বঙ্গমাতার যে ছুই জন কুতী সন্তান তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদের অন্ততর। বিজ্ঞানের সাধনায় শিশু-প্রশিষ্ট সমভিব্যাহারে তুমি সে দিন জয়যাত্রা করিয়াছিলে। তোমার সেই বিজ্ঞান-গোষ্ঠী আজ দেশে বিদেশে যশস্বী হইয়া তোমার সাধনা ও সঙ্কল্পকে সার্থক করিয়া, দেশজননীকে গৌরবাধিত করিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চায় তুমি দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ। নিজের অক্লান্ত তপস্যায় বিশ্বের জ্ঞানসম্পূর্তে তুমি প্রচুর রত্ন অর্থা দিয়াছ। হে আচার্য্য! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

\* এই মানপত্রটি খন্দের উপর মুদ্রিত এবং উহা খন্দের পীঠবস্ত্রে সংযুক্ত করা হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতিতে উহা চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই লক্ষ্য পরিবৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

হে বিজ্ঞান-সাধক ! বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার দান সামান্য নয় ; বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত আপনাকে যুক্ত রাখিয়া পরিষদের সভাপতিত্বের গুরু ভার স্বন্ধে লইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পোরোহিত্য করিয়া তুমি আপনি ধন্য হইয়াছ, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছ । তোমার সপ্ততিতম জন্মদিনের সুযোগে বঙ্গদেশের সুখী ও সাহিত্যিকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি ।

হে আচার্য্য ! বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধনা করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই । দৈন্ত-দুঃখ অভাব-অনটনে মৃতকল্প স্বজাতির দুর্দশা! মোচনের জন্ত, স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণের জন্ত তুমি কারুশিল্প ও চরকা-খন্দর প্রচারে ত্রুতী হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছ ; হে মাতৃভক্ত ! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি ।

হে তাগা ! তুমি জীবনে কোন দিন সঞ্চয় কর নাই—যাহা উপার্জন করিয়াছ, রাজাদিরাজের ত্রায় অকুণ্ঠিতচিত্তে দেশের জন্ত তাহা বিতরণ করিয়া, নিজে রিক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছ । হে দানবীর ! তোমার মহত্ব স্বরণ করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি !

হে মহাত্মন ! তোমার নিষ্ঠা, তোমার একাগ্রতা, তোমার দেশ-প্রীতি, তোমার আদর্শ জাতিকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছে । হে কর্ম্মী ! হে আজ্ঞা-ব্রহ্মচারী ! তোমার অমাহুয়িক কর্ম্মশক্তি একদা এই দুর্ভাগ্য জাতির মুক্তি বহন করিয়া আনিবে । সেই শুভদিন লক্ষ্য করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি ।

ভগবান্ তোমাকে শতায়ুঃ করিয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত রাখুন—তোমার চিরস্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন ।

॥ ৐ স্বস্তি ॥ ৐ স্বস্তি ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

কলিকাতা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫এ অগ্রহায়ণ ।

সম্পাদক ।

তৎপরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের, নিখিল বঙ্গীয় কলেজ শিক্ষক সম্মিলনীর, বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট গ্রাজুয়েট সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগের, নিখিল বঙ্গীয় গার্মেন্ট কলেজ শিক্ষক মণ্ডলীর, নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক পবিত্রদের, নিখিল বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের এবং কলিকাতা লিটারারী সোসাইটির অভিনন্দন-পত্র পাঠিত হয় । আচার্য্যদেব প্রতিভাষণে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদিত ‘তত্ত্ববোধিনী’ পড়িয়া তাঁহার প্রাণে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়া উঠে ও পরে ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের ‘বিবিসার্ধ সংগ্রহ’ ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা পড়িয়া তাঁহার অন্তরে বৈজ্ঞানিক হইবার আগ্রহ জাগিয়া উঠে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিষদের ক্রমোন্নতিতে দেশবাসীকে সাদরে আহ্বান করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সঙ্গীতাদি হয় ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস ২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় আচার্যদেবকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত পরিষদগৃহে এক প্রীতিসন্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়-রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত (“হে করমযোগী, হে জ্ঞানতাপস”) কুমারী স্মারী দাশগুপ্তা কর্তৃক গীত হইলে পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাক্ষ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় আচার্যদেবের ললাটে চন্দন-তিলক ও গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বেতপ্রস্তর-নির্মিত পায়ে শঙ্খ ও পদ্ম উপহার দিয়া তাঁহার গলে খদরের মাল্য অর্পণ করেন। ধূপধূনার গন্ধে ও মঙ্গল শব্দের ধ্বনিতে পরিষদমন্দির আমোদিত করা হয়। আচার্যদেব সমবেত মহিলা ও সদস্যগণকে আলাপ ও আপ্যায়নদ্বারা তৃপ্ত করেন। তৎপর সঙ্গীত ও জলযোগাদির পর এই প্রীতিসন্মিলন সমাপ্ত হয়।

এই জয়ন্তী-উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্ত পরিষদের বহু হিতৈষী সদস্য পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বার্ষিক কার্যবিবরণে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে আচার্য মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দোষ মজুমদার এম. এ. মহাশয় পরিষদের সাধারণ তহবিলে ১০০ দশ টাকা দান করেন।

## নবম বিশেষ অধিবেশন

৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩২, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

### শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য, বি. এ. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কবিশেখর ক্রীক নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবু প্রথমে কবি ছিলেন; তিনি রাজপুতানার রাজকুলবর্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিয়া ‘রাজপুতকুসুম’ নামে এক কাব্য লেখেন। তৎপরে তিনি ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন; ইহাতে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বলিলেন যে, নিখিলবাবু ১৮শ শতাব্দীর ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। ‘মুর্শিদাবাদ কাহিনী’ সে যুগের বাংলার



ইতিহাস। অক্ষয়বাবু ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার সকলেই সে যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁহারা ইতিহাস লিখিবার একটা ধারা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীর ইতিহাসের তাঁহারা মুখপত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে, এখনও ইঁহার সম্যক আলোচনা হওয়া দরকার। তিনি সুদীর্ঘ জীবন অনাড়ম্বর ভাবে গাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা মনে হইলে একটা আনন্দ-বেদনা অনুভব করি,—তাঁহার মুখে সহজ সরল সদানন্দ হাসিটি লাগিয়াই থাকিত; এই ভাবটির কথা মনে হইলে আনন্দ হয়, এবং আর সে যুগ ও সেই ভাব দেখিতে পাইব না বলিয়া বেদনা অনুভব করি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের সকল কাজে আমরা তাঁহার সাহায্য পাইতাম। তিনি পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্ততম সভ্য এবং বর্তমান বর্ষের ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেও একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, তিনি নূতন লেখককে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন নাই এবং অনেক লেখককে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবু পরিষদের প্রায় সমস্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া উপদেশাদি দ্বারা পরিষদের কার্য পরিচালনে বিশেষ সহায়তা করিতেন। কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মিলনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্মী ছিলেন। তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন এবং অতিশয় অমায়িক এবং হিন্দুধর্মের বিশ্বাসী দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু পরিষদে স্বর্গীয় নিখিলবাবুর স্মৃতি রক্ষার্থ একখানি ব্রোমাইড চিত্র দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন।

ডাক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, নিখিলবাবু বাঙ্গালা ভাষাকে ইতিহাসের মধ্য দিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ‘মুর্শিদাবাদ কাহিনীর’ ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার একটা ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁহার মধ্যে একটা দেশপ্রীতি ছিল। তাঁহার প্রথম লেখা কাব্যে ইঁহার সৃচনা দেখিতে পাই। তিনি ইতিহাসের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা একটা আদর্শ। তাঁহার লিখিত ইতিহাসের মধ্যে আমাদের জাতির একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। পরিষদ মন্দিরে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবুর শোক-সভায় আমার পক্ষে সভাপতির পদ গ্রহণ করা বিশেষ অশোভন; কারণ, তিনি আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। বহরমপুরে আমরা একসঙ্গে এক স্কুলে পড়িতাম। বয়সে তিনি আমার চেয়ে কিছু বড় এবং ক্লাসে দুই এক শ্রেণী নীচে পড়িতেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতার পরিচয় আমরা বাল্যকালেই পাইয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবন্ধু বক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার শব্দের ছিলেন। ডাক্তার

ৰামদাসেৰ যে প্ৰকাণ্ড লাইব্ৰেৰী ছিল, তাহাৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিয়াছিলেন নিখিলবাবু। সে যুগেৰ ঐতিহাসিক আলোচনাৰ অগ্ৰণী ছিলেন অক্ষয়বাবু ও নিখিলবাবু। তিনি কিছুদিন ওকালতী, তাৰপৰ কয়লাৰ খনিৰ ম্যানেজাৰী কৰেন। পৰিষদেৰ সেৱা তিনি নানাভাবে—কখনও কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতিৰ সভাকৰূপে, কখন শাখা-সমিতিৰ সভ্য বা সভাপতিৰূপে কৰিয়াছেন। বাঙ্গালীৰ ইতিহাস ও বাঙ্গালা ভাষা তাহাৰ কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই কথাগুলি বলিয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্ৰস্তাব উপস্থিত কৰিলেন,—“বঙ্গৰ প্ৰাণী ঐতিহাসিক, বঙ্গসাহিত্যেৰ লব্ধপ্ৰতিষ্ঠ লেখক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদেৰ আজীবন হিতৈষী ও বিশিষ্ট কৰ্ম্মী নিখিলনাথ ৰায় মহাশয়েৰ পৰলোকগমনে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহাৰ জ্ঞান আনুৱিক শোকপ্ৰকাশ কৰিতেছেন এবং তাঁহাৰ শোকসন্তপ্ত পৰিবাৰবৰ্গেৰ নিকট গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিতেছেন। এই প্ৰস্তাবেৰ প্ৰতিলিপি অধ্যক্ষাৰ সভাপতি মহাশয়েৰ স্বাক্ষৰে তাঁহাৰ শোকসন্তপ্ত পৰিবাৰবৰ্গেৰ নিকট প্ৰেৰিত হউক।” •

শ্ৰীযুক্ত নলিনীৱৰ্দ্ধন পণ্ডিত মহাশয় প্ৰস্তাব কৰিলেন যে, “পৰিষদমন্দিৰে স্বৰ্গীয় নিখিলনাথ ৰায় মহাশয়েৰ উপযুক্ত স্মৃতি ৰক্ষাৰ ব্যবস্থা কৰিাৰ জন্য কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতিৰ উপৰ ভাৱ অৰ্পিত হউক।” শ্ৰীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্ৰস্তাব সমৰ্থন কৰিলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তাহা গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানেৰ পৰ সভাভঙ্গ হয়।

শ্ৰীঅনাথনাথ ঘোষ

সহকাৰী-সম্পাদক।

শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি।

## চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

৩ৱা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩১, ইং ১৮ই ডিচেম্বৰ ১৯৩২, ৱৰিবাৰ অপৰাহ্ন ৬টা।

শ্ৰীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনেৰ কাৰ্য্যবিবৰণ, ২। সাধাৰণ-সদস্য নিৰ্বাচন, ৩। পুস্তকোপহাৰদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্ৰকাশ—সুৱেন্দ্ৰনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়েৰ পৰলোকগমনে, ৫। প্ৰবন্ধ-পাঠ—শ্ৰীযুক্ত কামিনীকুমাৰ কৰ ৰায়, এম. এ. মহাশয়-লিখিত “ময়মনসিংহেৰ সাধাৰণ গৃহস্থ মুসলমান পৰিবাৰে অহুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্ধী ও আচাৰ-নিয়মেৰ বিবৰণ” নামক প্ৰবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

শ্ৰীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য, বি. এ. মহাশয়—সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিলেন।

গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ধারিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে তাঁহাদের উপহৃত পুস্তকের জন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন,—পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার জয়ন্তী-উৎসবে লব্ধ বহুমূল্য জব্যসম্ভার পরিযৎকে দান করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

পরিষদে অহুষ্ঠিত-প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসবে ‘আচার্য্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের’ স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মজুমদার এম. এ. মহাশয় স্বল্প মূল্যে মিষ্টান্ন সরবরাহ এবং পরিষদের সাধারণ তহবিলে দশ টাকা দান করায় তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়, এম. এ. মহাশয় তাঁহার লিখিত “ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অহুষ্ঠিত কয়েকটি দিনী ও আচার-নিয়মের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম. এ. মহাশয় বলিলেন,—ভারতীয় হিন্দু মুসলমান আচার-ব্যবহারে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, বিবিধ গ্রন্থে তাহা জানা যায়। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ের বহু নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের লোকের আচার-ব্যবহারের বিষয় বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তখন ইহার আলোচনার পথ অধিকতর সুগম হইবে।

অতঃপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, এম. এ., এম. বি. মহাশয় বলিলেন যে, চিন্তাহরণবাবুর উল্লিখিত Anthropological দিক্ ছাড়া এই প্রবন্ধের আর একটা Psychological দিক্ আছে। সে দিক্‌টার আলোচনা হওয়া দরকার।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়া ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি।

## পরিচিতি

## ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টা কবিরত্ন বি. এ., হুতগড়, ভাট্টা পাড়া, শান্তিপুর ;  
 ২। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দাস, মৌগ্রাম, বর্ধমান ; ৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. শ্রীরামপুর,  
 হরিশঙ্করপুর, যশোহর ; ৪। স্বামী জ্ঞানানন্দ, ৪ হুষ্টিধর দত্তের লেন ; ৫। শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ  
 সরকার, ৭৫।৩ মনোহরপুকুর লেন ; ৬। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমপুকুর বাই লেন ;  
 ৭। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার গুহ, বি. এল., ১৬এ বলরাম বসু ঘাট রোড ; ৮। শ্রীযুক্ত গিরিজা-  
 শঙ্কর রায় চৌধুরী, এম. এ., বি. এল., ২৫৩ রাসবিহারী এভেনিউ ; ৯। শ্রীযুক্ত জানকীকান্ত  
 গঙ্গোপাধ্যায়, পাঁচপাড়া, হুগলী ; ১০। শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত, এম. এ., বার-ঘাট-ল,  
 সেনহাটি, খুলনা ; ১১। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়, কানাইডাঙ্গা, নদীয়া ; ১২। শ্রীযুক্ত  
 সতীকান্ত গুহ, বি. এ., কেন্দ্রা দত্তপাড়া, যাদবপুর ; ১৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদেব স্মৃতিতীর্থ,  
 ২৯২ বাহুড়বাগান ষ্ট্রীট ; ১৪। শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন চক্রবর্তী, বি. এল., ২১।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট ;  
 ১৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৯২ সি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ; ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ  
 রায়, এম. এ., ময়মনসিংহ ; ১৭। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কোলা, ঢাকা ; ১৮। শ্রীযুক্ত  
 অবনীনাথ রায়, মহেশপুর, যশোহর ; ১৯। শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায়, ৩৩।১ মলঙ্গা লেন ;  
 ২০। শ্রীযুক্ত কর্ণাযোগী রায়, ১৭ বৃন্দাবন পাল লেন ; ২১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ,  
 শুভবারা, খুলনা ; ২২। ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীকঙ্কর সেন গুপ্ত, এম.এ., এম.বি., ডি. টি. এস, ২৪  
 কৈলাস বসু ষ্ট্রীট ; ২৩। শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ মিত্র, ৩ রাধানাথ বসু লেন ; ২৪। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র  
 মুখোপাধ্যায়, বি. এ., কুমারভোগ, ঢাকা ; ২৫। ডাঃ এইচ্ দত্ত, এম. বি., ১৩।১ বিবেকানন্দ  
 রোড ; ২৬। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩।২ সাহানগর রোড ; ২৭। শ্রীযুক্ত অজিতমোহন  
 বসু, ৫।১ সুইনহো ষ্ট্রীট ; ২৮। শ্রীযুক্ত মন্থনভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ., বি. এল., ১১ সি  
 রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট ; ২৯। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র রায়, ২৫ সি মোহনলাল ষ্ট্রীট ; ৩০। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ  
 গুপ্ত, বি. এস-সি, ৭ডি রামমোহন সাহা লেন ; ৩১। শ্রীযুক্ত খোরসেদ উদ্দীন আহম্মদ,  
 পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ ।

## খ—উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। Primer of the History of Mathematics ;  
 ২। Studies of Non-Christian ; ৩। Studies of Shakespeare's Characters ;  
 ৪। Biographies of Nobel Prize Winners in Literature ; ৫। Indian  
 Historical Studies ; ৬। The Fatal Ring ; ৭। কবীন্দ্র-রচিত অষ্টাদশ পর্ক  
 মহাভারত ; ৮। ব্রহ্মশাপ ; ৯। দত্তীপর্ক ; ১০। বেদান্তদর্শন ; ১১। সাধনা ও মুক্তি ;  
 ১২। হার ; ১৩। সিদ্ধান্তসার ; ১৪। ভারতবিশিষ্ট উপদেশমালা ; ১৫। শ্রোতাভার

রামচন্দ্র ; ১৬। শূন্যপুরাণ ; ১৭। তাপসী ; ১৮। স্নমখোর ও সওদাগর ; ১৯। ইছদৌজাতি ; ২০। আদর্শ সাহিত্য-পরিচয় ; ২১। বঙ্গের রত্নমালা—৩য় ভাগ ; ২২। যোগ ও যোগৈশ্বর্য ; ২৩। অধ্যাত্মতত্ত্ববোধ ; ২৪। জীবন ও মৃত্যু ; ২৫। ভারতলক্ষ্মী ; ২৬। মহীয়সী মহিলা ; ২৭। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যগ্রহ ; ২৮। স্বাস্থ্যনীতি ; ২৯। পতিব্রতা—১ম ভাগ ; ৩০। ঐ—২য় ভাগ ; ৩১। হিন্দুধর্মণী ; ৩২। মহাপুরুষ চরিত ; ৩৩। নূরজাহান ; ৩৪। জ্ঞানাজলি ; ৩৫। লক্ষেশ্বর ; ৩৬। রণজিৎ সিংহ ; ৩৭। গীতাতত্ত্ব ; ৩৮। কৃষ্ণকুমারী ; ৩৯। সওদাগর নাটক ; ৪০। দার্জিলিং ; ৪১। প্রাচীনকাহিনী ; ৪২। রামায়ণতত্ত্ব—চিত্রকূট ; ৪৩। Health and Longivity ; ৪৪। Dr. Jekyll and Mr. Hyde and other Stories. শ্রীযুক্ত উমারানী বসু—১। Princess Kalyani ; ২। Short Stories ৩। An Unfinished Song ; ৪। The Fatal Garland ; ৫। ব্রহ্মলতা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; ৬। দিব্যকমল ; ৭। ছিন্নমুকুল ; ৮। কোতুক নাট্য ; ৯। পাকচক্র ; ১০। শিবরাজ ; ১১। নিবেদিতা ; ১২। নব-কাহিনী ; ১৩। মালতী ও গল্পগুচ্ছ ; ১৪। যুগান্ত—কাব্যনাট্য ; ১৫। রাজকর্তা ; ১৬। ক'নে বদল ; ১৭। দেব কোতুক। শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Towards a Systematic Study of the Vedanta ; ২। The Peshwa's Commitments on the West Coast, No. 24 ; ৩। জাপানের উন্নতি ইহল কিরূপে ; ৪। বাঙ্গালা মুদ্রাস্ফণের ইতিবৃত্ত ; ৫। বঙ্গভাষার ইতিহাস ১ম ভাগ ; ৬। India through the Ages. শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Colebrook's Translation of the Lilabati. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Tragedy of a Throne ; ২। Through a Needle's Eye ; ৩। Two's Two ; ৪। Constructive Non-Co-operation, ৫। A Record of Discords ; ৬। Memoir of the Life of Laurance Oliphant, Vol. I ; ৭। Brave Men of Eyam ; ৮। The Open Window ; ৯। Stories on the Collects, Vol. I ; ১০। Uncle Jem's Stella ; ১১। The History of the Fairchild Family ; ১২। A Reservist's Wife ; ১৩। The Old Bank ; ১৪। Young Sir Richard ; ১৫। The Mutable Many ; ১৬। Hearts in Exile ; ১৭। The Valley of a Hundred Fires ; ১৮। John Coledrige Patterson ; ১৯। Economy ; ২০। The Uphill Road ; ২১। At the Door of the Heart ; ২২। Rough Road to the Stars ; ২৩। Scared ; ২৪। Further Tabloid Tales ; ২৫। The Child Market ; ২৬। শ্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আট মাস ২৭। The South down Flapper ; ২৮। Anne at Green Gables ; ২৯। The Cruise of the Deerfoot ; ৩০। Freckless ; ৩১। The Mulberry Tree ; ৩২। The Merry Past ; ৩৩। From Constable to Commissioner ; ৩৪। Sympathetic Training of Horse and Man ; ৩৫। মানসকুসুম। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। District Gazetteer,—Howrah ;

২। জবাব; ৩। Bengal Dist. Gazetteer,—Howrah. শ্ৰীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ—  
 ১। Short Sketch of the Life of the Late Babu Ananda Krishna Basu ;  
 The Officer in Charge, Bengal Secretariat Book-Depot—১। Annual Report  
 on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs  
 for the year 1931 ; ২। Annual Report on the Administration of Jails of  
 the Bengal Presidency for the year 1931 ; ৩। Report on the Police  
 Administration in the Bengal Presidency for the year 1931 ; ৪। Council  
 Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Thirty-ninth  
 Session, 1932, Vol. XXXIX. No. 1 ; ৫। Do. No. 2 ; ৬। Do. No. 3 ;  
 ৭। Report of the Administration of Bengal (1930-31). কুমাৰ  
 শ্ৰীযুক্ত প্রত্যাশকৃষ্ণ দেব—১। Short Detective Novels and Stories—১৯  
 খণ্ড। শ্ৰীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বসু—১। Report of the Bengal Retrenchment  
 Committee. 1932 ; ডক্টর শ্ৰীযুক্ত নৱেন্দ্ৰনাথ লাহা—১। The Law Family  
 of Calcutta ; The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—১।  
 Shitab Khan of Warangal, (Memoirs No. 9) ; ২। The Gavimath and  
 Palkigundu Inscription of Asoka . The Superintendent, Government  
 Printing, Lahore—১। Report on the Working of the Central Museum,  
 Lahore, for the year 1931-32 ; The Supdt. Naval Observatory, U.S.A.—  
 ১। The American Ephemeris and Nautical Almanac ; The Secy., Smith-  
 sonian Institution—১। Preliminary Classification of Pre-historic South-  
 Western Basketry ; ২। Tobacco among the Kruk Indians of California ;  
 ৩। Menominee Music ; ৪। A Survey of Pre-historic Sites in the Region  
 of Flagstaff ; ৫। Exploration and Fieldwork of the Smithsonian  
 Institution in 1931 ; ৬। Notes on the Fox Wapanowiweni ; ৭। Karuk  
 Indian Myths ; ৮। Graphic Correlation of Radiation and Biological  
 Data ; ৯। Composition of the Caddoan Linguistic Stock ; ১০। Seth,  
 Eastman, the Master Painter of the North American Indian ; ১১।  
 Periodicity in Solar Variation ; ১২। Forty-Seventh Annual Report of  
 the Bureau of American Ethnology, 1929-30 ; ১৩। The Village of the  
 Great Kiva on the Zuni Reservation, New Mexico ; ১৪। Lethal Action of  
 Ultra-violet Light on a Unicellular Green Alga ; ১৫। Report on Archaeo-  
 logical Research in the Foot-hills of the Pyrenees ; The Director of  
 Geological Survey of India—১। Index to the Memoirs of the Geological

Survey of India, Vol. I to LIV. The Supdt., Govt. Museum, Madras—১। Administration Report of the Govt. Cannemara Public Library for the year 1931-32. ২। Catalogue of the South Indian Hindu Metal Images in the Madras Museum. The Surveyor General of India—১। General Report of the Survey of India, 1930-31. The Manager, Govt. Central Publication Branch of India, —১। Memoirs of the Archl. Survey of India, No.45. Calcutta University—১। Western Influence in Bengali Literature. ১। শ্রীযুক্ত গুরুপদ শর্মা হালদার—১। সনৎসুজাতীয়মধ্যাশ্রম; ২। ঐ হিন্দী ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত করুণাময় চট্টোপাধ্যায়—১। রামায়ণ, ৪র্থ কাণ্ড। শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ভট্টালি—১। অসমীয়া ভাষার মৌলিক বিচার আৰ সাহিত্যৰ চিনাকি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—১। আমরা ও বিশ্বজগৎ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—১। বেদান্তদর্শন। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—১। সর্কামোদতরঙ্গিণী; শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন—১। আত্মকাহিনী বা স্বরচিত জীবন-কথা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—১। মেহচ্ছায়া। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র। শ্রীযুক্ত কোচবিহার-সাহিত্য-সভার সম্পাদক—১। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড; ২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড; ৩। ঐ ৩য় খণ্ড; ৪। ঐ ৪র্থ খণ্ড; ৫। ঐ ৫ম খণ্ড; ৬। বেহারোদন্ত। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়—১। আদর্শব্রাহ্মণ। শ্রীযুক্ত সাধু শান্তিনাথ—১। মায়াবাদ; ২। তত্ত্ববিজ্ঞান; ৩। অদ্বৈততত্ত্ব প্রবোধিনী, ১ম ভাগ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১। গীতিকদম্ব। শ্রীযুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ—১। ভবানন্দের হরিবংশ। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—১। ছোটদের কবিতা।

## বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের

প্রতিনিধিগণের সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রীতি-সম্মিলন।

১২ই পৌষ ১৩৩৯, ইং ২৭এ ডিসেম্বর ১৯৩২, মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৫টা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে কলিকাতায় সমাগত কবি কায়কোবাদ (মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি), মোঃ সৈয়দ এমদাদ আলী (অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি), অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ (সাহিত্য-শাখার সভাপতি), অধ্যাপক কাজেমউদ্দীন আহমদ (দর্শন-শাখার সভাপতি), ডাক্তার কুদরৎ-ই-খোদা (বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি), অধ্যাপক জহরুল ইসলাম (ইতিহাস-শাখার সভাপতি), কবি সাহাদাত হোসেন (অভ্যর্থনা-সমিতির সহঃ সভাপতি) এবং বহু মুসলমান সাহিত্যিক ও প্রতিনিধি পরিষদ মন্দিরে সমবেত হইয়াছিলেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি স্ত্র

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, নিমন্ত্রিত বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণকে পরিষদ মন্দিরে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার ও কুমারী শান্তিপ্ৰভা দাস দুইটি সঙ্গীতে প্রীতি-সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত মুসলমান সাহিত্যসেবিগণকে পরিষদের সাদর সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিরই, কাজেই তাঁহাদের নিজের ঘরেই এই সংবর্ধনা হইল।

সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের আগমনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গ সাহিত্যের বলবৃদ্ধির জন্ত বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন ও পরিষদের অন্তর্গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একযোগে কাজ করা উচিত।

অতঃপর মৌলভী আবুল হোসেন বলিলেন যে, আজ আমাদের একটা স্মরণীয় দিন। আজ আমাদের জ্যেষ্ঠের কাছে আমরা আশীর্বাদ পাইয়াছি। একদল মুসলমান আছেন, তাঁহারা উর্দুকে জাতীয় ভাষা করিতে চাহেন। মাতৃভূমিতে বাস করিয়া মাতৃভাষার সেবার যোগদান করিতে পারি না বলিয়া লজ্জিত। এই লজ্জা ঝালন করিবার সময় আসিয়াছে। জ্যেষ্ঠের আশীর্বাদ লইয়া আমরা এই লজ্জা ঝালনে প্রয়াসী হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্তৃক ‘জননী বঙ্গ’ গীত হইলে চা পান ও জলযোগের পর প্রীতি-সম্মিলনের পরিসমাপ্তি হয়।

## পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৪এ পৌষ ১৩৩৯, ৮ই জানুয়ারী ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

শ্রীযুক্ত মন্থথমোহন বসু—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়-লিখিত “মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌর মাস” এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয়-লিখিত “আসাম বুরুঞ্জি” নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠিত এবং গৃহীত হইল। ২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন। ২। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ গ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। ৪। (ক) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় তাঁহার ‘আসাম বুরুঞ্জি’ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (খ) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় উপস্থিত



হইতে না পারায় তাঁহার লিপিত “মোসলেম পঞ্জিকা চান্দ্র ও মৌর মাস” নামক প্রবন্ধটির সার মর্ম সভাপতি মহাশয় কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী কবিত্বের মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীধনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়  
সভাপতি।

### পত্রিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ্য, শ্রীনাথ দাস লেন; ২। মোলভী মোসাহেব আলী খাঁ,  
৫১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাদি।

The Officer in-charge, Bengal Secretariat—১। Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council. Thirty-ninth Session. 1932; ২। Do. Vol. XXXIV, No 4; ৩। Do. Do. No 5; ৪। Do. Do No 6; The Registrar, Calcutta University—১। Journal of the Department of Letters, Vol. XXII. 1932; The Secretary, Smithsonian Institution—১। A Dictionary of the Osage Language; ২। A Dictionary of the Atakapa Language; ৩। Yuman and Yagui Music; ৪। The Swimmer Mss. Cherokee Sacred Formulas and Medicinal Prescriptions; ৫। A Spectrophotometric Development for Biological and Photo-Chemical Investigation; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১। A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Govt. Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal by H. P. Shastri. Vol. III. Smriti MS.; শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Tarabai and Sambhaji (1738—1761); ২। Akbar the Great Mogul,—V. A. Smith; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী—১। Makers of Modern Chemistry; ২। Life and Experience of a Bengali Chemist; ৩। A History of Hindu Chemistry, Vol. I.; ৪। Do. Vol. II.; শ্রীযুক্ত অর্দ্রেজুমাং গঙ্গোপাধ্যায়—১। Southern Indian Bronzes; ২। The Art of Java; ৩। Indian Architecture; ৪। ভারতের ভাস্কর্য; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, ২। গৃহের সাধনা; ৩। দেশপের গল্প; শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আফজল-উল হক—১। মহর্ষি মনুস্মরণ; ২। টীপু সুলতান; ৩। হজরত মোহাম্মদ; ৪। ফেরদৌসী চরিত; শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কার্যাবলী—১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাবলী ১ম খণ্ড; ২। শ্রীএকনাথ-চরিতম্; ৩। শ্রীতিরঙ্গাবলী; ৪। দেশর; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। রেল অবতার; The Secretary, Publicity Board, Bengal—১। ভাঙ্গা ও গড়া; ২। ব্যাধি ও প্রতিকার; অটোমার বাণিজ্য-চুক্তি।

# ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২রা মাঘ ১৩৩৯, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৫।০ টা

## শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়— ১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত ‘রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার’ (আলোচনা), এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত ‘প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থ’ নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্নি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং এইগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার “রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার” (আলোচনা) নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়-লিখিত “প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ” নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, (ক) কামিনীনাথ রায়, (খ) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম এ, বি এল এবং (গ) মনুখনাথ চক্রবর্তী—এই তিন জন সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ‘সময়’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং কামিনীনাথ রায় মহাশয় পরিষদের বিশেষ উৎসাহী সদস্য ছিলেন। মনুখনাথ চক্রবর্তী মহাশয় “শিল্প ও সাহিত্য” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইহাদের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রী একেন্দ্রনাথ ঘোষ

সভাপতি :

## পরিশিষ্ট

### ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর শর্মা রায় এম এ, ৩৬৪১২ বেগিয়াটোলা লেন; ২। শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়, ৭। কৃপানাথ দত্ত রোড; ৩। শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার রায় বি এ, পুঁটুরি বর্ধমান।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তকের সংখ্যা—শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়—১। চণ্ডীদাস, ২। স্বদেশী যুগের স্মৃতি, ৩। অনশনে মহাত্মা, ৪। বৃগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সত্য, ৫। ভারতীয় মন্দির, ৬। ভারতীয় সভ্যত্ব, ৭। সাধনা,

৮। পণ্ডিততা, ৯। অরবিন্দ মন্দিরে, ১০। নারীমঙ্গল, ১১। Spiritual Communism ;  
 শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার দাশ গুপ্ত—১। সুসাক্ষির ও অন্যান্য কবিতা ; শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ  
 বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ন্যায়দর্শন ( কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন )। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—  
 ১। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা ( খণ্ডিত ) ; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র নৈত্র—১। The Captain of  
 Five, ২। The Fast Lady, ৩। Take it from me, ৪। The Man Who Laughs.

## একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২রা মাঘ ১৩৩৯, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, সন্ধ্যা ৬।৩০

### শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব কর্মী অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত  
 এম এ, এফ জি এস মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়  
 সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত  
 মহাশয়কে পরিষদের পুরাতন বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। তিনি  
 পরিষদের একজন প্রধান সেবক এবং আন্তরিক কর্মী ছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার  
 ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সংঘ ও সম্মেলনের সহিত তিনি পরিষৎকে সেবা করিয়া গিয়াছেন।  
 পরিষদের কৈশোর ও যৌবনে ঐহার। পরিষৎকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে  
 হেমবাবু ছিলেন অন্যতম ও বিশিষ্টতম। তিনি রামেন্দ্রবাবুর দক্ষিণবাহ ছিলেন। পরিষৎ  
 এক্ষণে যে নিম্নে চলিতেছে, তিনি সেই সকল নিয়ম রচনার জন্য প্রভূত চিন্তা করিতেন। বঙ্গীয়-  
 সাহিত্য-সম্মিলনের জন্মও তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সম্মিলনের  
 Constitution তাঁহার দ্বারাই প্রধানতঃ রচিত। সম্মিলন প্রতিষ্ঠার পর দেশের মধ্যে বেশ  
 সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। হেমবাবু প্রাণপনে সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া সম্মিলনকে  
 পুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন, পরিষদে ও অন্যত্র তাঁহার অনেক  
 মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান বাতীত অন্যান্য বিষয়েও তিনি  
 আলোচনা করিতেন। তাঁহার পিতামহ রামলোচন দাস মহাশয়ের লিখিত কল্পিপুরণ  
 গ্রন্থ তাঁহারই উদ্যোগে পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশ হয়। তিনি ৯ বৎসর পরিষদের সহকারী  
 সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

(ক) “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সেবক ও উৎসাহী কর্মী, ভূতপূর্ব সহকারী  
 সম্পাদক ও কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের আকস্মিক  
 ও অকালে পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে  
 পূরণ হইবার নহে। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া

ইহার সমৃদ্ধি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার বিয়োগের জন্ত গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, হেমবাবু মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত পরিষদের কাজ হাতে লইয়াছিলেন। তিনি পনের বৎসর কাল কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। ৯ বৎসর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার গঠন হইতে ইহার আহ্বানকারী ও পরে ইহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ভাষার সম্পদ বৃদ্ধির জন্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যে কত আবশ্যক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিভাষা প্রণয়নের কার্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন বীরভূমে হয়, তিনি সেই অধিবেশনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ফলতঃ পরিষদের জীবন ও প্রাণের বিকাশে হেমবাবু কতখানি পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরিষদের অঙ্গ হইতে বিধাতার বিধানে হেমবাবু অপস্থত হইলেন—ইহাতে পরিষৎ যে ব্যথা অনুভব করিবে, তাহা ভুলিবার নহে। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব আমরা সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করি।

স্বায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বলিলেন, আমি যখন অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসি, তখন হেমবাবুই আমাকে পরিষদে টানিয়া আনেন। সেই সময় হইতে এ কাল পর্যন্ত নানা ভাবে আমরা একযোগে পরিষদের সেবা করিয়াছি। আমরা যখন পরিষদে আসি, তার দু'চার বৎসর আগেই পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ী হইতে জামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিয়াছে। পরিষদের সেই যুগে হেমবাবু বিশেষ যত্ন, চেষ্টা, প্রাণ ও উচ্চ আদর্শ লইয়া পরিষদের সেবা করিতে আরম্ভ করেন। পরিষদের সেবায় স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু আমাদের অগ্রণী ছিলেন। স্তম্ভের অভাব অনেক প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায় না। পরিষদেরও কতিপয় স্তম্ভ ছিল। কিন্তু স্রায়বুদ্ধি, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণ সকল কর্ম্মীতে দেখা যায় না। কতকগুলি কর্ম্মী আসিলেন, তাঁহারা এই সকল সদগুণ লইয়া পরিষদের সেবা অপ্রতিহত গতিতে চালাইয়াছিলেন,—তাঁহারা লজ্জা, ভয়, খোসামোদ করিয়া চলিবেন না, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন। হেমবাবু ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। আর তখন হইতেই পরিষদের প্রকৃত উন্নতির সূচনা। হেমবাবুর কর্ম্ম, সভাপতি মহাশয়ের ভাবায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সংহত, সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও স্রায় ও বিবেকের ও নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। নিয়মের সঙ্গে সন্ধি করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার পুণ্য চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অমিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন, হেমবাবুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একবার যিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, হেমবাবুর বিষয়ে এক অধিবেশনে বলিয়া শেষ করা যায় না, আর আজ সে ক্ষেত্রও নহে। পরিষদে একবার বগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখন হেমবাবু যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তাঁহার মতে আমাকে ঘুরাইয়া লইয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, আজিকার দিনে হেমবাবুর বিষয় কিছু বলা বড়ই কষ্টের কথা। আমি ও স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু সহকারী সম্পাদক ছিলাম। পরে হেমবাবু সহকারী সম্পাদক হইয়া আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন। তিনি একটা প্রাণ লইয়া আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, পরিষৎকে

এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহা জগতের মধ্যে একটা উচ্চ আদর্শ ও মর্যাদা স্থাপন করিতে পারিবে। নিয়মামুখবর্ত্তিতা, সভ্যামুখবর্ত্তিতা, তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি পরিষদের উন্নতির বিষয়ে ভাবিতেন ও যাহাতে পরিষদের মর্যাদার হানি না হয়, তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—(খ) “এই সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।” সকলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রী একেন্দ্রনাথ ঘোষ

সভাপতি।

## সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২১এ ফাল্গুন ১৩৩৯, ৫ই মার্চ ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ —(ক) উপেন্দ্রলাল বকসী বি এ, (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, (গ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্নি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (ঙ) শিবপ্রসাদ দলপত্রাম পণ্ডিত, (চ) সত্যেন্দ্রনাথ বায় বি এল, এবং (ছ) মোহন মহারাজ স্মেরুগিরি গোস্বামী মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত ‘মাঘ-মণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি’ নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয়, (ক) উপেন্দ্রলাল বকসী বি এ, (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, (গ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্নি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (ঙ) শিবপ্রসাদ দলপত্রাম পণ্ডিত, (চ) সত্যেন্দ্রনাথ বায় বি এল এবং (ছ) মোহন মহারাজ স্মেরুগিরি গোস্বামী মহাশয়গণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ‘মাঘ-মণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি’ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক প্রাচীন পাঁচালির কথা

লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রেণীর পাঁচালিগুলি উদ্ধার করিয়া পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীজমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের ত্রীহটে গরু বিয়োগে পর ২১ দিনের দিন সূর্য্যের বা রবিবর বা নারায়ণের নামে ক্ষীর দেওয়া হয়। সেখানে মাঘ মাসে মেয়েরা মাঘব্রত করেন এবং সূর্য্যের বা নারায়ণের নামে পাঁচালি গান গাহিয়া থাকেন। মাঘ বা সূর্য্যের ব্রত একই জিনিষ। এই সকল ব্রত বা পাঁচালির মূলে যে শাস্ত্রের বিধি আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে সূর্য্য ও বিষ্ণুকে এক বলা হইয়াছে। দেশে নানারূপ ব্রতাহুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এখনও অনেক ব্রত পালন করা হয়। সকল ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরাই এই সকল ব্রত অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রাচীন যুগ হইতেই এই সকল ব্রত চলিয়া আসিতেছিল। দেশে সংস্কৃত প্রভাবের বা বৌদ্ধ প্রভাবের হ্রাস হওয়ার পর হইতে সকল প্রকার ধর্ম্মাহুষ্ঠানের কর্তৃত্ব ব্রাহ্মণগণের উপর আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। অনেক সময় ব্রতে কোন নির্দিষ্ট দেবতার নাম না থাকায় ব্রাহ্মণগণ নারায়ণের উদ্দেশ্যেই ব্রতের পূজা অর্পণ করিতেন। সেই হইতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রতে সূর্য্য বা বিষ্ণুর পূজা হয়। বেদের দেবতা সর্কময়। সূর্য্যও সর্কময়। বোধ হয় এই জন্তই ব্রতগুলিতে সূর্য্যের প্রভাব এতদূর প্রবলভাবে দেখা যাইতেছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু যদি প্রচলিত ব্রতগুলি শ্রেণীভেদে সাজাইয়া দেন, তবে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব বলিলেন, আমরা সকলেই অন্তরে খোঁদা বা পরমেশ্বরকে মনে মনে মানিয়া চলি। কিন্তু কোন কোন লৌকিক ধর্ম্মাহুষ্ঠানে পীর, আউলিয়া, দয়বেশ বা বড় পীরসাহেবের নামে উপাসনা করি। সূর্য্যের পাঁচালিতে সূর্য্যের নামে নারায়ণ বা বিষ্ণুর উপাসনা ঐ এক শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়া জানাইলেন, বিখ্যাত কাষ্ঠ ব্যবসায়ী কে, সি, পাল এণ্ড কোম্পানী পরিষৎকে একটি মূল্যবান ও সূদৃশ আলমারী দান করিয়াছেন। এই আলমারীতে আমাদের পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়-প্রদত্ত উপহারগুলি রক্ষিত হইবে। পূর্বেই এক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, আচার্য্যসেব নানা ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে গত প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসবে যে সকল মূল্যবান উপহার পাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই সকল মূল্যবান দ্রব্য সাজাইয়া রাখিবার জন্ত আমাদের বিশেষ স্থানাভাব ছিল। শ্রীযুক্ত কে, সি, পাল কোম্পানী সেই অভাব পূরণ করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিকৃষ্ণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। ভৎপার সভাপতি হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সভাপতি।

## [পত্রিশিষ্ট

## ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন] ঘোষ এম এ, সাহাপুর, মেহার, কুমিল্লা; ২। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, ৮। কানাই ধর লেন; ৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, “কথক-সভা”, ২ লায়ন্স রোড; ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্বনাথ বিজ্ঞানভূষণ এম এ, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা; ৫। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ৮৮ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট; ৬। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে, ২৪ নবীন সরকার লেন; ৭। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় এম এ (ক্যান্টাব), বাকুড়া; ৮। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এম এ, মুদিয়ালি রোড; ৯। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ পাল, নবীনগর, ত্রিপুরা; ১০। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার গুপ্ত বি এল, ৭ লায়ন্স রোড; ১১। শ্রীযুক্ত হারাগচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ, ৩বি লালাবাগান রোড।

## খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও পুস্তক

উক্ত শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। জাতীয় শিক্ষা, ২। গায়ের কথা, ৩। The Call of Motherland, ৪। India and China; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। স্বতন্ত্রতা, ২। রসতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনা, ৩। কায়স্থ-পুরাণ, ৪। ভারতের নিধি, ৫। পঞ্চবটী, ৬। বেদবাস, অগস্ত্য, ৭। জ্ঞানবল্লরী, ৮। শ্রীশ্রীনিগমানন্দকথা-লহরী, ৯। শ্রীশ্রীভক্তমাল-মহাগ্রন্থ, ১০। ভীষ্ম, ১১। ষট্চক্র, ১২। শ্রীশ্রীশ্রামসুন্দর, ১৩। অন্নপূর্ণা ব্রতকথা, ১৪। গীতা ও গীতা সহচরী, ১৫। পাঞ্চজন্ত, ১৬। ধর্ম ও পূজাদি মীমাংসা; ১৭। পূজাতত্ত্ব, ১৮। Indian Round Table Conference (Third Session, Nov.—Dec. 1932)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়—১। যুথিকা, ১ম ও ২য়, ২। ঐ, ২য় ও ৩য়, ৩। পাণ্ডববিজয়, ৪। কল্লিগীহরণ, ৫। সত্যভাগ্যপরিগ্রহ; ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—১। দীপালি। শ্রীযুক্ত সুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী—১। বিজলী। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্তী—১। স্থপতি-বিজ্ঞান, ২। সরভেয়িং বা জরিপ শিক্ষা, ৩। অলৌকিক-রহস্য, ৪। ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা, ৫। সপ্তমেন্দ্রিয়, ৬। একটি ক্ষুদ্র জীবনের কথা, (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত বিধেখর রায় চৌধুরী—১। কায়স্থ জাতির ইতিহাস (বঙ্গ কায়স্থ)—৩য় খণ্ড—১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সোম—১। মায়াকানন (মাইকেল), ২। হেক্টর বধ (মাইকেল)। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—১। মীমাংসা। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। ভোতা কাহিনী—(উর্দু), ২। The King's Wife, ৩। The God of Love, ৪। Leisure Hour, 1886, ৫। The Pretender, ৬। Happiness, ৭। The Farringdons, ৮। The Third Violet, ৯। Trilley। শ্রীযুক্ত মন্বনাথ বিজ্ঞানভূষণ—১। প্রাণের টানে।

শ্রীযুক্ত রেজিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১। সহজিয়া সাহিত্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ—  
 ১। আৰ্য্য সঙ্গীতের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন—১। বিবেকানন্দ চরিত। The  
 Secretary, Smithsonian Institution—১। Annual Report of the Smith-  
 sonian Institution for the year 1931, ২। Ethnographical Survey  
 of the Miskito and Sumu Indians of Honduras and Nicaragua,  
 ৩। The Function of Radiation in the Physiology of Plants.  
 (I). General Methods & Apparatus, ৪। Do. (II). Some Effects of Near  
 Infared Radiation of Plants, ৫। An Improved Water-flow  
 Pyrheliometer and the Standard Scale of Solar Radiation. The  
 Manager, Govt of India. Central Publication Branch—১। Archaeolo-  
 gical Survey of India, Vol. XLVIII. Imperial Series. Mediaeval  
 Temples of the Dakhan. Librarian, Bengal Library—১। ব্যাখ্যার বাণী,  
 ২। অবলা জীবন, ৩। সেন্টলেজার, ৪। নিমাই সন্ন্যাস ৫। কুশধ্বজ, ৬। মধ্যম ও কনিষ্ঠ,  
 ৭। স্বয়ংবরা, ৮। মেঘনাথ, ৯। মুক্তি, ১০। শতাব্দ্যমেধ, ১১। ধরপাকড়, ১২। একলব্য,  
 ১৩। মতিয়া, ১৪। পথের কাহিনী, ১৫। হীরের ফুল, ১৬। কেয়াফুল, ১৭। সৈরিক্রী,  
 ১৮। বজ্র চৌহান, ১৯। দেবতার ভর, ২০। পথিক, ২১। নেকনন্দর, ২২। তরুণী, ২৩।  
 বজ্রর স্মৃতি, ২৪। চিত্রলেখা, ২৫। জীবন-বৈচিত্র্য, ২৬। স্নেহের দাবী, ২৭। মাসীমা, ২৮।  
 নবীনের সংসার, ২৯। আলিঙ্গন, ৩০। শ্রীহীন কৃষ্ণ, ৩১। কাক-জ্যোৎস্না, ৩২। কল্পনা দেবী,  
 ৩৩। হেঁয়ালী, ৩৪। ঝড়ের রাতে, ৩৫। অকর্মণ্য, ৩৬। শিউলীমালা, ৩৭। যাদুঘর, ৩৮।  
 সোনার সিঁড়ি, ৩৯। মকমায়্য, ৪০। রক্তলেখা, ৪১। মাটির রাজ্য, ৪২। পৌষ-পার্বণ, ৪৩।  
 পরভূতিকা, ৪৪। ভাঙড়ী মশাই, ৪৫। বুকের আগুন, ৪৬। মরণোন্মাদ, ৪৭। লায়লী মজহু,  
 ৪৮। অসমাপিকা, ৪৯। লীলাবাস, ৫০। রঙমহল, ৫১। আগাছা, ৫২। চিত্রদর্শন, ৫৩।  
 শ্রীকৃষ্ণ (মধ্যলীলা খণ্ড), ৫৪। ফরাসী কবিতা, ৫৫। নীলা, ৫৬। মরমী, ৫৭। বীণা, ৫৮।  
 আলেয়া, ৫৯। সাঁঝের প্রদীপ, ৬০। মাধল, ৬১। মাটির প্রদীপ, ৬২। রাখী, ৬৩। মেবার  
 মহিমা, ৬৪। পদ্মা, ৬৫। কৃষক-কর্তা, ৬৬। যাত্রী, ৬৭। ত্রিশোতা, ৬৮। চলিত মর্ম্মকথা, ৬৯।  
 আনন্দ মূল, ৭০। পুণ্যগীতি, ৭১। কণন, ৭২। বধূবরণ, ৭৩। পরিতাপ, ৭৪। সন্ধান,  
 ৭৫। মধু ও হল, ৭৬। নাড়ীপ্রকাশম্ ও নাড়ীবিজ্ঞানম্, ৭৭। নাড়ীজ্ঞানপ্রদীপিকা, ৭৮।  
 বৈদ্য পুরাবৃত্ত, ৭৯। নাড়ীবিজ্ঞানম্ তথা নাড়ীপ্রকাশ, ৮০। বিস্ক জ্ঞানের কথা, ৮১।  
 যাত্রিকের গাত (২য় খণ্ড), ৮২। ঐষ্ট মণ্ডলীর সংগ্রাম, ৮৩। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, ৮৪। ইজিত,  
 ৮৫। উজ্জল ভারত, ৮৬। সাধনা, ৮৭। চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিশু, ৮৮। ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ, ৮৯।  
 সন্ধিবৃত্তি, ৯০। চতুঃষট্টি, ৯১। কজ্রিয় সংহিতা, ৯২। শ্রীমদভগবদ্গীতোপনিষৎ (৪র্থ  
 অধ্যায়), ৯৩। যুধিষ্ঠিরের সময়, ৯৪। বাঙলায় হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ, ৯৫। শ্রীকৃষ্ণের



নোকাবিলাস, ৯৬। শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী (২য় খণ্ড), ৯৭। সহজ কটোগ্রাফ বা আলোক-চিত্র শিক্ষা, ৯৮। সহজ বাংলা খাসীয়া ব্যাকরণ, ৯৯। চেং ওনি মান্দার, ১০০। লম্বকর্ণ (হিন্দী), ১০১। জিনজান-প্রকাশ, ১০২। স্বাদ, ১০৩। মহাত্মা, ১০৪। হিন্দী গুলিস্তা, ১০৫। বৃহজ্জিনবাণী-সংগ্রহ, ১০৬। বৃহদ্ ধারণা যন্ত্র, ১০৭। শ্রীবেঙ্কটচলমাহাত্ম্যম্ ১০৮। মোসলেম বিক্রম, ১০৯। অবরোধবাসিনী, ১১০। বিশাল ভারত, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১১১। পঞ্চবাণ (৬য়), ১১২। স্বর্গের জ্যোতিঃ, ১১৩। মোসলেম কীর্তি, ১১৪। আফগানিস্থান, ১১৫। সন্নিক্ততুল ইসলাম, ১১৬। ছহি জঙ্গে সোলতান, ১১৭। তামিহল গাফেলীন, ১১৮। কৃষকের দুঃখ ও তাহার প্রতিকার, ১১৯। উচ্ছ্বাস তরঙ্গিণী, ১২০। বেকার রহস্য, ১২১। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, ১২২। বরাবরের মত, ১২৩। সেয়ানা পাগল, ১২৪। রক্তপর্ষ, ১২৫। ব্রেসলেট, ১২৬। ছোট্ট থুকুনি, ১২৭। যার সেট, ১২৮। বিদ্রোহী বা বেপরোয়া প্রেম, ১২৯। স্বর্ণডিম্ব, ১৩০। প্রেমে পাঠ্য, ১৩১। নিভৃত নিকুঞ্জ নিলয়, ১৩২। নাছোড়বান্দা, ১৩৩। মিসু কিরণবালা, ১৩৪। মায়াতরু, ১৩৫। হংকং-এর পেয়াল, ১৩৬। বাদ্মালার কৃষক ও শিল্পীবধ, ১৩৭। জাতের খবর, ১৩৮। বাদ্মালা দেশের গাছপালা, ১৩৯। স্মৃতির ব্যথা, ১৪০। দুঃখীর ছেলে, ১৪১। দুঃখীর মেয়ে, ১৪২। কাব্যরেণু, ১৪৩। অঞ্জলি, ১৪৪। কবির লড়াই, ১৪৫। প্রাথমিক যুগ্মস্থ, ১৪৬। বঙ্গরঙ্গভূমে, ১৪৭। ত্রিশোতা, ১৪৮। মরমী, ১৪৯। সন্ধান, ১৫০। মাধবিকা, ১৫১। প্রহেলী ও দীপক, ১৫২। পণে-প্রবাসে, ১৫৩। স্মৃতির দান, ১৫৪। দম্পতি-সংঘম, ১৫৫। রাণায়ণের প্রকৃত কথা, ১৫৬। গায়ের পত্র, ১৫৭। তত্ত্বকথা, ১৫৮। অমিয়-লহরী, ১৫৯। শ্রীকৃষ্ণ, ১৬০। ঋগ্বেদ (২য় ভাগ), ১৬১। মহাভারতসার (সচিত্র), ১৬২। গুরুবচমালা, ১৬২। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা, ১৬৪। কল্যাণ-প্রদীপ, ১৬৫। আপনার জন, ১৬৬। পরলোকতত্ত্ব, ১৬৭। ব্রহ্মগীতোপনিষদ্, ১৬৮। নিত্যানন্দ বংশাবলী, ১৬৯। অম্মরাগবলী, ১৭০। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলাসুন্দর, ১৭১। জ্ঞানবেদ, ১৭২ হইতে ২৪০ পর্যন্ত নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রের অসম্পূর্ণ খণ্ড—অরুণ, ছাত্রসখা, মক্তব, নবআলোক, মুকুল, যুক্তাধার, ঝরণা, দীপিকা, সৌরভ, শ্রীশ্রীগোরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগোরাঙ্গমাধুরী, কান্তি, গল্পগুচ্ছ, গোড়ব্রহ্মবাণী, মুকুলিকা, দেশবন্ধু, যুবক, প্রণব, আক্শিনা, আগতা, পথ, অতিথি, জয়শ্রী, গ্রামের ডাক, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, প্রজাপতি, উৎসব, বিদ্যা, গৃহস্থ-মঙ্গল, কৃষি-সম্পদ, কাজের কথা, বর্তমান জগৎ, পল্লীসেবক, পল্লীমঙ্গল, স্বাস্থ্য-প্রকাশ, স্বাস্থ্য-সমাচার, স্বাস্থ্য, কারস্থ-পত্রিকা, কারস্থ-সমাজ, বৈজ্ঞানিক-পত্রিকা, বৈদ্য-প্রতিভা, বৈদ্য-হিতৈষিণী, গন্ধবগিক, বৈজ্ঞানিক-পত্রিকা, বৈজ্ঞানিক-সমাজ, তাৎপল্য-পত্রিকা, তেলিবাঁধব, তেলির গৌরব, সমাজ-শক্তি, তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, যুবক, ধর্মকোষ, শ্রীহট্টবার্তা, সাধনা, ২৪১। Khasi Hymn Book, ২৪২। Yoga, ২৪৩। An Economic and Commercial Geography of India, ২৪৪। The Oriental Love, ২৪৫। Indian Air Ways, pts., I, II, III,

২৪৬। Guide to Darjeeling, ২৪৭। Guide to Shillong, ২৪৮। Legends of Bengal, ২৪৯। Poultry as a Business, ২৫০। Prospective Industries, ২৫১। Utilisation of Common Products, ২৫২। Renaissance of Hindusim, ২৫৩। Indian Poultry Culture, ২৫৪। Catalogue of Arabian and Persian Mss. in the Oriental Library, Patna, Vol. XIV, ২৫৫। Thacker's Calcutta Directory, 1931. ২৫৬। The Romance of the Calcutta Sweep, ২৫৭। Journal, Bihar and Orissa Research Society, Vol. XVII, 2 Nos, ২৫৮। East Indian Railway, Supplement, 1930—31 (11 copies), ২৫৯। Eastern Bengal Railway, Supplement, 1930—31 (10 copies), ২৬০। School and College Magazines (85 issues)।

## অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৯, ১৯এ মার্চ ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

### ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীকৃষ্ণ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত ‘শ্রীহট্টে মাঘব্রত’ নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

- ১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।
- ২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।
- ৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত “শ্রীহট্টে মাঘব্রত” নামক প্রবন্ধের সার মর্ম পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ যতই সংগ্রহ হয়, এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ততই ভাষার পক্ষে মঙ্গল। আলোচ্য প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বর্তমান বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যপদ প্রার্থীগণের ভোট পরীক্ষার জন্য (ক) শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম এ, (খ) শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এম এ, (গ) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয় ভোট-পরীক্ষক নিৰ্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিত্বময় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপয় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম  
সভাপতি।

### পাশ্চাত্য

#### ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত এম্ মনোয়ার, ২১৪ লোয়ার সার্কুলার রোড, ওয়াশিংটন ম্যানশন; ২। শ্রীযুক্ত চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, কাঁটালপাড়া, নৈনহাটা; ৩। শ্রীযুক্ত বেনারসীদাস চতুর্বেদী, ১২০১২ আপার সার্কুলার রোড।

#### খ - পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ—১। প্রেমের জয় (২ খানি)। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। পূর্ণিমা, ১২৬৫ সাল, মার্ঘী পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; ২। পূর্ণিমা, ১২৬৬ সাল, বৈশাখী পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ৩। পূর্ণিমা, ১২৬৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। Secretary, Publicity Board, Bengal—১। আইন অমান্ত ও বিশৃঙ্খলা, ২। Sir N. N. Sarkar on Safeguards. Manager, Government of India, Central Publication Branch—১। Epigraphia Indica, Vol. XX, Pt. VII, 1930, July। The Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal.

## নবম মাসিক অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৯, ২রা এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

### শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) ইন্সতুযণ সেন এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, (খ) আক্কার রহিম এবং (গ) ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল্ এম্ এম্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত “শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস” নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিত্বময় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথি ও ইংরাজি এবং বাদলা পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—(ক) ইন্সতুযণ সেন এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, (খ) আক্কার রহিম, এবং (গ) ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল্ এম্ এম্।

সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের অস্থপস্থিতির জন্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় “শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কতকগুলি সমস্তার উত্থাপন করিয়াছেন এবং আলোচনার উপযোগী অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে সকল তর্ক উঠিয়াছে, তাহার মীমাংসা বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। তবে শ্রীখণ্ড বহু পন্থ-কর্তার জন্মস্থান, এই জন্ত উহা আমাদের অগ্রতম তীর্থস্থান।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। ভৎপন্ন সভাপতি হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস

সভাপতি।

## পরিশিষ্ট

### ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এড্‌ওয়ার্ডহ, ২৪ পরগণা; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এন্‌-সি, ৬৮১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট; ৩। শ্রীযুক্ত সনাতন নাগ বি এ, স্মৃৎচর, পঞ্চাননতলা, ২৪ পঃ; ৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট; ৫। শ্রীযুক্ত জগমোহন বসু, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার; ৬। শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল, দমদম; ৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮ কালিদাস পতিভূক্তি লেন।

### খ—প্রাচীন পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুথি এবং পুস্তক

#### প্রাচীন পুথি

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। জন্মোষ্টমী ব্রতকথা, ২। শুকদেব-চরিত্র, ৩। রিপু-চরিত্র, ৪। জৈমিনি ভারত (অশ্বমেধ পর্ব), ৫। মহীরাবণের পালা, ৬। মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব, গদা পর্ব, শান্তি পর্ব), ৭। নরমেধ যজ্ঞ, ৮। বাগ্‌দিনীর পালা; শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—১। অশৌচ-বাবস্থানির্ঘয়; জনৈক হিতৈষী—১। কামরত্ন, ২। মহাভারত (আদি পর্ব), ৩। তন্ত্রসার; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। মেদিনী কোষ, ২। শ্রুতিসার।

#### পুস্তক

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১। আত্মজীবন-স্মৃতি, ১ম ভাগ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১। মহাপ্রস্থান (নাটক)। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়—১। মণিদীপা; ডাঃ শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বাঙ্গালী ভীক কেন? ও সাহসী ও সমরপ্রিয় হইবার উপায়। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। A Day with the Poet Wordsworth. The Director of Industries, Bengal—১। Printing on Fabrics, ২। Soap-Making.

## দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৯, ২রা এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৭টা।

### শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ব্যোমকেশ মুদ্রস্তী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় ব্যোমকেশবাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, নিজ আর্থিক অবস্থা ভুলিয়া একনিষ্ঠভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সকল বিভাগের উন্নতির ও প্রসারের চিন্তা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। সমগ্র জীবনটাই তিনি পরিষদের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ দৃষ্টান্ত বিরল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবু অদ্বুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান এক পরিষৎ ছাড়া অন্য কোথাও সজাগ দেখি নাই।—হাইকোর্ট-এ তিনি চাকরী করিতেন নামে মাত্র; আহ্বারের বিষয়ে, শরীর রক্ষার বিষয়ে এবং সংসার সম্পর্কে তিনি যতদূর সম্ভব কর্তব্যবুদ্ধি বজ্জন করিয়া চলিতেন। একমাত্র পরিষদের কার্যেই তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়াছি। তিনি সাদাসিধে ভাবে চলিতেন, চরিত্র তাঁহার নিখল ছিল। পরিষদের এই মন্দির তিনি ও স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় না থাকিলে নির্মিত হইত কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, ত্রিবেদী মহাশয় ও ব্যোমকেশদাদাকে বাদ দিয়া পরিষদের কথা আমাদের মনেই আসে না—তাঁহারা এতখানি পরিষদের আগনার ছিলেন। পরিষদের সেবায় তাঁহার আহ্বার নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। চট্টগ্রাম সম্মিলনের সময় তাঁহার জামাতা কঠিন পৃষ্ঠাঘাত রোগে কাতর, তিনি চট্টগ্রামে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় সম্মিলনের সময় তাঁহার এক কন্ঠার মৃত্যু হয়, তাপি তিনি পূর্ণ উদ্যমে সম্মিলনে যোগিয়া গেলেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, মুক্তফী মহাশয় আমার নিকট আত্মীয় ছিলেন। আমরা বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে চিরদিন কাটাইয়াছি। তাঁহার সাহিত্যিক ও কর্মময় জীবনের সকল ঘটনাগুলিই আমি জানি। সকল কাজের ভিতর পরিষদের কাজ ও চিন্তা তাঁহার চিন্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিত। পরিষদ মন্দির নির্মিত হইলে তাঁহার ভাবনা হইল, কি কি দিয়া এই মন্দির সাজাইবেন। তাঁহার ফলে বঙ্কিম, মধুসূদন অক্ষয়কুমার প্রভৃতি কয়েক জনের চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল এবং আসবাব-পত্রও কিছু কিছু হইল। ক্রমে ক্রমে সকলই হইল। তাঁহার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই পরিষদের সহিত তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হউক। আজ আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজলি দিতে পারিয়া ধন্ত হইলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

ঐচ্ছিকাহরণ চক্রবর্তী  
সহকারী সম্পাদক।

ঐঅমরনাথ দাস  
সভাপতি।

## ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৯, ২ই এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

### শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাষিক স্মৃতি-পূজা।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিন। বঙ্গদেশের মাতৃভাষার সেবকগণের আজ দলে দলে তাঁহার স্মৃতি-পূজার জন্ত সমবেত হওয়া উচিত। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বগণের মধ্যে তরুণগণের উপস্থিতি দেখিয়া আশার সঞ্চার হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে সকল দিক দিয়াই সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পারম্য হইতে তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাহা নহে—তিনি বর্তমান সাহিত্যের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা রবীন্দ্রনাথও বলেন। তিনি ভাষার আধুনিক রূপ সজ্জাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মধ্যে শুধু কলা সৃষ্টি নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্য দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমের উদ্বুদ্ধ করা। তাঁহার অমর জাতীয় সঙ্গীত ‘কৈন্দ মাতরম্’ বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে স্বদেশ-জননীর প্রতি মনঃ অবনত করিতে শিক্ষা দেয়।

ডাক্তর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ নিয়োগী মহাশয় বলিলেন, ভাবা-জননীর সন্তানত্রয়—কবি মধুসূদন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র কলীশালার চিরপ্রিয়।

অন্তঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় স্মরণিত কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী হইতে ‘মধুসূদনিনী মধুরহাসিনী’ এই গানটি গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্য, সমাজ, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভার আজ সমুজ্জ্বল। শাসন-তন্ত্রের সংস্কারের যুগে তাঁহার জায় একজন তীক্ষ্ণদী রাজনৈতিকের অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। রাজকর্মচারী হইয়াও তিনি দেশবাসীর মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া তুলিতে—দেশবাসীকে প্রকৃত কল্যাণের পথের সন্ধান দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। দেশ যদি তাঁহার অমর বাণীর মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহা হইতে জাতীয় জীবন নিরন্তরের ইচ্ছিত লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক রচনা কালের প্রত্যেক অধিক্রম করিয়া অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার মত অন্তর্দর্শী ব্যক্তি সমালোচকও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবে দেশ ধন্য হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার নবযুগের প্রবর্তক। তাঁহার পূর্বে নীমা বঙ্গভাষা শুধাকথিত শিক্ষিত-সমাজ কর্তৃক অবজ্ঞাত হইত। বঙ্কিম তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে যে অতুল ঐশ্বর্যশালিনী করিয়াছেন, তাহার

পর কাহারও মাতৃভাষার প্রতি সে অবজ্ঞার ভাব আর নাই। সে কালে—তাঁহার পূর্বে এবং তাঁহার সময়েও—ইংরেজি শিক্ষিত যুবকগণ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কিরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তাঁহার “লোক-রহস্ত” হইতে ‘স্বামী-জীর’ কথোপকথন পাঠ করিয়া গুনাইলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় বহুমুখতার অপূর্ণ মনোভার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ইংরেজি ভাবের ও ভাষার প্রেরণার দ্বারা আমাদের ভাষা-জননীকে অতুল ঐশ্বর্যে সাজাইয়াছেন। তিনি আমাদের আধুনিক যুগের বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমরনাথ দাস

সভাপতি।

## দশম মাসিক অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩২, ২ই এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৭টা।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত “আচার্য লক্ষ্মীধর” নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিবৃষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ-পাঠ স্বগিত রচিত।

২। ক—পরিশিষ্টে দ্বিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার “আচার্য লক্ষ্মীধর” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের কল্যাণে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব গ্রন্থ ও লেখকের নাম জানিতে পারা যাইতেছে। প্রবন্ধ-লেখক সেই সকল গ্রন্থ ও লেখক-গণের পরিচয় প্রকাশ করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিতেছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্ব খুব বেশী। তিনি ক্রমাগতই অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তান্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস

সভাপতি।



## পান্নিশিষ্ট

### ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ভূজেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪৩ দুর্গাচরণ মিড ষ্ট্রিট ; ২। শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র, ২ ডি ওপ সেন, কান্দিপুর ; ৩। শ্রীযুক্ত ধনুজ্যয় জৈন, ১২০১২ আপার সাকুলার রোড ; ৪। শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী বর্মা, ১২০১২ আপার সাকুলার রোড ; ৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পি-৪১বি, রাসবিহারী এডিনিউ ; ৬। রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বি এ, বাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ; ৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম এ, বি এল, বাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ; ৮। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাশ ওপ এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা ; ৯। শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেন, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা ; ১০। কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার স্মিথ, ১ বামাপুকুর সেন ; ১১। শ্রীযুক্ত কীর্ত্তীকুমার লাহিড়ী এম এ, ৩৪ আমহার্ট রো ; ১২। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণলাল পাইন, খানাকুল, হুগলী ; ১৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল মিত্র, ২৭ বটতলা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বি এল, গোল্ডকুইন এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ; ১৫। শ্রীযুক্ত স্বর্ধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মদনপুর, ওড়াল পোঃ ; ১৬। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু, ১২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ; ১৭। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব ন-পাড়া, মাকড়হ পোঃ, হাওড়া।

### খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বোষ—১। সঙ্গোপ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৭-৩৮ ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। পাগলের কথা ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ইয়াসিন—১। বসরাই গুল ; শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রায়—১। হিসাবী ; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার—১। প্রেমের জয় ; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। Ajnana (Theory of Ignorance)

---

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

উনচত্ব্বারিংশ বার্ষিক

কার্য্যবিবরণ

---



# বঙ্গীন্দ্র-সাহিত্য-পল্লিষদেন্দ্র

## উনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ

১৩৪০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত উনচত্বারিংশ বর্ষের কার্যবিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

### সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ও শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

	বর্ষারম্ভে	বর্ষান্তে
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৮	৭
(খ) আজীবন-সদস্য	১০	১০
(গ) অন্যান্য-সদস্য	২	২
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ) সাধারণ-সদস্য	১০০৬	১০৬০
(চ) সহায়ক-সদস্য	২২	২২
	১০৫৫	১১১১

বর্ষারম্ভে ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে অন্ত্যতম বিশিষ্ট-সদস্য পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানবিদ বি. এল. মহাশয়ের পরলোকগমনে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা হ্রাস হইয়া ৭ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নূতন কোন বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হন নাই।

দ্ব্যধের বিষয়, মৌলভী-সদস্যস্বাক্ষরীয় নিয়ম প্রবর্তনের পর হইতে এই শ্রেণীতে কোন সদস্য নির্বাচিত হন নাই। এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবও পাওয়া যায় নাই।

সাধারণ-সদস্য। বর্ষারম্ভে ১০০৬ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জন মফস্বলে গমন করেন, ৮ জনের মৃত্যু হয় এবং একজন সহায়ক-সদস্য-নির্বাচিত হন, একজন মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসেন, ৩১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং পূর্বে সদস্য ছিলেন, এরূপ ২ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। এই সকল পরিবর্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৪৪১ হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে ৫৮৬ জন মফস্বলের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৪ জনের নাম বাদ গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৫০ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্বে সদস্য ছিলেন এরূপ ৭ জন পুনরায় সদস্যপদ-গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিকাতা হইতে ৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্য-সংখ্যা ৬২২ হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। গত বার্ষিক অধিবেশনে ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্বাচিত হন। ইহাদের মধ্যে একজন সদস্যের হিতিকাল হুরাইয়া বাওয়ার একজনের পদ শূন্য হয়। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা পূর্বে বৎসরের তায় ২২ হইয়াছে।

## ছাত্রসভা

আলোচ্য বর্ষে ২ জন ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভা নির্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষদের ছাত্রসভার সংখ্যা মোট ২৩ হইয়াছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন। অবশিষ্টের মধ্যে ২।১ জন ব্যতীত সকলেই এবার পরীক্ষার্থী ছিলেন। উক্ত ২।১ জনের দ্বারা পুথি নকল ও মাঝে মাঝে পুস্তকালয়ের তালিকা-প্রণয়ন ছাড়া অন্য কিছু করান সম্ভব হয় নাই।

## পরলোকগত-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

## (ক) বিশিষ্ট-সদস্য

- ১। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানশ্রুতি বি. এল.\*।

## (খ) সাধারণ-সদস্য—

- ১। ইন্দুব্রহ্মাণ শ্রেন এম. এ., বি. এল., ব্যারিষ্টার।
- ২। উপেন্দ্রলাল বক্সী বি. এ. (বীরভূম)।
- ৩। কামিনীনাথ রায় (বর্ধমান)।
- ৪। ভাষ্কর জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল. এম্. এস্।
- ৫। ব্রজেননাথ বসু, ব্যারিষ্টার।
- ৬। দীপককৃষ্ণ মিত্র (গোবরভাঙ্গা)।
- ৭। নিখিলনাথ রায় বি. এল. (খাগড়া)।
- ৮। ব্রজেননাথ বসু (কাশী)।
- ৯। বভীক্ষনাথ মিত্র, এড্‌নি।
- ১০। ডক্টর শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., ডি. এল.।
- ১১। কুমার শরদীন্দ্রনাথ রায় (কান্দী)।
- ১২। শিবপ্রসাদ দলপাং রায় পণ্ডিত (কোটা ট্রেট)।
- ১৩। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল., ব্যারিষ্টার।
- ১৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি. এ. (বেহালা)।
- ১৫। মোহন মহারাজ স্মেরুগিরি গোস্বামী (হুগলুর)।
- ১৬। নটরাজ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ নটশিরোমণি।
- ১৭। অধ্যাপক হরিন্দ্রনাথ সাহা এম. এ. (ঢাকা)।
- ১৮। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম. এ., এফ. জি. এস্।

উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্যে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ আভাব অনুভব করিয়াছে। তিনি পরিষদের নানা বিভাগে নানা কার্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি

বহুবৎসর সহকারী সম্পাদক ও কাণ্ডনির্কাহক-সমিতির সভ্যরূপে অক্লান্তভাবে পরিষদের সেবা করিয়াছেন, শোকপূর্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত পরিষৎ তাহা স্মরণ রাখিবে।

নিখিলনাথ রায় মহাশয় বৈষ্ণব যন্ত্রের সহিত সাহিত্য-সেবা করিতেন, পরিষদের কার্যেও সেইরূপ একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং বহু অধিবেশনে সভাপতি হইয়া স্মারকরূপে অধিবেশনের কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহাকে হারাইয়া বঙ্গভাষা ও পরিষৎ শোকসন্তপ্ত।

### পরলোকগত সাহিত্যসেবী

উপরিলিখিত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্য-সেবিগণের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে,—

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ১। স্বর্ণকুমারী দেবী       | * ২। বিপিনচন্দ্র পাল   |
| ৩। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত       | * ৪। চুর্ণীদাস লাহিড়ী |
| * ৫। শ্রীমহেশ্বর চক্রবর্তী | ৬। আবদুর রহিম          |
| * ৭। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র     | ৮। কবিরাজ সত্যচরণ সেন  |

### অধিবেশন †

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলি অহুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনেই সর্বসাধারণের যোগদান করিবার সুযোগ ছিল।

- (ক) অষ্টত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১
- (খ) মাসিক অধিবেশন—১০
- (গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন—৪
- (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—২

#### (ক) ৩৮শ বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ আষাঢ় ১৩৩২, (১০ই জুলাই) রবিবার। সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই অধিবেশনে (১) ৬মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ ষাদবেশ্বর তর্করত্ন, (২) ৬স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং (৩) ৬নীলনন্দন আঢ্য মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর সহায়ক-সদস্য নির্বাচন হয় এবং অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ ও আয়-ব্যয় বিবরণ পঠিত ও গৃহীত এবং আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় তালিকা বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পর পরবর্তী বর্ষের কাণ্ডনির্কাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও কর্মাধ্যক্ষ-নির্বাচন হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। অন্তঃপর পরলোকগত সদস্যগণের নাম বিজ্ঞাপিত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় রমেশ-ভবনের দ্বিতল নিম্নাণের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া এতদ্ব্যবস্থায় একটি শাখা-সমিতি গঠনের ও বস্ত্র তহবিল সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলে উক্ত তহবিলে কয়েকটি দানের প্রতিশ্রুতি এবং দানের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

\* ইঁ হারা পূর্বে পরিষদের সভ্য ছিলেন।

† অধিবেশনগুলির বিস্তৃত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

## (খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দিবসগুলিতে মাসিক অধিবেশন হয় :—

- ১। ১লা শ্রাবণ, ২। ২২এ শ্রাবণ, ৩। ২৯এ শ্রাবণ, ৪। ৩রা পৌষ, ৫। ২৪এ পৌষ,  
৬। ২রা মাঘ, ৭। ২১এ ফাল্গুন, ৮। ৫ই চৈত্র, ৯। ১২এ চৈত্র এবং ১০। ২৬এ চৈত্র।  
এই সকল অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

প্রবন্ধ	লেখক
১। জ্যোতিষে কঃ পত্নী ...	শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ
২। লক্ষণসেনের শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য।
৩। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ...	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।
৪। ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অচলিত কয়েকটি সিন্ধী ও আচার-নিয়মের বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়।
৫। মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌরমাস	ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।
৬। রামমাণিক্য বিদ্যালকার (আলোচনা)...	শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ।
৮। মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি ...	ঐ ঐ
৯। শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত ...	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য।
১০। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস ...	শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।
১১। আচার্য্য লক্ষীধর ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

## (গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৪ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে কবিতা-পাঠ, সঙ্গীত ও মৃত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাাদি হয়।

## (ঘ) বিশেষ অধিবেশন

- ১। বিপিনচন্দ্র পাল, ২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত,  
৪। স্বর্ণকুমারী দেবী, ৫। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, ৬। হরীনাথ লাহিড়ী, ৭। ভ্রামর  
চক্রবর্তী, ৮। নিখিলনাথ রায়, এবং ৯। হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-

প্রকাশার্থ আলোচ্য বর্ষে ২৫এ আষাঢ়, ১৫ই শ্রাবণ, ৮ই আশ্বিন, ৩রা পৌষ ও ২রা মাঘ মোট সাতটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে কবিতা-পাঠ, সঙ্গীত, প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা দিই হয় এবং কোন কোন সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এতদ্ব্যতীত ১। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিষি মহাশয়-লিখিত “কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল” প্রবন্ধ পাঠের জন্য ৫ই ভাদ্র এবং ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়-লিখিত “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবাবিষ্কৃত পুথি” নামক প্রবন্ধ পাঠের জন্য ১৬ই আশ্বিন বিশেষ অধিবেশন হয়।

### উৎসব ও সংবর্ধনা\*

#### (ক) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে এক প্রীতি-সম্মিলন হয়। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদক সমবেত স্থাবীর্গকে পরিষদের সাদর আহ্বান ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই শুভ-দিনে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তালিকা পাঠ করেন। উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর জলযোগান্তে উৎসব সম্পন্ন হয়।

#### (গ) প্রফুল্ল-জয়ন্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ বয়স্কম অতিক্রম করায় জনসাধারণের পক্ষে গত ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা টাউন হলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে ‘প্রফুল্ল-জয়ন্তী’ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মানপত্র পাঠ করিয়া আচার্য্যদেবকে উপহার দেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতি অনুসারে মানপত্রটির আধার ও আবেষ্টনী প্রস্তুত করিয়া চিত্রিত করিয়া দেন। এতৎ সম্পর্কে ২৭এ অগ্রহায়ণ সোমবারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উপস্থিত সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। জলযোগান্তে প্রীতি-সম্মিলনের কার্য শেষ হয়।

#### (গ) বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের সংবর্ধনা

আলোচ্য বর্ষের ১২ই পৌষ তারিখে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতায় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত উক্ত সম্মিলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্ধিত করা হয়। সভাপতি মহাশয়, সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্মাধিকারী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মৌলভী আবদুল ওহুদ মহাশয়গণ বক্তৃতা ও সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতির বিষয়ে বঙ্গীয় মুসলমানগণের প্রচেষ্টার বিষয়ে আলোচনা করেন। জলযোগান্তে প্রীতি-সম্মিলনের কার্য সমাপ্ত হয়।

\* এই সকল উৎসব ও সংবর্ধনার বিস্তারিত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।



## কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্যবর্ষে পরিষদের কর্মসাধ্যক ছিলেন,—

সভাপতি—আচার্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়; সহকারী সভাপতিগণ—(ক) কলিকাতার পক্ষে,—১। শ্রীযুক্ত হোরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ পদত্যাগ করার) পরে শ্রীযুক্ত কামিনী রায়, ৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ৪। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (খ) মফস্বলের পক্ষে—১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ২। ডক্টর স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী, ৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ৪। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিষি বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

সহকারী সম্পাদকগণ—১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এবং ৪। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানজ্ঞ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরকুমাররঞ্জন দাশ।

চাচাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ।

## কার্যনির্বাহক-সমিতি

(ক) মূল পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত—

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, ২। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ৬ অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, পরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু, ৬। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ, ৮। ৩নিখিলনাথ রায়, পরে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ১০। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিরূষণ, ১১। শ্রীযুক্ত যুগালকান্তি ঘোষ, ১২। সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন গুপ্ত, ১৩। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪। ভাস্কর শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ১৮। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ১৯। ভাস্কর আবহুল গজুর সিদ্দিকী এবং ২০। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—

১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আভতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির তেরটি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পত্র পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মন্তব্য গ্রহণপূর্বক দুইবার কার্য সম্পাদন করা হইয়াছিল।

বিশেষ বিশেষ কার্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্য কার্যনির্বাহক-সমিতির আদেশে সম্পাদিত হয়,—

১ (ক) The Bengal Mela Sanitation Bill ও (খ) Ancient Monuments Preservation Act সম্বন্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট পরিষদের মন্তব্য চাহিয়া পত্র লেখেন। এই দুই বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য প্রেরণ করা হয়।

২। রামায়ণ-সম্পাদন সম্পর্কে নির্ধারিত সুপাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সহিত চুক্তি-পত্রের খসড়া অমুমোদিত হয়।

৩। শ্রীরামপুরে রাজা রামমোহন রায়ের শত-বার্ষিক মৃত্যু উপলক্ষে যে নিখিল-বঙ্গ পুস্তকালয়-সমিতির অধিবেশন ও প্রদর্শনী হয়, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দৃশ্যাপ্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্ত প্রেরিত হয়।

৪। এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অমুমোদিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার ও পুথিশালার দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়।

৫। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্মৃতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে পরিষৎ হইতে মানপত্র দেওয়া হয়।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেকচারার নির্বাচন-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, (খ) জগদ্বারিণী পদক-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ধারিত হন।

৭। ‘রামমোহন রায় শত-বার্ষিক উৎসব’সম্পর্কে পরিষদের কর্তব্য নির্ধারণ জন্ত শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৮। বরোদায় ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে ও কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী কনফারেন্সে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। সাহিত্য ইতিহাস-দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা এবং আয়-ব্যয়, পুস্তকালয়, ছাপাখানা ও চিত্রশালা-সমিতি ব্যতীত বিভিন্ন কার্যের জন্ত নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-সমিতি, (খ) রমেশ-ভবন নির্মাণ-সমিতি, (গ) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সংবর্ধনা-সমিতি, (ঘ) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি, (ঙ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্বাচন-সমিতি, (চ) রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ-সমিতি, (ছ) নিয়মাবলী শাখা-সমিতি, (জ) রামমোহন রায় শত-বার্ষিক উৎসব-সমিতি, (ঝ) ছুটি নির্ধারণ-সমিতি, (ঞ) Ancient

Monuments Preservation Act আলোচনা-সমিতি এবং (ট) বার্ষিক কার্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি।

আলোচ্য বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভাপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল মহাশয় ভোট-পরীক্ষক ছিলেন। ভ্রূংখের বিষয়, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণবাবু অনিবার্ধ্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিলেও প্রথমোক্তে তিনজন সভ্য বিশেষ যত্নের ও পরিশ্রমের সহিত তাঁহাদের কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ।

### সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উনচত্বারিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। Indian Historical Quarterly, Annual Bibliography of Indian Archaeology (Kern Institute, Holland) এবং অন্তান্ত ইংরাজী পত্রিকায় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম প্রকাশ ও আলোচনার বন্দোবস্ত করার ফলে পরিষৎ-পত্রিকা অবাকালী পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হইল। প্রবন্ধগুলি যথারীতি বিভিন্ন শাখায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

#### (ক) প্রাচীন সাহিত্য

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| ১। পুরুষোত্তম দেব ...                         | ... | মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী |
| ২। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)...          |     | শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়    |
| ৩। রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)           |     | ঐ                                      |
| ৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও আগের গান ...             |     | প্রিয়রঞ্জন সেন                        |
| ৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে আলোচনা ...        |     | হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়                  |
| ৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুঁথি    |     | মণীন্দ্রমোহন বসু                       |
| ৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য | {   | হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়                  |
|   |     | সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়              |
| ৮। আসাম বুকজী ...                             | ... | বতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য                |
| ৯। বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ ...   | ... | ঐ                                      |

- ১০। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ... শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

#### (খ) প্রাচীন সংবাদ-সাহিত্য

- ১। দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ... শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

#### (গ) ভাষা-বিজ্ঞান

- ১। বাঙ্গালা ভাষার মূলমন্ত্র ... শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(ব) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

- ১। পাহাড়পুরের নবাবিকৃত প্রাচীন  
তাত্ত্বশাসন ... ... শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক
- ২। লক্ষ্মণসেনের নবাবিকৃত শক্তিপুর-  
শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক  
বিভাগ ... ... নলিনীকান্ত তটশালী

(ঙ) গ্রাম্যসাহিত্য

- ১। ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান  
পরিবারে অঙ্কিত কয়েকটি সিন্দূরী  
ও আচার নিয়মের বিবরণ ... | " কামিনীকুমার কর রায়

(চ) বিবিধ

- ১। মহাশয়পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতিরক্ষণ—পত্রিকাধ্যক্ষ

এতদ্ব্যতীত পত্রিকার সহিত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শেবাংশের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ, অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ এবং ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের কতকগুলি মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

(ক) হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা ২য় ভাগ। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী ও লেখপত্রসমেত আলোচ্য বর্ষ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) সিদ্ধান্তশতক (গ্রন্থগণিত)—৬রাজকুমার সেন মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদক। আলোচ্য বর্ষ মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) সংবাদপত্রে সেকালের কথা—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার এক বিস্তৃত পরিমিষ্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার প্রকাশিত খণ্ড দুইটি ইতি মধ্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উক্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থের সর্বস্বত্ত্ব পরিবৎকে দান করিয়া এবং কোনরূপ সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক না লইয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ব্যয় হিসাবে তিনি পরিবদের নিকট হইতে যে ৫০ টাকা লইয়াছিলেন, তাহারও অর্ধেক তিনি গুণ্ডকাধার ধরিত করিবার জন্ত পরিবৎকে দান করিয়াছেন।

(ঘ) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনে

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশের পর অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহা পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠ্যতালিকাত্ত্বিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেনবাবু গ্রন্থের সর্বস্বত্ত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজেনবাবু এই গ্রন্থ প্রকাশের খরচ আপাততঃ নিজ তহবিল হইতে প্রদান করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, যদি ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বজেটে উপযুক্ত অর্থ থাকে তবে তাহা হইতে, না হইলে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মধ্যে এই টাকা শোধ করা হইবে। ইহাও স্থির হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের কোন সংস্করণ নিঃশেষ হইলে পর, ছয় মাস মধ্যে যদি পরিষৎ হইতে গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ না হয়, তবে গ্রন্থকার স্বয়ং তাহা মুদ্রণ করিতে পারিবেন।

(৩) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্কলনে ও সম্পাদনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সমেত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) অনাদিমঙ্গল—সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থের ভূমিকা ও শব্দসূচি মুদ্রিত হইতেছে। সত্বর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে। লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(৫) গৌরপদতরঙ্গিনী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ। মূল গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। ভূমিকা ছাপা হইতেছে। শীঘ্রই সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৬) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সম্পাদনে এই গ্রন্থের নব সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। মূলগ্রন্থ ছাপা হইয়া গিয়াছে। ভূমিকা, শব্দসূচী প্রভৃতি পরিশিষ্টাংশ মুদ্রণের অন্ত ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(৭) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-সঙ্কলিত ও সম্পাদিত (পরিষৎ পুথিশালার) সংস্কৃত পুথির বিবরণ মুদ্রণের কার্য্য নানা কারণে আশাম্বরূপ অগ্রসর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ৯৬ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে।

(৮) চণ্ডীদাসের পদ্মাবতী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য মুদ্রণকার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ৩২ পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

(৯) কুন্তিবাসী রামায়ণ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় উত্তর ও আদি কাণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ সম্পর্কীয় চুক্তি-পত্রের খসড়া অল্পমোদিত হইয়াছে।

(১০) চর্য্যাকব্যবিশিষ্টর ও (১১) আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনও পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(ঢ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল। সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরী। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়া গেলেই মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে।

পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ বাহাতে দেশবিদেশের পণ্ডিতসম্প্রদায় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইহাদের সমালোচনার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং বিশেষ করিয়া পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিবরণপূর্ণ একটা ইংরাজী প্রবন্ধ Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পরিষৎ গ্রন্থাবলীর সবিস্তার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তালিকা মুদ্রণের কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই তালিকা প্রচারিত হইলে পরিষৎ গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে, আশা করা যায়।

### চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্ত নিম্নোক্ত শ্রেণীর দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল,—

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| (ক) চিত্র (প্রাচীন ও আধুনিক) | (ঘ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি |
| (খ) মূর্তি                   | (ঙ) " ব্যবহৃত দ্রব্য       |
| (গ) মুদ্রা                   | (চ) বিবিধ                  |

পরিশিষ্টে দ্রব্যগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

(ক) শ্রীযুক্ত অর্জুনেরাম গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত মহামায়ুরী মূর্তি, (খ) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ওমরয় খলিকাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা (দ্বিহস্ম) দুইটা এবং (গ) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর-প্রদত্ত কাঞ্চাল হরিনাথের অরচিত ও অহস্তলিখিত গানের বই।

উপরি উক্ত দ্রব্যগুলির অধিকাংশই চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উপহার পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বোষ মহাশয় এই সকল দ্রব্য সংগ্রহে পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রফুল্ল-ভবনী উপলক্ষে ও তৎপূর্বে যে সকল মূল্যবান উপহার পাইয়াছেন, সেগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং সেগুলি যেদাস'কে সি পাল এণ্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত শো-কেসে রক্ষা করা হইয়াছে। দ্রব্যগুলির তালিকা পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করা হইল। রবীন্দ্রনাথের পুস্তক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পরিষদে রক্ষা করিবার জন্ত একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবে মূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ, মুদ্রাদির তালিকা মুদ্রণ, চুপার-পাথরের অসম্পূর্ণ কার্যগুলি সম্পন্ন করা এবং যেকের পেটেক্ট-টোন দেওয়ার কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই।

রমেশ-ভবনের নির্মাণকালে উহার পূর্বসীমার অবস্থিত দাঁড়ান সাহেবের গৃহের কিছু কতি হওয়ায় কার্যনির্বাহক-সমিতির আদেশে উহাকে ১০০ টাকা কতিপূরণরূপ দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন গত চারি বৎসর হইতে চিত্রশালার কার্য পরিচালনের জন্য সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। হুঃধের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে করপোরেশন হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। কলতঃ এই সাহায্য প্রাপ্তির আশায় যে সকল প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের (পূর্বোক্ত কার্ণিশ ও পাথরের অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করা ও পেটেন্ট ষ্টোন দেওয়া প্রভৃতি কার্য) স্বকল্প করা হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, কলিকাতা করপোরেশনের কর্তৃপক্ষগণ উক্ত বার্ষিক সাহায্য দানে পরিষদের কার্যে সহায়তা করিবেন।

### পুথিশালা

আলোচ্যবর্ষে বিভিন্ন সময়ে উপহারপ্রাপ্ত পুথির মধ্য হইতে ১৬৮ খানি পুথি বাছিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত বিভাগে পুরাণ, তন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি, জ্ঞায়, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, ছন্দ ও নাটক সম্বন্ধীয় পুথি আছে। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবচরিত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মনসামঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল, চণ্ডীকাব্য, পদাবলী, বৈষ্ণবধর্ম ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুথি আছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি দুইখানি—ঐনাথ শর্ম্মার ‘কর্ম্মপ্রকাশ’ এবং কৃষ্ণানন্দের ‘তন্ত্রসার’; ইহাদের লিপিকাল যথাক্রমে ১০০১ সাল ও ১৫৪৫ শকাব্দ। ২৫০ বর্ষের প্রাচীন পুথিও কয়েকখানি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অল্পকরণে সুসিংহকৃত ‘চৈতন্যমহাভাগবত’ এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অল্পবাদ—এই দুইখানি পুথি সংস্কৃত পুথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয়বিধ পুথির মধ্যেই কয়েকখানি নূতন পুথি আছে; ইহাদের অনেকগুলির রচয়িতার নামও সাধারণে বিশেষ পরিচিত নহে।

যে সকল হিতৈষী মহোদয় পুথি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল,—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ৮৭, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আচা ২৬, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ১৬, শ্রীযুক্ত যুগাকনাথ রায় ১৪, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ২, ৩২২র্য্যকুমার পাল ৪, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ ৩, জনৈক হিতৈষী ৩, রায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ১, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ১, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিজ্ঞানভূষণ ১, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর ১, শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য ১, মোট ১৬৮ খানি। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ২৬ এবং সংস্কৃত ৭২ খানি। এগুলি তালিকাভুক্ত হওয়ায় বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইল ৫১২৬। ইহার শ্রেণীবিভাগ এইরূপ—

বাঙ্গালা	৩১০৮
সংস্কৃত	১৭৫৩
তিব্বতী	২৪৪
কার্ণী	১২
অসমীয়া	৩
ওড়িয়া	৪
হিন্দী	২

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সংস্কৃত পুথির বিবরণ' আলোচ্য বর্ষে ৯৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে এবং 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'-এর ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালায় পুথির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ পরিষৎ পুথিশালার পুথি ব্যবহার করিয়া গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কিন্তু চুংখের বিষয়, উপযুক্ত অর্থের অভাবে এই সকল পুথিতে মলাট ও খেরো লাগাইয়া যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত করা বাইতেছে না। মলাট ও খেরোর অভাবে অন্যান ২৫০০ পুথি কাগজে মুড়িয়া রাখিতে হইয়াছে। ইহাতে পুথিগুলির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পুথির আলমারিগুলিতে গত দুই বৎসরের মধ্যে কোনও আবরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। খোলা আলমারিতে ইন্দুর প্রবেশ করিয়া এই অবসরে কতকগুলি পুথি কাটিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালা পুথির বিবরণের সকল কার্য্য আলোচ্য বর্ষে কিছুই অগ্রসর হয় নাই। মক্ষলে বাইয়া নূতন পুথি সংগ্রহের চেষ্টাও এ বৎসর করা সম্ভবপর হয় নাই।

### গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব পূর্ব বর্ষের ত্রায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য বার্ষিক ৬৫০ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্তাহসারে পুস্তকাদি খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয়-বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই ওয়ার্ডের সুযোগ্য কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৮৭০ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭২৩ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪৭ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তক-গুলির মধ্যে ২২৩৩ খানি পুস্তকাকারে বাঁধা সাময়িক-পত্রিকা আছে।

বর্ষারম্ভে নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক) পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত	২২৩৯৬
(খ) বিভাগাগর-গ্রন্থাগার	৩৪৪৬
(গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-গ্রন্থাগার	২২৫০
(ঘ) রমেশচন্দ্র দত্ত-গ্রন্থাগার	৭৩২
(ঙ) সাহিত্য-সভার-গ্রন্থাগার	২৪৪০
(চ) স্বর্গীয় মধুসূদন মৈত্র ও তরলিনী মৈত্রের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত	২৫২৫
(ছ) স্বর্গীয় সত্যচরণ মিত্র-প্রদত্ত অন্নপূর্ণা-স্মৃতি-পুস্তকাগার	২১৭
(জ) স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গ্রন্থাগার	৭৬৪
(ঝ) উনচষারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রাপ্ত	২২



বর্ষশেষে সর্বসময়ে পুস্তক-সংখ্যা এইরূপ পাঁড়াইয়াছে,—

(ক) গত বর্ষের শেষে সংগৃহীত	৩৫৮৩৩
(খ) বর্তমান বর্ষে ক্রীত ও উপহার-প্রাপ্ত	৮৭০
(গ) বর্তমান বর্ষে বাধান সাময়িক-পত্র	১০১
(ঘ) চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রাপ্ত	৪২৭
	<hr/>
	৩৭৩০৭

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে পরিষদের হিতার্থী, সাহিত্যিক ও সদসগণ ৩২৫ খানি গ্রন্থ এবং ত্রিযুক্ত প্রমদা চৌধুরাণী মহাশয়া ১৭২ গ্রন্থ ও ১টি আলমারী উপহার দিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তকাদি পাওয়া গিয়াছে :—

- (১) ত্রিযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী—১। অন্নদামঙ্গল ( সচিত্র ) এবং  
২। Memoirs of Raja Prutapadibyu, 1816.
- (২) ডক্টর ত্রিযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অন্নদামঙ্গল ( বিভাস্ত্রনর ), ১২৩৫ বঙ্গাব্দ।
- (৩) ত্রিযুক্ত সঞ্জীকান্ত দাস—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ১৭৬৬ শকঃ।
- (৪) ,, রায়সাহেব বিপিনবিহারী সেন—১। সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২। পূর্ণিমার কতকগুলি সংখ্যা। ৩। জ্ঞানিকাবিধায়ক।
- (৫) ,, সত্যেন্দ্রসেবক নন্দী—সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের কয়েক সংখ্যা।
- (৬) ,, ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বঙ্গবিজ্ঞা-প্রকাশিকা, ১২৬৫ সাল ৪র্থ খণ্ডের ২৫১২৮ সংখ্যা।  
২। কবিতা কুসুমাবলী, ১৭৮৩ শকঃ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা।
- (৭) ,, ময়ধর্মোহন বসু—১। হিতোপদেশ, বঙ্গাব্দ ১২৩০।
- (৮) ,, রামকমল সিংহ—১। বঙ্গবিজ্ঞা প্রকাশিকার কয়েক সংখ্যা।
- (৯) ,, আনন্দচন্দ্র দত্ত—১। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭০-৭৭ সাল।
- (১০) ত্রিযুক্ত প্রসন্নময়ী দেবী—১। বঙ্গদর্শন, ২। জ্ঞানাজ্বর, ৩। নব্যভারত-এর কাইল।
- (১১) ত্রিযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। মণিমালা, ( ২য় ভাগ )।

বর্ষ মধ্যে কুমার ত্রিযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দেব বাহাদুর ৭৯ খানি ( ইংরাজী ছোট গল্প পুস্তক ), ত্রিযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ২১ খানি, ত্রিযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ খানি, ত্রিযুক্ত নিত্যানন্দ রায় ১২ খানি, ত্রিযুক্ত মতিলাল রায় ১১ খানি, ডক্টর ত্রিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস ৯ খানি, এবং ত্রিযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ৫ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী সহায়ক-সদস্য ত্রিযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ১১৩ খানি পুস্তক ও ১৬ খানি পুস্তিকা এবং তিনটি আলমারী খরিদের অল্প অর্থদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক উপহার দিয়াছেন,—

- (ক) বেঙ্গল (গবর্ণমেন্ট) লাইব্রেরী—১৮৭ খানি পুস্তক ও ৬১ বকমের ৩৫৬ খানি সাময়িক-পত্র।

(খ) দ্বিখলোনিয়ান্ ইনষ্টিটিউশন—৩৪ খানি পুস্তক।

(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার—৫ খানি পুস্তক।

(ঘ) বিশ্বভারতীর কৰ্মসচিব—৪ খানি পুস্তক।

(ঙ) তাক্সোর মহারাজা সরকারী সরস্বতী-মহল লাইব্রেরী—৩ খানি পুস্তক।

নিম্নোক্ত বিভাগীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা ও বার্ষিক কার্যবিবরণী উপহার দিয়াছেন

(ক) ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট	...	...	১৩ খানি
(খ) বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট	...	...	১৫ ,,
(গ) মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট	...	...	৫ ,,
(ঘ) নিজাম গবর্ণমেন্ট	...	...	২ ,,
(ঙ) পাবনা সিটি বোর্ড, বেঙ্গল	...	...	৮ ,,
(চ) ডাইরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বেঙ্গল	...	...	৩ ,,

এই সকল উপহারের জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট পান্ডিত্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, প্রেরণাভেদে তাঁহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

দৈনিক ৮, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ১২, ত্রৈমাসিক ৫, দ্বৈমাসিক ১৫, মোট ১৩৯ খানি। ৪ খানি দৈনিক ও ৩ খানি মাসিক-পত্র খরিদ করা হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি নিয়মিতভাবে দিয়াছেন তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির ৫টি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে পাঠকগণের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি আলমারী তৈয়ারীর প্রস্তাব এবং উক্ত গ্রন্থাগারের তালিকা মুদ্রণের প্রস্তাব, সংগৃহীত সাময়িক-পত্রের সমগ্র তালিকা প্রস্তুত ও তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা, বর্ণাঙ্কমিক বাংলা পুস্তক-তালিকা তৈয়ারীর প্রস্তাব এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়মাবলীর পরিবর্তন-প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্ মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তকের প্রেরণা-বিভাগস্থায়ী ও গ্রন্থকারের নামানুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এই তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থ-সংগ্রহের তালিকা প্রস্তুতের কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সমিতির নির্দেশ মত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত বাংলা সাময়িক-পত্রের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিবার জন্য পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তালিকার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিয়া দিয়া পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ষ মধ্যে সদস্যগণকে বাড়ীতে পড়িবার জন্য ৪৪২৫ বার পুস্তকাদি প্রদান করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১৩০ জন পাঠক নিরীক্ষারিত সময়ে সংবাদ-পত্র ও পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠের জন্য পরিষদ মন্দিরে আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু সদস্য প্রাচীন ও ছাত্রাধ্য পুস্তক ও পুরাতন সংবাদ-পত্রের ফাইল পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। পরিষদের সদস্য ব্যতীত অনেকেই পরিষদ মন্দিরে বসিয়া প্রয়োজনানুসারে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। বৃহস্পতিবার ও নিরীক্ষারিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ যথানিয়মে ২টা হইতে ৮টা পর্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষদ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার খোলা থাকে। ঐ সকল দিনে প্রত্যহ নিয়মানুসারে বাড়ীতে পাঠার্থ পুস্তকাদি আদান-প্রদানও হইয়া থাকে।

### স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী। ইহার হইয়াছে যে, ইহার একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং কিছু অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নাম ও প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণ দেওয়া হইল।

(খ) অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। ইহার এক চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(গ) বিশিনচন্দ্র পাল। ইহার এক চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

(ঘ) নিখিলনাথ রায়। ইহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(ঙ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ইহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(চ) হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। ইহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(ছ) প্রিয়নাথ সেন। ইহার চিত্র সংগৃহীত হইলে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্বে গৃহীত স্মৃতিরক্ষার সকল সৎকে নিম্নলিখিতরূপ কার্য হইয়াছে :—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। (পরিশিষ্ট জটব্য)।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইহার চিত্র বহু পূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। অল্প বাহ্যিক অধিবেশনের পূর্বেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইহার তৈলচিত্র অল্প প্রতিষ্ঠিত হইল। ওরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ তাহাদের পিতৃস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই চিত্র পরিষদকে দান করিয়া পরিষদকে অঙ্গগৃহীত করিয়াছেন।

(ঘ) চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের একখানি চিত্র দান করিয়াছেন। তাহাও এই অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিষদ শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রবাবুর নিকট এবং এই চিত্র সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

(৬) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতার তৈল-চিত্র দান করিয়াছেন।

(৭) উক্ত প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাগ্যাবহার একখানি চিত্র দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্মৃতি-রক্ষার জন্ত যে সকল অর্থ গচ্ছিত রহিয়াছে, তাহাদের বিবরণ হিসাবের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ছুঃখের বিষয়, অর্থ অভাবে পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্মৃতি-রক্ষার সকলগুলির অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই।

### সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখা

সভাপতি

আহ্বানকারী

সাহিত্য-শাখা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ইতিহাস-শাখা—৮ নিখিলনাথ রায়

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরে, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র বাহাদুর

বিজ্ঞান-শাখা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ

দর্শন-শাখা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অধিবেশন সংখ্যা—(ক) সাহিত্য-শাখা—৮, (খ) ইতিহাস-শাখা—২, (গ) বিজ্ঞান-শাখা

—৩ এবং (ঘ) দর্শন-শাখা—১।

এই সকল অধিবেশনে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত প্রবন্ধ নির্বাচন এবং পরিষৎ গ্রন্থ নির্বাচন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা-বিভাগের কার্য্য, বিশেষতঃ পদার্থবিজ্ঞা-বিষয়ক পরিভাষা আলোচনার জন্ত শাখা-সমিতির ১৫টি অধিবেশন হইয়াছিল।

### শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। যে সকল শাখা বর্তমান সময়ে কার্য্য চালাইতেছে তাহাদের মধ্যে মেদিনীপুর, গোহাটি ও রঙ্গপুর-শাখা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আলোচ্যবর্ষে মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রথম দিনে মূল সভাপতি-পদে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ময়ধনাথ মুখোপাধ্যায় ও তৎপর দিবস সাহিত্যাদি শাখার এবং শিল্প ও কলা (সঙ্গীতাদি) বিভাগের সভাপতি-পদে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বৃত্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মেদিনীপুর-শাখায় যে সাহিত্য-সম্মিলন হয় তাহা সকল শাখারই অমুকরণযোগ্য। এই পরিষৎ হইতে মেদিনীপুরে এই জন্ত প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। যে সকল শাখার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

### বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে কোন স্থান হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হয় নাই।

## পরিষদ্-মন্দির ও আসবাব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের অল্পবিস্তর সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। মেসার্স এম ডি মুখার্জি এণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে মাল মসলা প্রভৃতি দিয়া ছইটি শৌচাগার নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এ আর বন্দ্যোপাধ্যায় (বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব প্রাচিং এক্সপার্ট) মহাশয় নানা স্থান হইতে ড্রেণ প্রভৃতির জন্ত নল, ইয়ার্ডগেলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন।

গত বার্ষিক অধিবেশনে রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্মাণের যে প্রস্তাব হয়, সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ঐ অধিবেশনেই নিম্ন নির্দিষ্ট দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১০০০\
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০০\
“ মনমথমোহন দত্ত	১০১\
“ তালিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০১\
“ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	১০০\
“ যতীন্দ্রনাথ বসু	৫০০\

কার্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক গৃহ-নির্মাণের জন্ত একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ঐ বিষয়ে কার্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বর্ষ মধ্যেই তাঁহার প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পুস্তকালয়ের জন্ত তিনটি পুস্তকাদার খরিদ করিবার অর্থ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ব্যয় ৫০ টাকার মধ্যে ২৫ না লইয়া পরিষদের পুস্তকালয়ের পুস্তকাদার খরিদ করিবার জন্ত দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কে সি পাল এণ্ড কোং টিম্বার মার্চেন্টের স্বত্বাধিকারী মহাশয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত উপহার রক্ষা করিবার জন্ত একটি সুদৃশ্য শো-কেস দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমদা চৌধুরাণী তাঁহার স্বামী ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকালী দানের সঙ্গে একটি পুস্তকাদার দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিষদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

## বঙ্গীয় রাজসরকার

বঙ্গীয় রাজসরকার নানা বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে পরিষদকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে পরিষদের গ্রহ প্রকাশের জন্ত ১২০০ টাকার স্থলে মাত্র ১০৮০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শিকায়তনের জন্ত রাজসরকার ২০০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পরিবর্তে ৭০ খানি মাত্র লইয়াছেন।

### কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব পূর্ব বৎসরের জায় কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্ম ৬৫০ পাওয়া গিয়াছে এবং পরিষদ মন্দির ও চিত্রশালার ট্যাক্স রেহাই দিয়া করপোরেশন পরিষদের প্রতি বিশেষ সহায়ত্ব করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, চিত্রশালা সংরক্ষণ ও পরিচালনের জন্ম করপোরেশন গত চারি বৎসর যে বার্ষিক দান করিতেন, আলোচ্য বর্ষে সেই দান না পাওয়ায় পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

### আয়-ব্যয়

পরিশিষ্টে আলোচ্য বর্ষের বিভিন্ন বিভাগের এবং পৃথক পৃথক তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ দেওয়া হইল। মোটের উপর পরিষদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পরিষদের সকল বিভাগের কার্য অর্থাভাবেই সূচারূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। সদস্তগণের নিকট হইতে আশায়রূপে টাকা পাওয়া যায় নাই। তদ্ব্যতীত বঙ্গীয় রাজ-সরকার গ্রহ প্রকাশার্থ বার্ষিক সাহায্য ১২০০ টাকার শতকরা ১০ কম দিয়াছেন। চিত্রশালার ব্যয় নির্বাহের জন্ম কলিকাতা করপোরেশনের নিকট আলোচ্য বর্ষে কিছুই পাওয়া যায় নাই। সদস্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পরিষদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে এবং বিশেষ বিশেষ কার্য সাধনের জন্ম সাময়িক সাহায্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে পরিষদের কার্যপরিচালন করা কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

### বিশেষ বিশেষ দান

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান, কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান ও সদস্তগণের বার্ষিক টাকা ব্যতীত নিম্নলিখিত দান আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে—

- ১। মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার জন্ম দান।
- ২। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষার জন্য দান।
- ৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মূর্তির জন্য উৎকীর্ণ-লিপি প্রস্তরের জন্য দান।
- ৪। পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান।
- ৫। প্রফুল্ল-জয়ন্তীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দান।
- ৬। পুস্তকাধার ক্রয় করিবার জন্য দান।
- ৭। কলিকাতা চন্দ্রের গ্রন্থাবলী খরিদের জন্য দান।
- ৮। হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য দান।
- ৯। হরপ্রসাদ বঙ্কিপন-সমিতির দান।
- ১০। রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য দান।
- ১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান।
- ১২। দুঃসাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান।
- ১২। গৃহ-নির্মাণ তহবিলে দান।
- ১৪। সাধারণ-তহবিলে দান।

পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিবরণ দেওয়া হইল।

বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানীর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ভুতনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় কাঞ্চালয়ের ব্যবহারে অন্য কতকগুলি

দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সমেত হরপ্রসাদ বঙ্ক্যাপন-সমিতির সভ্যগণের এক ফটো দান করিয়াছেন।

এই সকল দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

### দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত কতিপয় পরলোকগত সাহিত্যিকের পরিবারবর্গকে মাসিক বা এককালীন অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য পরিষদ মন্দির মধ্যে একটি Home Saving Safe স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

### পোপের আশীর্বচন

আলোচ্য বর্ষে রোমের মহামান্য পোপ মহোদয় পরিষদের মঙ্গল কামনা করিয়া সম্পাদকের নামে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

### উপসংহার

ধীরে ধীরে পরিষৎ ঊনচত্বারিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চত্বারিংশৎ বর্ষে উপনীত হইয়াছে। যাহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থাপত্যাদির আদর্শ ক্রমশঃ মূর্ত হইয়া উঠিতেছে, পরিষৎ তাহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নানা বাধা ও বিসংবাদের মধ্যেও পরিষদের শক্তির ক্রমশঃ উপচয় হইয়াছে। বঙ্গদেশের বিশিষ্টতা ও বঙ্গদেশের জ্ঞান-সম্পদ যাহাতে যথারূপে আলোচিত ও সকলের পরিজ্ঞাত হয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবার জন্য এই পূজা-মন্দির যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের পূর্ববর্তীগণ সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। ইহা আমাদের নিজস্ব। ইহার সম্পদে আমরা সম্পন্ন। ইহার জীবন ও উন্নতি আমাদের হস্তে দৃঢ়। আমাদের উদাসীনতায় ইহার সমুহ ক্ষতি হইতে পারে। আমাদের ত্যাগ, চেষ্টা ও সাধনায় ইহার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। পরিষদের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য দান ও যথাসাধ্য কার্য করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। আশা করি, এ বিষয়ে আমাদের চিন্তে কখনও অবসাদ আসিবে না ও এ কর্তব্য পালনে আমরা শৈথিল্য করিব না। বঙ্গ-দেশবাসীর নিজ ভাষা ও বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র এই পরিষৎ যাহাতে সমগ্র জগতে জ্ঞান-বিকাশের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাই আমাদের আশা। দেশের জনসাধারণ ও পরিষদের সমস্তগণ এই আশা শীঘ্র ফলবতী করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির,

কলিকতা.

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪০

কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে

শ্রীযুক্তপ্রনাথ বসু.

সম্পাদক।

## পরিশিষ্ট

### (ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক-পত্রাদি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে,—

( \* তারকা চিহ্নিতগুলি ক্রীত )

#### দৈনিক

- ১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। দৈনিক বঙ্গমতী\*, ৩। বঙ্গবাণী, ৪। Advance\*,  
৫। Amrita Bazar Patrika, ৬। Liberty\*, ৭। Star of India,  
৮। Statesman\*।

#### সাপ্তাহিক

- ১। আজকাল, ২। আমোদ, ৩। এডুকেশন গেজেট, ৪। খুলনাবাসী, ৫। গোড়ীঘ, ৬। চুঁচুড়া বার্তাবহ, ৭। ছোট গল্প, ৮। ঢাকা-প্রকাশ, ৯। দীপালি, ১০। ত্রিপুরা, ১১। নবশক্তি, ১২। পল্লীবার্তা, ১৩। পল্লীবাসী, ১৪। ফরিদপুর হিতৈষণা, ১৫। বঙ্গরত্ন, ১৬। বঙ্গবাসী, ১৭। বঙ্গমতী, ১৮। বাতায়ন, ১৯। বীরভূম-বার্তা, ২০। ভগ্নদূত, ২১। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২২। মোহানন্দী, ২৩। সময়, ২৪। সমাচার, ২৫। সর্জাবনী, ২৬। স্বরাজ, ২৭। স্বায়ত্ব-শাসন ( ঢাকা ), ২৮। হিতবাদী, ২৯। হিন্দু, ৩০। Calcutta Gazette, ৩১। Calcutta Municipal Gazette\*, ৩২। Indian Messenger, ৩৩। Mussalman, ৩৪। Navavidhan.

#### পাক্ষিক

- ১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্মতত্ত্ব, ৩। সমাচার, ৪। সম্মিলনী, ৫। স্বায়ত্ব-শাসন।

#### মাসিক

- ১। অর্জুন, ২। আর্ধ্য-গৌরব, ৩। আর্ধ্য-দর্পণ, ৪। আর্থিক উন্নতি, ৫। উপাসনা, ৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮। কল্যাণ ( হিন্দী ), ৯। কায়দা-পত্রিকা, ১০। কায়দা-সমাজ, ১১। কৃষি-সম্পদ, ১২। গল্পবিশিক মাসিকপত্র, ১৩। গল্পলহরী, ১৪। গোড়প্রভা, ১৫। চিকিৎসা-প্রকাশ, ১৬। জয়ন্তী, ১৭। জগদ্বিশি, ১৮। জীবন বীমা, ১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২০। তত্ত্বাব সমাচার, ২১। তামুলি পত্রিকা, ২২। ত্রিদেশবন্ধ, ২৩। নিবেদিতা, ২৪। পঞ্চপুষ্প, ২৫। প্রজাপতি, ২৬। প্রবর্তক, ২৭। প্রবাসী, ২৮। বঙ্গলক্ষী, ২৯। বঙ্গী, ৩০।



৩০। বণিক, ৩১। বিচিত্রা, ৩২। বিশ্বজনীন, ৩৩। ব্রহ্মবাদী, ৩৪। ভাণ্ডার, ৩৫। ভারতবর্ষ, ৩৬। ভারতের সাধনা, ৩৭। মাধুরী, ৩৮। মাসিক বহুমতী, ৩৯। মাসিক মোহানন্দী, ৪০। সাহিত্য-সমাজ, ৪১। মোক্ষক-হিতৈষিনী, ৪২। যুবক, ৪৩। যোগীসখা, ৪৪। রামধন, ৪৫। শনিবারের চিঠি, ৪৬। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, ৪৭। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৪৮। সদোপ পত্রিকা, ৪৯। সুবর্ণবণিক সমাচার, ৫০। সোনার বাংলা, ৫১। সৌরভ, ৫২। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫৪। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৫৫। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ৫৬। American Anthropologist, ৫৭। Journal of Ayurveda, ৫৮। Calcutta Medical Journal, ৫৯। Calcutta Review, ৬০। Commercial India, ৬১। India and the World, ৬২। Indian Medical Record, ৬৩। Indian Antiquary\*, ৬৪। Indian Review\*, ৬৫। Industry, ৬৬। Insurance and Finance Review, ৬৭। Insurance Herald, ৬৮। Insurance World, ৬৯। Maha-Bodhi, ৭০। Modern Review\*, ৭১। Scientific Indian, ৭২। Tirumalai Sri Venkateswara.

### দৈন্যাসিক

১। Indian Journal of Medicine, ২। Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, ৩। গ্রামের ডাক, ৪। প্রকৃতি, ৫। শিবম্।

### ত্রৈমাসিক

১। নাগরী-প্রচারিণী-পত্রিকা ( হিন্দী ), ২। পরিচয়, ৩। পূজা, ৪। প্রতিভা, ৫। Quarterly Journal of the Andhra Research Society, ৬। Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, ৭। Benares Hindu University Magazine, ৮। Cultural World, ৯। Indian Historical Quarterly, ১০। Mayurbhanj Gazette, ১১। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২। Review of Philosophy and Religion, ১৩। Bulletin of the School of Oriental Studies, London University, ১৪। Vishva-Bharati Quarterly.

### (খ) এই সকল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিষৎ-পত্রিকা

#### দেওয়া হয়।

১। Alle Fonte della feila Religione, Rome, ২। Asiatic Society of Bengal, ৩। Institut für Volkerkunde der Universität Wien, ৪। Kern Institute, Leyden, হল্যান্ড, ৫। School of Oriental Studies, University of London, ৬। Smithsonian Institution, U. S. A., ৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ৯। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ (National

Council of Education), যাদবপুর, ১০। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ, ১১।  
কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, বাদ্বালোর, ১২। Imperial Library, কলিকাতা, ১৩।  
Library of the Director General of Archaeology, New Delhi, ১৪।  
ইউনাইটেড রিডিং রুম ও লাইব্রেরী, ১৫। কর্ণওয়ালিস ইউনিয়ান ক্লাব ও লাইব্রেরী,  
১৬। গৌতমী লাইব্রেরী, রাজমাহেন্দ্রী, ১৭। চৈতন্য লাইব্রেরী, ১৮। তালতলা লাইব্রেরী,  
১৯। নবদ্বীপ ৭ম এডওয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী, ২০। বাগবাজার লাইব্রেরী,  
২১। বিদ্যাগার লাইব্রেরী, মেদিনীপুর, ২২। মাছু পাবলিক লাইব্রেরী, ২৩। রামেন্দ্রসুন্দর-  
স্মৃতি-পাঠাগার, কান্দী, ২৪। লালগোলা পাবলিক লাইব্রেরী, ২৫। সমাজপতি-স্মৃতি-  
সমিতি ও লাইব্রেরী, ২৬। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রম, কাশী,  
২৮। রামকৃষ্ণ বেদ-বিদ্যালয় (গদাধর আশ্রম), ২৯। রামকৃষ্ণ মঠ লাইব্রেরী, বেলুড়,  
৩০। রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি ও লাইব্রেরী, রেঙ্গুন, ৩১। রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম,  
৩২। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ (বিবেকানন্দ মিশন), ৩৩। বিজুবকানন্দ সোসাইটি, ৩৪।  
বিবেকানন্দ মিশন, কলিকাতা।

## (গ) শাখা-সমিতির-সভ্যগণ

### (১) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় (সভাপতি); শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার  
চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অম্বল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত সুরকুমার সেন; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন;  
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়;  
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; ঞ্চিনিধিনাথ  
রায়; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়; শ্রীযুক্ত ঞ্চগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু;  
শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত তমোনাথচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, পরিষদের  
সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (আহ্বানকারী)।

### (২) ইতিহাস-শাখা

ঞ্চিনিধিনাথ রায় (সভাপতি), পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ; কুমার শ্রীযুক্ত  
শরৎকুমার রায়; শ্রীযুক্ত অম্বল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার; শ্রীযুক্ত  
হারাগচন্দ্র চাকলাদার; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল; শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ; শ্রীযুক্ত  
ঞ্চগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী;  
শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ; শ্রীযুক্ত ময়ধর্মোহন বসু; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র  
চৌধুরী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ষোষ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আস্থানকারী)।

### (৩) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি); শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর্গাচরণ সাংখ্যাতীর্থ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত নলিনাক দত্ত; শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর; শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত হর্গামোহন ভট্টাচার্য; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কণিভূষণ তর্কবাগীশ; ৮অভয়কুমার গুহ; শ্রীযুক্ত হরিশোহন ভট্টাচার্য; শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কীচাৰ্য; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন; শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (আস্থানকারী)।

### (৪) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ষোষ (সভাপতি); শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিমিগী; ৮হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন; শ্রীযুক্ত সভাচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ষোষ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিষীর্থ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত স্বকুমাররঞ্জন দাশ (আস্থানকারী)।

### (৫) আয়-ব্যয়-সমিতি

৮হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত হরিশোহন বসু; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ষোষ; শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত সভাচন্দ্র বসু; শ্রীযুক্ত দেবীর ষোষ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ষোষ (আস্থানকারী)।

### (৬) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী; শ্রীযুক্ত নলিনাক দত্ত; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ষোষ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অজিত ষোষ; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ; শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র; শ্রীযুক্ত হুগাচরণ রায়; শ্রীযুক্ত হারাগচন্দ্র চাকলাদার; কুমার শ্রীযুক্ত শশীকুমার রায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আস্থানকারী)।

(৭) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ; শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বসু ; শ্রীযুক্ত ঘোষণাচন্দ্র বাগল, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী ( আহ্বানকারী )।

(৮) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ; শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী ; শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ঘোষ ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত বলাইলাল দত্ত ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত স্কুমাররঞ্জন দাশ ( আহ্বানকারী )।

(৯) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-রক্ষণ সমিতি

শ্রীযুক্ত কামিনী রায় ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ ( আহ্বানকারী )।

(১০) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ( আহ্বানকারী )।

(১১) রমেশ-ভবন দ্বিতল-নির্মাণ সমিতি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ; শ্রীযুক্ত রমাশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ ( সহঃ সম্পাদক ) ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ( সহঃ সম্পাদক )।

(১২) হরপ্রসাদ-স্মৃতি-রক্ষণ-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত ; শ্রীযুক্ত হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা ; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ;

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিদ্যাবূষণ ;  
শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত গণপতি  
সরকার ( আহ্বানকারী ) ।

### (১৩) প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; শ্রীযুক্ত হুম্মাররঞ্জন দাশ ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ;  
শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী ; শ্রীযুক্ত  
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( আহ্বানকারী ) ।

### (১৪) রবীন্দ্র গ্রন্থ ও অব্যাদি সংগ্রহ-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ; শ্রীযুক্ত  
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ( আহ্বানকারী ) ।

### (১৫) নিয়মাবলী পরিবর্তন-সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী ; শ্রীযুক্ত  
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ ; শ্রীযুক্ত  
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ( আহ্বানকারী ) ।

### (১৬) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত,  
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত  
চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ( আহ্বানকারী ) ।

### (১৭) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং  
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ( সম্পাদক ) ।

## শাখা-পাল্লিষৎ

রঙ্গপুর-শাখা—১৩৩৯

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র রায়  
চৌধুরী ধর্মভূষণ ।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন ১, বিশিষ্ট ২, অধ্যাপক ৪, সহায়ক ৭, ছাত্র ২৫, এবং সাধারণ  
৮৫, মোট ১২৪ ।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাংবৎসরিক ১, সাধারণ ১, বিশেষ ২।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত সমিতি গঠনের জন্ত দুইটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়-লিখিত “প্রাচীন কামরূপ ও অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ হয়। প্রবন্ধলেখক মহাশয় শাখার পুথিশালায় রক্ষিত পুথিগুলি আলোচনা করিয়া ২৩ খানি বঙ্গভাষায় লিখিত এবং অপূর্ব প্রকাশিত অসমীয়া গ্রন্থের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুথিগুলির মধ্যে একখানি শাচিপত্রে লিখিত এবং উহাতে সাহস্রজ্ঞা ও ঔরঙ্গজেবের কথা এবং স্বর্গনারায়ণের জন্মচরিত গ্রন্থে আহোমরাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আসামের বৈষ্ণব কবি শঙ্কর দেব ও মাধব দেবের বহু গ্রন্থ এই শাখায় রহিয়াছে।

শাখার ২৬শ ও ২৭শ সাংবৎসরিক অধিবেশন এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৩শ অধিবেশন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। শাখার সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হইলে পর স্থানীয় জঙ্গসোহেব “মিশরের পিরামিড” এবং রায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক বাহাদুর “সাহিত্যে স্মৃতিতা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। “বর্তমান যুগে শিক্ষিত বঙ্গালী যুবকের কর্তব্য” প্রবন্ধ রচনার জন্ত শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে শাখার সভাপতি মহাশয়ের স্বর্ণপদক এবং সঙ্গীতের জন্ত শ্রীমতী উমা গুপ্তা মহাশয়াকে শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রদত্ত রৌপ্য-পদক দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্ত শ্রীমতী শোভনা সেন, রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং শাখার সভাপতি মহাশয়ের প্রতিশ্রুতি কয়েকটি পদক ঘোষণা করা হয়।

মাদ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় শাখার চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

শাখার ১৭শ ভাগ পত্রিকা ১-৪ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর শাখার পক্ষে শাখার সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে এক প্রশস্তি দান করেন।

শাখা-পরিষদের সংলগ্ন এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের সংস্কার সাধনের জন্ত বিভাগীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত জে. জি. ড্রামণ্ড সাহেবের আত্মকুলো ২৫০ গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। তিনি উক্ত সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্ত আরও ২৫০ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাখার কার্য পরিচালনের জন্ত স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে ৫০০ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

আয়-ব্যয়—গতবর্ষের উদ্ভূত ১৭২৩৬/৯, বর্তমান বর্ষের আয় ৩০৮/০, মোট ২০৩২৯ মধ্যে ব্যয় ৪৪৮১৬/৯ বাদে ১৫৮৩/০ উদ্ভূত আছে।

## মেদিনীপুর-শাখা

বিংশ বর্ষ—১৩৩৮।৩২ বঙ্গাব্দ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

সম্পাদক— „ নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১০৮ ; অধিবেশন-সংখ্যা ৩৫ ; গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ১৭১১ ; এতদ্ব্যতীত শাখার মুখপত্র ‘মাধবী’ পত্রিকার বিনিময়ে ৩০ খানি সাময়িক পত্র পাওয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও কবিতা এবং তাহাদের লেখকগণ—

- ১। প্রাদেশিক ভাষায় মেদিনীপুর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।
- ২। জাবিড় সভ্যতা—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।
- ৩। মেদিনীপুরের এথনোলজিক্যাল সারভে—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায়।
- ৪। মেদিনীপুরে প্রচলিত লোক-নৃত্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচ্য।
- ৫। ভ্রান্তি—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।
- ৬। মেদিনীপুরে বৌদ্ধমুতি ( কবিতা )—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।
- ৭। জীবন-সঙ্গিনী ( কবিতা )—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।
- ৮। মন-মঞ্চর—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।
- ৯। বর্ষায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বর্ষে চৈত্র মাসে শাখার বার্ষিক অধিবেশন এবং সাহিত্য-সম্মিলন হয় এবং তৎসংক্রান্ত চারুশিল্প-প্রদর্শনী হয়। বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শিল্প-প্রদর্শনী ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, এস্‌রাজবাদন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-বিভাগে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই বার্ষিক উৎসবের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিপদে ‘বোধনার’ প্রতিষ্ঠাতা ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্ল দেও সভাপতিপদে বৃত্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতা হইতে মূল পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে আয় ২৪৮/০, ব্যয় ২০৩২২/০, উদ্ধৃত ৪৫/৭০।

## গোহাটী-শাখা

২৪শ বর্ষ—১৩৩৯

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমোদচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক— „ সত্যভূষণ সেন।

অধিবেশন-সংখ্যা—২। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

- ১। শিবসাগর (ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন।
- ২। আসামে প্রাপ্ত লোচনদাসের একটি গীত—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কল্লনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী।
- ৩। আমেরিকার সংবাদ-পত্র—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।
- ৪। অচিন্ত্যকুমারের ‘অমাবস্তা’ (সমালোচনা)—শ্রীযুক্ত কমলা সেন।

এতদ্ব্যতীত এই সকল অধিবেশনে দুর্গাদাস লাহিড়ী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রায় সাহেব হুর্গাদার বরকাটকী, গ্রামহন্দর চক্রবর্তী, নিখিলনাথ রায়, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, ব্রজেননাথ দে এবং অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ, গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

নদীয়া-শাখা

১৩৩৯

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অধিবেশন-সংখ্যা—৩। প্রবন্ধাদি ও লেখকগণ—

- ১। বাম্বীকি রামায়ণের ভূমিকা (প্রবন্ধ)—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাহাদুর।
- ২। ‘ভক্তকবি হরদাস’ বিষয়ে বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্তাল।
- ৩। মহানিষ্ক্রমণ (অস্বাভাবিক ‘অতিনিষ্ক্রমণ’ অবলম্বনে লিখিত)—ডক্টর শ্রীযুক্ত স্তম্ভেশ্বরকুমার দাস।

এতদ্ব্যতীত ঐ সকল অধিবেশনে সতীশচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

চিত্রশালার সংগৃহীত দ্রব্যাদি এবং প্রদাতৃগণ।

(ক) চিত্র (প্রাচীন ও আধুনিক)

- ১। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বোষ।
- ২। চৌবিশি (চলিত জৈন তীর্থঙ্করের চিত্র)—শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ বাহার।



## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

- ৩। প্রাচীন বঙ্গের চিত্রাঙ্কনের ধারায় অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার চিত্র—শ্রীযুক্ত বামিনী রায়।
- ৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকালের চিত্র—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বোম।
- ৫। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের তৈলচিত্র—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৬। শাস্ত্রি-সংবর্দ্ধনার কটো—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

## (খ) মূর্তি

- ১। শিল্পকর্মে নির্মিত মহামায়ুরী মূর্তি (কাষ্ঠাসন সমেত)—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
- ২। বুদ্ধমূর্তি (ধাতব), এবং ৩। লক্ষ্মীমূর্তি (শিল্পক)—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

## (গ) মুদ্রা

- ১। দুইটি মুদ্রা (ডায়মন্ড খলিকাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা—দিরহম)—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ২। জার্মানী, ফরাসী, ইটালী, বেলজিয়ম, আমেরিকা ও তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ২০টি আধুনিক মুদ্রা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী।

## (ঘ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি

- ১। কাকাল হরিনাথের স্বহস্তলিখিত গানের বই—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।
- ২। জে, ডি, এণ্ডার্সন সাহেবের পত্র—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।
- ৩। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাঙ্গালা ও ইংরেজি রচনা—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল এবং ভ্রাতৃগণ।

## (ঙ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত গ্রন্থ

- ১। স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার দোয়াত-দানী—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল।
- ২। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চশমা—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল এবং ভ্রাতৃগণ।
- ৩-৬। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের চোগা, চাপকান, লিখিত পত্রাদির নকল, এবং জয়পুরাধিপতি মহারাজ রাম সিংহ কর্তৃক প্রদত্ত হস্তিহস্তের খড়ম—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ৭। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের ব্যবহৃত পারজামা ও চাপকান—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(চ) বিবিধ

- ১। প্রস্তর খণ্ড ( মধ্য-ভারতের চারখেরী ষ্টেট-এর হীরকখনি হইতে প্রাপ্ত। ইহার নিয়েই হীরক ছিল )—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র।
- ২। ভোটের তুপ—শ্রীযুক্ত প্রতিমা ঘোষ।
- ৩। নৃসিং কার্যার্থচিত্র জলপাত্র—শ্রীযুক্ত বিমলাবালা চন্দ্র।
- ৪। স্বর্গীয় ডাঃ যামিনী সেন মহাশয়কে প্রদত্ত প্রশংসা-পত্র—শ্রীযুক্ত কামিনী রায়।
- ৫। দ্বারকার নিকটস্থ সমুদ্রের ক্লেণ—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত।
- ৬। হুগলি জেলার অন্তর্গত খামারগাছীর নিকট দাদপুর গ্রামে এক কুপ খননকালে প্রাপ্ত প্রাচীন মন্মথ দ্রব্যাদি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত দ্রব্যাদি

- ১। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণকালে তাঁহার ছাত্রগণের প্রদত্ত মান-পত্র, একটি রোপ্যানির্ধিত কাঙ্কেট সমেত, (১৯১৭২৩এ ফেব্রুয়ারী)।
- ২। বাগেরহাট মহকুমার শিক্ষকগণের প্রদত্ত মানপত্র—রূপায় বাধা বাঁশের কাঙ্কেট সমেত (১৯১৭২১এ এপ্রিল)।
- ৩। সিদ্ধি পাশা হেমন্তকুমারী দাভব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রোপ্যানির্ধিত আধার সমেত এক কর্ণিক (৩১এ জানুয়ারী, ১৯২৬)।
- ৪। নাগপুরের অধিবাসিগণের প্রদত্ত মানপত্র—একটি রোপ্যানির্ধিত কাঙ্কেট সমেত (১৯৩২১৭এ মার্চ)।
- ৫। করাচী মিউনিসিপালিটির প্রদত্ত উৎকর্ষ লিপি সমেত ট্রে একটি (১৯৩২১২এ অক্টোবর)।
- ৬। আচার্য্য রায়ের প্রথম সিদ্ধদেশ গমন উপলক্ষে করাচীর পার্শী রাজকীয় মণ্ডল কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্র—কাঠ ও রোপ্যানির্ধিত কাঙ্কেট সমেত (১৯৩২১৮এ অক্টোবর)।
- ৭। প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশন-এর প্রদত্ত একটি রোপ্যানির্ধিত চরকা—চরকার পাটায় মানপত্র খোদিত।
- ৮। প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতির মানপত্র।
- ৯। বল্লী-সাহিত্য-পরিষদের মানপত্র।
- ১০। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের মানপত্র (তাম্র-কলকে উৎকর্ষ)।

- ১১। ত্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত মানপত্র—(তাত্ত্বিককে দুই পংক্তি উৎসর্গ কবিতা)।
- ১২। করাচীর Buy Indian Bazar-এর প্রদত্ত মানপত্র—একটি চন্দন কাঠের বাক্স সমেত।
- ১৩। নিখিলবন্ধ গবর্নেন্ট কলেজের টাচার' এসোসিয়েশন-এর প্রদত্ত মানপত্র—চন্দন কাঠের বাক্স সমেত।
- ১৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—চন্দন কাঠের আধার সমেত।
- ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কাউন্সিল অব পোস্ট গ্রাজুয়েট টাচিং-এর মানপত্র—রৌপ্যানির্মিত আধার সমেত।
- ১৬। পাঞ্জাব প্রদেশের রাসায়নিকগণের প্রদত্ত মানপত্র—রৌপ্যানির্মিত কাঙ্কেট সমেত।
- ১৭। ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন-এর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—রৌপ্যানির্মিত কাঙ্কেট সমেত।
- ১৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।
- ১৯। বিভাগীয় কলেজ ইউনিয়ন কমার্শিয়াল বিভাগ হইতে প্রদত্ত মানপত্র।
- ২০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রদত্ত মানপত্র।
- ২১। নিখিলবন্ধ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্মিলনীর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র।
- ২২। ত্রীতীরামকৃষ্ণ হরিশ ছাত্রাবাসের পরিচালক ও ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।
- ২৩। নারায়ণগঞ্জ (মেদিনীপুর) হইতে প্রেরিত মানপত্র।
- ২৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত এক তামার থালা।
- ২৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—একটি চন্দন কাঠের বাক্স সমেত।
- ২৬। ছাত্রছাত্রী পরিষদের মানপত্র—রৌপ্যানির্মিত কাঙ্কেট সমেত।
- ২৭। একটি রৌপ্যানির্মিত নিশান।
- ২৮। ত্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-প্রদত্ত এক খেত-প্রস্তরের পাত্র ও এক শব্দ।
- ২৯। একটি গালায় ট্রে।
- ৩০। একটি লক্কোএর চিত্রিত ট্রে।
- ৩১। রৌপ্যানির্মিত তাল ও চাবি।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থায়ী-তহবিল ও গচ্ছিত তহবিলের

আবহ-ব্যয় বিবরণ

( আয় )

বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট আয়
টাকা	৪৭৮২৥০	...	...	৪৭৮২৥০
প্রবেশিকা	৮০৮	...	...	৮০৮
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৩৩৩৥/৩	...	১৫৫৬/৩	৪৮২৥৬
পত্রিকা বিক্রয়	২৮২০/০	...	...	২৮২০/০
বিজ্ঞাপনের আয়	১৪৫৮	...	...	১৪৫৮
স্বয়ং	৥০	২৩১৬০	১১১৫৬০	১৩৪৮৮
স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি	২৩১৬০	...	...	২৩১৬০
গবর্ণমেন্টের দান	১০৮০৮	...	...	১০৮০৮
করপোরেশনের দান	৬৫০৮	...	...	৬৫০৮
এককালীন দান	৬৮১০৮	...	৫/০	৬৮৬০/০
স্মৃতিরক্ষার আয়	৫৩৮	...	১০০৮	১৫৩৮
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	১৬৥/০	...	...	১৬৥/০
বিবিধ আয়	২৪৥/০	...	...	২৪৥/০
সংবর্ধনার আয়	১২০৮	...	...	১২০৮
প্রতিষ্ঠা-উৎসবের টাকা	৮৬৮	...	...	৮৬৮
হাওলাত আদায়	৩৭৭৬৮/২	...	...	৩৭৭৬৮/২
আমানত জমা	১০৭৮	...	...	১০৭৮
হাওলাত জমা	৩৫০৮	...	২০১৥/৩	৫৫১৥/৩
	২৪০৮০/০	২৩১৬০	১৫৭৭৬৮/৬	১১২১৭৬/৬

( ব্যয় )

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ...	২৭৮৯/৯	...	৪৯৭/০	৩২৮৬/৯
২	পত্রিকা মুদ্রণ ...	১৬৩৭/৯	...	...	১৬৩৭/৯
৩	পুস্তকালয় ...	১২১৫/০	...	...	১২১৫/০
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা ...	১৭৭৫/৯	...	...	১৭৭৫/৯
৫	বিবিধ মুদ্রণ ...	৮০/৩	...	...	৮০/৩
৬	ডাকমাণ্ডল ...	৫৪৫/৩	...	...	৫৪৫/৩
৭	মন্দির মেরামত ...	১০৮/০	...	...	১০৮/০
৮	আলো ও পাখা ...	২৫০/০	...	...	২৫০/০
৯	জুতাধিপের ধরভাড়া ও পোষাক	১৬/৬	...	...	১৬/৬
১০	দপ্তর সরঞ্জামী ...	৭৫/৬	...	...	৭৫/৬
১১	আলবাব ...	৮/৬	...	...	৮/৬
১২	" মেরামত ...	১৬/৯	...	...	১৬/৯
১৩	গাড়ীভাড়া ...	৬০/৬	...	...	৬০/৬
১৪	স্থতিরক্ষার ব্যয় ...	৫২/৬	...	১৮/০	৭০/৬
১৫	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ ...	১৭/৯	...	...	১৭/৯
১৬	বেতন ( সাধারণ ) ...	২২৬৯/৬	...	...	২২৬৯/৬
১৭	টাকা আদায়ের কমিশন ...	৩০২/৬	...	...	৩০২/৬
১৮	" " গাড়ীভাড়া ...	৪৯/৯	...	...	৪৯/৯
১৯	বিবিধ ব্যয় ...	৯২/৬	...	...	৯২/৬
২০	সংবন্ধনা ...	১৬৪/৯	...	...	১৬৪/৯
২১	প্রতিষ্ঠা-উৎসব ...	১৪৫/৬	...	...	১৪৫/৬
২২	সাধাৰ্য্য ...	৭৫	...	...	৭৫
২৩	আমানত শোধ ...	৫৯	...	...	৫৯
২৪	হাওলাত দান ...	২৭১/০	...	৩৫০/০	৬২১/০
২৫	হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি ...	২০৪	...	...	২০৪
২৬	হাওলাত শোধ ...	১০০/৬	...	২৬২/৯	৩৬০/৬
২৭	দ্রুত-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার ...	...	...	৩৬৫/০	৩৬৫/০
২৮	স্থায়ী তহবিলের দান ...	...	২৩১/০	...	২৩১/০
		১৩১০৬/০	২৩১/০	১৪২৩৬/৯	১৪৮০১/০

\* এই টাকা সামগ্রিকভাবে দ্রুত-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ-তহবিল হাওলাত দিয়া হইয়াছে।

কৈফিয়ৎ—১৩৩৯

বিবরণ	গত বর্ষের আয়	বর্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	বর্তমান বর্ষের মোট আয়	বর্ষশেষ উদ্ভূত	উদ্ভূত-টাকার ব্যয়		
						কোম্পানী কামক মজুর	ডাকঘরে, বাহকে এবং কার্যালয়ে মজুত	সাধারণ ভবনিকো হাওনাত
১. সাধারণ ভবনিকো	৪০১৫৮/৮	২৪০৮৮	১:৪২৩৮৮	১৩১০৬/৩	৩১৭৮/৫	...	৩১৭৮/৫(ক)	...
২. স্থায়ী ভবনিকো	২৬০৫৮/২	২৩১৮০	২৮৬৭৮/২	২৩১৮০	২৬০৫৮/২	৫৩৩৫	৮/২(খ)	৪০০০
৩. গৃহীত ভবনিকো	৩১.৬৩৮৮৩	১৫৭৭৮/৬	৩২৬৪৮৮/২	১৪২৩৮৮/২	৩১৫০৮৮/২	২২৩৬৫	১৭৮৫৮৮/০(গ)	...
	৪৪৭১৭৮/৮	১১২১৭৮/৬	৫৫৯৩৫৮/২	১৪৮৩১৮০	৪১১০৩৮২	৩৫০০০	২১০৩৮২	৪০০০

ঐউপেক্ষে বন্ধ্যোপাধ্যায়

ঐহুমাররজন দাস

ঐগেজনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঐপ্রমুদ্রেন্দ্র রায়

ঐবীন্দ্রনাথ বসু

ঐবদ্যনাথ বসু

আয়-ব্যয়-সমিতির সভাপতি।

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভাপতি।

উনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতি

সম্পাদক।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

৩০।৩।৪০

২।৪।৪০

১৪।৪।৪০

(ক) হতে নবম।

(খ) হতে নবম।

(গ) দ্বিতীয়—১৪৩৮, ডাকঘরে ৩৮১০, ঐহুমাররজন দাস মহাপ্রের নিবন্ধ ১০০, এবং হতে ২০৮৮৮৫।

## গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল-১৩৩৯

আয়	ব্যয়
১। গবর্ণমেন্টের বার্ষিক দান ১০৮৫	প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনাদিমঙ্গল, কালিকা-
২। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে প্রাপ্তি ১২৬২১৩	মঙ্গল, হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, সিদ্ধান্ত-
৩। হুদ ৪৫৫	শতক ও সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রভৃতি
৪। গ্রন্থ বিক্রয় ৪৮৯৮৬	মুদ্রণের ব্যয়—
	১। নকল ৫০৮
	২। সম্পাদন ৫০৮
	৩। কাগজ ৪৭৬।০
	৪। মুদ্রণ ২০৩০৮৬
	৫। ছবি ৪১/২
	৬। ঝাঁধাই ২৫
	৭। বেতন, ডাকমাণ্ডল ও গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি ৬১৩৮৮৬
	৩২৮৬৮৮/২

## লালগোলা-গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল-১৩৩৯

আয়	ব্যয়
১। গ্রন্থাবলী বিক্রয় ১০৩৮৮৬	১। অনাদিমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ধর্মপুরাণ মুদ্রণের ব্যয় ২৯৪৮/৮
২। কোম্পানী-কাগজের হুদ ৪৫৫	২। ডাকমাণ্ডল ও বেতনাদি ২০৩
৩। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত ২০১৮/৩	৩। সাধারণ তহবিলের হাওলাত মধ্যে শোধ ২৬২৮৮/২
	৭৬০৮২
	৭৬০৮২

## ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমা।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমার জের	৬১৩৮৮৬
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমা	৩৫০
	২৬৩৮৮৬
বাকি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত শোধ	১০০৮৮৬
	৮৬৩

## জায়—

## জায়—

জায়—	জায়—
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৫০	জের—৪৫০
„ নরেন্দ্রনাথ লাহা ১৫০	শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫০
„ বতীন্দ্রনাথ বসু ১৫০	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩
	রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী স্মৃতি-তহবিল ৩৫০
	৮৬৩

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু  
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীবতীন্দ্রনাথ বসু  
সম্পাদক।

### স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯

বিবরণ	গত বর্ষের উৎস	বর্তমান বর্ষের আয়	মোট	উৎস টাকার জায়				
				বর্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ধমান উৎস	কোং কাংও মজুত	ডাকঘরে, ব্যাংক সাধারণ তহবিল ও দ্রষ্টব্য মজুত	হাওলাত
সাধারণ সারী তহবিল	১৮০৮/১০	১০১৫	১৮০৮/১০	১০১৫	১৮০৮/১০	১৮০৮/১০	১৮০৮/১০	১৮০৮/১০
লাগোনা গ্রন্থাগার তহবিল	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
বিনয়কুমার সরকার তহবিল	১৮১০/১০	১৮১০	১৮১০/১০	১৮১০	১৮১০/১০	১৮১০	১৮১০/১০	১৮১০
ঐতিহাসিক অধ্যয়ন তহবিল	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
মহাভারত আধিপত্য তহবিল	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
সাহিত্য-সংগ্রহ তহবিল	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
দুঃসাহিত্যিক ভাণ্ডার	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
কাশীরাম শ্রুতি তহবিল	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০
মাইকেল মধুসূদন দত্ত শ্রুতি তহবিল	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০
হেনরী বন্দোপাধ্যায়	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
রামেন্দুসুন্দর দ্বিবেদী	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০
অক্ষয়কুমার বড়াল	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
সুবেশচন্দ্র সমাধিপতি	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
শেখর চিত্তরঞ্জন শাস্ত্রী	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
মালমোহন গুপ্তাশাস্ত্রী	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
বর্ধকুমারী দেবী	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
পূর্ণানন্দ তহবিল	১৮০০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০	১৮০০
	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০	১৮০০/১০	১৮০০

**ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ମାନାମାଧ୍ୟାୟ**

विद्यार्थिनाम सूची

आर.सा.प्रौ.क.क ।

**બૈરૂમાવરણન વાળ**

আর.বাহ.সমিতির সভাপতি।

001010

**અધ્યક્ષનાથ જડોણાવાલ**

কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতিৰ সভাপতি।

218100

ଅକ୍ଷୟକୃଷ୍ଣ ରାୟ

ਸਤਾਪਾਤ ।

7 1 2818180

द्वितीयोऽध्यायः

**॥ श्रीगणेशाय नमः ॥**





১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

হাওলাত দানদন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত

দাধনের জের

৭৮৮/১০৥

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত

দানদন

২৭২/৩

১০৫২৫/১৩৥০

বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

হাওলাত আদায়

৩৭৭৫৮/২

৬৮১৫৮/৪৥০

জায়—

১। লালগোলা তহবিল

২৭৭/৪৥০

২। ত্রিযুগ হরেকৃষ্ণ মুখো-

পাধ্যায়, দরুণ চণ্ডীদাসের

পদাবলী

১৬০৫৮/০

৩। শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর

১০৬/১

৪। পরিষদের কর্মচারী

১০৫/১

৫। হুঃস্ব-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

১২/১

৬। কলিকাতা ইলেকট্রিক

সাপ্লাই করপোরেশন

২০/১

৬৮১৫৮/৪৥০

আমানত জমা।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আমানত

জমার জের

৩৫৬/১

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আমানত

জমা

১০৭/১

৪৬৩/১

বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

আমানত শোধ

৫২/১

৪০৪/১

জায়—

১। জমাদার এবং চাঁদা

আদায়কারিগণের জমা

২০০/১

২। প্রবর্তাইন এণ্ড কোং

৫০/১

৩। মাইকন নধুসুদনের

পত্নীর সমাধি-বেষ্টনী

বাবদ

১৫/১

৪। ছাত্রসভাগণের জমা

২১/১

৫। চণ্ডীদাসের পদাবলীর

অগ্রিম মূল্য

১২/১

৬। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ

৩/১

৭। পুস্তক আদান-প্রদানের

জন্য জমা

১০০/১

৮। পুস্তক বিক্রয়ের জন্য

৩/১

৪০৪/১

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীবলাইচাঁদ হুগু

হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার সাহায্য ।

জের—১১৮

রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	২৮	আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৮
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৮	ডাক্তার „ স্বতীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৮
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিধবরণ মুখোপাধ্যায়	১৮	„ „ বামনদাস মুখোপাধ্যায়	১৮
শ্রীযুক্ত ডক্টর সত্যচরণ লাহা	১৮	„ অমলচন্দ্র হোম	১৮
„ ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৮	„ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
„ কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	১৮	„ রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	১৮
„ রায় অনাথনাথ বসু	১৮	„ শ্রমথনাথ চৌধুরী	১৮
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	১৮	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১৮
„ ডাক্তার অধীরকুমার বসু	১৮	„ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮

২০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বরিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান ।

জের—৬৬৮

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৮	বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্থনাথ মুখোপাধ্যায়	২৮
„ ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০৮	শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু	২৮
„ হরিশঙ্কর পাল	৫৮	„ ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৮
রায় „ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৫৮	„ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত	২৮
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫৮	„ কবিরাজ শ্রীমানদাস বাচস্পতি	২৮
„ কুমার মন্থনাথ মিত্র	৫৮	„ নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়	২৮
„ ডাক্তার স্বতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৮	শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন	২৮
„ রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৮	„ নলিনীরঞ্জন গুপ্ত	২৮
„ কুমার দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	৫৮	„ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৮
„ চন্দ্রকুমার সরকার	৫৮	„ হেমচন্দ্র নন্দর	১৮
„ ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫৮	„ করঞ্জাক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
„ হরেন্দ্রনাথ বসু	৫৮	„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮

৬৬৮

৬৬৮

প্ৰফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে দান ।

		জৈৱ-১৭	
শ্ৰীযুক্ত ৰাজেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫	শ্ৰীযুক্ত হৰিদাস চট্টোপাধ্যায়	১
,, প্ৰফুল্লনাথ ঠাকুৰ	৫	,, বিনয়কুমাৰ সরকার	১
,, হৰিদাস বসু	৫	,, গণপতি সরকার বিজ্ঞান	১
,, সতীশচন্দ্ৰ ঘোষ	৪	,, প্ৰিয়ৱৰ্জন সেন	১
শ্ৰীযুক্ত হৰিশঙ্কৰ পাল	৪	,, জ্যোতিষচন্দ্ৰ ঘোষ	১
,, ডাক্তাৰ যতীন্দ্ৰনাথ মৈত্ৰ	৪	,, ৰায় শ্ৰীযুক্ত খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ বাহাদুৰ	১
ৰায় ,, উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মচাৰী বাহাদুৰ	৪	,, হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত	১
,, গোবিন্দচন্দ্ৰ লাহা	৪	শ্ৰীযুক্ত প্ৰমথনাথ চৌধুৰী	১
,, শ্ৰীমানদাস বাচস্পতি	৪	মহানন্দোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত দুৰ্গাচৰণ সাংখ্যাতীৰ্থ	১
,, ৰায় যোগেশচন্দ্ৰ ৰায় বাহাদুৰ	৪	শ্ৰীযুক্ত ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ ঘোষাল	১
,, হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত	৪	,, জ্ঞানৱৰ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,, যতীন্দ্ৰনাথ বসু	৪	,, ডক্টৰ সত্যচৰণ লাহা	১
বিচাৰপতি শ্ৰীযুক্ত দ্বাৰকানাথ মিত্ৰ	৩	,, দীনেন্দ্ৰনাথ গলিক	১
শ্ৰীযুক্ত কামিনী ৰায়	৩	,, ৰমাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়	১
শ্ৰীযুক্ত কিৰণচন্দ্ৰ দত্ত	২	,, হেমচন্দ্ৰ ঘোষ	১
,, কবীৰাজ গিৰিজাপ্ৰসন্ন সেন	২	,, দ্বাৰকানাথ মুখোপাধ্যায়	১
,, কুমাৰকৃষ্ণ কুমাৰ	২	,, অনন্মোহন সাহা	১
,, ডাক্তাৰ সুধীৰকুমাৰ বসু	২	,, সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়	১
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	২	,, নয়নমোহন বসু	১
ৰায় ,, যতীন্দ্ৰমোহন সিংহ বাহাদুৰ	২	,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	১
,, নলিনীৱৰ্জন পণ্ডিত	২	,, সতীশচন্দ্ৰ বসু	১
,, দেবীবৰ ঘোষ	১	,, চিত্তাহৰণ চক্ৰৱৰ্তী	১
,, অমল হোম	১	,, ডক্টৰ সুকুমাৰৱৰ্জন দাশ	১
,, ডক্টৰ নলিনাক্ষ দত্ত	১		
,, ডাঃ বাৰিদবৰণ মুখোপাধ্যায়	১		
,, ডাঃ একেন্দ্ৰনাথ ঘোষ	১		
,, উমেশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য	১		

## বিবিধ দান

- ১। সাধারণ তহবিলে দান  
 আচার্যদেব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী  
 শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার—১০৬  
 হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতি ৭৪৮/৬
- ২। গৃহ-নির্মাণ তহবিলে  
 শ্রীযুক্ত নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু—২০৬
- ৩। পুস্তকাদার ক্রয় করিবার জন্ত দান  
 শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র নৈজ ৪৫৬  
 " ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৮/০
- ৪। পুস্তক ক্রয় করিবার জন্ত দান  
 শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত ২০৬
- ৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-স্মৃতির জন্ত দান  
 শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৬
- ৬। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান  
 শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল ১০০৬  
 " এচ, ডি, বসু ২৫৬  
 " কিরণচন্দ্র দত্ত ৫৬
- ৭। রমেশচন্দ্র মিত্রের চিত্রের জন্ত দান  
 রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী বাহাদুর ২৬
- ৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি  
 সংক্রান্ত উৎকীর্ণ-লিপি প্রস্তুত জন্ত দান  
 শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ১৬৬
- ৯। হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা  
 গ্রন্থ মুদ্রণার্থ দান  
 ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা ৩০০৬  
 আচার্য " প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১০০৬  
 " অমলচন্দ্র হোম ১৫৬
- ১০। ছাত্র সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান  
 শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ২৬  
 " নারায়ণচন্দ্র নৈজ ১৮৮/০  
 " ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০

\*পরে স্তর জর্জ গ্রিয়ার্সন ১ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

## ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়	ব্যয়
১। চাঁদা ৫০০০	১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ৩২৪০
২। প্রবেশিকা ১০০	২। পত্রিকা ১০০০
৩। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় ৫০০	৩। পুস্তকালয় ১৯৫০
৪। পত্রিকা বিক্রয় ২৭৫	৪। বিবিধ মুদ্রণ ৭৫
৫। বিজ্ঞাপনের আয় ১৫০	৫। ডাকমাণ্ডল ৫০০
৬। স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের সুদ ১৪৫৬	৬। চিত্রশালা ও পুথিশালা ৩০০০
৭। বার্ষিক সাহায্য ১৭৩০	৭। আলো ও পাখা ৩০০
৮। এককালীন দান ৭৫০	৮। ঘর ভাড়া ২৪
৯। চিত্রশালার জন্ত করপোরে- শনের দান ৩০০০	৯। মন্দির মেরামত ১০০
১০। স্বত্তিরক্ষার আয় ১০০	১০। দপ্তর সরঞ্জামী ৫০
১১। বিবিধ আয় ২৫০	১১। আসবাব ২৫
১২। হাওলাত আদায় ২৫০	১২। গাড়ী ভাড়া ৬০
১৩। সংবর্দ্ধনার আয় ৫০	১৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ১০০
১৪। পদক ও পুরস্কার ৫০	১৪। পদক ও পুরস্কার ৫০
১৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ১০০	১৫। বেতন ২১৫০
	১৬। চাঁদা আদায়ের কমিশন ৩৫০
	১৭। দৃশ্য-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার ৩৬৫
	১৮। বিবিধ ১০০
	১৯। পারিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব ৫০
	২০। গচ্ছিত তহবিলের দেনা শোধ ৩৫০
	২১। স্বত্তিরক্ষা ১০০
গত বর্ষের উদ্ধৃত	
	১৩২৩২
১৩৭৬১	
৩১৭	
১৪০৭৮	

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু  
সম্পাদক।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়  
সভাপতি।

১৪-৪-৪০।



## হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা

সম্পাদক—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

অর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের স্মারক হিসাবে এই সংবর্দ্ধন-লেখমালা-গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল । এই গ্রন্থে কৃতী ও মনীষী লেখকগণের ভারত-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণাপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ ব্যতীত স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন ও লেখ-পঞ্জী প্রকাশিত হইয়াছে ।

সুন্দর এটিক কাগজে মুদ্রিত, ১ম ভাগ ২৭১ পৃষ্ঠার এবং দ্বিতীয় ভাগ ২৯০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ শেষ । মূল্য—১ম ভাগ বন্ধদের মলাটে সদস্ত-পক্ষে ২১, সাধারণের পক্ষে ২৫, তুলোট কাগজের মলাটে ১৫ ও ২১ এবং ২য় ভাগ বাদাই ২১, ২৫ ।

Indian Historical Quarterly (৮ম ভাগ, পৃঃ ৩৯৩)—The work is a scholarly production of high order. We commend it to the notice of the world of scholars having any knowledge of Bengali.

## গ্রন্থগণিত

রাজকুমার সেন এম এ, সম্পাদিত ।

মুখ্যসিদ্ধান্তমতে পঞ্জিকা-গণনা কাব্যের সুবিধার জন্য এই গ্রন্থগণিত সংকলিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে সিদ্ধান্তশতকের মূল ও বঙ্গভাষায় বিবৃতি এবং ৪৯টি কোষ্ঠক দেওয়া হইয়াছে । বেকটেশ বাপুজী কেতকরের ও লেভেরিয়ার্ন্ সাহেবের দায়গিই প্রধানতঃ অবলম্বিত হইয়াছে । গ্রন্থের মূল্য—পারিষদের সদস্ত-পক্ষে ২১, শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ২৫, সাধারণের পক্ষে ২৫ ।

বলরাম কবিশেখর কৃত

## কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ

মূল্য—সদস্য-পক্ষে ১১ ও সাধারণ-পক্ষে ১৫ ।

Calcutta Review (April, 1932)—The Bangiya Sahitya Parisat and Mr. Chakravarti deserve the hearty congratulations of scholars for bringing to light this little known work which had almost sunk into oblivion. The elaborate and scholarly introduction giving among other things detailed account of Vidya-sundara literature in different languages, the footnotes replete with citations from other works on the same topic, drawing attention to the points in which Kavishekhara agrees with or disagrees from them, and the useful indices of important words of linguistic, mythological and geographical interest are some of the main characteristics of the edition, which reflect critical acumen and scholarship of the learned editor.

## ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

গিডেজ (GUIZOT) লিখিত

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ অনুদিত

মূল্য—সদস্ত-পক্ষে—১১, সাধারণ-পক্ষে—১৫ ।

নবমুদ্রণ

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ

মূল্য—পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১০/৬, এবং সাধারণের পক্ষে—১৫ ।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির, কলিকাতা ।



# অশ্রান

সর্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্বল্যে  
অমৃতবৎ

স্বতিশক্তির হ্রাস, মগ্নক ঘূর্ণন, কার্ঘ্যে অমনোযোগিতা, হিষ্টিরিয়া,  
সর্বপ্রকার মানসিক এবং শারীরিক দৌর্বল্য প্রভৃতি  
রোগে 'অশ্রান' ব্যবহার করিলে  
অমৃতবৎ ফললাভ হয়।

অশ্রান সেবনে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি  
দূর হয়—দেহ মন নববল সঞ্চয় করে। ছাত্র  
এবং ব্যায়ামকারিগণ ইহা সেবনে  
বিশেষ উপকার পাইবেন।

ম্যালেরিয়া, কলেরা, ম্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি রোগছুষ্ট  
স্থানে 'অশ্রান' ব্যবহার করিলে রোগাক্রান্ত  
হইবার ভয় থাকে না।

---

বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

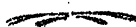
( ত্রৈমাসিক )

বঙ্গাব্দ ১৩৪০

৫৫

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



কলিকাতা, ২৪৩১, আগার সাক্ষীগার রোড  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির  
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বরিংশ বর্ষের কার্যাবলী

সভাপতি

ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এইচ ডি, ডি এম-সি, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত অমরুপা দেবী

প্রাচ্যবিজ্ঞানহাৰ্ণব, সিদ্ধান্তবাৰিধি

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বাহাদুর এম এ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানদান বাচস্পতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্দ্যাতীৰ্ণ

ডক্টর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ-ডি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তম্বুলাচরণ বিদ্যাতৃবণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ,

সহকারী সম্পাদকগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীৰ্ণ এম এ

ডক্টর শ্রীযুক্ত অক্ষরঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি

শ্রীযুক্ত অনাধনাথ ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীৰ্ণ এম এ

পত্রিকাধক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনীতীক্ষ্মার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট

চিত্রশীলাধক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বোষাণ এম এ, পি-এইচ ডি

গ্রন্থাধক্ষ—শ্রীযুক্ত বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোৰাধক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ বি এল, পি-এইচ ডি

ছাত্রাধক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

আর-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ (সাহা) কুহু বি এস-সি, জি ডি এ

শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ

## চত্বরিংশ বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভাপণ

- ১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটপি ; ২। শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি ;
- ৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটপি ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম এ ; ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যাবজ্ঞ ; ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষর সেন এম এ ; ৭। শ্রীযুক্ত দুর্গালকান্তি ঘোষ ওক্তিত্ববণ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম এ ; ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ ; ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষর দত্ত এম-এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট ; ১২। শ্রীযুক্ত কেশরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস-সি (লন্ডন) ; ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিত্ববণ কাব্যলঙ্কার ; ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৫। শ্রীযুক্ত সিরিজাসর ঘোষ বি এস-সি ; ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ বি এল, পি-এইচ ডি ; ১৭। শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র মুখু এম-আর এ এস ; ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুব্রজ সেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, তিহণরত্ন, এল এ এম এস ; ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিভারত্ন ; ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ, এক সি এস (লন্ডন) ; ২১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র আচার্য ; ২৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ মৈত্রী এম বি ; ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র ঘোষ এম এ

# রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ =

প্রধান সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী-সম্পাদক

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নীরদত্ত চৌধুরী

অমল হোম

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

২৪৩১ অপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,—

আপনি সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থাবলীর একটি সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিবার কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি ও অনুষ্ঠান-পত্র আপনার নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে আপনি এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ জানিতে পারিবেন। পরিষৎ আশা করেন যে, আপনি এই গ্রন্থাবলীর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার প্রকাশ-কার্যে আমুকূল্য করিবেন। আপনার সাহায্যের উপরেই এই বিরাট কার্যের সফলতা নির্ভর করিতেছে।

আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি, গ্রন্থাবলীর সম্পাদনকার্য আরম্ভ হইয়াছে; প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইতেছে এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইতি, ২০শে পৌষ, ১৩৪০।

বশংবদ

জীরাঙ্গেশ্বর বসু

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ



বিজ্ঞপ্তি ও অনুর্তান-পত্র

# ৰামমোহন ৰায়েৰ গ্ৰন্থাবলী

[ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফাৰ্চী, উৰ্দু, ও ইংৰেজী ]



ৰামমোহনৰাম

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ

প্রধান সম্পাদক—ৰামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

২৩৪০

## পরিচয়

রাজা রামমোহন রায় ভারতের নবযুগপ্রবর্তক। তাঁহার গ্রন্থাবলী জাতির অমূল্য সম্পদ। রাজার মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সমগ্র রচনাবলীর একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংস্করণের প্রধান সম্পাদক হইবেন আমার আশ্রয়ে বন্ধু, “প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ” পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়। তাঁহার উপদেশে, সাহিত্য-পরিষদের তিন জন সদস্য, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম কৰ্ত্তৃক গ্রন্থগুলি সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইবে। সম্পাদনকার্যে তাঁহারা সুপটু; সে-বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব সুবিদিত। রামানন্দবাবুর পরিচালনায় ও তাঁহাদের চেষ্টায় ষে রামমোহন রায়ের যাবতীয় গ্রন্থের একটি নিভুল ও সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর কোন সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। ফলে তাঁহার পুস্তকাদি অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য এবং তাহাদের পঠনপাঠন স্থগিত। এই অভাব মোচনের অভিপ্রায়েই, বহু প্রয়াসে ও অর্থব্যয়ে, রামমোহনের প্রত্যেক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেশ-বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া, খণ্ডাকারে এই গ্রন্থসংগ্রহ প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই আয়োজনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু সৰ্বসাধারণের, বিশেষভাবে পরিষদের সদস্যগণের, সাহায্য ও সহানুভূতির উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। আমি আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৰ্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণটি সাদরে গৃহীত ও পঠিত হইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে ইহা বিরাজ করুক। ইতি ৪ঠা পৌষ, ১৩৪০ ॥

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

## অনুষ্ঠান-পত্র

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রিষ্টল নগরে, রামমোহন রায়ের দেহত্যাগের পর এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আজ দেশে বিদেশে তাঁহার পরলোকগমনের শতবার্ষিক উৎসব হইতেছে। এই শত বৎসরে রামমোহন ভারতের বর্তমান যুগের অবিসম্বাদী নেতাক্রমে সর্বত্র স্বীকৃত। ধর্ম ও দর্শন তত্ত্বের প্রচারে, সমাজনীতির বিচারে, রাজনীতির চর্চায়—সকল দিকেই তিনি তাঁহার বহুমুখী ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং এ সমুদয় বিষয়েই তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত রচনা শুধু বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের বিশেষ সম্পদ। অথচ পরিভাষার বিষয়, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ ইদানীং অতিশয় দুপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার কোন কোন পুস্তক লুপ্তপ্রায়। এমন কি তাঁহার কয়েকটি রচনা এখনও প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজী, এই কয়টি ভাষাতেই রামমোহন তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ার দোষে ও সাধারণতঃ বই ও কাগজপত্র যেরূপ অবহেলায় এখানে রক্ষিত হয়, তাহার ফলে সেগুলি রামমোহনের মৃত্যুর বৎসর-দশেকের মধ্যেই দুপ্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থা দেখিয়া, রামমোহনের রচনাবলী যাহাতে লুপ্ত হইয়া না যায় এই উদ্দেশ্যে, তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণ তখনই তাহার পুনর্মুদ্রণের জগ্ন উদ্যোগী হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্তিম প্রধান শিষ্য—তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়—নিজব্যয়ে তাঁহার সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থ একত্র প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, রামগোপাল ঘোষ-মহাশয় রামমোহনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সংগৃহীত অর্থে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে-প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। ইহার পর, দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে, ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, রামমোহনের কতকগুলি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়।

তাহার পর বহুকাল আর রামমোহনের রচনাদি স্বতন্ত্রাকারে বা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং ইংরেজী গ্রন্থগুলি সর্বপ্রথম একত্র সংগৃহীত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রকাশিত হইল ঊনবিংশ শতাব্দীর



## অনুষ্ঠান-পত্র

শেষভাগে। ইহাদের প্রথমটি রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সম্পাদন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া এই সংস্করণটির প্রকাশ-কার্য শেষ হয় আট বৎসর পরে—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে রামমোহনের বহুগুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সে-সময়ে পাওয়া গিয়াছিল তাহার সবগুলিই আছে। ইংরেজী গ্রন্থগুলি সম্পাদন করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্করণের প্রথম খণ্ড ও দুই বৎসর পরে—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে—দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। চৌদ্দ বৎসর পরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা হইতে ত্রীকান্ত রায় এই সংস্করণটি তিন খণ্ডে পুনর্মুদ্রণ করেন, এবং ১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের পাণিনি কার্যালয় হইতে রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে—ইংরেজী এক খণ্ড এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এক খণ্ড—প্রকাশিত হয়। এইটিও রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের সংস্করণ দুইটির পুনর্মুদ্রণ মাত্র। কিন্তু এই গ্রন্থাবলী দুইটিও এখন নিতান্ত হুশ্রাপ্য।

তাহার পর আবার ত্রিংশ বৎসর হইতে চলিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রামমোহনের, দুই চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের উদ্যোগ হয়, কিন্তু এ-পর্যন্ত উহার দুইটি ক্ষুদ্রাকার খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ডই পাণিনি কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণমাত্র। রামমোহনের উপরোক্ত সংস্করণ কয়টি বা তাহাদের পুনর্মুদ্রণগুলির কোনটিই কিন্তু সর্বোংশে সম্পূর্ণ নহে। ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ ব্যতীত এগুলিতে অশ্রদ্ধা নানা ত্রুটি-আছে। কোন কোন স্থলে কয়েকখানি পুস্তকের অংশবিশেষ বর্জিত হইয়াছে। আবার কোন কোনটিতে রামমোহনের রচনার বিকৃতি ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া, পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামমোহনের কয়েকটি রচনা এ-পর্যন্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীভুক্ত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক রামমোহনের বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, ইংরেজী, উর্দু প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থের যে-সংস্করণ প্রকাশিত হইবে তাহাতে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁহার সমুদয় রচনা এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণভুক্ত নহে এমন একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা থাকিবে। এই সংস্করণের পাঠ সর্বপ্রথম সংস্করণ হইতে

## অনুষ্ঠান-পত্র

গৃহীত হইবে এবং রামমোহনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত অগ্ন্যাজ সংস্করণের সহিত মিলাইয়া পাঠান্তর দেওয়া হইবে। রামমোহনের গ্রন্থের বিস্তৃত পাঠোদ্ধারের চেষ্টা এই প্রথম। পরিবর্তন-সংস্করণে প্রকাশিত প্রত্যেকটি গ্রন্থের বিশদ ঐতিহাসিক ভূমিকা, সূচী, নির্ঘণ্ট, টীকা প্রভৃতি থাকিবে। তদুপরি, রামমোহনের বিচারবিতর্ক-সম্পর্কিত পুস্তকগুলির পরিশিষ্টরূপে তাঁহার প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরও মুদ্রিত হইবে। এই বিষয়ে এ-চেষ্টাও এই প্রথম। বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থাবলীতে রামমোহনের রচনার কোন তত্ত্বব্যাখ্যা বা সমালোচনা থাকিবে না, কেন-না সে-কাজ বর্তমান সংস্করণের সম্পাদকগণের উদ্দেশ্যবহির্ভূত।

বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণপারিপাট্য ও অন্তর্সৌষ্ঠব যাহাতে যথোপযোগী হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। তাহা ছাড়া এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণগুলির আখ্যাপত্রের \* ও এক একখানি পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিলিপি এবং অগ্ন্যাজ চিত্র ইত্যাদি থাকিবে। এই বিজ্ঞপ্তির সহিত যে প্রতিলিপি দেওয়া হইল তাহা হইতেই পুস্তকের আকার, কাগজ ও ছাপা কিরূপ হইবে তাহার কতকটা ধারণা করিতে পারা যাইবে।

এই সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু প্রত্যেক খণ্ডে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ পুস্তক থাকিবে। রামমোহনের পুস্তকাবলী বহু স্থানে, এমন কি ইংলণ্ড ও অল্প নানা দেশে, ছড়াইয়া থাকায় সেগুলিকে সংগ্রহ করা প্রচুর সময়, শ্রম ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই জন্য বর্তমান সংস্করণ সমাপ্ত করিতে কিছু সময় লাগিবে। আশা করা যাইতেছে, তিন বৎসরে এই কার্য সমাধা করা যাইবে। কিন্তু অবস্থানকুল্যে আরও অল্প সময়ের মধ্যেও উহা সম্পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ইতি, কলিকাতা, ২রা পৌষ, ১৩৪০।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রধান সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

অমল হোম

সহযোগী সম্পাদক

[ \* পরপৃষ্ঠায় ১৮৩৭ শকাব্দে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষায় “বেদান্ত-গ্রন্থ” পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। ]

BENGALÉ TRANSLATION

OF THE

V E D A N T,

OR

RESOLUTION

OF ALL THE

V E D S;

THE MOST CELEBRATED AND REVERED WORK

OF

BRAHMINICAL THEOLOGY,

ESTABLISHING THE UNITY

The "Supreme Being,

AND

THAT HE IS THE ONLY OBJECT OF WORSHIP

TOGETHER WITH

A PREFACE,

BY THE TRANSLATOR.

FROM THE PRESS OF THE BENGAL GOVERNMENT AND CO.

1814

## বেদান্ত-গ্রন্থ

### ভূমিকা

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সাক্ষর পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বব্জ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে যে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্মৃতি কোন মতে থাকেনা। জেহেতু ব্যুৎপত্তিবলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্ত ২ বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারেনা। ইহার কারণ এই যে সংস্কৃতে নিয়ম করিয়াছেন যে শব্দ সকল প্রায়স্‌ খাত্ত হইতে বিশেষ ২ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই খাত্তুর অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ো নানা প্রকার অর্থে হয়। অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তিবলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন

॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু  
তখন ব্রহ্ম বিচারের ইচ্ছা জন্মে ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্ম তত্ত্বের  
বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পরমুত্রে দূর করিতেছেন ॥

জন্মাদ্যন্ত যতঃ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বের জন্ম স্থিতিনাশ জাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম । অর্থাৎ  
বিশ্বের জন্মস্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি । জে হেতু  
কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে । কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না ।  
ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে  
নির্ণয় ইহাতে করেণ । ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন জে সত্য  
সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ জাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের গ্ৰায় দৃষ্ট  
হইতেছে । জেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের  
গ্ৰায় দেখায় ॥ ২ ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব  
ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন । এ সন্দেহ পরমুত্রে দূর করিতেছেন—

শাস্ত্রযোনিভাৎ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব সূতরাং জগৎকারণ  
ব্রহ্ম হয়েন । অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া  
জাইতেছে জেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ॥ ৩ ॥

| বাঙ্গালা খন্ডাবলী যে আকাবে, টাইপে ও কাগজে ডাণ্ডা হইবে, তাহাব  
একটি পৃষ্ঠার নমুনা দেওয়া হইল ]



৫৫-৩৩৭৫

রামমোহন রায়ের  
 == গ্রন্থাবলী ==  
 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ  
 [ গ্রাহক আবেদন-পত্র ]

ডাক  
 টিকিট

মাননীয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়  
 সমীপে—

২৪৩১, অপার সাকুলার রোড  
 কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

আমি পৰিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি । অত্বেহ ক রিয়া আমাকে নিম্নলিখিত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিলে আনন্দিত হইব—

{	১। প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক—৩০ টাকা	{	ইহাৰ মধো আপনি যে-ভেদে গ্রাহক হইবেন অর্থ সেটটি যাবিয়া অন্তঃস্থিত সব কাটিয়া দিবেন।
	২। অগ্রিম গ্রাহক—		
	ক...২২ টাকা   খ...১৫ টাকা   গ...১২ টাকা		
	৩। দাৰিক গ্রাহক—		
	ক...৩ টাকা   খ...১ টাকা   গ...৫ টাকা		
	[ অল্পষ্ঠান-পত্রে ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]		

আমি.....গ্রাহক টাঁদা বাবল.....টাকা পাঠাইলাম ।

নাম.....

ঠিকানা.....

.....

# গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রকাশকার্যে অনুমান তিন বৎসর লাগিবে। এই তিন বৎসর, পর পর, এক ভাগ (part) বাঙ্গালা ও এক ভাগ ইংরেজী। এই দুই ভাগ পুস্তক প্রকাশিত হইবে। এইরূপ কয়েকটি ভাগ একত্রিত হইয়া একটি খণ্ডে (volume) দাঁড়াইবে। কোন খণ্ডই অন্যান্য ৫০০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। গ্রন্থাবলী শেষ হইতে অন্ততঃ এইরূপ ছয় খণ্ডের কম লাগিবে না। নির্দিষ্টসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেক ভাগের পৃথক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। তবে যাহারা সমগ্র গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাইবেন।

## ১: প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহক [ FOUNDER-SUBSCRIBERS ]

যাহারা এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশনাকালে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করিবেন তাঁহারা “প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহক” নামে অভিহিত হইবেন। এককালে অগ্রিম ৩০৮ টাকা দিলেই প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া যাইবে। এইরূপ গ্রাহক দুই শত জনের অধিকসংখ্যক করা হইবে না। ইহাদের গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে বাঁধাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং প্রত্যেক গ্রন্থাবলীর সঙ্গে দাতার নামাঙ্কিত প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সংযুক্ত থাকিবে। প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহকগণের নাম গ্রন্থশেষে একটি তালিকাতেও বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত হইবে।

## ২: অগ্রিম গ্রাহক [ PRE-PUBLICATION SUBSCRIBERS ]

(ক) সমগ্র গ্রন্থাবলীর জন্ম এককালে অগ্রিম ২২৮ দিতে হইবে।

(খ) যাহারা কেবলমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলী লইবেন তাঁহাদিগকে এককালে অগ্রিম ১৫৮ টাকা দিতে হইবে।

(গ) যাহারা কেবলমাত্র বাঙ্গালা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী লইবেন তাঁহাদিগকে এককালে অগ্রিম ১২৮ টাকা দিতে হইবে।

## ৩: বার্ষিক গ্রাহক [ ANNUAL SUBSCRIBERS ]

(ক) সমগ্র গ্রন্থাবলীর জন্ম তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে অগ্রিম ৯ টাকা।

(খ) কেবলমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলীর জন্ম তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে অগ্রিম ৬ টাকা।

(গ) কেবলমাত্র বাঙ্গালা ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর জন্ম তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে অগ্রিম ৫ টাকা।

প্রতি বর্ষে ইংরেজী গ্রন্থাবলীর অন্যান্য ৬০০ পৃষ্ঠা ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর ৪০০ পৃষ্ঠা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।



## গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ হইবা মাত্র গ্রাহকগণের নিকট ডাকযোগে প্রেরিত হইবে; ডাকনাশুল যাহা লাগিবে তাহা ভিঃ পিঃ পিঃ করিয়া আদায় করা হইবে। তবে কলিকাতায় অথবা শহরতলীতে যাহারা বাস করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় হইতে গ্রন্থ লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

টাকাকড়ি, চেক, ইত্যাদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয়ে, সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

—o:\*:o—

### রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা

শকাব্দ				শকাব্দ			
১। বেদান্তগ্রন্থ	...	...	১৭৩৭	১৬। পাদুনি ও শিষ্ট সংবাদ	...	...	১৭৪৩
২। বেদান্তসার	...	...	১৭৩৮	১৭। চারি প্রস্তাব উত্তর	...	...	১৭৪৪
৩। তলবকার উপনিষৎ [কেনোপনিষৎ]	...	...	"	১৮। পদ্য প্রদান	...	...	১৭৪৫
৪। ঈশোপনিষৎ	...	...	"	১৯। প্রার্থনাপত্র	...	...	"
৫। কঠোপনিষৎ	...	...	১৭৩৯	২০। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	...	...	১৭৪৮
৬। মুণ্ডকোপনিষৎ	...	...	"	২১। কায়স্থের সহিত মত্তপান-বিষয়ক	...	...	"
৭। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	...	...	"	বিচার	...	...	"
৮। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার	...	...	"	২২। বহুত্ব	...	...	১৭৪৯
৯। সহস্রনামবিষয়ে প্রবর্তক ও	...	...	"	২৩। গায়ত্রী পরমোপাসনা বিধান	...	...	"
নিবর্তকের সংবাদ (প্রথম)	...	...	১৭৪০	২৪। ব্রহ্মসংহিতা	...	...	১৭৪০
১০। গায়ত্রীর অর্থ	...	...	"	২৫। ব্রহ্মোপাসনা	...	...	"
১১। গোস্বামীর সহিত বিচার	...	...	"	২৬। সহস্রনাম বিষয় (তৃতীয় পুস্তক)	...	...	১৭৪১
১২। সহস্রনাম বিষয়ে প্রবর্তক ও	...	...	"	২৭। অমৃতান	...	...	"
নিবর্তকের সংবাদ (দ্বিতীয়)	...	...	১৭৪১	২৮। গোড়ীর ব্যাকরণ	...	...	১৭৪৫
১৩। স্বত্রঙ্গণা শাস্ত্রীর সহিত বিচার	...	...	১৭৪২	২৯। কলার্ণব তন্ত্র, প্রথম খণ্ড,	...	...	"
১৪। কবিতাকারের সহিত বিচার	...	...	"	প্রথম উল্লাস	...	...	"
১৫। ব্রাহ্মণসেবধি—১, ২, ৩ অধ্যায়	...	...	"	৩০। সূত্র পত্রী	...	...	"
ব্রাহ্মণ ও মিসরির সংবাদ	...	...	১৭৪৩	৩১। আত্মানন্দবিবেক	...	...	"

উপরিলিখিত পুস্তকগুলি ব্যতীত রামমোহনের গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণভুক্ত নহে এমন কয়েকখানি পুস্তকও এই সংস্করণে মুদ্রিত হইবে।

# The Collected Works of Rammohun Roy

## A LIST OF

### RAMMOHUN ROY'S WORKS IN ENGLISH

#### INCLUDED IN EXISTING EDITIONS\*

- 1816—1. An Abridgment of the Vedant, etc. 2. Translation of the Cena Upanishud, etc. 3. Translation of the Ishopanishud, etc.
- 1817—4. A Defence of Hindoo Theism, etc. 5. A Second Defence, etc.
- 1818—6. A Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows alive, etc.
- 1819—7. Translation of the Moonduk Opunishud, etc. 8. Translation of the Kuth-Opunishud, etc.
- 1820—9. An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, etc. 10. A Second Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows alive. 11. The Precepts of Jesus, etc. 12. An Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc.
- 1821—13. The Brahmunical Magazine, etc., I, II and III. 14. Second Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc.
- 1822—15. Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females, etc.
- 1823—16. The Brahmunical Magazine, etc., No. 4. 17. Humble Suggestions to his Countrymen who believe in the One True God. 18. A Vindication against the Schismatic Attacks of R. Tytler, etc. 19. Petitions against the Press Regulations, etc. 20. A Letter on English Education, etc. 21. Final Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc. 22. A Dialogue between a Missionary and three Chinese Converts, etc.
- 1824—23. A Letter on the Prospects of Christianity in India, etc.
- 1825—24. On Different Modes of Worship, etc.
- 1827—25. A Translation of a Sanskrit Tract, including the Divine Worship, etc.
- 1828—26. Answer of a Hindoo to the question, "Why do you frequent a Unitarian place of Worship?" etc. 27. Petition to Government against Regulation III for the Resumption of *Lakheraj* Lands, etc.
- 1829—28. The Universal Religion, etc.
- 1830—29. The Trust-Deed of the Brahmo Samaj, etc. 30. Abstract of the Arguments regarding the Burning of Widows, etc. 31. Essays on the Rights of Hindoos over Ancestral Property, etc. 32. Letters on the Hindoo Law of Inheritance, etc. 33. Address to Lord William Bentinck upon the passing of the Act for the Abolition of the Suttee, etc.
- 1831—34. Counter-Petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee, etc.
- 1832—35. Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue Systems in India, etc.

The original Arabic-Persian work of Rammohun—*Tuhfat-ul-Muwahhidin*—will be included in this edition with an English translation.

\*N.B.—The present edition will contain besides the above works some hitherto uncollected writings of Rammohun.

## RULES AND RATES OF SUBSCRIPTIONS, ETC.

**T**HE publication of the entire Works is likely to be spread over 3 years, two parts—one in Bengali and the other in English—being published at regular intervals. Several such parts will go to make a volume, running approximately to five hundred pages or a little more. And it will take *not less than* six such volumes to complete the entire Works.

*Only a limited number of copies of this Edition will be printed.* Each part will be separately priced but the following facilities are offered to those who will subscribe to the Collected Works in their entirety.

### I. FOUNDER-SUBSCRIBERS

- ¶ A list of FOUNDER-SUBSCRIBERS is being opened for those who may desire to associate themselves permanently with the undertaking by contributing towards the funds for the publication of the Works. *The list will be limited to two hundred subscribers only.*
- ¶ Any one paying in advance Rs. 30/- (India) or 2 Guineas (United Kingdom & British Empire) or 10 Dollars (America) will be enlisted as a FOUNDER-SUBSCRIBER and,—*when the publication of the Works is completed*,—entitled to specially made binders for the volumes with an inscribed plate acknowledging his contribution.
- ¶ Names of FOUNDER-SUBSCRIBERS will appear in a special list forming part of the Edition.

### II. PRE-PUBLICATION SUBSCRIBERS

- A. For the ENTIRE WORKS: Rs. 22/-
- B. For Works in English only: Rs. 15/-
- C. For Works in Bengali, Sanskrit  
and other languages only: Rs. 12/-

### III. ANNUAL SUBSCRIBERS

- a. For the ENTIRE WORKS: Rs. 9/- annually for 3 years.
- b. For Works in English only: Rs. 6/- annually for 3 years.
- c. For Works in Bengali, Sanskrit  
and other languages only: Rs. 5/- annually for 3 years.

*Approximately 500 pages of the English and 400 pages of the Bengali Works may be expected to be published annually.*

**All subscriptions payable strictly in advance.**

*The rights of adjustment of these rules and rates  
are reserved by the publishers.*

**POSTAGE:**—As parts are published they will be posted, the postage charges being recovered from the subscriber by V.P.P. Any one so desiring and living in or near Calcutta may arrange to have them taken from the Office of the *Bangiya Sahitya Parishad*.

**PAYMENTS:**—Payments may be made either cash or by certified cheques, drafts or postal orders and payable to:—

THE SECRETARY

THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD

243/1, UPPER CIRCULAR ROAD,

CALCUTTA.

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

পত্রিকাধ্যক্ষ :

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

( প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন )

১। প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম.এ. ... ৫৫

২। প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদ মলিকাজ্জিন হারি—

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি.এস.সি. ... ৮৩

## হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা

সম্পাদক—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত মুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চদশতম জন্মদিবসের স্মারক হিসাবে এই সংবর্দ্ধন-লেখমালা গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে কৃতী ও মনীষী লেখকগণের ভারত-ভক্ত স্বদেশীয় গণেশপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ বাতীত স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন ও লেখ-পঞ্জী প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য—১ম ভাগ স্বকরের মলাটে সদস্ত-পক্ষে ২২, সাধারণের পক্ষে ২৪, তুলোটে কাগজের মলাটে ১৪০ ও ২২ এবং ২য় ভাগ বাধাই ২২, ২৪।

Indian Historical Quarterly ( ৮ম ভাগ, পৃঃ ৩৩৩ )—The work is a scholarly production of high order. We commend it to the notice of the world of scholars having any knowledge of Bengali.

## সাময়িক পত্রের তালিকা

সকলেই জানেন যে বঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সাময়িক পত্রের সংগ্রহ বৃহত্তম। এই তালিকায় প্রথমাবধি ১৩৩২ বঙ্গাব্দের শেষ পর্যন্ত সংগৃহীত সাময়িক পত্রের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য তিন আনা মাত্র।

## বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ডক্টর শ্রীযুক্ত মুনীতিকুমার দে.এম.এ. ডি. লিট., মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সহিত। ১৯২৫—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। মূল্য-সাধারণ ও সদস্যপক্ষে ১৪.০০ ১৮.০০

ডক্টর শ্রীযুক্ত মুনীতিকুমার দে.মহাশয় ভূমিকার লিখিয়াছেন—“প্রথম পঞ্চকণ্ড হিসাবে নাট্য-ইতিহাস, সেই পঞ্চকে সন্নিবিষ্ট ও সংগৃহ্য করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছেন, যত্ন ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অঙ্কে শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আকর্ষণীয় করিবে এবং বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠ ইতিহাসিক, তাঁহার উপকার সন্নিবেশিত পারিবে না।”

এই পুস্তকগুলি পরিষদের কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে :—

১। পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি, ধাতু-মূর্তি প্রভৃতির ইংরেজী সচিত্র বিবরণী—*Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*। ভূতপূর্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ ৩মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. ই., এম. আর. এ. এস প্রণীত। মূল্য—পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ৩, শাখার সদস্ত-পক্ষে ৩৫০ ; সাধারণ-পক্ষে ৬।

২। প্যারীচাঁদ মিত্র -ডক্টর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী, এম. এ. এল. এল. ডি., সি আই ই—/০।

৩। মন্দিরা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : মূল্য ১০।

৪। ভাষাতত্ত্ব (১ম ও ২য় খণ্ড)—৩শ্রীনাথ সেন মহাশয়-রচিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ১।

৫। সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব—স্বর্গীয় অধ্যাপক ডক্টর অভয়কুমার গুহ এম এ, পি-এইচ ডি। মূল্য—২।

৬। গোঁড়ের ইতিহাস (১ম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব)—৩রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত—১।  
এতদ্ব্যতীত বন্দ্যায়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ ( নৈহাটা ) এবং পঞ্চদশ ( রাধানগর ) অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণ ( মূল্য, প্রতিখণ্ড ২ ) ও সম্মিলনের কতিপয় শাখার সভাপতির অভিভাষণ ( মূল্য প্রতি খণ্ড ১/০ ) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

### দ্বঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

- (ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ-পক্ষে ২১০, সদস্ত-পক্ষে ১৫০  
(খ) মেঘদূত ( মূল, অদ্বয় ও পদ্যানুবাদ )—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ... ১, ৫০  
(গ) ঋতু-সংহারম্ ( মূল টীকা ও পদ্যানুবাদ )—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ... ১, ১  
(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্ ( মূল ও পদ্যানুবাদ )—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ... ১০, ১০  
(ঙ) উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০, ১০  
(চ) ভারত-ললন!—৩রামপ্রাণ গুপ্ত ... ১/০ ১/০  
(ছ) A History of Bengali Literature—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি-এ ২, ২  
(জ) Rabindranath : His Mind and Art and other Essays ঐ ১, ১

## হাতের ভাষা

শ্রীবিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী প্রণীত

১৬নং কাশী মিত্র ষাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

( গ্রন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য )

হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় সম্যক জানিবার একমাত্র পুস্তক। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞগণও এই পুস্তক-সাহায্যে জীবনের সকল তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ছয় মাস মধ্যে ১১০০ খণ্ডবিশিষ্ট একটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াই পুস্তকের সার্বজনীন প্রীতির একমাত্র নিদর্শন। মূল্য ১১০ দেড় টাকা।

# এডওয়ার্ডস্ টনিক

ম্যালেরিয়া আদি  
জ্বররোগে অব্যর্থ

বটফুয় পাল এণ্ড কোং  
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিস্ট্‌স  
কলিকাতা

## প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৮শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে এখানে পঞ্চমুখি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জাঁগট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির।

সেবাইত—শ্রী কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

## কুঁচের তৈল

টাক ও কেশপতনের অব্যর্থ মহৌষধ।

শিশি ১৮ টাকা, ৩ শিশি ২৪০ টাকা। ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ এন, সি, বসু—১২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, শ্রামবাজার, কলিকাতা।

## চশমা

খয়দারকে যে কোন প্রকারে চশমা বিক্রয় করিতেই হইবে, ইহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষান্তে যদি নিত্যন্ত চশমার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ “জাইন্স” লেন্সের চশমা সুলভ মূল্যে দিয়া থাকি। সকল প্রকার গ্লাস ও লেন্সের বিপুল আয়োজন। প্রাপ্তিস্থান—ইউনাইটেড অপটিক্যাল সার্ভিস, ৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রিট, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

একমাত্র প্রোঃ—শ্রী বগলাকান্ত রায়।

# সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত।

অধুনা হুপ্রাপ্য ‘দমাচারদর্পণ’ নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র হইতে সে কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদে এবং পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনারিগণের অবশ্যপাঠ্য বলিলে বেশী বলা হয় না।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২০০; সাধারণের পক্ষে ২০।

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য—৩, ৩০, ৩০০ টাকা।

## কল্যাণকরিত্ব অতিমত

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার—“ব্রজেন্দ্রবাবু ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থখানিকে এক দিকে সুপাঠ্য ও শিক্ষাগ্রন্থ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্যের কীর্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। যুগে যুগে বৃদ্ধের ঐতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে।”—ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩২।

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে—“Highly interesting and useful work... all students interested in the cultural history of Bengal during last century will be eagerly looking forward to the continuation of these studies.”—*The Modern Review*, Nov. 1932.

## মূলভে পরিষদগ্রন্থাবলী

### ছায়দর্শন

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। সদস্য-পক্ষে ও সাধারণ-পক্ষে মূল্য এইরূপ,—প্রথম খণ্ড—১১০, ২১০; দ্বিতীয় খণ্ড—২১০, ২৬০; তৃতীয় খণ্ড—১১০, ২২; চতুর্থ খণ্ড—১১০, ২২; পঞ্চম খণ্ড—২২, ২১০।

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (April 1933, P. 471):—“This work will remain for many years the standard work in Bengali on the Nyayasutras”

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে ৬১০ এবং সাধারণ-পক্ষে—৮১০

### ত্রীপদকল্পভঙ্গ

সম্পাদক ৮মতীশচন্দ্র রায় এম-এ। সদস্য ও সাধারণ-পক্ষে মূল্য এইরূপ—প্রথম খণ্ড—১২, ১১০; দ্বিতীয় খণ্ড—১১০, ১৬০; তৃতীয় খণ্ড—১১০, ১৬০; চতুর্থ খণ্ড—১২, ১১০; পঞ্চম খণ্ড—১৬০, ১১০।

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে—৫ এবং সাধারণ-পক্ষে—৬১০

নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি মাত্র ৪৮ চারি টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে,—

- ১। উদ্ভিদজ্ঞান ১ম ও ২য় পর্ব, ২। ত্রিকর্মমঙ্গল, ৩। কমলাকান্তের সাধক-রত্নম, ৪। দুর্গা-মঙ্গল, ৫। ত্রিকর্ম-বিলাস, ৬। সারদা-মঙ্গল, ৭। ধর্মপূজা-বিধান, ৮। লেখমালাসুক্রমণী, ৯। তীর্থমঙ্গল, ১০। জ্ঞান-সাগর, ১১। যুগলুক-সংবাদ।

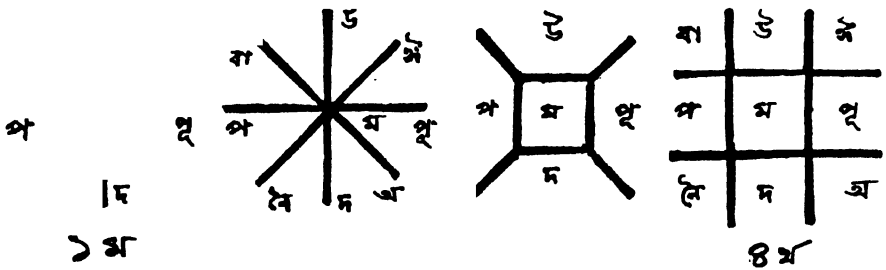
গ্রন্থগুলির মূল্য—সদস্য-পক্ষে ৭ এবং সাধারণ-পক্ষে ১০১/০

## বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ

আমরা এত কাল পৌণ্ড-বর্দ্ধন-ভুক্তি, বর্দ্ধমান-ভুক্তি, দণ্ড-ভুক্তি নাম শুনিয়া আসিতে-  
ছিলাম। গত বঙ্গাঙ্গের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ত্রিযুত নলিনীকান্ত  
ভট্টশালী মহাশয়ের অসাধারণ প্রবন্ধ প্রস্তুত নিপুণ গবেষণার ফল পড়িয়া ভুক্তির সীমা  
ও জমি সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারিতেছি। পুরাবৃত্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্ফুলভ।  
তায়শাসন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কিন্তু খণ্ড। সে প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণ যোগ করিয়া  
তাহার প্রদত্ত উপকরণের উপর টিপ্তনী করিতেছি। অর্থাৎ, উপমান, উপলব্ধি, ঐতিহ্য  
পরিত্যাগ করিয়া পুরাবৃত্ত নির্মাণ অসম্ভব। আমি “বোধ” করিতে যাইতেছি,  
ঐতিহাসিক “শোধ” করিবেন।

### ১। দিক্ দেশ

আমরা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্ দ্বারা বলি, অমুক গ্রাম আমাদের পূর্ব দিকে।  
কিন্তু এই নির্দেশ অতিশয় স্থূল। কারণ, যত ঠাণ্ডি, তত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্।  
(১ম চিত্র)। এক আঙ্গুল ঠাণ্ডি-নাড়া হইলে দিক্ও নড়িয়া যায়। আমার পূর্ব আমার  
সম্মুখস্থিত, তোমার পূর্ব নয়। গ্রামটিও বিন্দু নয়। যদি বিন্দু-প্রমাণ হয়, তাহা হইলেও  
চারি দিকের চারি রেখায় কয়খানি গ্রাম পাইব? অর্থাৎ আমার ঠাণ্ডি কোথায়, পূর্বদিক্  
নামে উত্তরের ও দক্ষিণের কতখানি ধরা যাইবে? যদি আট দিক্ ধরি, তাহা হইলেও  
সেই তর্ক। (২য় চিত্র)। অতএব একটা ঠাণ্ডি চাই, যেটা সকলেরই ঠাণ্ডি।



২য় চিত্রে ম সে ঠাণ্ডি। এখন ঈ-ম-অ পূর্ব দিক্। রেখাগণিতে বিন্দু ও রেখা কল্পিত  
পদার্থ। কল্পনা দ্বারা লোক-ব্যবহার চলে না। ঠাণ্ডি একটা বিন্দু ধরা চলে না, একটা  
সমস্তভূজ কিবা আয়ত দেশ ধরিতে হইবে। তখন ৩য় চিত্রে মধ্যদেশের পূর্বে যত গ্রাম  
 থাকিবে, সব পূর্বে বলিতে পারিব। ইহাতেও একটা দোষ থাকিতেছে। মধ্যদেশের  
যত পূর্বে যাইব, গ্রামও তত বাড়িতে থাকিবে। সকল দোষ পরিহারের এক উপায় ৪র্থ



চিত্রে দর্শিত হইল। এখন সমগ্র দেশটি নব খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যে যে গ্রাম পূর্বদিকে বলিতেছি, সে সে গ্রাম সত্য সত্য মধ্যদেশের পূর্বে বটে।

আগেরা এশিয়ার মধ্যভাগে মেরু-পর্বতের উত্তরে ও পশ্চিমে বাস করিতেন। সকলে ভারতবর্ষে আসেন নাই। যাহারা ভারত-নিবাসী হইয়াছিলেন, তাহারা পিতৃভূমির সম্বন্ধ বহুকাল যাবৎ ত্যাগ করেন নাই। তাহারা পিতৃভূমির মধ্যদেশকে বৃত্ত কল্পনা করিয়া, উচ্চ মেরুকে পদ্মের বর্ষিকার এবং চারি মহাদেশকে পদ্মের চারি দলের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। তাহারা ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রথমে সে মেরুদেশে দেখিয়াছিলেন। এই হেতু ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও পদ্মবানি। কেহ কেহ দেখিলেন, মেরু হইতে চারি দিকে নদী প্রবাহিত। অতএব মেদিনীর উপমান কূর্ম। ভারতবর্ষ কূর্ম নয়। ইহার মধ্যদেশও কূর্ম নয়।

পৌরাণিকেরা ভারতবর্ষকে ৩য় চিত্রের ন্যায় পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, কোন্ খণ্ডে কোন্ দেশ, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ভারতবর্ষকে নব খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বায়ু, মনসা, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে নব খণ্ডের নাম এই,—মধ্যদেশ ভারতবর্ষ, তদনন্তর পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুণ। অর্থাৎ পূর্বদিকে ইন্দ্রদ্বীপ, অগ্নিকোণে কসেরু, দক্ষিণে তাম্রপর্ণ, নৈঋতে গভস্তিমান, পশ্চিমে নাগদ্বীপ, বায়ুদিকে সৌম্য, উত্তরে গন্ধর্ব, ঈশান দিকে বারুণ। পৌরাণিকেরা মনে করিতেন, এই আটটি দেশ সমুদ্রাচ্ছন্নিত দ্বীপ। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বৃহৎ জলরাশির নাম সমুদ্র, যাহার এক কূল হইতে অগ্নি কূল দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং তদ্বারা পৃথক্কৃত উচ্চভূমি দ্বীপ। ইন্দ্রদ্বীপ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদেশ।

জ্যোতিষীরা ভারতবর্ষকে কূর্ম কল্পনা করিয়া নব খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরাহের ‘বৃহৎসংহিতা’য় কূর্মচক্র বর্ণিত আছে। প্রথম পণ্ড অবস্থা মধ্যদেশ। তদনন্তর পূর্বাদিক্রমে দেশের নাম লিখিত হইয়াছে। বরাহ ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ-শতকে উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কূর্মচক্র তাহার উদ্ভাবিত নয়। জ্যোতিষীরা মনে করিতেন, কূর্মবিভাগের নব খণ্ডে সাতাইশ নক্ষত্র আধিপত্য করে। অতএব প্রতি খণ্ডে তিন নক্ষত্র। মধ্য খণ্ড হইতে গণনা আরম্ভ, আর কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ। অতএব যখন কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র গণ্য হইত, তখনকার বিভাগ। কৃত্তিকাদি-গণনা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশতি হইতে চতুর্দশ শতাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। অতএব ভারতবর্ষকে নব খণ্ডে বিভাগ এত পুরাতন, চতুর্দশ অব্দ-শতকের পূর্বের, তাহা নির্বিবাদে বলিতে পারা যায়। আরও বুঝিতেছি, সে কালে ইন্দ্রদ্বীপ ও তাম্রপর্ণ (সিংহল) জানা ছিল। বরাহ মধ্যদেশস্থ নানা দেশের নাম করিয়াছেন। অধিকাংশ নাম এখন অজ্ঞাত। এখানে জানিবারও প্রয়োজন নাই।

মধ্যদেশ-বাসী স্বদেশকে মধ্যদেশ বলিতেন। মনুষ্যভিতে মধ্যদেশের সীমা এই,—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিছা, পূর্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে সরস্বতী নদী। মধ্যদেশ বৃহৎ দেশ। মনুর আধিবর্ত আরও বৃহৎ। ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিছা, পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র। অর্থাৎ বর্তমানে যাহাকে উত্তরাপথ বা উত্তর-ভারত বলি। উত্তরবর্ষও ইহার অন্তর্গত ছিল।

## ২। অঙ্গাদি পঞ্চ দেশে আৰ্য্যপ্রবেশ

বায়ুপুরাণে (৯০ অঃ) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, স্কন্ধ, এই পাঁচ দেশ সম্বন্ধে এক উপাখ্যান আছে। মৎস্যপুরাণে (৪৮ অঃ) সে উপাখ্যান অবিকল আছে, এবং অল্প দুই তিন পুরাণে সংক্ষেপে আছে। চন্দ্রবংশে যযাতি নামে বিশ্ব-বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে অহু নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার বংশে তিতিক্ষু জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্বদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিতিক্ষুর প্রপৌত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। ইনি ধার্মিক ও মহাযোগী ছিলেন। ইহার যজ্ঞের ও দানের প্রশংসা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কীর্তিত আছে। ইনি অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ইহার ঔরস পুত্র ছিল না। একদা ঋষি দীর্ঘতমা দৈব ছবিপাকে গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বলির রাজধানীতে উপস্থিত হন। বলি তাঁহার দ্বারা পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করেন, এবং পঞ্চ পুত্রকে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, স্কন্ধ, বঙ্গ, এই পাঁচ দেশের রাজা করেন। বলি অঙ্গরদেশের রাজা ছিলেন এবং তিনি স্বরাজ্যে ধর্মস্থাপনা করেন।\* তাঁহার দেশে আঙ্গরী ভাষা প্রচলিত ছিল। তিনি রাজা ছিলেন—এই হেতু ক্ষত্রিয়, কিন্তু আৰ্য্যজাতীয় ছিলেন না। এই হেতু তাঁহার পঞ্চ পুত্র বালেয় ক্ষত্রিয় গণ্য হইতেন। মহাভারতেও (আদি ১৩৪) বলিরাজার ইতিহাস আছে।

\* পুরাকালের বাবতীয় প্রসিদ্ধ লোকের বিবিধ চরিত ছিল। এক চরিত মর্ত্যালোকে, অপর চরিত দিবালোকে, আরকালোকে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত, কৃষ্ণচরিত। কৃষ্ণের ‘ব্রজলীলা’ সমস্ত আকাশে। যযাতির পিতা নহব, যযাতি, চেদিরাজ বহু, বৃহস্পতি, রাম, রাবণ, ভগীরথের গঙ্গা, দেবাহরের নংগাম প্রভৃতি অসংখ্য উপাখ্যানে দুই চরিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, আমরা এ কালের লোকে বুঝিতে পারি না। কোন্টি প্রথমে, কোন্টি পরে, সকল উপাখ্যানে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। বলিচরিতে এইরূপ। আকাশে বিরোচন-পুত্র বলি। তিনিই মহামল্লোকে তিতিক্ষুর বংশধর বলি হইয়াছিলেন। দক্ষিণভারতে বলিপুরম্ আছে, কিন্তু অঙ্গদেশ নাই। দিবালোকের বলিকে বামনাবতার বিষ্ণু পাতালে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বামনাবতার, বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। নৃসিংহাবতার দ্বিতীয়। “এতাদৃশস্তঃ স্তুতান্তস্য দিব্যাঃ সজ্জতরো দ্বিজাঃ” (মৎস্য। ৪৭।২৪১)। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বহু পুত্রান, ত্রিষ্টপূর্ব পঞ্চ ও চতুঃ-সংস্র বর্ষের কথা। পিনাকী রুজের মহিমাও সে সময়ের। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্যাস্তের পর পূর্ব আকাশে যে কালপুরুষ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নৃসিংহ, বামন ও পিনাকী। ত্রিবিক্রমের যজ্ঞ প্রকার ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে, একটাও ঠিক নয়। প্রকৃত ব্যাখ্যা, পান্ডিতে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি নামে ব্যক্ত আছে। এই নক্ষত্রে বাসন্ত বিষ্ণুবে বিষ্ণুরূপ আদিত্য থাকিতেন। তাঁহার দুই ‘পদ’ দুই অয়নে, এবং তৃতীয় ‘পদ’ মধ্যপদ—সে পদ কালপুরুষ নক্ষত্রে ছিল, সে পদ দীর্ঘ হইয়া অধোদিকে শারদ বিষ্ণুবে ঠেকিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যাস্তের পর আকাশে দৃষ্টপাত করিলে অভিজিৎ নক্ষত্রের পশ্চিমে ও কিছু দক্ষিণে বলি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজী তারা-চিত্রপটে ইহার নাম Hercules। লোকে অঙ্গরাজ বলিকে আকাশের বলির অংশাবতার মনে করিত। ইহারও রাজ্য অঙ্গরদেশে, অনার্য্যদেশে, এবং বৃক পাকাল দেশ অগ্নিকাশ নিম্ন দেশে, পাতালে ছিল। ইনিও ধার্মিক, এবং বোধ হয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনিয়াছিলেন। ভাগীরথীর দিব্যচরিত আকাশে। (“আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” দ্রষ্টব্য)। মর্ত্য চরিতে হিমালয়রূপ স্বর্গ হইতে সমুদ্রে পাতালে। ভগীরথের জন্ম, পুরাকালের ভাগীরথীর ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হইয়াছিল। উপমা হইতে তাঁহার বিচিত্র গল্পকাহিনী রচিত হইয়াছিল। গঙ্গার দুই শাখার সঙ্গমস্থলের নিকটে কপিল মুনির আশ্রম ও পুণ্ড্র দেশ ছিল (মৎস্য। ৪৬।২১)। কপিল মুনি রাজমহল পাহাড়ের তলদেশে বাস করিতেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি রাজমহলের আগ্নেয়গিরির অগ্নি। মুসলমান ঐতিহাসিক রাজমহলকে “আগ (অগ্নি) মহল” বলিতেন। যজ্ঞেরের নীতাকুণ্ডে সে অগ্নির কিকিৎ প্রকাশ। দীর্ঘতমা ঋষির পৌরাণিক চরিত আরও বিস্তারক। ঋগ্বেদের এই ঋষির খেদোক্তির সহিত মিলাইলে কি হইতে কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে অনেক কথা, এখানে নিস্তরোজন।

বলি রাজার বংশগততা দেখিলে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ঊনবিংশ শতক পাই। বলির অধস্তন অষ্টম বংশধর রামায়ণের লোমপাদ, অষ্টাদশ বংশধর মহাভারতের কর্ণ। খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পঞ্চদশ শতকে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপূর্বে সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ঊনবিংশ শতাব্দে অঙ্গাদি পঞ্চদেশ মধ্যদেশ-বাসী আর্যদিগের মিশ্রবংশের অধিকারে আসিয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে ইক্ষাকুবংশের রাজা সগর চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। এই বংশের ঋতায়ু ভারতযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। সগর তাহার ঊৎকৃষ্টতন যটুজিৎস পুত্র ( মৎস্য ১২ )। পৌরাণিকেরা প্রসিদ্ধ রাজাদিগের নাম স্মরণ করিতেন। তথাপি দেখা যাইতেছে, খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োবিংশ শতাব্দে সগর রাজার অশ্বমেধযজ্ঞাশ্ব অঙ্গদেশে আসিয়াছিল। তাহার প্রপ্রপৌত্র ভগীরথ গঙ্গার পূর্বগামী শাখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণগামী শাখার কিয়দূরে আসিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুই শাখার বিভাগ-স্থলে গঙ্গা সমুদ্রবৎ প্রতীক্ষমান হইয়াছিল। গঙ্গার স্রোতে জহুম্নির যজ্ঞশালা ভাসিয়া গেলে তিনি ক্রোধে গঙ্গাকে উদরস্থ করিয়াছিলেন। মালদহ তাহার সাক্ষী। যেটা দহ ছিল, সেটা মালভূমি, উন্নত ভূমি হইয়াছিল। মালদহের উৎপত্তি গঙ্গার মুখের চড়ায়। গঙ্গা স্বাভাবিক কারণে মালদহের দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে।

### ৩। অঙ্গাদি পঞ্চ দেশের নৈসর্গিক সীমা

ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও পর্বত, কোথাও বিস্তীর্ণ নদী, কোথাও মরু, কোথাও কচ্ছ, কোথাও নিবিড় অরণ্য, কোথাও সাগর। মানুষ এই সকল নৈসর্গিক অবচ্ছেদক দ্বারা এক এক দেশ গণনা করে। প্রাচীন আর্যেরা ভারতবর্ষে জেতা হইয়া আসিয়াছিলেন। আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা বুঝিতেন না, নিজেরা এক এক দেশের লক্ষণ দেখিয়া সে সে দেশের নাম রাখিয়াছিলেন। যদি কোন দেশের নাম শুনিয়াছিলেন, রাজ্যকে পরাক্রান্ত দেখিয়াছিলেন, সে দেশের পুরাতন নাম সংস্কৃত রূপ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন দেশে পরাক্রান্ত জাতি নিবাসী হইলে, সে জাতি পরিত্যক্ত স্বদেশের পরিচিত নাম নূতন দেশে প্রয়োগ করে। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। কোথায় মেরুদেশের ইলা, আর কোথায় পঞ্জাবে ইরাবতী, বর্মাদেশে ইরাবতী। মেরুপর্বতের ( তিয়ান সাং ) উত্তরে কুরু, সেই নামে পঞ্জাবেও কুরু। এখানে আসিয়া প্রাচীন কুরুকে উত্তরকুরু বলিতে হইয়াছিল। উত্তর কোশল, দক্ষিণ কোশল, উত্তর মথুরা, দক্ষিণ মথুরা ( মথুরা ), উত্তর প্রয়াগ, দক্ষিণ প্রয়াগ ( ত্রিবেণী ), উত্তর যমুনা, দক্ষিণ যমুনা ( ব্রহ্মপুত্র ) ইত্যাদি অসংখ্য সমনাম আছে।

অঙ্গাদি পঞ্চদেশের নাম নূতন, উত্তরাপথে নাই। অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি নাম দ্বারা জনপদ ও জনপদবাসী, দুই-ই বুঝায়। পানিনির মহাভাষ্যে অঙ্গঃ বান্ধঃ একবচন, অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ বহুবচন। আর্যেরা কি অঙ্গ বঙ্গ নাম রাখিয়াছিলেন, না তৎদেশবাসী জাতির নাম অঙ্গ বঙ্গ ছিল? দেখা যায়, অধিবাসী জাতির নামে দেশের নাম হয়, দ্রাবিড়, ওড়্র, মজ্র, কুরু, আর্ধাবত প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। কিন্তু দেশের নামেও অধিবাসীর নাম হয়। মিথিলা, বিরাট, মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, গঙ্গারাজি ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ আছে। অঙ্গ নাম

স্পষ্ট সংস্কৃত। ইহা এককালে এক বৃহৎ দেশের অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচিত হইত। আর্যেরা নূতন দেশ দেখিলেন, অনার্যজাতির দেশ দেখিলেন। সে দেশে বাস করিতে আসিলেন, নিজেদের মনোমত নাম রাখিলেন, ইহাই স্বাভাবিক। অং বং নামে জাতি ছিল, সে সে জাতির নাম সংস্কৃত করিয়া অঙ্গ বঙ্গ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাই না। ভাষাবিদের বিতর্ক প্রমাণ নয়। অত্ৰ পক্ষে এই এই দেশের এমন লক্ষণ পাইতেছি, যেহেতু সে সে দেশের সে সে নাম হইয়াছিল। এরূপ লক্ষণ না পাইলে অং বং জাতির বাস-ভূমি কল্পনা করা যাইত।

জেতা আর্যেরা অঙ্গাদি পঞ্চদেশের নাম রাখিয়াছিলেন। এই সকল দেশে মাল্লবের বাস ছিল। বোধ হয়, বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ মাল্লবের বাস ছিল। এই কারণে অম্বর বলা হইত। দীর্ঘতমা ঋষি অঙ্গদেশে গৌতমদিগের জনক হইয়াছিলেন। গৌতমেরা কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন (পুরাণ)। এই দেশের নৈসর্গিক দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পূর্বসীমা কোশিকী (কুশী) নদী। এই নদীর পূর্বদিকে পুণ্ড্র। পুণ্ড্রদেশের উত্তরসীমা হিমালয়ের দক্ষিণস্থ অরণ্য, দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পূর্বসীমা ব্রহ্মপুত্র। পূর্বদিকে করতোয়া নদী আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মতন বিস্তীর্ণ নয়। পুণ্ড্রদেশ ইক্ষুর জন্ত বিখ্যাত ছিল। সে ইক্ষুজাতের নাম পুণ্ড্র, অদ্যাপি দেশীয় ইক্ষুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানের পুড়ি আগ, পুণ্ডুর বংশ। ব্রাহ্মণেরা ললাটে উপরপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র করিয়া পুণ্ড্রদেশের ইক্ষুর চিত্র করিতেছেন। গোড়, গুড়ের দেশ। বঙ্গ দেশ, পুণ্ড্রের দক্ষিণে। ইহার পশ্চিম সীমা ভাগীরথী, উত্তরসীমা গঙ্গা (ভাগীরথের পদ্মা), পূর্বসীমা পদ্মা, দক্ষিণ সীমা অরণ্য ও সাগর। গঙ্গা বক্র হইয়া বঙ্গ দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। স্বপ্ন দেশের পূর্বসীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ সীমা অরণ্য ও সাগর, পশ্চিম সীমা অরণ্য (বর্তমান মানভূম জেলা ও তাহার দক্ষিণের অরণ্য)। শুভ্ৰ, ধাতু হইতে শুন্ড, হুন্ড, শুভতি, শুভতি, শোভা। হুন্ড নাম মহাভারতে আছে। ইহার বর্তমান নাম রাঢ়, বাস্তবিক রাঢ়, রাধা, পরে বলিতেছি। কলিঙ্গ দেশ বহু বিস্তীর্ণ ছিল। উত্তরে বিষ্ণু পর্বত, দক্ষিণে অরণ্য ও সাগর, পূর্বে অরণ্য ও হুন্ড, দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত। কলিঙ্গ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়। (তুং কালিঙ্গ কালিঙ্গ, তরমুজ)।

## ৪। পুরাণে বর্ণনা

এখন প্রাচীন বর্ণনার সহিত উল্লিখিত অস্থান মিলাইয়া দেখি। মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজত্বয় যজ্ঞের নিমিত্ত অর্জুন ভীম সহদেব নকুল উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ (দীল্লি) মধ্যদেশ, বায়ুকেণ হইতে দিশান কোণ উত্তর দিক্। অর্জুন বায়ুকেণে গিয়া “শকলদ্বীপ জয় করিয়া, প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করেন। রাজা কিরাত, চীন ও সাগর উপকূলবাসীদিগের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।” রামায়ণেও (কিষ্. ১৪২ অঃ) প্রাগ্জ্যোতিষ পশ্চিমে। মৎস্য-পুরাণে (৩৬০ অঃ) আছে, এখানে ছটাত্মা নরক দানবের স্ববর্ণময় প্রাগ্জ্যোতিষপুর। ভগদত্ত যবনাধিপতি ও নরকবংশীয় ছিলেন (সভা ১২)। মহাভারতে (অশ্বমেধ পর্বে)

শাকল দেশের নিকটে ‘উত্তরজ্যোতিষ’। শকলদ্বীপ, শকদ্বীপ, \* “আরাল” সাগর (ক্ষীরোদ) হইতে “পামীর” ( জম্মু ) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। কালক্রমে শকেরা দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছিল। জম্মু নদে সোনা পাওয়া যাইত, এই হেতু জাম্মুনদ, সোনার নাম হইয়াছিল। প্রাগ্জ্যোতিষ স্ববর্ণময়। শক-ল=শকল, শকভূমি। (তু° মঙ্গ-ল, বঙ্গ-ল)। শকদ্বীপে জ্যোতিষ চর্চা হইত, এবং সে দেশের মগ ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষ জ্ঞানের জ্ঞাত থ্যাত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণে নাম প্রাগ্জ্যোতিষ। ঐটি পার্বত্য দেশ, বরাহ পর্বত নিকটে ছিল। পরে সে নগর দূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরজ্যোতিষ নাম পাইয়াছিল। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা এ দেশে গ্রহাচার্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৭২ অব্দে লগধ নামে এক জ্যোতিষী বৈদিক পঞ্জিকা গণনার স্বত্ব প্রদান করেন। তাহার অক্ষাংশ ৩৬°। পুরাণে ও কোটিল্যে এই দেশের পরম দিবা ও রাত্রিমান গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় স্বরণ করিলে মনে হয়, পেশাবারের উত্তরে কুণার ও স্বত্ ( প্রাচীন সরস্বতী ) নদীর মধ্যে প্রাগ্জ্যোতিষপুর ছিল। পরে নাম যোহিতক বা লোহিতক। চীনাংশু এই পথ দিয়া ভারতে আসিত। চীনাংশু তুচ্-গোকার। সে দেশে বৃহৎ তুদ্ ( তুত্ ) গাছ আছে। গরদ্ (ওড়িয়া ক্ষীরোদরী) নাম ক্ষীরোদ নামের অপভ্রংশ। বহু কাল পরে, শকাধিকারের পরে বর্তমান কামরূপের নাম প্রাগ্জ্যোতিষ হইয়াছিল। বোধ হয়, গ্রহাচার্য শক ব্রাহ্মণেরা এই নাম লইয়া গিয়াছিল। রামায়ণে আসাম কোষকারক কীটের দেশ। কোটিল্যে এই দেশ স্ববর্ণকুডাক এবং এই দেশ পত্রোর্ণ ( মুগা ) জন্তু বিখ্যাত হইয়াছিল। বঙ্গের পূর্বদিকে মণিপুর মহাভারতোক্ত নয়। উবগ ( নাগ ) দেশের উলুপী কণ্ঠা নাগা পাহাড়ের নয়। অর্জুন শকদ্বীপ পার হইয়া উত্তরকুরু পর্যন্ত গিয়া কাম্মীরপথে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

ভীম পূর্বদিকে নানা রাজ্য জয় করিয়া “বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন। বিদেহ রাজ্যের নিকটে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাত বাস করিত। তাহাদিগকে বশে আনিয়া, স্বপক্ষীয় স্ত্রু ও প্রহস্তুদিগকে লইয়া, মগধ—গিরিব্রজে জরাসন্ধনয়কে সাস্ত্রনা করিয়া, কর্ণকে ও পর্বতবাসীদিগকে পরাজিত করিলেন। সেখান হইতে মোদাগিরি, তৎপরে মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছবাসী রাজা মনোজ্ঞা, বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাহ্মলিষ্ট, কবর্ত ও মহাসাগরকুলবাসী স্নেহদিগকে

\* ১৩৩৮ সালের বৈশাখের “প্রবাসীতে” “পুরাণে দেশ” হইয়া।

† প্রথম নাম জ্যোতিষপুর, পরে প্রাগ্জ্যোতিষপুর, পরে উত্তর জ্যোতিষপুর। কেহ কেহ বর্তমান দিয়ারকোট নগরের প্রাচীন নাম শকল অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু দিয়ারকোট প্রাচীন আদি শকল হইতে পারে না। দিয়ারকোটে দ্বীপের লক্ষণ নাই। শকল দ্বীপে জ্যোতিষ চর্চার ইতিহাসও নাই। হরিবংশে আছে, ঐকৃষ্ণ লোহিতগঙ্গের মধ্যে আট লক্ষ দানব বধ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা নরককে আক্রমণ করিয়াছিলেন। লোহিতগঙ্গ, লোহিতকসর হইতে পারে। এখানে লোহিত নাম দ্বারা ব্রহ্মপুত্র নদ বুঝিলে প্রাগ্জ্যোতিষ অবস্থ কামরূপ হয়। কিন্তু বায়ুপুরাণে ( ৪৪ অং ) কেতুমাল বর্ষে ব্রাহ্মী নামক নদী আছে। উক্ত পুরাণে ( ৪৯ অং ) শকদ্বীপের সপ্তনদীর সাধারণ নাম গঙ্গা। কামরূপ দিয়ারকোটের বাইবার পথও নাই। কালিকাপুরাণ, উপপুরাণ, প্রাচীন নয়। পুরাণখানি কামরূপে প্রণীত বোধ হয়। এই পুরাণের পূর্বে আসামে প্রাগ্জ্যোতিষ নাম প্রবেশ করিয়াছিল।

জয় করিলেন। অনন্তর মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন। এবং সাগর-কূলবাসী স্বেচ্ছগণের নিকট কর সংগ্রহ করিলেন।”

ভীম ঈশান কোণে যাত্রা করিয়া দেশ জয় করিতে করিতে হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ জলোদয় দেশ হইতে দক্ষিণে বিদেহ রাজ্যে আসিয়াছিলেন। এই দেশের নৈমগ্নিক সোমা উত্তরে হিমালয়, পূর্বে কৌশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা ও পশ্চিমে গণ্ডকী। এক্ষণে ইহা দ্বারভাঙ্গা জেলা। বিদেহ বৈষ্ণবপ্রধান রাজ্য ছিল, এবং বৈদেহক অর্থে বর্ণিত বুঝাইত। ভারত-যুদ্ধের পরেও ভারতীরা উত্তরে পশ্চিমে গমনাগমন করিতেন। সে সে দেশের লোকেরাও ভারতে আসিত। বিদেহ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকরা বাস করিত, ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। আমার বিশ্বাস, শাক্যসিংহ উৎপত্তিতে শকজাতীয়। আখেরা ও শকেরা আকারে প্রকারে সমান ছিলেন। দেশভেদ হেতু নাম-ভেদ। দিগ্‌বিজয়কালে জগতীপতি নামে জনকবংশীয় রাজা ছিলেন। সূন্ত দেশের অগ্রে যে দেশ, সে দেশ প্রস্তুত। সূন্ত ভাগীরথীর পশ্চিমের মূর্শিদাবাদ, প্রস্তুত ইহার দক্ষিণস্থ দেশ। ইহার পাণ্ডুবপক্ষে ছিলেন। পোণ্ডু ও বঙ্গ বিপক্ষে ছিলেন (মভা। ১২ অঃ)। বোধ হয়, ভীমসেন স্বপক্ষে সংবাদ পাঠাইয়া আনিয়া মগধ জয় করেন। মগধ গঙ্গার দক্ষিণে। গিরিব্রজ গিরিসমূহ, মগধে। ইহার উত্তরে ও পূর্বে ভাগলপুর, কর্ণের অঙ্গরাজ্য। মোদাগিরি যুদ্ধের গিরি। ইহার উত্তরে ও পূর্বে পূর্বিয়া জেলা, পুণ্ড্রদেশ আরম্ভ। পুণ্ড্র দেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিষন্দ্বী ও জরাসন্ধের অরুণত ছিলেন। কৌশিকী কচ্ছ। কচ্ছ বিস্তীর্ণ জলরাশির অনুপদেশ, জলা। কোশী যেখানে গঙ্গায় পড়িয়াছে, সেখানে এবং পশ্চিমে এখনও জলা। সোনবর্ধা রাজ্য এই কৌশিকী কচ্ছ। পুণ্ড্রের দক্ষিণে বঙ্গ। সমুদ্রসেন, সমুদ্রপতি; চন্দ্রসেন, চন্দ্রদেশ-পতি। সমুদ্র, পরে নাম সমতট, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র যোগের পর। চন্দ্র, পরে চন্দ্রপুর, বোধ হয় ত্রিপুরার চান্দপুর। বোধ হয়, বঙ্গের দক্ষিণের দেশটি কর্ণট দেশ। দুই শত, কি চারি শত গ্রাম লইয়া কর্ণট। অনুপ দেশে গ্রাম অল্প হইয়া থাকে। ভীম এত দক্ষিণে আসিয়া প্রস্তুত দিয়া মগধ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখান হইতে লৌহিত্য দেশের (কামরূপের) মহারাজার নিকট উপনীত হইলেন। আশ্চর্যের কথা বটে। এই অংশটি পরে যোজিত হইয়া থাকিবে।

এখানে কলিঙ্গের নাম পাইলাম না। সহদেব দক্ষিণ দেশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি দ্রবিড়, অন্ধ্র, উড়, কলিঙ্গ, রমণীয় অটবী পুরী এবং যবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়াছিলেন। কবির অকস্মাৎ বিভীষণকে মনে হইল, সহদেব ভাট্টার নিকটে দূত পাঠাইয়া কর সংগ্রহ করিলেন। সহদেবের দিগ্‌বিজয় পড়িলেই মনে হয়, তৎকালে দক্ষিণাপথের পূর্বদিকের দেশ সবিশেষ জানা ছিল না, দূত পাঠাইয়া কার্যসিদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু কলিঙ্গ জানা ছিল, কলিঙ্গ-রাজ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা পরীক্ষিতের কাল হইতে কলিঙ্গদেশের স্বাক্ষিংশৎ রাজা গণিয়াছিলেন (মৎস্য)। পুণ্ড্র বঙ্গ যুদ্ধের গণন নাই। রামায়ণে অঙ্গ পুণ্ড্র কলিঙ্গের নাম আছে, সূন্ত ও বঙ্গের নাই। আনাগনার পথ ছিল না, জানাশোনাও ছিল না। পরে উড় ও কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, কলিঙ্গ ইন্দ্রপ্রস্থের অগ্নিকোণের কোথাও ছিল।

সহদেব যবনপুর জয় করিয়াছিলেন। কোথায় যেন পড়িয়াছি, নিজাম রাজ্যে গোদাবরী-নিকটে শকেরা ও যবনেরা বাস করিয়াছিল।\*

দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত স্বীকার না করিলে বিভীষণ পাওয়া যাইবে না। সে কালের পর্যটকদিগের দেশ-চিত্রপট ছিল না, তথাপি কবি ঠিক বর্ণনা করিয়াছেন। পরীক্ষিতের পর দুই তিন শত বৎসর মধ্যে মহাভারতের স্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধিরের রাজস্বয় ও তৎসঙ্গে দিগ্‌বিজয় মানিলে দেশগুলিও তৎকালের মানিতে হয়।

এখন দুই একখানা পুরাণ দেখি। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ পুরাতন, পরীক্ষিতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ অধিসীমকৃষ্ণের রাজ্যকালে প্রথম উক্ত হইয়াছিল। দুয়ের মূল এক ছিল। কিন্তু মৎস্যপুরাণে তীর্থ ও তিথিমাহাত্ম্য ও অল্প কয়েকটি বিষয় পরে যোজিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণ শৈব, মৎস্যপুরাণ বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণ কোন এক বর্গের প্রথম অমাবস্তা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন (৪৬।১৪)। তখন বিষ্ণুপুত্রের আদন-কৃষ্ণাষ্টমী কল্পনা হয় নাই। বায়ুপুরাণ মতে রাবণ, শঙ্কুর্কণ দশগ্রীব চতুষ্পাদ বিংশতিভুজ দংশী ছিলেন। ইহার দেহ অঙ্গননিভ, গ্রীবা পিঙ্গল, মণ্ডক রক্তবর্ণ ছিল। ইনি পূর্বজন্মে হিরণ্যকশিপু ছিলেন, এবং চারি যুগেই রাজা হইয়া আসিতেছেন। পুরাণের সময় তিনি ত্রয়োদশ রাজা, ইত্যাদি (৭০ অঃ)। এই দুই উদাহরণ হইতে বায়ু ও মৎস্যের প্রাচীনতা অঙ্কুরিত হইবে। কয়েকখানি পুরাণে জম্বুদ্বীপ বর্ণন ও ভারতবর্ষ বর্ণন আছে। এই দুয়ের মধ্যে জম্বুদ্বীপ বর্ণন প্রাচীন। এখানে জম্বুদ্বীপ পৃথিবী, নব বর্গে বিভক্ত। বায়ুপুরাণে (১৪৭ অঃ) ও মৎস্যপুরাণে (২০ অঃ) গঙ্গা নদী অত্রাত্ম দেশ ব্যতীত “মগধ অঙ্গ ত্রক্ষোত্তর বঙ্গ তাম্রলিপ্ত, এই সকল আর্ষজনপদ পবিত্র করিতেছেন এবং বিদ্যাচলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দক্ষিণ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।” এখানে ত্রক্ষোত্তর দেশ কোশিকী দেশ, তাম্রলিপ্ত সুক্ষ। রাজমহল পাহাড়কে বিদ্যাচলের পূর্বসীমা ধরা হইয়াছে। যখন যবন ও হুণেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্বত্য দেশে বাস করিত, তখন উৎকল বিদ্যাপবতের প্রত্যন্তদেশে, এবং কলিঙ্গ দাক্ষিণাত্য দেশে। তখন পূর্বদিকে মগধ, বিদেহ, ত্রক্ষোত্তর, পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, প্রবঙ্গ, বঙ্গের, মালদ, তাম্রলিপ্তক। এখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসাম, প্রবঙ্গ ও বঙ্গের বঙ্গের দক্ষিণদেশ, মালদ মালদহ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৭ অঃ) বৈতরণী বিদ্যাপাদ হইতে প্রসূত। উৎকল এই নদীর দেশ। কলিঙ্গ দক্ষিণ দেশে। অর্থাৎ পূর্বকালের কলিঙ্গ ছোট নাগপুরের দক্ষিণ দেশ; পরে কলিঙ্গের উত্তর-পূর্ব ভাগ উৎকল নাম পায়। উৎকল, উত্তর-কলিঙ্গ। রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয়ে “হুস্কেরা পুনঃ পুনঃ মাথা নোআইয়া আত্মরক্ষা করিল। রঘু হুস্ক হইতে বঙ্গে গেলে বঙ্গেরা নৌকার দাঁড় লইয়া দাঁড়াইল, পরে ফল দিয়া রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইল। রঘু গঙ্গার দুই স্রোতের (ভাগীরথী ও গঙ্গা) অন্তর-ভূমিতে (বঙ্গে) জয়ন্তস্ত নিখাত করিলেন এবং হুস্ক দিয়া কপিষা পার হইয়া

\* যবন নাম পাইলেই গ্রীক যবন মনে করা ঠিক নয়। গর্গবংশের সহিত কালযবনদিগের মিত্রতা ছিল। কাল-যবন কালজ যবন, “কালভিন্ন” কিংবা কৃষ্ণবর্ণ যবন। লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র তুর্কী জাতিকে গর্গ-যবন-বংশ বলিয়াছেন। যবন নামে এক রাজ্যও ছিলেন।

উৎকলে গেলেন।\* কেহ কেহ কপিলা নদীকে মেদিনীপুরের কংসাই মনে করিয়াছেন।\* কিন্তু কংসাই এত দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ নয় যে, দুই দেশের সীমা হইতে পারে। কপিলা স্ববর্ণরেখা। কালিদাসকৃত এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে মনে হয়, তাহার রঘু পাটনা হইতে গয়া-পথে বর্ধমানের আসিয়া ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন। বঙ্গ হইতে সূক্ত প্রত্যগত হইয়া পশ্চিমে স্ববর্ণরেখা পার হইয়া উৎকল পাইয়াছিলেন। উৎকলীয়েরা এই নদীকে সীমা বলেন।

পুরাতন নামের সহিত নূতন নাম যুক্ত হইলে দেশ-নির্ণয়ে বিঘ্ন হয়। বরাহের কুম্ভচক্র ইহার বিশেষ উদাহরণ। ইহার প্রাচীনতার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কুম্ভের নবখণ্ডান্তর্গত দেশগুলির নাম দেখিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তখনও বিশ্বাস ছিল, ভারতে এক-ঠেকার, কুলা-কাণী, পুরুষ-খেগোর দেশ ছিল। তিনি ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দে উজ্জয়িনীতে ছিলেন। তাহার মধ্যদেশের পশ্চিমে মরু, পূর্বে অযোধ্যা, উত্তরে কুক্ষ-ক্ষেত্র, উপজ্যোতিষ (বর্তমান রোটাক), দক্ষিণে বিষ্ণা। এই মধ্যদেশের পূর্বে নানা দেশের মধ্যে অঞ্জন (গয়া), মগধ, শিবির গিরি (পুরাণে অন্তর্গিরি, মুন্ডের), মাগ্যবান্ গিরি (পুরাণে বহির্গিরি, রাজমহল), মিথিলা, ব্যাঘ্রমুখ, ভদ্রগৌড়ক (গৌড়), পৌণ্ড, লোহিত্য, প্রাগজ্যোতিষ, সমতট (ব্রহ্মপুত্র মেঘনার দক্ষিণ ও পূর্ব), চাত্রপুর (ত্রিপুরা), কর্বট (বঙ্গের বিরলবসতি দক্ষিণ ভাগ), সূক্ত, বর্ধমান, তামলিপ্তক, উড়, উৎকল। অগ্রিকোণে অঙ্গ অঙ্গু, কলিঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ (বঙ্গের দক্ষিণ, পুরাণে বঙ্গের)। বরাহ জ্যোতিষী হইয়াও দিগ্ভ্রান্ত হইয়াছেন; আশ্চর্য, ঈশান কোণে কাম্মীর মুঞ্জ-পর্বত গন্ধর্ব! তাহার পূর্ববর্তী জ্যোতিষী, যাহার নিবাস বেলুচিস্থানে ছিল, তিনি স্বদেশের ঈশানকোণে কাম্মীর দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, বরাহ বিনা বিচারে তাহাই সঙ্কলিয়াছিলেন। তিনি ঈশান কোণে কুটিক (কুচবিহার) কিরাত চীন দেখিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনায় দেশের নাম পর পর থাকিলে আমাদের আরও উপকার হইত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) তাহার জ্যোতিষতত্ত্বের উত্তর খণ্ডে কুম্ভচক্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তিনি লেখেন নাই। ইহাতেও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যদেশের দক্ষিণে বিষ্ণা। পূর্বে গয়া কাশী। পূর্বদেশে মগধ শোন বারেন্দ্রী গৌড় রাঢ় বর্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগজ্যোতিষ উদয়গিরি (পুরাণেও আছে, আসাম হইতে বর্মার পর্বত)। অগ্রিকোণে অঙ্গ বঙ্গ ত্রিপুরা উপবঙ্গ কোশল কলিঙ্গ উড় অঙ্গু কিলিকিয়া বিদর্ভ শবর। আশ্চর্যের বিষয়, এই কুম্ভচক্রেও ঈশানে কাম্মীর।† সেখানে গন্ধার। অতএব আসামে কাম্মীর খুজিলে চলিবে না।

\* কপিলা ও কংসবর্ণ এক প্রকার। কালিদাস কপিলা নাম শুনিয়াছিলেন, কি কোন এক নামের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন, কে জানে। কিন্তু শকার্ধ দ্বারা বিচার হইতে পারে না। যাটালে শিলাই নদী। সেখানকার এক পণ্ডিত ইহাকে বেদের দুর্দবতী স্থির করিয়াছেন। কারণ, শিলাবতী ও দুর্দবতী নামের অর্থ এক।

† যে দিকে ঈশান মহেশ্বরের নিবাস, সে দিক ঈশান। এইরূপ অর্থ করিলে ঈশান দিকে কাম্মীর হইতে পারিত। কিন্তু দিক-নির্ণয়ে এই অর্থ চলে না।



অঙ্গদেশ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। ঐষ্টব্য, ‘ভমোলিগু’ পূর্বদেশে, এবং বারেন্দ্রী নামের সময়েও ভমোলুক হয় নাই।

ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ শতকের পর স্বক্ষ নাম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া ইহার রাত নাম চলিয়াছে। নামটি নূতন নয়। স° রা-ধ, প্রাকৃত মুখে রাত. রাড. লাড. লাট. হইয়াছিল। স° আ-ধি হইতে আড়ি ( আড়ি রাখা ), স° শ্রেধী, পরে শ্রেটী, জৈন গ্রন্থে সে-ডী। জৈন গ্রন্থে রা-ড নাম আছে। লিখিত আছে, জৈন দেখিলে লোকে কুকুর লেলাইয়া দিত। ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। এখনও লোকে দিগম্বর দেখিলে পাগল মনে করে। পার্বনাথ পাহাড় রাতের অন্তর্গত বলা চলে। “রাধো বিশাখে,” অথর্ববেদে আছে ( ১৯।৭ )। বিশাখ, দ্বিশাখ। দুই শাখায় গঙ্গা বিভক্ত বলিয়া দেশের নাম রাধ। গ্রীকেরা বলিত গঙ্গারাদি, অর্থাৎ গঙ্গারাত-ঈ। রাধন, সাধন, প্রাপ্তি। বোধায়ন ধর্মশাস্ত্র অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সঙ্গর বর্ষ দেখিয়া দোষ দিয়াছেন, কিন্তু সে দেশে কে তীর্থযাত্রা করিতেন? বোধায়ন খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের এ দিকে ছিলেন না। তাঁহার নিবাস দক্ষিণাপথে অনুমান হয়। তখন কলিঙ্গ বঙ্গ জানা ছিল। স্বক্ষ অবশ্য জানা ছিল; না থাকিলে গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে পারিত না। দূরদেশবাসী বঙ্গ নামে স্বক্ষও বুঝিতেন। রাধা বিশাখা, রাধ শব্দের জ্যোতিষ, বোধ হয়, পুরী শব্দের বিশেষণে রাতা হইয়াছিল। স্বক্ষ নামের অর্থ শোভা, রাতা নামেরও অর্থ শোভা। মেদিনী-কোষ লিখিয়াছেন, “রাতা স্ত্রী স্বক্ষশোভয়োঃ।” রাতা অর্থে স্বক্ষ ও শোভা। বোধ হয়, বর্দ্ধমান নগর রাতা পুরী। বর্দ্ধমান জেলার পূর্বভাগে গঙ্গাকূলে বঙ্গের ব্রাহ্মণের আদিবাস ছিল। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে দণ্ডোক্তি, “গৌড়ং রাষ্ট্রমহুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাতা পুরী”, গৌড় রাষ্ট্র অল্পভম, কিন্তু রাতা পুরীর উপমা নাই। বোধ হয়, ভূরিশ্রেষ্ঠী ( হুগলী জেলায় দামোদরের পশ্চিম কূলে ) সে রাতা পুরী। সে যাহা হউক, স্নাত ও রাধ ধাতু অনার্য ভাষায় পাওয়া যাইবে না। কেহ কেহ স° রা-টি শব্দের রা ড, আর রা-ধ শব্দের রা-ঢ়, রা-ড শব্দে গোল করেন। এই দুই শব্দের বৃৎপত্তি ও অর্থ ভিন্ন। স° রা-টি অর্থে যুদ্ধ। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে “আমি গো চোয়াড় রাড়”, এখানে রাড়, রাটি হইতে, যুদ্ধ-প্রিয়, কলহপ্রিয়। রেড়ো ব্যবহার, বন্দ্যপ্রিয়তা; রেড়ো ব্যবহার আর্থতা।

কেহ আশ্ব-প্রাধা, কেহ আশ্ব-গ্রানি করিয়া তৃপ্ত হন। বঙ্গদেশ সে দিন-কার, বাঙ্গালী এই সে দিন আর্ষসংস্পর্শে আসিয়াছে, যেন সব নখদর্পণে। এই বিমুখী মতির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিব না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ডুরা দহ্য, শতপথ ব্রাহ্মণে প্রোচোরা অস্থর। তথাস্ত। প্রথমে ব্রাহ্মণধর্মের কাল নির্ণীত হউক, পরে উক্তির সার্থকতা বিবেচনা করা যাইবে। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে, বঙ্গা পক্ষী জাতি। আশ্ব-গ্রানি-প্রবৃত্তি পণ্ডিত অর্থ করিলেন,—পাখী কিচির-মিচির করে, বঙ্গা অনার্যভাবী ছিল। কিন্তু অমুক লোকটি যেন পাখী, বলিলে বুঝি, লোকটি ক্ষীণদেহ। আর্থেরা স্থূল দীর্ঘদেহ ছিলেন, তাহাদের তুলনায় বঙ্গা পক্ষী তুল্য ছিল। এখনও বাঙ্গালী পক্ষী জাতি। তাহা হউক, কোটিল্যের সম্রাট বঙ্গের খেতসিদ্ধ, পৌণ্ডুর শ্রামণি-সিদ্ধ দুকূল উত্তম এবং বঙ্গের

কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ভাঙারে রাখিতেন। বঙ্গের কার্পাস বস্ত্র অকস্মাৎ শ্রেষ্ঠ হয় নাই এবং একদিনে জগদ্বিখ্যাত হয় নাই। কত কাল অতীত হইলে এবং কে ভোগ করিতে থাকিলে অতসীর দুকূল ও কার্পাসের বস্ত্র উত্তম হইতে পারে? পৌণ্ড্রের ক্ষৌম ও পৌণ্ড্র ও স্ববর্ণ-কুড়োর (আসামের) পত্রোৰ্ণ (এড়ি ও মুগা) কোটিল্য ব্যাখ্যা করিবার বহু পূর্ব হইতে উৎপন্ন হইতেছিল। কে পরিধান করিত? অল্প দিন হইল, মহাস্থান (বগুড়ার নিকট, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর) খুড়িতে খুড়িতে এক লিপিতে ‘সংবঙ্গ্য’ নাম পাওয়া গিয়াছে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের। পুরাণে বঙ্গ্য ও প্রবঙ্গ্য নাম আছে। নামগুলি পুরাণে লিখিত হইবার পূর্বে দেশগুলি নিশ্চয় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পূর্বে দেখা গিয়াছে, খ্রিষ্টের অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব হইতে বঙ্গদেশ আৰ্যদিগের সম্পর্কে আসিয়াছে, এবং স্বাধীন ভাবে বিশেষ হইয়া রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালীকে আত্মবিশ্বস্ত জাতি বলিয়াছেন।

## ৫। গ্রাম

কতকগুলি ‘ঘর’ লইয়া গ্রাম। মানুষ যেখানে অন্ন পান ইন্ধন ও সহচর পায়, যেখানে আধি ও ব্যাধি নাই, সেখানে বাস করে। যে ভূমি স্বভাবতঃ উচ্চ ও দৃঢ়, সে ভূমিতে বাস; যে ভূমি স্বভাবতঃ উর্বরা ও নিম্ন, সে ভূমিতে কেরার বা কৃষিক্ষেত্র করে। নিকটে পবিত্র স্বচ্ছতোয়া নদী, কিছু দূরে গৃহাদি নির্মাণের কাঠের ও ইন্ধনের বন, যত দুগ্ধের নিমিত্ত বনপ্রান্তে গোপের বাধান। এই সকলের যোগ সর্বত্র ঘটে না। পূর্বকালে ভূমি অপৰ্যাপ্ত ছিল, গ্রামের স্থান বাছিতে পারা যাইত। পবিত্র-নীর নদীর তীরভূমি উচ্চ হইলে লোকে সেখানে গ্রাম বাছা করিত। লোক-বৃদ্ধি হইলে নদী হইতে দূরে গ্রাম করিত। মন্থর গ্রাম কুম্ভপৃষ্ঠ, চতুশ্চাৰ্ঘ্যে চারি শত হস্ত গোচর, গোচরের পর কৃষিক্ষেত্র।

কোটিল্য গ্রামের পরিমাণ দিয়াছেন। গ্রাম বিস্তারে এক ক্রোশ হইতে দুই ক্রোশ, এক শত হইতে পাঁচ শত ঘর। “শুক্ৰনীতিসারে” (শুক্ৰারট অঙ্কলে) এক ক্রোশে গ্রাম, কিশা যাহার বার্ষিক রাজস্ব সহস্র রূপ্য কর্ষ। এক ক্রোশে গ্রাম, আট হাজার বিঘার। “ঘর” এক শত, লোক পাঁচ শত। অতএব জনপ্রতি ঘোল বিঘা পড়িত। স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ হইতে পারিত। এখন বঙ্গদেশে তিন বিঘাও নয়।

মহু প্রজাপালন নিমিত্ত গ্রামে, দশ গ্রামে, বিংশ গ্রামে, শত গ্রামে, সহস্র গ্রামে ‘পতি’ নিযুক্ত করিতেন। গ্রামবাসীরা রাজ্যের ব্যতীত রাজাকে প্রত্যহ অন্ন পান ইন্ধনাদি দিত। গ্রামপতি বা গ্রামিক তাহা বৃত্তি-স্বরূপ ভোগ করিতেন। দশগ্রাম-পতি এক ‘কূল’, \* বিংশগ্রামপতি পঞ্চ ‘কূল’, শতগ্রাম-পতি এক গ্রাম, এবং সহস্রগ্রাম-পতি এক পুর বৃত্তি পাইতেন।

\* ‘কূল’ পরিভাষা অজ্ঞাত পাওয়া যায় না। অমরকোষের কূল্য শব্দের টীকার কীর্ত্ত্বামী লিখিয়াছেন, “কূল্য বা হলহুচাতে।” অর্থাৎ ১ কূল = ১ হল। বোধ হয়, ১ কূল (পরিবার) ভরণ পোষণ করিতে যত জমির চাব আবশ্যিক, এক কূল জমি হুত। কূল্যক ভট্ট বলেন, তিন জোড়া বলদের হালে, কর্ণধারী হুনি। পূর্বকালে সামাদিন চারের জন্য প্রতি লাঙ্গলে দুই তিন জোড়া বলদ রাখা হইত। তথাপি এক হালে বিশ রিবার অধিক হইবে না।

কৌটিল্যও গ্রামিক অবস্থা নিযুক্ত করিতেন। গ্রাম বড় হইলে প্রতি পাঁচখানা গ্রামের এবং ছোট হইলে প্রতি দশখানা গ্রামের অধিকৃত গোপ ( গোপ্তা ) নিযুক্ত করিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ১, ৫, ১০, ২০, ১০০, ১০০০ গ্রাম লইয়া দেশ বিভক্ত হইত। ইহা স্বাভাবিকও বটে। বঙ্গীয় তান্ত্রশাসনে পাই, কয়েকটি গ্রাম লইয়া ‘মণ্ডল’, কয়েকটি মণ্ডল লইয়া ‘বিষয়’ এবং কয়েকটি বিষয় লইয়া ‘ভুক্তি’ ছিল। গ্রাম একত্রোশী হইলে বোধ হয়, পাঁচ ক্রোশে মণ্ডল, বিশ ক্রোশে বিষয় হইত। গ্রামের পর গ্রাম না থাকিলে এই বিধির অন্তর্গত করিতে হয়। তখন গ্রাম গণিয়া মণ্ডল ও বিষয়। তখন দশ ক্রোশে মণ্ডল, পঞ্চাশ ক্রোশে বিষয় হইতে পারে।

গ্রাম বৃহৎ হইলে তাহার অর্ধাংশের বা একমুদ্রের নাম পা-টক, বা\* পা-ড়া। শুক্রনীতিসারে (পশ্চিম-ভারতে) পল্লী। বঙ্গদেশে পল্লী নাই, পল্লীগ্রামও নাই। কোন গ্রামের নামে পল্লী নাই। আছে গাঁ, পাড়া। বলি পাড়া-গাঁ, পাটকতুল্য ক্ষুদ্র গ্রাম। স\* প-ট হইতে বা\* পা-ট শব্দে পত্রাকার সমভূমি, বাস-ভূমি, বাস-ভূমির সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র বা মাঠের অংশ। মাঠকে ওড়িয়াতে পা-ট. বলে। বোধ হয়, স\* প্রস্থ ( উচ্চ সমভূমি ) হইতে বা\* মাঠ। শ্রীযুত ভট্টশালী স\* প্র-স্তর শব্দের মূখ্যার্থ বিস্তীর্ণ সমভূমি দেখাইয়া দিয়াছেন। প্র-স্তর শব্দের গোণার্থ পাষণ বটে, কিন্তু স্তরীভূত পাষণ। যে পাষণে স্তর লক্ষিত হয় না, সেটা প্রস্তর নয়। অ-কুঠ মাঠের নাম চ-স্ব-রক, কুঠ হইলেও চ-স্ব-রক; ইহা হইতে বা\* চ-ক। চকের আকার নির্দিষ্ট নাই, না থাকিলেও অবশ্য পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, চারি খণ্ডে ভাগ করিতে পারা যায়। পরিমাণে চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘা হইতে তিন চারি হাজার বিঘা হইতে পারে। মাঠের কিয়দংশ আইল কিম্বা বৃক্ষ দ্বারা ঘেরিয়া লইলে, নাম বে-ড় ( বেট ), কিম্বা বা-ড়ি-য়া ( বাটিকা )। বৃক্ষ, পুষ্করিণী, মন্দির প্রভৃতির নিকটবর্তী মাঠের নাম ত-লা। যেমন, খেজুরতলার মাঠ। নদী খাল বিল থাকিলে তাহাদের নামে সংলগ্ন মাঠের নাম হয়। এই সকল প্রচলিত নাম স্মরণ রাখিলে শাসন-প্রদত্ত ভূমির স্বরূপ বুঝিবার সুবিধা হইবে। পরে উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

## ৬। জমির মাপে ত্রিবিধ মান

জমি নির্দেশ করিতে হইলে তিনটি বিষয় বলিতে হয়,—কোথায় জমি, কত জমি, কেমন জমি। অমুক বিষয়ের অমুক মণ্ডলের অমুক গ্রামে দশ বিঘা জমি আছে, এরূপ বর্ণনায় জমির গুণ বলা হইল না। সে জমিতে উৎপাদ্য ধান্য দ্বারা উত্তম, মধ্যম, কি অধম, বুঝিতে পারা যায়। এই হেতু দেশপ্রচলিত ত্রিবিধ মান জানিবার প্রয়োজন হয়। অজুল দ্বারা মান, আয়াম বা ‘প্রমাণ’; তুলাদ্বারা ‘উমান’; ভাণ্ড দ্বারা ‘পরিমাণ’। জমির আয়াম ও প্রকৃতি জানাইতে ত্রিবিধ মানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জমি স্থলভ হইলে দুই চারি বিঘার এদিক্ ওদিক্ গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু মূল্যবান্ হইলে কত হস্ত, কত অঙ্গুলের হস্ত, কত যবোদরের অঙ্গুলের হস্ত ইত্যাদি বিচার আবশ্যক হইয়া থাকে। পূর্বকালে অ-কুঠ ভূমির এত মাপ-জোখ ছিল না। তখন বলা হইত, ( ১ ) বুনিতে এত ধান লাগে,

(২) এত ধান জন্মে, (৩) এত লাঙ্গল লাগে। লোকে মোটামুটি বুঝিতে পারিত। কালক্রমে এই তিন বিধির দ্বারা জমির মাপ নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

মগধের সহিত বঙ্গের সম্পর্ক বহু কালের। অন্ত্র দেশের মান না দেখিয়া মগধ মান দেখি। ইহার সহিত বঙ্গদেশীয় মান মিলাইলে তথ্য নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। মগধ মান কোটিল্যের “অর্থশাস্ত্রে” ও শ্রীধরকৃত “ত্রিশতিকা”য় পাওয়া যায়। শ্রীধর তিন শত আর্থাল্লোকে লোকব্যবহারোপযোগী গণিত-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিন শত আর্থ থাকাতে গণিতের পুস্তকের নাম ত্রিশতিকা। শ্রীধরের আর্থার আদর্শে শুভকরী আর্থ হইয়াছিল। শুভকরী আর্থ নামের হেতু এই। শ্রীধরের নিবাস জানা নাই। তিনি খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম শতকে ছিলেন। শ্রীধরের পরিভাষা এই,—

(১) মূদ্রা।

ষোড়শপণঃ পুরাণঃ পণো ভবেৎ কাকিণীচতুষ্কেণ।

পঞ্চাশতৈশ্চতুর্ভির্বরাটকৈঃ কাকিণী হোকা ॥

অর্থাৎ,

২০ কড়ি = কাকিণী

৪ কাকিণী = পণ

১৬ পণ = পুরাণ

(২) উন্মান বা তুলামান (বা পৌতব)।

মায়ো দশাধঃশুঙ্কঃ ষোড়শমায়ো নিগদ্যতে কথঃ।

স স্ববর্ণস্ত স্ববর্ণৈশ্চুরেব পলং চতুর্ভিষ্চ ॥ ৫।

অর্থাৎ

৫ শুঙ্ক = মায়

১৬ মায় = কর্ষ। ১ কর্ষ স্ববর্ণ = স্ববর্ণ (মূদ্রা)

৪ কর্ষ = পল

শ্বেত রক্ত কৃষ্ণ, ত্রিবিধ শুঙ্ক আছে। ছোট ও বড় জাতেরও আছে। ছোটরই ব্যবহার দেখা যায়। তিনই ওজনে প্রায় সমান, ১'৪ গ্রেণ। তদনুসারে ১ মায় = ৭ গ্রেণ, ১ কর্ষ = ১১২ গ্রেণ। টাকা ১৮০ গ্রেণ। অতএব ১ কর্ষ প্রায় ৯০ আনা, ১ পল ২৯০ তোলা। ময়ূ, কোটিল্য ও অমরকোষেও এই।

মায় মায়-কলাই, কর্ষ বহেড়া ফল, ওজনে প্রায় এত এত গ্রেণ। কর্ষ একটা পয়সা অপেক্ষা কিছু ভারী। এইরূপ নানা ফল ও বীজনামে মানের নাম হইয়াছিল। “স্ববর্ণ” ‘ষোড়শ-বার্ষিক’ ৯০ আনা খাটি সোনা। ‘গিনি’ ১২০'২৭ গ্রেণ = ৯০'১২।০। কিন্তু ইহা ষোড়শ বার্ষিক নহে, ১৪৬ বার্ষিক। ষোড়শবার্ষিক করিলে গিনিতে ১১৩ গ্রেণ সোনা হইবে। অবিকল প্রাচীন ‘স্ববর্ণ’। নানা বর্ণের সোনাকে ‘একবর্ণ’ করিবার নিমিত্ত ‘সোনা কষার’ আর্থ রচিত হইয়াছিল। ৪ স্ববর্ণে নিক = ২৯০ তোলা সোনা। নিক সংজ্ঞা ঋগ বেদে আছে।

বোধ হয়, শ্রীধরাচার্যের কালে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল না। তিনি রূপ্য পুরাণ গণিয়াছেন। ‘পুরাণ’ নাম মনুতে আছে। মনুতে

২ কৃষ্ণল = রৌপ্য মাষ

১৬ মাষ = রৌপ্য ধরণ বা পুরাণ

দেখা যাইতেছে, ইহা বর্তমান রূপার সিকি ওজনের রৌপ্য। কৌটিল্যে ধরণ ১/১০। স্বর্ণ রূপ্য তাম্র, ত্রিবিধ ধাতুর ধরণ হইত। মনুতে ১ কর্ষ তাম্র = কাষাপণ বা পণ। ওজনে ১০১২ পয়সা পণ নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এই তাম্রমুদ্রা দ্বারা বেচা কেনা হইত, অপরাধের দণ্ড হইত। মেদিনীও লিখিয়াছেন, “পণো কাষাপণে”। যে পণ, সে কাষাপণ, এক কর্ষ তাম্র।

কিন্তু কাষাপণের অন্ত্র অর্থ রূপ্য রূপক (রূপিকা রূপিণী, রূপি) ছিল। তখন কাষাপণ, কাহণ, কিন্তু ওজনে ১০ তোলা। পণ তাম্রময় পয়সা, ৮০ কড়ি। রূপ্য মুদ্রার ষোল ভাগের ১ ভাগ রূপ্য মাষ। রূপ্য মাষ মুদ্রা ছিল কি না, সন্দেহ। দেখা যাইতেছে, সে কালে রূপা স্থলভ ছিল না। কাকিণী নামটি মাষ-চতুর্থ-ভাগ ও পণ-চতুর্থভাগ, দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত। কাকিণী হইতে বাঙ্গালায় কাক, কানি। বোধ হয়, ত্রিবিধ ধাতুমুদ্রার মূল্যের অনুপাত এই ছিল,—

৮০ কর্দক = ১ পণ

১৬ পণ = ১ পুরাণ

১৬ পুরাণ = ১ স্রবর্ণ

কর্দক পুরাণ, পুরাণ মূল্যের কর্দক, ১ কাহণ কড়ি। কিন্তু কড়ির মূল্য উনাধিক হইত। এই হেতু “কড়ি কষা”র গণিত ছিল।

( ৩ ) ভাগুমান।

খার্বেকা ষোড়শভির্দ্রোণৈশ্চতুরাটকো ভবেদ্রোণঃ।

প্রশ্বেশ্চতুভিরাটক একঃ প্রশ্বেশ্চতুঃকুড়বঃ ॥

অর্থাৎ

৪ কুড়ব = ১ প্রশ্ব

৪ প্রশ্ব = ১ আটক

৪ আটক = ১ দ্রোণ

১৬ দ্রোণ = ১ খার্বী

অনুভ্র ( ৬১ এর আধায় ) শ্রীধর ধান্যাদি মাপের খার্বী এক ঘন-হস্ত বলিয়াছেন।\*

\* উপর হইতে সমভূমিতে ধান্য ঢালিলে ‘রাশি’ হয়। শ্রীধর রাশীকৃত ধান্য খার্বী দ্বারা পরিমাপের সূত্র দিয়াছেন, পরিধির ষড়ংশ বর্গ  $\times$  উচ্চত্ব। যথা, পরিধি ৩৬, উচ্চত্ব ৪ হস্ত, কল  $৬ \times ৬ \times ৪ = ১৪৪$  ঘন হস্ত বা মণ্ড খার্বী। তিনি ব্যাসের তিন গুণ পরিধি ধরিয়াছেন। লীলাবতীও ধান্যরাশি-ব্যবহার দিয়াছেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে ঝাঁড়ুয়া জেলায় খার্বী = ১ ঘন হস্ত, এই মাপ ছিল। ইহার প্রমাণ দিতেছি। ৯ বৎসর পূর্বে ছাতনার এক গুর মহাশয়ের হাতে লেখা একখানা বই পাইয়াছিলাম। ইহার সমাপ্ত এই,

খারী নাম বহু প্রাচীন, ঋগ্বেদে আছে। সাধারণ কলশ বলিয়াছেন। শ্রীধরের এক ঘন-  
হস্ত খারী, মগধখারী। ইহার পরিমাণ দ্বিবিধ ক্রমে অনুমান করিতে পারা যায়। (১)  
১ খারী = ১ ঘনহস্ত =  $\frac{3}{4}$  ঘন ফুট। এত জল ওজনে প্রায় ১০২ তোলা। কিন্তু মাঘ কিম্বা  
চাউল স-চূড় হইলেও ওজনে এত হইবে না। ১৬ পাত্র স-চূড় চাউল ১৩ পাত্র জলের সমান।  
অতএব এক খারী চাউল ৮০ তোলা। ধাতু আরও কম হইবে। ১৬ পাত্র চাউল প্রায় ২১  
পাত্র ধাতুর সমান; মোটামুটি এক খারী ধান্য ৬৪ সের ধরি। এক দ্রোণ ধান্য ৪ সের।  
দ্রোণ কলশাকৃতি। সাধারণতঃ কলসী ৪৫ সেরই বটে। (২) কোটিল্য হইতে  
পাইতেছি, এক এক ব্যবহারে পরিমাণ ভেদ হইত। বড় দ্রোণে ২০০ পল মাঘ ধরিত।  
দ্রোণ প্রায় ৬০ সের। ধান্য ৪৫০ সের হইবে। ইহার চতুর্থাংশ আটক,\* আটকের  
চতুর্থাংশ প্রস্থ, প্রস্থের চতুর্থাংশ কুডুম্ব। কুডুম্ব ও কুডব এক। মোটামুটি দ্রোণ ৫ সের,  
খারী ২ মণ ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ কোথাও দ্রোণ ৪ সের, কোথাও ৫ সের হইত।

(৪) অঙ্গুলমান।

হস্তোহঙ্গুলবিংশত্যা চতুরন্বিতয়া চতুঃকরো দণ্ডঃ।

তদ্বিসহস্রং ক্রোশো যোজনমেকং চতুঃকোশম্ ॥ ৭।

অর্থাৎ

২৪ অঙ্গুল = ১ হস্ত

৪ হস্ত = ১ দণ্ড

২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ

৪ ক্রোশ = ১ যোজন

“আমি অত্যন্ত অজ্ঞ অন্ধে কিছু জানি না, সমুদ্রের কন্যা মাত্র দেখে দেখে লিখিলাম জানিবে। সন ১৩০০।১  
বৈশাখে এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। লেখক শ্রীক্ষেত্রনাথ মজুমদার, জাতী বোদ্য। ছাতনানিবাসী বোদ্য কুলে  
উপাদান। মম পিতা দামোদর ধরিত্রা আখ্যান ॥ ক্ষেত্রনাথ দাস বনী মোর নাম হয়। এই মত অন্ধ  
পুস্তক সমাপ্ত যে হয় ॥” বইখানি পড়িয়া তাহার গণিতে অসাধারণ জ্ঞান ও অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত  
হইয়াছি। বুঝিতেছি, তাঁহাকে ইদানীর ছাপা বই পড়িয়া পাটিগণিত ও পরিমিত শিখিতে হইয়াছিল।  
কিন্তু গুপ্তকরী ও দে কালের প্রচলিত বহু অঙ্কে তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। দূরহ অস্থিত-পঞ্চক হইতে  
কোডুকাবহ অঙ্ক পাতন-সহ কথিয়া দেখাইয়াছেন। অনেক কথার নামও শুনি নাই। বোধ হয়, তিনি  
পুরাতন বই পাইয়াছিলেন। সমগ্ভীর পুঙ্খনিপীতে কত খারী জল আছে, রানীকৃত ধান্য কত খারী,  
তাহা গণিবার সঙ্কেত দিয়াছেন। ধান্যের রাশি করিলে তাহার পরিধির সহিত উজ্জয়ের একটা  
অনুপাত পাওয়া যায়। দেখিতেছি, পরিধির নবাংশ উজ্জয় ধরা হইত। ইহার পর শ্রীধরের সূত্র।  
বাঁকুড়ার গৃহস্থের ঘরে এখনও বেতের খারী রাখা হয়, এ খারী ধান্যের রাশির চূড়ার ধান্যপূর্ণ খারী  
রাখিয়া লক্ষী পূজা করা হয়। কিন্তু খারীটি ১/১০ পোরা অর্থাৎ পুরাকালের প্রস্থ হইয়া গিয়াছে। বাহার  
(চুপের) ঘনিষ বিক্রয় করে, তাহার ঘনিষের রাশি করিয়া সরু দোড়ী দ্বারা চূড়ার উপর দিয়া রাশির এক পাশের  
তল হইতে অন্য পাশের তল পর্যন্ত মাপে, দোড়ীতে গাঁট থাকে, তদ্বারা কত ঝুড়ী বুঝিতে পারে।

মান-পাত্র নির্মাণ এক কলা। কোটিল্য গুপ্ত দাক্ষয় পাত্র করিতে বলিয়াছেন। মানভূম ও  
বাঁকুড়ার এইরূপ পাত্র নির্মিত হইতেছে। পিতলেরও হয়। ছুইই হুন্দর, শ্রুঙ্গ ও হারী। বেতের হটক,  
কাঠের হটক, মাঘ কিম্বা চাউল দিয়া রাপিয়া দেখিলেই হয় না, চূড়টি চতুর্থাংশ হওয়া চাই। সুখে সুখে রাপিলে  
তিন পোরা হইতে হইবে। গুণাপণা চাই।

\* ৫০ পলে আটক। আটক দ্বারা বৃষ্টি পরিমিত হইত। বরাহের বৃহৎসংহিতায়, এক হস্ত ব্যাসের  
কুণ্ডে ৫০ পল বৃষ্টি হইলে ১ আটক ৮ বর্ভমান কালের পরিভাষায় প্রায় আধ ইঞ্চি। বর্ষা ২০ আটক, ইহার  
অর্থ দশ ইঞ্চি। কুণ্ড নাম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, ওড়িসাতে গামলা নাই, আছে কুণ্ড।

নানা প্রমাণের হস্ত ছিল। তন্মধ্যে প্রজাপতির হস্ত ও ময়ূর হস্ত প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যমাকৃতি পুরুষের মধ্যমাস্থলের মধ্যম পর্ব (গাঁইট) ১ অঙ্গুল। কিন্তু হস্ত মানে যব মাপিয়া অঙ্গুল নির্ধারিত হইত। যবের ধোঁসা ছাড়াইয়া গায়ে গায়ে রাখা হইত। ইদানীং যব পুষ্ট। ইহার ৮টায় ১ ইঞ্চি হয়। ৮ যবোদরে প্রজাপতির ও ৫ যবোদরে ময়ূর অঙ্গুল। অঙ্গুলের পর পরিভাষা এক। প্রজাপতির হস্ত সাধারণ মাপের হস্ত = ২৪ অঙ্গুল = ১৮ ইঞ্চি। কোটিল্যে অকুষ্ঠ ভূমি মাপিতে ২১ ইঞ্চির, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে ৩৬ ইঞ্চির হস্ত। পথ মাপিতে ২০।০ ইঞ্চির হস্ত। অতএব ১ ক্রোশ = ২°৫৬ মাইল, ১ যোজন = ১০°২৩ মাইল। পথ ঋজু হয় না, মাপও ঋজু হয় না। এই কারণে হস্ত দীর্ঘ ধরা হইত। কোটিল্য হইতে

৪ হস্ত = দণ্ড, ধনুঃ, নালিকা

১০ দণ্ড = রজ্জু

২ রজ্জু = পরিদেশ

৩ রজ্জু = নিবর্তন

দণ্ড, দাঁড়, কাঠা। নালিকা নল। রজ্জু, রশি = ৪০ হস্ত। ২রশি × ২ রশি = ৮০ হস্ত × ৮০ হস্ত = পরিদেশ, বিঘা। ৩ রশি × ৩ রশি = ১২০ হস্ত × ১২০ হস্ত = নিবর্তন, ১৥০ বিঘা। নিবর্তন সংজ্ঞা পুরাণে ও স্মৃতিতে আছে। শুক্রের নিবর্তন প্রমাণে ভিন্ন ছিল। পরিদেশ ও নিবর্তন দ্বারা ক্ষেত্রফল বুঝাইত। এখানে স্বত্বব্য, '১ হাত জমি' বলিলে এক বর্গহাতও বুঝায়। এইরূপ, কাঠা ও বিঘা সংজ্ঞার দুই অর্থ আছে। যেমন, দীর্ঘে এক কাঠা = ৪ হাত, দীর্ঘে ১ বিঘা = ৮০ হাত। আমরা বাঙ্গালায় বলি, ১ বিঘা ১ বিঘা কালী করিলে ১ বিঘা হয়। সৎ কাল, জ্বীলিঙ্গে কালী। "কলয়তি কালঃ"। কল ধাতুর অর্থ সংখ্যান। সংখ্যা করা। কিসের সংখ্যা? কলা, অংশের সংখ্যা। অর্থাৎ জমিকে ১ হাত × ১ হাত কিংবা এক কাঠা এক কাঠা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলে, যত খণ্ড হয়, তাহার সংখ্যা করা, গণা। সারা কালী, সর্ব খণ্ডের কালী। আমরা কালী পরিভাষা দ্বারা ক্ষেত্র-ফল নির্ণয়ের মূল সূত্র রক্ষা করিয়াছি। ক্ষেত্র ক্ষেত্র গণিয়া যোগফল ক্ষেত্র-ফল। সংস্কৃতে ক্ষেত্রফলকে 'ভূমি'ও বলা হইত। আমরা বলি, জমি ১ বিঘা, ভূমি ১ বিঘা। লীলাবতীতে সংজ্ঞা সম-কোষ্ঠমিতি। অর্থাৎ সমান সমান কোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া কোষ্ঠসমূহের মান। হস্ত ব্যতীত পদ পরিভাষা ছিল। কোটিল্যে পদ = ১৪ অঙ্গুল = ১০।০ ইঞ্চি।

পরি-দেশ, সর্বতোভাবে দেশ, বিচ্ছিন্ন দেশ। সৎ বিগ্রহ হইতে হিন্দী বি-গ-হা, তাহা হইতে বাং বি-ঘা। সৎ বি-গ্র-হ বিস্তার-বিভাগে। দেখা যাইতেছে, দণ্ড, কাঠা বা কাঠা ৪ হাত। নালিকা হস্ত, ৪ হাত। নল দীর্ঘ।

বিঘা পরিভাষা কবে প্রচলিত হইয়াছিল, জানি না। ঐতিহাসিক জানিতে পারেন। শুভকরী আর্ধাতে নাম কুডবা। ইদানী অনেক শুভকর হইয়াছেন, প্রকৃত শুভকরী আর্ধা ভুল হইয়াছে। আমি বাঁকুড়ায় আসিয়া 'উদ্যান' সংজ্ঞা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার

পরিমাণ অনুসন্ধান করি নাই। এখন জানিতেছি, বাঁকুড়া জেলায় ইন্ডুল-পড়া লোকেরা উদ্যান জানে না, কিন্তু দুই এক মাইল দূরের সেকলে লোকে জানে। কিন্তু ঠিক পরিমাণ জানে না। আদালতে নানা স্থানের পিঘাদা থাকে। এখানকার জজের নাজীর মহাশয় জানাইলেন,

১ ওয়ান প্রায় ৩ কাঠা  
৭ ওয়ানে প্রায় ১ বিঘা  
৫০ ওয়ানে ১ আড়ি

কিন্তু মুখের কথায় পুরাতনে বিশ্বাস হয় না, ভ্রোণ পরিভাষাও পাইলাম না। কিন্তু বুঝিলাম, মল্লভূমে বিঘা কাঠা অধিক কালের নয়। বিষ্ণুপুর হইতে চারি মাইল দূরে আমার এক মিত্রের নিকট মল্লভূমের রাজা চৈতন্তসিংহদেবের তিনখানি দানপত্র পাইয়া পরস্পর অল্পপাতে আর সন্দেহ নাই। একখানি পট্ট এইরূপ,—

শ্রীশ্রীগোপাল দেবন্ত

স্বস্তি মল্লাবিনিমিত্ত মহারাজ

শ্রীশ্রীচৈতন্তসিংহদেব মহোদয়প্রতাপানীং

শ্রীজানকীরাম হাজরা স্বচরিতেষু—

দেবন্তর পট্টকমিদং কার্ধ্যনকাগে

তোমার শ্রীশ্রীজিউর সেবার নিবন্ধ

জমি ২৥৩০। দুই ভ্রোণ দুই আড়ি তিরিশ উয়ান

এক কান করিল—

ইহার শোধ

মৌজে রামসাগর

দ: কালীভাণ্ডার—১৬

দ: মহল বেড়া—২৭

মৌজে কল্যাড়ি

ইন্দুরডোবা—২৫

... ..

৬৪০

১৪৪০।০

এবং জমি ২৥৩০। দুই ভ্রোণ তিরিশ উয়ান এক কান তোমাকে শ্রীশ্রী দেবন্তর দেওয়া গেল শুভাশীর্বাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করহ ইতি সন ১০৬৩ সাল তাং ২২ কার্তিক।

সন ১০২৪ সালে রাজা চৈতন্তসিংহদেব-প্রদত্ত আর এক দানপত্রে ‘কান’ স্থানে ‘রেক’ সংজ্ঞা আছে। এইরূপ, কাক ও কাইন আছে। এইরূপ আরও পাটার “শোধ” হইতে জানা যায়,

৪ কাক বা কানি ( বা রেক )—উয়ান  
৫০ উয়ান = আড়ি  
৪ আড়ি = ভ্রোণ

উক্ত রামসাগর গ্রামে সন ১২৩৪ সালে প্রদত্ত এক “কবুলাতপত্রে” দেখিতেছি, সে সময়ে ভ্রোণ আড়ি গিয়া বিঘা পরিভাষা হইয়াছে, কিন্তু উয়ান আছে। লিখিত আছে,



“২০ কুড়ি উয়ানের কাত ৩/০ বিঘা।” অদ্যাপি সে অঞ্চলে কাঠার পরিবর্তে উয়ান পরিভাষা প্রচলিত আছে।

কিছু দিন হইল, ছাতনা হইতে পাঁচ ছয় মাইল পশ্চিমে মৌলবনা ( মউল-বনা ) গ্রামে একখানি হাতে লেখা শুভঙ্করী বই পাইয়াছি। “সেবক শ্রীসনাতন মণ্ডল দাসজ্ঞ।” সন ১২৩০ সাল। অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে লিখিত। তাহাতে পাইতেছি,—

উয়ান কান ॥

( ১ ) কাহনে২ কাহন লবে।

চোক কাহনে চোক থুবে ॥

কাহন পণে আধা চোক।

কহেন যুবকর ললিবা ( ? ) হোক ॥

( ২ ) খেতে মাঠে রশি না পাই

সোল ছেষে কাহন বলাই ॥

চারি কানে উয়ান হয়

পঞ্চাশ উয়ানে আড়ি।

চারি আড়িতে ডোন হয়

আঠাস হাত দড়ি ॥

ছে, ক্ষেপ, পদক্ষেপ। ১৬ ছে = ২৮ হাত, ১ ছে = ১৬০ হাত ধরা হইয়াছে। ২৮ হাত  $\times$  ২৮ হাত = ১ কাহন, উয়ান। কিন্তু কত অঙ্গুলের হস্ত, তাহা জানা যাইতেছে না। বর্তমানে ১৮ ইঞ্চির হস্তে বিঘা কাঠা মাপা হইতেছে। আমরা বাল্যকালে ২০ ইঞ্চির, এমন কি, ২১ ইঞ্চির হস্ত ধরিয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। উক্ত ‘হাত’ ১৮ ইঞ্চির ধরিলে ১ উয়ান = বর্তমান কালের ২.৪৫ কাঠা, এক আড়ি = ৬০ বিঘা, ১ জোণ ২৬ বিঘা। ২১ ইঞ্চির হস্ত হইলে ১ জোণ =  $\frac{3 \times 21}{12} = ৩.৫$  = বর্তমানের ৩০ বিঘা, আড়ি = ৭০ বিঘা।

( ৩ ) চারি হাতে কাঠা

বিস কাঠায় রসি।

তিন কাঠায় উয়ান

সাত উয়ানে বিঘা

সাতে সাত বিঘায় আড়ি ॥

এই তিন আধা হইতে জানিতেছি, এক শত বৎসর পূর্ব হইতে এই অঞ্চলে বিঘা মাপ আরম্ভ হইয়াছে। ( বানানে ড় য় নাই, সর্বত্র ড় য় )। আর এক আধা বহু প্রচলিত আছে।

কাঠা কুড়ার আর্জা ॥

( ৪ ) কুড়বায় ২ কুড়বা লির্জে।

কাঠায় কুড়বা কাঠায় লির্জে ॥

কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান।

দশ বিল গণ্ডায় গুল প্রমাণ ॥

এখানে বিঘার পরিবর্তে কুড়া। কুডব হইতে কুড়া। অদ্যাপি কুড়া-টাক জমি বলিলে বিঘা-টাক জমি বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গে বিশ গণ্ডার কাঠা।\*

পূর্বে যে জোণ আটক প্রস্থ কুডব পাইয়াছি, সে সব ভাণ্ড-পরিমাণ, ধান্যাদির মাপ। এখানে জোণ আড়ি উয়ান পাইতেছি, সে সব ভূমি-পরিমাণ, জমির মাপ। ১০ আ-চ-ক হইতে আ-ড়ি, উ-ন্না-ন হইতে উ-ন্না-ন, কা-কি-নী হইতে কা-ক, কান (চট্টগ্রামে কানি)। উ-আ-ন বানানও আছে। তাম্রশাসনে সর্বত্র “ভূজোণ” লিখিত আছে। ধান্যাদির ঘনমান হইতে ক্ষেত্রমানে আসিবার দ্বিবিধ উপায় আছে। (১) কত জমি? এত আড়ার জমি। আড়া মাপ বাঁকুড়ার পশ্চিম দক্ষিণাংশ, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় প্রচলিত আছে। এক আড়া ধান প্রায় ৪ মণ। মেদিনীপুরে বড়। জমির প্রকৃতি জানা থাকিলে উৎপন্ন ধান দ্বারা তাহার পরিমাণ মোটামুটি জানিতে পারা যায়। মধ্যম জমিতে বিঘায় ১০ মণ ধান হয়। কিন্তু এইরূপ মাপ দ্বারা অজ্ঞাত প্রকৃতি ভূমি-দান-বিক্রয় হইতে পারে না। তখন (২) কত জমি? ধান বুনিতে এত লাগে। আদ্যকালে ধান বোনা হইত, চারা রোআ হইত না। এখনও আউশ ধান বোনা হয়, কচাচিং কোন দেশে রোআ হয়।

এই ক্রমে অমরকোষে

জোণাটকাদি বাপাদৌ জোণিকাটকিকাদয়ঃ।

খারীবাপস্ত খারীকঃ

উপাত্তেহস্মিন্ বাপঃ। ইহাতে উপ্ত হয়, এই অর্থে বাপ। যে ভূমিতে জোণ-পরিমিত ধান বুনিতে লাগে, তাহা জোণিক। এইরূপ আটকিক, খারীক ইত্যাদি। আউশ ধান বুনিতে বিঘায় ১০ সের লাগে। কইলে পাঁচ সের। অতএব যদি জোণ ৫ সের হয়, তাহা হইলে ভূ-জোণ প্রায় ১০ বিঘা দাঁড়ায়। অনাবাদী জমির প্রথম আবাদে আউশ ধান কিছা তিল বোনা হয়। দুয়ের দ্বারাই ঘাস মরে। বাস্তবভূমিতে প্রথমে তিল বুনিয়া, পরে গৃহনির্মাতার বিধি ছিল। তিল বুনিতে বিঘায় ৩ সের লাগে। কিন্তু খেনো জমিতে তিল বুনিবার প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। অতএব জোণ-ধান-বাপ ভূমি, জোণিক। পরিদেশ (বিঘা) মাপ ছিল, ১ ভূ-জোণ তৎকালের এক পরিদেশ বা বিঘা। আধ বিঘা হইতে পারে না। কত জমি? ১ জোণ (কলশ) ধানের জমি। বর্তমান কালের ২০ কাঠা।

যখন জমি অপৰ্যাপ্ত থাকে, তখন লোকে ছুই এক বিঘা গ্রাহ্য করে না। তখন খারী ধরে, এবং খারীকে জোণ বলিবার প্রবৃত্তি আসে। নানা স্থানে লোকে আধ সেরকে

\* এই আর্থা কোন স্তম্ভকের? তাহার কালে ও দেশে কুডবা শব্দ দ্বারা ২০ কাঠা বুঝাইত, লোকে কখনও কখনও হিন্দী ‘লিঞ্জিরে’ (লউন) বলিত। কবে বি-ঘা নাম প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে তৎপূর্বে কুডবা ও এই আর্থার স্তম্ভের পাওয়া যাইবে। স্তম্ভের উপাধি, ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। সউল-বনার স্তম্ভরীর বইতে এই অজ্ঞাতনামা স্তম্ভের ব্যতীত কুন্তরাম দাস ও ভবানী মিত্র নাম আছে। হাতনার স্তম্ভ মশারের বইতে আর এক নাম আছে। বিহুপুরে এক স্তম্ভকর ছিলেন। তাহার নাম অপরাম দাস, উপাধি স্তম্ভকর রায়। তিনি ১০৫০ সালে ছিলেন। (১৩৩১ সালের চৈত্র মাসের “মাসিক বহুমতী”)। আদি স্তম্ভকর বহু প্রাচীন।

সের বলে। আবার কোন স্থানে সেরকে আধ সের বলে। খারী=১৬ দ্রোণ, খারীক ভূমি ১৬ বিঘা। পরে যে খারী, সে দ্রোণ হইয়া গিয়াছিল। এই অল্পমান না করিলে বিষ্ণুপুরের দ্রোণ পাওয়া যাইতেছে না। মেদিনীও লিখিয়াছেন,—

দ্রোণোহজ্জিয়ামাটকে সাদাটকানাং চতুস্তয়ে।

অর্থাৎ দ্রোণ বলিলে আটক এবং চারি আটক বুঝায়। যদি দ্রোণের নাম আটক হয়, তাহা হইলে খারীর নাম দ্রোণ হইবে। এই দ্রোণ ৮০ সের। ভূ-দ্রোণ ১৬ বিঘা।

দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমিদানে হস্ত দীর্ঘ ধরা হইত। ১৮ ইঞ্চির হস্তের স্থানে ৩৬ ইঞ্চির হস্তও ধরা হইত। কোটিল্য ইহার প্রমাণ। এই বিধিতে ৪ হস্ত নলের পরিবর্তে ৭ হস্ত, ৭১০ হস্ত নলের প্রচলন ছিল। তখন তৎকালের ভূ-দ্রোণ ১৬ বিঘা, বর্তমানের মাপে ৩০ বিঘা হইত। দেখা যাইতেছে, রাজা চৈতন্তসিংহ ৭১০ হস্তে নল ধরিয়া ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এখন আর দুই তর্ক আছে। (১) আটকে ৫০ উন্মান কেমনে আসিল? কোটিল্যের একপ্রকার দ্রোণ ২০০ পল ছিল। মহুসংহিতার টীকায় (৮।৩২০) কুল্লুক ভট্ট ২০০ পলে দ্রোণ ধরিয়াছেন। কালে আটক ২০০ পল হইয়াছিল। ইহার চতুর্থাংশ ৫০ পল=৫০ উন্মান। যদ্বারা দ্রব্য উন্মিত হয়, তাহা পল, এই হেতু পলের নাম উন্মান হইয়াছিল। এখানেও তুল্যমানের সংজ্ঞা হইতে আদ্যমানের উৎপত্তি।\*

(২) কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিঙ্গো, এখানে কুড়বা অবশ্য ২০ কাঠা × ২০ কাঠা = কালী ২০ কাঠা ২০ কাঠা ২০ × ৪ হস্ত। ৪ পলে কুড়ব, ইহাই বিধি। কিন্তু আটক ২০০ পল হইলে ৫ পলে কুড়ব। অর্থাৎ ৫ পলে কুড়ব, ৪ কুড়বে প্রস্থ, ৪ প্রস্থে আটক। অর্থাৎ আটক=২০ প্রস্থ। প্রস্থ স্থানে কাঠা হইয়া ২০ কাঠায় বিঘা। কুড়ব হইতে কুড়ি (২০) সংজ্ঞা।

শূর্ণ আর এক পাত্রমান ছিল। শূর্ণ অর্থে কুলা, সং কু-ল্যা। শূর্ণাকার জলসেচন-পাত্র ছিল। এখন তাহার নাম সেচনী, সিমনী। ২ দ্রোণে ১ শূর্ণ। ইহা এক মান ছিল। মেদিনী-কোষ, কুলা শব্দের অর্থ অষ্টদ্রোণী শূর্ণ লিখিয়াছেন। অর্থাৎ কুলা=৮ দ্রোণ। দ্রোণ-বাপ ১ বিঘা, কুলা-বাপ ৮ বিঘা।

এক হালে, লাক্ষলে ১২ বিঘা জমির চাষ হয়। পাঁচখানা লাক্ষলের বা হালের চাষ বলিলে ৬০ বিঘা বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গে হাল পরিভাষা নাই। ত্রিহট্ট অঞ্চলে ২৮ যষ্টিতে ১ কেদার, ১২ কেদারে ১ হাল। বোধ হয়, ১ হাল ১২ বিঘা।

### ৭। তাত্ত্বশাসন-লিখিত ভূমি

এখন ত্রিযুত ভট্টশালী-প্রদত্ত ভূমি-পরিমাণ মিলাইয়া দেখি। শক্তিপুর-শাসনে (১৫ পৃঃ) প্রথম খণ্ড ৩৬ ভূ-দ্রোণ, সপ্তমসরে উৎপত্তি ২৫০। দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ ভূ-দ্রোণ,

\* বৈয়াকরণ্য ভাবপ্রকাশে (১৬ খ্রিষ্টাব্দ শতকে) প্রদত্ত গুণ দ্রব্যাদির মপদ মানের মধ্যে দ্রোণের নাম উন্মান, অমপ, ঘট আছে। বৈয়াকবে পল ৩ তোলা, দ্রোণ ১২১০ সের। ২ দ্রোণে শূর্ণ। কীর-স্বামীর অমরটীকায় দ্রোণ এইরূপ ১০ মণ। ইহার অধিক পাওয়া যায় না। বৈয়াকব্যকোষে নানা ভেদের নানা মান একত্র লিখিত হইয়াছে।

সম্বৎসরে উৎপত্তি ২৫০। এই ভূমি বৃষভশঙ্কর নলদ্বারা মাপা হইয়াছিল। বৃষভশঙ্কর শিব। ধনুর স্থানে নল। নল, নলীবংশ, একজাতি ফাঁপা সন্ধু বংশ। মানুষ ধনু ৪ হস্ত। শিবধনু ৫৥০ অথবা ৬ হস্ত। হস্ত, ২৪ অঙ্গুল (১৮ ইঞ্চি)। ভূমিদানে অন্ততঃ ২৮ অঙ্গুলের (২১ ইঞ্চির) হস্তের নল হইবার কথা। হস্ত একটু বড় ধরিতে হয়; কারণ, নল ভূমিতে পাতিয়া মাপা হয় না, চলিতে চলিতে নলের দুই মাথা মাটিতে ছোঁয়াইয়া মাপা হয়। এই কারণে নল ভূমি হইতে উপরে থাকে। ২১ ইঞ্চির ৬ হস্ত=১৮ ইঞ্চির ৭ হস্ত। পূর্বে শুভক্ষরীতে ৭ হস্তের প্রমাণ পাইয়াছি। অতএব

$$১ \text{ নল} \times ১ \text{ নল} = ১ \text{ পণ}$$

$$৪ \text{ নল} \times ১ \text{ নল} = ১ \text{ কাকিনী}$$

$$৪ \text{ নল} \times ৪ \text{ নল} = ১ \text{ উন্নান} = ২.৪৫ \text{ কাঠা}$$

$$৫০ \text{ উন্নান} = ১ \text{ আঢক} = ৬.০ \text{ বিঘা}$$

$$৪ \text{ আঢক} = ১ \text{ দ্রোণ} = ২৬ \text{ বিঘা}$$

হস্তের পরিমাণানুসারে ৩০ বিঘাও হইতে পারে। ২৬ বিঘাই ধরি। শাসনের ৩৬ ভূ-দ্রোণ=২৩৬ বিঘা, ৫৩ ভূ-দ্রোণ=১৩৭৮ বিঘা। প্রত্যেকের ‘উৎপত্তি’ ২৫০। এটি ভূমি-দাতার আনুমানিক। শ্রীযুত ভট্টশালী ‘উৎপত্তি’ অর্থে তৎকালের টাকা ধরিয়াছেন। এই অর্থে আমার সন্দেহ হইতেছে। কর কিষা ধাত্তের মূল্য স্থির থাকে না, কিন্তু অভ্যাপাত না হইলে উৎপন্ন ধাত্ত সমান থাকে। উৎপন্ন দ্বারাই ভূমি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। উৎপত্তি ধাত্তোৎপত্তি, এই অর্থ হইলে উৎপত্তি ২৫০ দ্রোণ। এখানে দ্রোণ, দ্রোণ না ধাত্রী? পাঁচসেরী দ্রোণই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ২৫০ দ্রোণ=৩১ মণ।

২৩৬ বিঘায় ৩১ মণ, কিছুই নয়। বোধ হয়, অধিকাংশ জমি খিল, বালি-পতিত জমি কিষা উচা ডাক্তা। নিকৃষ্ট জমিতে বিঘায় ৫ মণ ধরিলে ২৩৬ বিঘার প্রায় ৬ বিঘায় কোনরূপ চাষ হইত, অবশিষ্ট পতিত, কৃষির অযোগ্য।

দেখি, কোথায় জমি ছিল। মোর নদীর কুলের জমি। তাহার একদিকে জোলা, অন্য দিকে গোপথ। অপর খণ্ড আরও নিকৃষ্ট। ইহার তিন দিকে জোলা, একদিকে গোপথ। খাল-জোলে কৃষিযোগ্য ভূমি অল্পই পাওয়া যায়। ‘বাল্লিহিতা’ হয় ত বালি-ভিটা, বালি-কুড়, কৃষির অযোগ্য।

আশ্চর্যের বিষয়, আমি যত ব্রহ্মোত্তর দেখিয়াছি, সব নদীকূলে, বালিময়, উচা ডাক্তা, ব্রহ্মডাক্তা। ব্রহ্মোত্তর শালি জমি দেখি নাই। বোধ হয়, এই কারণে রাজারা দুই হাজার পাঁচ হাজার বিঘা স্বচ্ছন্দে দান করিতেন। ভাল জমি পড়িয়া থাকে না, প্রজায় চাষ করে, পাইলে ছাড়ে না। রাজা প্রজার নিকট জমি কাড়িয়া লইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাপ-পুণ্যের ভাগ সমান দাঁড়ায়। গ্রামকে গ্রাম দান করিলে ভিন্ন কথা। শ্রীযুত ভট্টশালী অপর শাসন-প্রদত্ত ভূমি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।\*

\* শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত “কামরূপশাসনাবলী”তে ‘অপকৃষ্ট ভূমি’ পাইতেছি। শব্দটি অপকৃষ্ট, ভাল হইতে উৎকৃষ্ট, চর হইতে পারে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মিলাইয়া দেখিতে পারেন। আরও পাইতেছি, “দ্বাদশবিশ্বব্রোহ্মপত্তিক ভূমি”, যে ভূমিতে ২০০০ (দ্রোণ) ধাত্ত উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ‘উৎপত্তি’ অর্থে টাকা নয়। এই দ্রোণ কত, তাহা পৃথক্ আলোচনা না করিলে বলিতে পারা যায় না। হয়ত পাঁচ সের।

শ্রীযুত ভট্টশালী মাধাইনগর শাসনে ১৯১ খারী ভূমিতে উৎপত্তি ১৬৮ দিয়াছেন। অপরাপর শাসনের ভূ-দ্রোণ খারীস্থানীয়। এখানে খারী ঠিক আছে, খারীক ভূমি ২৬ বিঘা। প্রায় পরগণায় পরগণায় মানভেদ এখনও অল্পস্বল্প লক্ষিত হয়। অল্পমানে বোধ হয়, ১৬ ভূ-দ্রোণে পাটক হইত। তখন পাটক, খারীক।

### ৮। পৌণ্ড বর্দ্ধনভুক্তি

প্রাচীন পুণ্ড্র-বর্দ্ধন নগর বগুড়া সহরের উত্তরে বর্তমান মহাস্থানে ছিল। করতোয়া নদী পূর্বদিক্ রক্ষা করিত। পৌণ্ড বর্দ্ধনভুক্তির স্বাভাবিক সীমায় বোধ হয় করতোয়া পূর্বসীমা, গঙ্গা পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা। গঙ্গার দক্ষিণে বঙ্গভুক্তি হইবার কথা। কিন্তু সে নাম কিম্বা কোন নগরের নামে অপর ভুক্তির নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে অল্পমান হয়, বঙ্গের বহুল অংশে লোকালয় ছিল না। পৃথক ভুক্তির প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীযুত ভট্টশালী পৌণ্ড বর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ সাগর দেখাইয়াছেন।

খাড়ী বিষয়ে ‘বাসসন্তোগভাট্ট’, বাসকর, ইহাতে সন্দেহ হইতেছে না (৫ পৃঃ)। লোনা জলার ধারে মোটা ঘাস ও হোগলা ইত্যাদি জন্মে। গ্রামের নাম বড়া, জলায় বটকসদৃশ। চব্বিশ পরগণায় বড়ুল বড়লা গ্রাম আছে। দেশটি ‘সমতট’, সাগরের তটভূমি। জোয়ারে ডুবিয়া যাইত, নদীকূলের ভূমি জাগিয়া থাকিত। ‘সমতটীয় নল’ দ্বারা ‘পাটক’ মাপা হইয়াছিল। এই নল অবশ্য দীর্ঘ। কিন্তু ৮ হস্তের অধিক হইবার কথা নয়।

এমন দেশে বাস করা সুখের নয়। শাসনে দেখাও যাইতেছে, সে দেশে শাস্ত্যাগারিক গডোলা ব্রাহ্মণ গ্রাম পাতিয়াছিলেন। শাস্ত্যাগারিক, যাহারা গ্রহশাস্তি করেন। বিষ্ণুপুরে ইহাদের নাম শাস্তিকরী। ইহারা নিম্ন ব্রাহ্মণ। বেনারস, কানপুর প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম দেশে গডোলা ব্রাহ্মণ আছেন। ইহারাও নিম্ন ব্রাহ্মণ। শ্রীযুত ভট্টশালীও জানিয়াছেন, সে দেশে এখনও নিম্নব্রাহ্মণ ও পোদের বাস আছে। আদিগঙ্গার দক্ষিণে গঙ্গার মাহাত্ম্য নাই, সেখানে গঙ্গা একটা বড় গাং।

পৌণ্ড বর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণের পূর্বসীমা কি ছিল? বর্তমান স্বাভাবিক সীমা অপার পদ্মা। কিন্তু গঙ্গা বা পদ্মার গতি নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, উহা পূর্বকালে পূর্বদিকে বহিত, ধলেশ্বরী ও পদ্মা এক ছিল। মাণিকগঞ্জ পদ্মার পশ্চিমে ছিল। সমভূমিতে নদীর গতি এই,—যে পথে আসিতেছিল, প্রথমে সোজা সে দিকে চলে, পরে মুখে চড়া পড়িয়া গতি রোধ করে। নদী পুরাতন মুখের পশ্চাতে প্রব দিকে নূতন পথ করে। বঙ্গদেশে ইহার বহু উদাহরণ আছে। ফরিদপুর জেলা মুনসীগঞ্জের গায়ে লাগিয়াছিল। শ্রীচন্দ্রের ধ্বংশাসনের (৩ পৃঃ) খদিরবিলী, তিবরবিলি, বাংলা ভাষায় খয়রাবিল, তিয়রবিল হইবে, বোধ হয় খয়রা মাছের বিল, তিয়র (মৎস্যজীবী) জাতির বিল। লোণিয়া জোড়া, লোণা জলের জোল। এ সকলের চিহ্ন এখনও থাকিতে পারে।

কিন্তু বাধরগঞ্জ সমতট দেশ ছিল, বরিশাল ( বড়িশ-আল ) নামেই প্রকাশ, ইহা কাঁটাবনের, স্তম্বরবনের অন্তর্দেশ ছিল। এই জেলার 'কাঠি' নামে গ্রামের নামও সাক্ষী। এখন যেটি যমুনা, এটিই ব্রহ্মপুত্র মনে হয়; আর এখন যেটি ব্রহ্মপুত্র, এটি নতুন পুত্র, কিন্তু কালে বলবান হইবে। এই হেতু মনে হয়, ময়মনসিংহ জেলা পূর্বাধি পৃথক ছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভূক্তির অন্তর্গত ছিল না। পদ্মার পূর্বদিকে আর এক ভুক্তি থাকিবার কথা।

শ্রীযুত ভট্টশালী লিখিয়াছেন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ, দিনাজপুর সহরের ১৮ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু ঐ নামের বিষয় কত দূর বিস্তৃত ছিল? নামটি সংস্কৃত, কামূকের কোটি তুল্য বর্ষ। গঙ্গা কামূকের তুল্য বাকিয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম কোটি দিনাজপুর মালদহ রাজসাহী মনে হয়। পদ্মাটি বিষয় নিশ্চয় পদ্মার গায়ে। ভাগীরথীর গায়ে আর একটি বিষয় থাকিবার কথা। পুরাণে 'ব্যাঘ্রমুখ' নামে দেশের উল্লেখ আছে। ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল, বাঘের দেশ। স্তম্বরবনেই বাঘ আছে, এমন নয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ জলোদয় ( জলপাই ), পূর্ণিয়ার উত্তরাংশের বনভূমিকে ব্যাঘ্রতটী-বলিলে অশ্লীল হইবে না।

## ৯। ককগ্রামভুক্তি

ককগ্রাম নামে একটি ভুক্তি হইয়াছিল, সে নাম সহজে লুপ্ত হইতে পারে না। পুরাণে 'কলাপগ্রাম' নামক গ্রাম প্রসিদ্ধ রহিয়াছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধির কারণ লিখিত নাই। ককগ্রাম হইতে কাকগ্রাম হইবার কথা। এখন কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমানা ঐ-আই-রেলের পূর্বে। শক্তিপুর-শাসনে ( ১৩ পৃঃ ) "ককগ্রামভূক্তান্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যাং উত্তররাঢ়ায়াং," নৈহাটি-শাসনে ( ১৫ পৃঃ ), "বর্দ্ধমানভূক্তান্তঃপাতিহুত্তররাঢ়ামণ্ডলে স্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং।" বীথী, মার্গ, বসান্। দক্ষিণবীথী, দক্ষিণ মার্গ, দক্ষিণ দিকে যাইবার পথ। শুক্রনীতিসারে বীথী ৫ হস্ত। শাসনে পাইতেছি, উত্তররাঢ়ায় দক্ষিণগামী বীথীর ধারে কুমারপুর চক। নৈ-শাসনে পাইতেছি, উত্তর রাঢ়া মণ্ডলে দক্ষিণগামী বীথীর স্বল্পান্তরে। দুই বীথী এক না হইতে পারে। কিন্তু আরম্ভ অংশে অবশ্য এক হইবে। সাধারণের পথ ধরিয়া গ্রাম নির্ণয় স্বাভাবিক ও অদ্যাপি প্রচলিত। উত্তর হইতে ২৯৯কোট, বর্দ্ধমান আসিবার পথ আছে। এইটি দ্বিতীয় বীথী।

কাগ্রামে নদী নাই। ইহার চারি পাঁচ মাইল পূর্বে ভাগীরথী, আট নয় মাইল দক্ষিণে অজয়। যেমন বর্দ্ধমান দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, ককগ্রামও সেইরূপ প্রাচীন হইতে পারে। কান্দি সব্ভিভিজনে কান্দি নদীর পথ দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। হুহ পথে ভাগীরথীতে না পড়িয়া সমানে চলিয়াছে। কান্দি সব্ভিভিজনের পূর্বভাগে এত বিলই বা কেন হইল? গঙ্গার তীরভূমি উচ্চ হইয়াছে, পূর্বকালের সমতট নিয়ম রহিয়াছে। কান্দি নদী ভাগীরথীর লুপ্তগ্রাম অবশেষে হইতে পারে। কান্দি, কান্দি নামেই মনে হয়, এক জলস্রোতের নিকট। ককগ্রাম, কাক বকের গ্রাম।

হয় ত জোয়ারের জল সে কালে ককগ্রাম পর্যন্ত প্রাবিত করিত। তথাপি ভাগীরথীকে চারি মাইল পশ্চিমে সরাইতে পারা যায় না। কিন্তু বলিতে পারি, ককগ্রাম ভাগীরথীর কূলে ছিল। তখন কাটোয়া সর্বাভিভ্রমে কাহুড় নদী অজয় ছিল। ভাগীরথী ও অজয়, দুইই সরিয়া গিয়াছে, পূর্বকালের ভূভাগ পরে বর্ধমান জেলার ঈশান কোণে খোঁচ হইয়া রহিয়াছে। ইহা কিন্তু বহু পূর্বকালের কথা।

দক্ষিণ বীথীর উপস্থিত অর্থ স্বীকার করিলে উত্তর দক্ষিণ রাঢ়াঘরের বিচ্ছেদক পাওয়া যাইবে না। ইহা অজয়, কিম্বা দামোদর, এই দুয়ের একটি হইবে। দামোদর বর্ধমান নগর হইতে পূর্বগামী ছিল, এখন বেহলা নদী নাম লইয়া দুই শাখায় ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। দামোদর পূর্বদিকে আসিতে আসিতে শক্তিগড় রেলস্টেশনের নিকটে হঠাৎ দক্ষিণমুখ হইয়া নদীচরিতের অন্তর্গত করে নাই। সতী বেহলার উপাখ্যানে দামোদরের পূর্বপথ স্মৃত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই বেহলা নদীর উত্তর মুর্শীদাবাদ পর্যন্ত প্রাচীন স্রুঙ্গ। ইহার দক্ষিণে গঙ্গা পর্যন্ত দক্ষিণ রাঢ়, প্রাচীন প্রস্রুঙ্গ।

### ১০। বর্ধমানভুক্তি

বর্ধমানভুক্তির উত্তর সীমা অজয়, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা ভাগীরথী। শ্রীযুত ভট্টশালী বেতড় গ্রাম নিরূপণ করিয়াছেন। এই স্থান আদিগঙ্গা ও কালীঘাটের অপর কূলে ছিল। কিন্তু বেতড়ের দক্ষিণে লেজবদেব-মণ্ডপী সীমা। গঙ্গা কই? গোবিন্দপুর-শাসনে (১১ পৃঃ) “বর্ধমানভুক্তান্তঃপাতিপশ্চিমখাটিকায়াং বেতড়চতুরকে”। “পশ্চিমখাটিকা” অর্থ কি? শ্রীযুত ভট্টশালী, খাটিকা খাটিয়া শয্যা মনে করিয়া, ভুক্তিকে বৃহৎ আয়ত ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া করিয়াছেন। অসম্ভব নয়। কিন্তু পূর্বখাটিকার স্থান পাওয়া যাইতেছে না। পূর্বদিকে জাহ্নবী। আমার বোধ হয়, খাড়ী শব্দের সংস্কৃত রূপ দিতে গিয়া খাটিকা হইয়াছে। স-খা-ত হইতে খা-টী, খা-ডী। অবশ্য দেব-খা-ত খাটিকা হয় ত সৰু খাড়ী। সে কালে গঙ্গা আটে ঘাটে বাধা পড়ে নাই। বেলুড বালিকুড় ছিল। এখন খাড়ীর নদীর চিহ্ন নাই। কিন্তু খাল আছে। বালি সহর, বালি; পশ্চিমে উত্তরে বালিহাটি। ডানকুনির (ডানকুনি মাছের?) জলা ইত্যাদি নামে পূর্বখাটিকার চিহ্ন আছে।

এখানে একটি পুরাতন তর্ক তুলিতেছি। বর্তমান তমলুক কি সত্য সত্য পুরাতন তামলিগুপ্ত? (১) তাম্রলিগুপ্ত তামলিগুপ্ত স্রুঙ্গের নামান্তর হইয়াছিল। স্রুঙ্গ রাঢ় দেশ। (২) পুরাণে ও কুম্ভচক্রে তাম্রলিগুপ্ত মধ্যদেশের পূর্বদিকে, অগ্নিকোণে নয়। (৩) তমলুক বর্তমানে সাগর হইতে ১০১২ ফুটের অধিক উচ্চে নয়। বঙ্গ ও ওড়িষ্যার সাগর উপকূল যুহু যুহু উপর্যুগত হইতেছে। তথাপি তমলুক গাঙ্গের জোয়ারে ডুবিয়া যাইতে পারে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে জল হইতে আগিয়াছিল কি না সন্দেহ। বণিকেরা কোন্ পথে তমলুকে যাইত? চারি শত বৎসর পূর্বে বেতড়ে মেলা বসিত, কেনা-বেচা শেষ করিয়া হাটুয়ারা দেশে পলাইত। তখনও হাওড়া জেলার দক্ষিণ ভাগ মাল্লবের স্থায়ী বাসের যোগ্য হয় নাই। কিন্তু তামলিগুপ্তকে বণিকেরা বাস করিত। তামলিগুপ্তকে হাওড়া জেলায় আনিলেও স্রুবিধা নাই। অতএব রূপনারায়ণের উজানে উঠিয়া ঘাটালে

খুজিতে হইবে, কিম্বা গঙ্গার উজানে হাওড়ায় পহুঁছিতে হইবে। হাওড়া, হাওর, সাগর। সপ্তগ্রাম স্পষ্ট স্মৃষ্ণে। স্মৃষ্ণকে বাঁকাইয়া তমলুক পর্য্যন্ত লইতে পারা যায় বটে, কিন্তু বনিকুদিগের বীথীর সন্ধান পাওয়া যায় না। (৪) চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাম্রলিপ্তির যে দিক্ অন্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও তমলুক আসে না।

### ১১। দণ্ডভুক্তি

বর্ধমানভুক্তির অথবা দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিম সীমা কি ছিল? অটবী। অটবীর বিস্তার সর্বত্র কিম্বা সর্বদা সমান থাকে না। রাঢ়ের পশ্চিমে কলিঙ্গ, মধ্যে দীর্ঘ-প্রসারিত অটবী। এই অটবীর কতখানি রাঢ়, কতখানি কলিঙ্গ, তাহার নির্ণয় দুঃসাধ্য। রাঢ় হইতে দক্ষিণে কলিঙ্গে যাইবার পথ অবশ্য ছিল। সেই পথ দণ্ড। বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড হইতে যেমন শাখা বহির্গত হয়, পথেরও দুই পার্শ্বে সেইরূপ শাখা-পথ হয়। ওড়িয়াতে এই অর্থে দাণ্ড শব্দ বহুপ্রচলিত। পুরীর বড় দাণ্ড, কিম্বা ব্রাহ্মণশাসনী গ্রামের দাণ্ড পুরীকে ও গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। কলিকাতার কর্ণআলিশ ষ্টিট কলিকাতার এক দাণ্ড। এইরূপ অর্থে বাঁকুড়া জেলায় ‘শুভঙ্করী দাঁড়া’, দাণ্ড, ঐরাব যোল মাইল দীর্ঘ এক পুরাতন খাল। যে খালের শাখা-নালা এ পাশে সে পাশে বহির্গত হইয়াছে। দাঁতন মেদিনীপুর গড়বেতা পথ, মেদিনীপুর জেলায় দণ্ড হইয়া জেলাকে পূর্ব পশ্চিমে দুই ভাগ করিয়াছে।\* গড়বেতার উত্তরে বিষ্ণুপুরে, বাঁকুড়া হইয়া পথটি উত্তর পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পথ কিম্বা ইহার পশ্চিমের চাইবাসা পুরুলিয়া পথ দিয়া রাঢ়ে যাইতে পারা যায় না। উত্তররাঢ় হইতে দণ্ডভুক্তি আসিতে চারি পথ আছে।

(১) রাণীগঞ্জ গঙ্গাজল-বাটা বাঁকুড়া, (২) কাঁকশা সোনামুখী বিষ্ণুপুর, (৩) বর্ধমান উচালন শ্রামবাজার গড়বেতা, (৪) বর্ধমান উচালন শ্রামবাজার ক্ষীরপাই মেদিনীপুর; এই চারি পথের কোন্টি দণ্ডের অংশ, কোন্টি শাখা, তাহার নির্ণয় দুঃস্থ। বর্ধমান নগরের দক্ষিণে দামোদর পার হইয়া এক “উড়ের গড়” ছিল, তদ্রূপবাসী ঘনরাম লিখিয়া গিয়াছেন। “উড়ের গড়” ওড়িয়া রাজার গড়। এই ওড়িয়া রাজা রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ হইতে পারেন। তিনি ইং ১০২৪ সালে দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় জয় করিয়া বর্ধমান হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দেশে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তির দণ্ড নিরূপিত হইলে, তাহার পশ্চিমে কলিঙ্গ বলা যাইতে পারিবে। দণ্ডভুক্তির পূর্বসীমা বোধ হয় দ্বারকেশ্বর, দক্ষিণ সীমা সাগর ও সুবর্ণরেখা। কবিকর্ণগণচৌরী কালকেতু গুজরাট নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। সে গুজরাট এখন ক্ষুদ্র গ্রাম, থানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে। নিকটে কলিঙ্গ দেশ ছিল। ধর্মমঙ্গলের লাউসেন এক কলিঙ্গরাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, বাঁকুড়া জেলার বর্তমান সিমলা পালের রাজবংশের। এই বংশ অদ্যাপি ওড়িয়া।

\* মেদিনীপুর শহরের ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড় নামে এক গড় ছিল। এই গড়ে দণ্ডেশ্বর শিব এঁটি আছেন। তিনি দণ্ড পথের ঈশ্বর (মেদিনীপুর ইতিহাস)। পুনশ্চ, মেদিনীপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণে নারায়ণগড়। এখানে পালবংশ মেদিনীপুর জেলার রাজা ছিলেন। রাজধান্য বাদশাহ এই বংশের শ্রাম-বল্লভ পালকে মাড়-ঈ-হুস্তান উপাধি দিয়াছিলেন। মাড়, মার্গ; মার্গের দণ্ডের রাজা (ট্রলোক্যানাথ পাল-কৃত মেদিনীপুর ইতিহাস)।



ইহাতে মনে হয়, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ কলিক দেশ বিবেচিত হইত।

এই প্রসঙ্গে দুই একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি, অল্পসঙ্কল্প স্থানে পড়িতে পারে। গৌড়েশ্বর রামপালদেব নানা সামন্ত ভূপালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকের নাম নাই, মল্লভূমের মল্লরাজারও নাম নাই। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় খড়াপুরে সিংহবংশ রাজত্ব করিতেন (মেদিনীপুর ইতিহাস)। এখানে বিশেষ অল্পসন্ধান হয় নাই। অপর মন্দার (অল্পসন্ধান মন্দার), বর্তমান মান্দারণ, মন্দার-বন, “সমস্তাটবিকসামন্তভূমি” বলিতে পারা যায়। মান্দারণের দুর্গের চিহ্ন যেমন তেমন রাজার কীর্তি মনে হয় না। এখন যে বঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিলে বিষয় জন্মে। দুর্গের মধ্য দিয়া আমোদর নদী প্রবাহিত। পাশে আবাস এখন মর্কট প্রস্তরের স্তূপ। রামপালদেব কোন্ কোটাটবীর “দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্তী” সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন? কোট, কোট্ট, দুর্গ। দুর্গ-বিশিষ্ট অটবী, অথবা অটবী-বেষ্টিত দুর্গ। মানভূম জেলার পঞ্চকোট রাজ্যকে লোকে কোটদেশ বলে। কিন্তু পঞ্চকোট নাম নুতন, পঞ্চকোটে দুর্গ নাই। ওড়িষ্যায় একটা কোট নয়, বহু কোট আছে, বন ও গিরিদুর্গ, পরিখা নাই। শ্রীযুত ভট্টশালী ‘কটাসিন’ খুজিতে খুজিতে কোড়াসুরের গড়ে উপস্থিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের ঈশান কোণে ১৪ মাইল দূরে এই গড়। পাশে ডুমুরী গ্রাম, লোকে ডুমুরী গড়ও বলে। কিন্তু দেশের এমনই দশা, নিকটবাসী শিক্ষিত লোকেও গড়টা দেখেন নাই। এখন বুঝিতেছি, কোটেখর কোড়াসুর হইয়াছেন। পিয়ার-ডোবা রেলষ্টেশনের ছয় মাইল দূরে এক অসুর-গড় আছে। বুঝিতেছি, সেটি ঈশ্বর-গড়। কোন্ ভূমীখর, কোন্ অবনিনাথ, সব অজ্ঞাত। বেতা-গড়ে (গড়-বেতা) বকাসুর ছিলেন; বুঝিতেছি, তিনি বকেখর, বকদীপের, (স্থানীয় নাম বগ-ডী) বগডী পরগণার ঈশ্বর ছিলেন। কোড়াসুর যে কোটেখর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঁকুড়ার ভাখায় ড-বাহল্যা আছে, কো স্থানে ক হয়। পূর্বকালে গহন অরণ্যে কে পরিখা ও প্রাকার দ্বারা কোট নির্মাণ করিয়াছিলেন? তখন মল্লরাজার উদয় হয় নাই।\* দক্ষিণে অটবী-মধ্যে অপর মন্দার দুর্গ; উত্তরে অটবীমধ্যে আর এক দুর্গ। দামোদরের দক্ষিণে ৮ মাইল দূরে এই কোট। এই হেতু ইহাকে দক্ষিণসিংহাসন বলা যাইতে পারিত।

শ্রীযুত ভট্টশালী এই অটবীর কোটে ‘কোটাশিন’ নামক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। এখানে কলিক রাজার কলিকপ্রাসাদ-দুর্গ। ইহাকে সংস্কৃতে কোটাসিন, যেখানে আসন করিয়া বিজিগীষু রাজা যান করিতেন। অসম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি কিস্ত আছে। (১) সাত শত বৎসর পূর্বের নাম এখন অবশ্য অবিকৃত থাকিবে না। তথাপি কটাসিন বা

\* মল্লভূমের ইতিহাস চারি শত বৎসরের অজ্ঞাত লিখিত হইয়াছে। তৎপূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। মল্লাব-বঙ্গাব্দ-১০১। ইহা হইতে মনে হয়, মল্লাব প্রচলনকালে সনকে শক ধরা হইয়াছিল, এবং আনুমানিক ১০২ বৎসর পূর্ব হইতে রাজবংশের আরম্ভ স্বীকৃত হইয়াছিল। বর্তমান শক ১৮৫৪, সন ১৩৩২, মল্লাব ১২৩৮। ১৮৫৪—১২৩৮=৬১৬ বৎসর পূর্বে ইং ১৩৩৬ সালে রাজ্যস্থাপন হইয়াছিল। বর্তমানে এই অনুমান ধরিয়া ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

কাটাসিন এখন কাঁটাসিন হইবার সম্ভাবনা। নিকটে বীরসিদ্ধা গ্রাম আছে। ইহার সাদৃশ্যে কাঁটাসিদ্ধা আসিয়া থাকিতে পারে। (২) কোড়াস্বর গড়ের নিকটে নদী বা জোলা নাই। বেতবনের দেশ মনে হয় না। পাঠান ফৌজ বোধ হয়, বিনা যুদ্ধে জলও পায় নাই। (৩) বিশেষ বাধা, বীরভূমের রাজনগর হইতে ২০ দিনের পথের অভাব। শ্রীযুত ভট্টশালীর নির্দেশিত পথ প্রায় ৫০ মাইল। এই পথ আসিতে ২০ দিন লাগিতে পারে না। কাটাসিন রাজনগর হইতে অন্ততঃ ১০০ মাইল দূরে ছিল।

আমার মনে হয়, দণ্ডভুক্তির দণ্ডের পশ্চিম হইতে কলিঙ্গ। অথবা এই দণ্ডের পশ্চিমে মগধ হইতে কলিঙ্গে যাইবার প্রাচীন পথের পশ্চিম হইতে কলিঙ্গ। কিন্তু কোটটি কলিঙ্গের পূর্বদিকেও থাকিতে পারে। বাঁকুড়ার পঁচিশ ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কাঁসাই নদীর তীরে অম্বিকা নগর। ইহার অপর পারে সারঙ্গড়, এখন বনাচ্ছন্ন। সারঙ্গড় নামটি বোধ হয়, ওড়িয়া চোড়ঙ্গড়, চোড়ঙ্গ-গড়। রাজেন্দ্র চোড়ঙ্গের বংশধরেরা গঙ্গা-বংশীয় নামে ইং ১৫৩২ পর্যন্ত ওড়িয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাইরা পৈতৃক সারঙ্গড়ে সেনা রক্ষাও করিয়া থাকিতে পারেন। দেশটি পূর্বত, নিকটে দুই নদী, বেতবনও জন্মিতে পারে। হয় ত কাটাসিন একটা ক্ষুদ্র স্থান, এখন সে স্থান নিকটবর্তী মৌজার অন্তর্গত হইয়াছে।\*

শ্রীযুত ভট্টশালীর অনুমান স্বীকার করিলেও তদ্বারা কলিঙ্গের সীমা পাওয়া যাইবে না। কলিঙ্গাধিপতি দামোদর পর্যন্ত অধিকার করিলেই দামোদরের দক্ষিণস্থ দেশ কলিঙ্গ হইবে না। ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম বা পুর দক্ষিণরাঢ়ায় ছিল বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ার দক্ষিণ সীমা হংলী জেলার দামোদর হইতে পারে না। রাঢ়ার দক্ষিণ সীমা গঙ্গা। তবে বলিতে পারা যায়, দামোদর পর্যন্ত বহু লোকের বাস ছিল, উহার দক্ষিণে এখানে ওখানে দুই চারিটা গ্রাম ছিল। সে দিন দামোদরের দক্ষিণস্থ মহানাদ গ্রামে কুশানরাজ্যের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রাজা শশাঙ্কের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। মহানাদ এক রাজনগর ছিল। প্রাচীন কালে বণিকেরা কি এই নগর দিয়া সাগরতটের তামলিপুকে আসিতেন? মহানাদ হইতে সাগরের নাদ শোনা যাইত? হাওড়া জেলায় পুরাতন মহুয়াবাসের চিহ্ন নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

\* অধিকারনগর মধ্য-ইংরেজী ইস্কুলের বেড়মাটার শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাণ্ডা মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন, সারঙ্গড়ে কাটাসিন নামে স্থান নাই। কিন্তু কাঁটাছারী, গিরাইকাটা, এইরূপ নাম আছে। গিরাইকাটা একটা পাহাড়ের নাম, কেহ কেহ বলেন, পূর্বে বেতবন ছিল।



## প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদ মল্লিকার্জুন সূরি

## পরিচয়

একাদশ শত শক সালের সমকালে হিন্দুস্থানে মল্লিকার্জুন হরি নামে একজন জ্যোতির্বিদ প্রাচুর্য হইয়াছিলেন। লল্লাচার্য-প্রণীত ‘শিষ্যদীপমাভ্যাস’<sup>১)</sup> স্বকৃত ‘ব্যাখ্যানে’র শেষে তিনি এই প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

"देवीप्रसादसमूपाधिर्जितधर्मकर्म-

सामर्थ्यासङ्गतिवशेन समस्तमेन ।

असुः अस्मादपि च स्मृतिवाक्यवत्

ਸ ਭਾਤ੍ਰਮਿਤ੍ਰਤਨਯਸ੍ਤੁ ਮਮਾਸ੍ਤੁ ਸ਼ਰ੍ਧਾ ॥ ੧ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহতেন কৌণ্ডিন্যায়েন মহাপ্রাণাতেন শ্রীমদনন্দনারায়ণাচার্যপ্রোক্তেন সর্বজনস্ব-  
(চ) ধ্যায়াজেন শ্রীশৈলমল্লিকার্জুনদেবজ্ঞ নায় প্রাণাতমল্লিকার্জুনহরিণা বিরচিতঃ শিৱধীমহা (তত্ত্ব)-  
ভাৱমেতৎ সম্পূর্ণং ॥ শ্রীঃ শ্রীকৃষ্ণার্পণমন্তঃ ॥”

এই উপসংহারবাক্য হইতে জানা যায় যে, মল্লিকার্জুন হারি অনন্তনারায়ণাচার্যের পৌত্র এবং সর্বজনজনাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশ। আশ্চর্যের বিষয় যে, মল্লিকার্জুন আত্মপরিচয়ে পিতৃনামের উল্লেখ করেন নাই। আমরাও অদ্যাবধি অপর কোন গ্রন্থে তাহা পাই নাই।

তিনি ৪২৭৯ কল্যাণে অর্থাৎ ১১০০ শকে জীবিত ছিলেন। তিনি ও আমাদের গ্রন্থকার

১। মল্লাচার্য-প্রণীত জ্যোতির্গণিতের নাম সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদগণ ভাস্করাচার্য প্রায় সর্বত্রই ‘শীঘ্রজিন্দ’ নামে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। (‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’, বাণুদেব শাস্ত্রীর সংস্করণ, ২২৩, ২৪২, ৪৪৩-৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এক স্থলে (ঐ, ২৫ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—‘শীঘ্রজিন্দতন্ত্র’। মল্লিকার্জুন হরি প্রায় সর্বত্রই উহাকে ‘শিখরীমহাতন্ত্র’ বলিয়াছেন। কচিৎ ছন্দোকারক বিশেষ হেতুতে সংক্ষেপে ‘শিখরীতন্ত্র’ কহিয়াছেন। মৈথিল চণ্ডেশ্বর-কৃত ‘স্বর্ষাসিদ্ধান্তভাষ্যে’ এই উভয় নামই পাওয়া যায়। স্বাকর বিবেদী ঐ-এই ‘শিখরীশুজিন্দ’ নামে মুদ্রিত ও প্রকাশ করিয়াছেন। (কাণী, ১১৪৩ বিক্রমসম্বৎ)। স্বয়ং মল্লাচার্য লিখিয়াছেন,—

‘‘नष्टा ब्रह्महरिजिनेत्रदिनकृच्छीताः शुद्धनन्दन-

প্রাণেরাঃ শুভতে ক্রমত্রিভুগুচ্ছায়ামতেভাননান্ ।

আচার্য্যার্য্যটোদিতঃ সুবিষয়ঃ ব্যোমৌকসাঃ কল্প য-

छिन्नागामतिधीयते तदधुना लभेन धीवृद्धिदम् ॥

—মধ্যমাধিকার, ১ম শ্লোক ।

মল্লিকার্জুন-ধৃত মূল গ্রন্থের গণিতাখ্যায়ের শেষে আর একটা ন্যাক আছে,—

“पद्मासनं मुखजङ्गानामाश्रयमुत्तररूपवती ।

শিখ্যধীবৃদ্ধিদং কৃষ্ণা লল্লোহং স্তোমি পার্বতীঃ ।

ब्रह्मविदाः महामात्राः ब्रह्माविकुशिवार्चिताम् ।”

এই স্লোকটি স্বাক্ষর বিবেচনায় পাঠ্য নাই। ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, লক্ষ্যচাৰ্য-প্রণীত গ্রন্থের নাম 'শিৱধীৱজিৱ'।

২। Warren, *Kala Sankalita*, Madras, 1825, pp. 9, 369f. আরো দেখ, শঙ্কর  
বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', পূর্বা, ১৮১৮ শকবর্ষ, ৪২২ পৃষ্ঠা পায়টিকা।

অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। তিনি রামেশ্বরের মধ্যরেখা হইতে দেশান্তর গণনা করিয়াছেন নাকি। সেই হেতু ওয়ারণ মনে করেন যে, তিনি তৈলঙ্গ দেশবাসী। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না। (পরে দেখ)।

‘সূরি’ উপাধি দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, মল্লিকার্জুন জৈনপন্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি বস্তুতঃ সনাতন বেদপন্থী ছিলেন। ‘শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যান’ের উপক্রমে তিনি এই দেশের সনাতন পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণপূর্বক আপনার ইষ্টদেবী চরাচরজগদ্ধাত্রী চণ্ডিকাদেবীর বন্দনা করিয়াছেন ; যথা,—

“শ্রীমহাগণাধিপত্যে নমঃ। শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানপ্রারম্ভঃ। স্তবমন্ত্ৰ। শ্রীরন্ত্ৰ ॥

শ্রীমৎসূরাসূরারামচরণীসুহৃৎস্বামী।

চরাচরজগদ্ধাত্রীঃ চণ্ডিকাং প্রণাম্যাহম্ ॥ ১ ॥

সর্বজনজন্যার্থানামানুজ্ঞেয়মল্লিকার্জুনঃ

প্রবক্ষ্যে শিষ্যবীতন্ত্রটীকাং স্পষ্টাং স্বার্থতঃ ॥ ২ ॥”

গ্রন্থ শেষ করিয়া তিনি কৰ্ম্মফল ত্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন। টীকার মধ্যেও বিভিন্ন স্থলে মল্লিকার্জুন বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতাকে বন্দনা করিয়াছেন দেখা যায়। যথা ‘ত্রিপ্রাধিকার’ অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে “শ্রীমহাগণপত্যে নমঃ;” শেষে আছে “ত্রীকৃষ্ণার্পণমন্ত্ৰ।” ‘রাহপর্কানয়নাদিকার’ অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে “শ্রীগণাধিপত্যে নমঃ শ্রীরামায় নমঃ” এবং ‘গ্রহোদয়াস্তময়পৌর্ণমাসীকরণাধ্যায়ে’ “শ্রীবিঘ্নরাজায় নমঃ। হরি ওঁ। হর্যবদনায় নমঃ।” মল্লিকার্জুন সূরি যে সনাতন বেদপন্থী ছিলেন, এই সম্বন্ধে কোন সংশয় অতঃপর থাকিতে পারে না।

### কাল

মল্লিকার্জুন-প্রণীত যেই গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কালের উল্লেখ নাই। ‘শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যান’ে তিনি তিনটা উদাহরণ দ্বারা গণনা-পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার দুইটাতে তিনি ১১০০ শক সালের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

“একাদশশতমিতশাকে কলিগতাঋণাশ্চতুঃসহস্রাণ্যেকোনানীতাবিকবিশতানি চ ৪২৭৯। তৎ কাম্বন-গন্ধদত্তামবাস্তায়াং সোমবাসরে দ্ব্যগণঃ ১৫৬২৯৩৬। সোমবারো গতঃ ভৌমবারে সূর্য্যোদয়কালিকো দ্ব্যগণোহয়ং ॥”১)

“একাদশশতমিতশাকে কলিগতাঋণাদিঘ্নাঃ সূর্য্যাদীনাম্ স্বশ্বভাগহারাস্তবীজকলঃ...”২)

অপর উদাহরণে তিনি :১০৭ শককাল গ্রহণ করিয়াছেন।

“অত্রোদাহরণম্। পূর্বেস্তব্যাখ্যানক্রমেণ একাদশপটুণে বিবৃচ্ছারামা ৫—৪৫। প্রাগ্‌যোজনানি ৮০। শাকে সপ্তাধিকৈকাদশশতমিত্তে ১১০৭ কলিগতাঋণাঃ ৪২৮৬। চৈত্রশুদ্ধাবিতীয়ায়াং ভৌমদিনে রবুদয়কালিকদ্ব্যগণঃ ১৫৬৪৭৭ ; ...”৩)

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, মধ্যমাধিকার, ৪১ স্লোকের (সূরিমতে, দ্বিবেদীর মুদ্রিত গ্রন্থের মতে ৫৪ স্লোকের) টীকা; পাতুলিপি, ২৯ পৃষ্ঠা।

২। ঐ; পাতুলিপি, ৩০ পৃষ্ঠা।

৩। পাতাধিকার, ১২ স্লোকের টীকা; পাতুলিপি, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

ইহাতে অসুস্থ হইয়া যে, মল্লিকার্জুন সূরি ১১০০ শকে জীবিত ছিলেন। ঐষ্টাব্দ গণনায়, ১১০০ শক, ফাল্গুনী অমাবস্তা, সোমবার = ২০শে মার্চ, ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১১০৭ শক, চৈত্র শুক্লা দ্বিতীয়া, মঙ্গলবার = ৫ই মার্চ, ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ঐ সময়ে মিথিলায় চণ্ডেশ্বর নামে এক জ্যোতির্বিদ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ‘স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের’ এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাহাতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে তিনি ১১০০ ও ১১০৭ শককালের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

“অত্রোদাহরণম্। একাদশশতমিতপাকে ১১০০ পূর্বোক্ত...। একাদশশতমিতপাকে কান্তনামাবস্তায়াঃ সোমদিনে দ্বাগণ এবং স্ট্যাটিকঃ সিদ্ধসংখ্যাঃ”

“অত্রোদাহরণম্। কলিযুগে ৭ প্রাক্...। অতঃ কলিযুগে একাদশশতমিতপাকান্তে ১১০০ কলিগতাকাঃ ৪২৭২ কান্তনামান্তে অমাবস্তায়াঃ সোমদিনে কলিগতাকদ্বাগণঃ ১৫৬২২৩৬।”

“অত্রোদাহরণম্। শাকে সপ্তাধিকৈকাদশশতমিতে ১১০৭ চৈত্র শুক্লা দ্বিতীয়ায়াঃ ভৌমদিনে ব্যবহারিকবর্তমানযুগে কলিযুগাদিকে জা (? যা) তাকাঃ ষড়্ভূতীধিকদ্বিচরারিংশচ্ছতানি ৪২৮৬ দ্বাগণঃ...”

এই ভাষ্যে চণ্ডেশ্বর মল্লিকার্জুন-কৃত ‘স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যানের’ উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

“অয়ং বঙ্গাধ্যায়ো ব্যাখ্যানসহিতঃ সর্বজনস্বনাচার্য্যানামানুজেন মল্লিকার্জুনেন স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তগোলাধ্যায়-শলাকরা ব্যাখ্যানে সম্যক্ প্রোক্তঃ।”২

এইরূপে মল্লিকার্জুনের জীবিতকাল—১১০০ শক—একপ্রকার নির্দিষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে দেবগিরিতে ভারতগৌরব ভাস্করাচার্য্য ( দ্বিতীয়, জন্ম ১০৩৬ শক ) বিরাজ্যমান ছিলেন। তিনি ১১০৫ শকে ‘করণকুতূহল’ প্রণয়ন করেন। অপর দিকে দেখা যায়, উহা হিন্দুস্থানে জ্যোতিষচর্চার অস্তিম্য কাল। ঐ সময়ের অল্প কাল পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রচণ্ড বাত্যা আসিয়া এ দেশের জ্ঞানমহীকহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিল।৩

### গ্রন্থ-পরিচয়

এই পর্য্যন্ত আমরা মল্লিকার্জুন-রচিত দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। দুইটাই টীকাগ্রন্থ। একটা লজ্জাচার্য্য-প্রণীত ‘শিষ্যদ্বীমহাতন্ত্রের’ ব্যাখ্যান, অপরটা ‘স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের’ ব্যাখ্যান।

‘শিষ্যদ্বীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে’র গ্রন্থগণিতাংশের একখানি পাণ্ডুলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে আছে। উহা মহীশূর রাজদরবারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু-

১। “মৈথিল রাজপেরসোমবাকৌ চ্রীচণ্ডেশ্বরচার্য্য-বিরচিত স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তভাষ্যে”র নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে পাণ্ডু পাণ্ডুলিপির একখানি প্রতিলিপি ডাক্তার শ্রী একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আছে। ঐ পাণ্ডুলিপি বহু স্থানে ঞ্জিত; পাঠও বহু ভ্রষ্ট। ঘোষ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উহা আমাকে দেখিতে দিয়াছেন। চণ্ডেশ্বরের এই গ্রন্থের কিয়ৎপের—মাত্র ১১, ১২, ও ১৩, অধ্যায়ের—পাণ্ডুলিপি ‘ভাউনালী সংগ্রহে, ( রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বে শাখার গ্রন্থাগারে ) সংরক্ষিত আছে। ( H. D. Velankar, *Bhau Daji Collection*, p. 95, Ms. No 293).

২। পাণ্ডুলিপির পাঠ নিম্নপ্রকার :—“অয়ং বঙ্গাধ্যায়ো ব্যাখ্যানসহিতো সর্বজনস্বনাচার্য্যানামানুজেন মল্লিকার্জুনে স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তগোলাধ্যায়শলাকরা ব্যাখ্যান সম্যক্ প্রোক্তঃ।”

৩। এই বিষয়ে লেখকের “হিন্দুগণিতের অবনতি” নামক প্রবন্ধে ব্রষ্টব্য। ‘পঞ্চপুণ্য,’ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ, ২২৫-২৩২ পৃষ্ঠা।

লিপির প্রতিলিপি মাত্র। গোলগণিতাংশের ব্যাখ্যান এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। লল্লাচার্যের ‘শিষ্যদ্বীপমহাত্ম্যে’র টীকা অপর কোন প্রাচীন বা অর্ধপ্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যে পরিচালিত বসিয়া জানা যায় নাই সুতরাং মল্লিকাঙ্কুরের টীকা খুব মূল্যবান। উহার অপর বৈশিষ্ট্য পরে প্রসঙ্গানুসারে প্রদর্শিত হইবে।

মল্লিকাঙ্কুরে ‘সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যান’ আমরা এই পর্য্যন্ত দেখি নাই। লণ্ডন নগরীস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারের ‘ম্যাক্লেঞ্জি সংগ্রহে’ উহার কতকাংশ আছে। অপর কোথাও আছে কি না, সেই সম্বন্ধে পাই নাই। অথচ এক সময়ে উহার প্রামাণ্য যে হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ স্বীকার করিতেন, মৈথিল চণ্ডেশ্বরের লেখা দৃষ্টে উহা মনে হয়। ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই পর্য্যন্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের যতগুলি টীকার নাম জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে মল্লিকাঙ্কুরের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

### কারিকা

“চৈত্রাদৌ গ্রহবিজ্ঞানং প্রাজ্ঞোক্তং বক্ষ্যতেহুনা।

অবেশগুহিনাভ্যেকাং শুদ্ধিঃ শোধ্য দিনাধিপঃ ॥ ১ ॥

শুদ্ধিদিনগণাং জ্ঞেয়ঃ চৈত্রাদাবৃণসংজ্ঞকঃ।

তন্মাদংশাদিকং প্রাথচ্চক্রাচ্ছ্রদ্ধো রবিস্থতা ॥ ২ ॥

তন্মাদংশ প্রাথং ক্রবাঃ শোধ্য ভৌমাদ্যা ব্যত্যাদগু।

শুদ্ধিভবগুণাঃ শোধ্যাঃ সমাদ্যবমশেষতঃ ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রোহবমশেষঃ স্রাং অধিকা চেত্তদন্তরম্।

ঋণাখ্যোহবমশেষঃ স্রাং ততঃ প্রাথদ্রবৌ বিধুঃ ॥ ৪ ॥

চৈত্রাদিত্যথোহল্লাঃ স্রাঃ যদা শুদ্ধিস্তদন্তরম্।

শুদ্ধিস্তাংকালিকী জ্ঞেয়া শেষং প্রাথং গ্রহা অপি ॥ ৫ ॥

অদ্যাদ্যহর্গণঃ প্রাথদগুণিতশ্চন্দ্রভূষণৈঃ।

অদ্যাদ্যবমশেষাদ্যো দিনাদ্যবমশেষকম্ ॥ ৬ ॥

যদি দ্ব্যন্তরং স্রাদল্লমধিকং চেত্তদুন্নিতম্।

ইত্যেবাবমশেষঃ স্রাচ্চন্দ্রসিদ্ধি দিনে দিনে ॥ ৭ ॥

গোহর্গেকবহি ( ৩১৭২ ) যুক্ত শাকাঙ্গিগু ( ১০ ) গুণাস্তাক্ষরাদিতঃ।

স্বার্থাদ্যৈক ( ২৬৫২ ) খনন্দ্যৈক ( ৬২০ )

রক্তিতৈক ( ২৫৪ ) কুপকতিঃ ( ৫১ ) ॥ ৮ ॥

গজাঙ্কাক্রিতিঃ ( ৪২৮ ) .... ( ১৬৩ ) স্বার্থার্থ ( ৫০০ ) রক্ষাগেন্দ্রিতিঃ ( ১৭৪ )।

খৈন্দ্ররাশি বিধুচ্চন্দ্র লিঙ্গাদ্যাং সূর্য্যসম্মতম্ ॥ ৯ ॥

জ্ঞানীভার্কজভোমেবু যুজাদন্তেবু শোধয়েৎ।

নন্দনার্থানুজ্ঞেনেৎ শিষ্যদ্বীপসম্মতম্ ॥ ১০ ॥

১। H. H. Wilson, *Mackenzie's Collection*, second edition, 1828, Calcutta, p. 162.

২। পাঠান্তর—“অবেশগুহিনাভ্যেকাং”

ত্রিঘ্নঃ কলিগতাকৌষঃ খনখাপ্তোহংশকান্ততঃ ।  
 বেদার্থাপ্তবশেষৈষ্যে ঘোররত্নং চলাংশকাঃ ॥ ১১ ॥  
 ভোমাদিমন্দতুঙ্গাংশা নগার্কিনখদশকাঃ ।  
 খাত্যপ্তিখাপ্তাধ্যাষি কেন্দ্রং তুঙ্গোনিতে গ্রহে ॥ ১২ ॥  
 মন্দচ্ছেদাঙ্গিষড়্ দশাঃ শ্রুতীশাশ্চন্দ্রসারকাঃ ।  
 গজার্কারবিচন্দ্রশ্চ ত্রিষড়্ দশাঃ শরাচলাঃ ॥ ১৩ ॥  
 মন্দে দোর্জা দশাভাস্তা স্বচ্ছেদাপ্তাঃ কলাঃ ফলং ।  
 স্বর্ণং কেন্দ্রে তুলাঙ্গাদ্যে তেনাকেন্দু স্মৃটো তয়োঃ ॥ ১৪ ॥  
 দোর্জাস্তরগুণাভুক্তিস্তদশোদ্ধতা পুনঃ ।  
 দিগ্গাচ্ছেদাঙ্গতা লিপ্তাঃ কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে ॥ ১৫ ॥  
 স্বর্ণাস্তাভির্গতিঃ শ্বেষ্টগতিমন্দকুজাদিষু ।  
 পঞ্চাঙ্গিদশলিপ্তোনদ্ব্যবহেষ্টশরা গ্রহাঃ ॥ ১৬ ॥  
 ভোমভার্গবমৌরীণাং গুণাঃ শৈল্পবুধেজ্যায়োঃ ।  
 তিথিরামকলাযুক্তা গুণকৌ ভূগুণানুপাঃ ॥ ১৭ ॥  
 শীঘ্রাচ্ছোধ্য গ্রহে কেন্দ্রে স্বদোজীবাক কোটিজাং ।  
 গুণাভ্যস্তাং ভজ্যেং খেভৈবর্ভকোটোঃ ফলে স্বকে ॥ ১৮ ॥  
 কোটিলকোনযুক্তিঙ্গা কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে ।  
 তদ্বর্গদথ দোলক্লবর্গযুক্তাং পদং শ্রুতিঃ ॥ ১৯ ॥  
 ত্রিঙ্গা বাহফলাভাস্তা স্বকর্ণাপ্তা ফলজ্যাকা ।  
 তদ্ব্যঃ স্বফলং শৈল্পাং কলাদ্যং ভূতাদিষু ॥ ২০ ॥  
 স্বর্গন্তন গ্রহাঃ স্পষ্টাঃ কেন্দ্রে মেঘতুলাদিকে ।  
 আদৌ শীঘ্রদলং মধ্যে মান্দমর্দং ততঃ পরম্ ॥ ২১ ॥  
 মান্দং সর্বং গ্রহে মধ্যে শৈল্পক্কেতি স্মৃটাঃ গ্রহাঃ ।  
 ত্রিঙ্গাস্ত্যাকর্ণবিপ্লবাদ্গতোবিপ্লবসংগুণাং ॥ ২২ ॥  
 শীঘ্রকর্ণোদ্ধতং লিপ্তাঃ কর্ণে ত্রিঙ্গাধিকোপকে ।  
 স্বর্ণাস্তাভির্গতিঃ স্পষ্টাঃ বক্রভুক্তিমহদ্রণে ॥ ২৩ ॥  
 অংশবর্গঃ খণ্ডস্বর্গিগুণো লিপ্তাকৃতির্ভবেৎ ।  
 লিপ্তাবর্গাং পদং খর্ভু হুতমংশপদং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥  
 কল্লাদেহুর্গণাঙ্গাহঃ সবীজো ভগণাদিকঃ ।  
 ভগণাদ্যর্কসংযুক্তঃ সযড়্ভোহংশীকৃতন্ততঃ ॥ ২৫ ॥  
 খণ্ডতাপ্তাঃ ফলার্কোননগৈঃ শেষাস্ত পর্বতঃ ।  
 কেন্দ্রশক্ধনাধীশবরুণাঘ্রিযমাঃ ক্রমাৎ ॥ ২৬ ॥  
 এতে গ্রহণপর্বেশাঃ খণ্ডতাপ্তস্ত তদ্গতং ।  
 গম্যং বা যুতিশক্ধোনং তদা গ্রাসোহর্কচন্দ্রয়োঃ ॥ ২৭ ॥



দ্যুগণাভ্রাগবহু যনাং ষায়াভিঃ খৰ্জুবহিভিঃ ।  
 লক্কং দ্বিজিগুণং সৈকং সূর্যাদ্যা নগহং ক্রমাং ॥ ২৮ ॥  
 শেষৌ সাবনমানস্য বিজ্ঞেয়ৌ মাসবৰ্ষপৌ ।  
 প্রাক্ প্রত্যগধনঃ খেভৈরাপ্তং দেশান্তরং ঘটিঃ ॥ ২৯ ॥  
 স্বদেশমধ্যরাত্রৌর্ধ্ব শরেন্দুঘটিকাঞ্জে ।  
 প্রাগ্ দেশান্তরনাভ্যাদ্যে লক্ষ্যাং ভাস্বরোদয়ঃ ॥ ৩০ ॥  
 তদ্রোশান্তরনাভীভিঃ প্রত্যগুনে তু তৎক্ষেপে ।  
 তদুর্দ্ধৈষ্টঘটি দ্বিগ্না হোরেশাঃ স্যুঃ শরোদ্ধ তাঃ ॥ ৩১ ॥  
 আত্মো বারাদিপঃ স্বেষ্টত্তত্ত্ব্যষ্টাংস্তথাপরে ।  
 দ্বাদশগ্না গুরোধাতা ভগনাস্তদগ্রহাধিতাঃ ॥ ৩২ ॥  
 অক্যস্ব্যনা হতা যষ্টা শেষাধাঃ প্রভবাদয়ঃ ।  
 বাইস্পত্যাত্তো ভাগাঃ সূর্য্যভাস্তা নভোজ্ঞৈঃ ॥ ৩৩ ॥  
 আপ্তা লক্কঃ গুরোর্মাসাঃ তচ্ছ্যাঃ দিবসাদিকাঃ ।  
 ইত্যুক্তং শ্রিয়াদীতস্ত্রে পর্ব্বজ্ঞানাদিকং যয়া ॥ ৩৪ ॥  
 ক্ষেপস্নানার্জুলা দিগ্ ভিরসবঃ ক্ষেপদিশুথ ।  
 তং সংস্কৃতং বিধোঃ স্পষ্টং চরাদিঃ চরখণ্ডজম্ ॥ ৩৫ ॥  
 চন্দ্রজ্ঞপ্তকৃষ্ণ্যারসুরেড্যাকিভমগুলম্ ।  
 উর্দ্ধোদ্ধগাঃ ক্রমাতেষামধো গ্রাহকৌ যুতো ॥ ৩৬ ॥  
 দোজ্যাস্তরত্বভূতাংশা দিগাপ্তাঃ তদগতজ্যাকাঃ ।  
 তদগুণাস্ত্যফলজ্যায়ঃ ত্রিজ্যাপ্তাঃ ফলকার্মকম্ ॥ ৩৭ ॥  
 মান্দং ফলং গতো স্বর্ণং কেন্দ্রে কর্কিমুগাদিকে ।  
 শৈল্যে স্বকেন্দ্রভূজি জ্য গুণিতাহস্ত্যফলজ্যায় ॥ ৩৮ ॥  
 কর্ণাপ্তা তদ্রুভূজৌ কর্ণে ত্রিজ্যাদিকে ধনম্ ।  
 কর্ণে ন্যুনে ঋণং ভূজৌ বক্রভূজিমহত্যাণে ॥ ৩৯ ॥  
 বিঘাদিগুণবিজ্ঞেয়বর্গাং যড়্ গুণিতাং পুনঃ ।  
 বিঘবর্গাদিতং মূলং ধনুঃ কৃষ্ণেহপি কৃষ্ণতঃ ॥ ৪০ ॥  
 বিঘব্যাসো ধনুর্জ্যা স্যামধ্যা স্যাদক্ষিণোত্তরা ।  
 বিঘস্য ধনুষো মধ্যং গুরুকৃষ্ণাগ্রবিন্দুতঃ ॥ ৪১ ॥  
 দক্ষিণোত্তরবিন্দোস্ত ধনুঃ কোটিঘনং ত্রিসং ।  
 ধনুষা খণ্ডিতং বিঘং যথেনাসীত্তথাবী... ॥ ৪২ ॥  
 গুরুখণ্ডং সিতে পক্ষে প্রত্যক্ স্রাধিধুমণ্ডলে ।  
 প্রাচীনং কৃষ্ণখণ্ডং স্যাৎ কৃষ্ণং ব্যক্তং সিতাসিতং ॥ ৪৩ ॥  
 অষ্টম্যাং উর্দ্ধতোহধস্তাং প্রাক্ প্রত্যক্ খণ্ডয়োঃ ক্রমাং ।  
 ইন্দোঃ শৃঙ্গোন্নতিজ্ঞেয়া পক্ষয়োঃ কৃতযোর্বৈঃ ॥ ৪৪ ॥

ইহা বলা উচিত যে, মরিকার্কুন সুরি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে এই কালিকা রচনা করেন

নাই। ‘শিগ্ধীমহাতন্ত্রে’র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কখনও তাহাতে অনুল্লভ বিষয়ের পরিপূরণার্থ (২৫-৩৪ শ্লোক), কোথাও উক্ত বিষয়কে স্থপোষ্যে জ্ঞাপনার্থ (৩৫, ৪০—৪৪ শ্লোক), কখনও বা কালান্তরে কর্তব্য বীজসংস্কারার্থ (১২-২৩ শ্লোক), এই প্রকার বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন স্থলে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। আমরা সমস্তগুলি এক স্থলে সংগ্রহ করিয়া দিলাম মাত্র। শ্লোকগুলি ব্যাখ্যানের বিভিন্ন অংশে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাদের সংখ্যা গ্রন্থকার ক্রমশঃ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা উহার ব্যতিক্রম করি নাই। সূরি নিজে ঐ সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যানও রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে ভয়ে আমরা তাহা দিলাম না।

### ঐতিহাসিক সন্দেশ—লল্লাচার্য্যের জন্মস্থান

হিন্দু জ্যোতির্গণিতের ইতিহাসের দৃষ্টিতে মল্লিকার্জুনের রচনার বিশেষ মূল্য আছে। অজ্ঞাবধি অজ্ঞাত কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বের সন্ধান উহাতে পাওয়া যায়। তাহার কোন কোনটার উল্লেখ আমরা এ স্থলে করিতেছি। ‘শিগ্ধীমহাতন্ত্রে’র প্রণেতা লল্লাচার্য্য হিন্দুস্থানের কোন অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাবধি জানা যায় নাই। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। মল্লিকার্জুনের লেখা হইতে জানা যায় যে, লল্লাচার্য্য লাটদেশবাসী। চন্দ্রশুক্রোন্নতির বর্ণনা করিতে গিয়া লল্লাচার্য্য লাট-নারীর সীমন্তশোভার সঙ্গে উহার তুলনা করিয়াছেন।

“বাল্লদুলানি যত এব নিবেশিতানি

শুক্রং তু তত্ত্বমতি শেষমিহোন্নতং স্যাম্।

গুরুত্ববিষয়দুশে দলিতেহর্দমৌর্ধ্যা

লাটিললাটতটরূপধরঃ শশাঙ্কঃ ॥”<sup>১</sup>

এই শ্লোকের ব্যাখ্যান অবসরে মল্লিকার্জুন টিপ্পনী করিয়াছেন যে, “লল্লাচাধ্যোণ দেশপক্ষপাতাৎ লাটদ্বীপাং প্রশংসার্থং তাসাং মুখং সম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমিত্যুক্তম্।” জন্মভূমির প্রতি পক্ষপাত মানবসাধারণ। বর্তমান গুজরাট প্রদেশের দক্ষিণাংশের প্রাচীন নাম লাট। তখন গুজ্বের বলিতে মাত্র উত্তরাংশকে বুঝাইত। গুজ্বের ও মালবের মধ্যবর্তী প্রদেশের নাম লাটদেশ।<sup>২</sup>

১। ‘শিগ্ধীবুদ্ধি’, বিবেকিত সংস্করণ, চন্দ্রশুক্রোন্নতাবলি, ১৭শ শ্লোক।

২। দাক্ষিণাচীর সূরি ৬৯৯ শকে ‘কুবলয়মালা কথা’ নামে একখানি কথাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি আঠারটি প্রাদেশিক ভাষার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যেই ক্রমে ঐ সকল প্রদেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই, “...সিন্ধু-মর-গুজর-লাট-মালব-কর্ণাটক.....।” লাটদেশের ভাষার নমুনাধরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

“প্‌হাউলিও-বিলিঙে কয়সীমন্তে হুসোহিরহগন্তে।

‘আহম্‌হ কাইং তুম্‌হ মিডু’ ভণিবে পেচ্ছএ লাড়ে ॥”

[ সংস্কৃতভাষা—মাতোল্লিগুবিলিঙান্ কৃতসীমন্তান্ হুশোভিতহগজান্।

‘আহম্‌হ কাইং তুম্‌হ মিডু’ ভণতঃ ঐক্যতে লাটীয়াং ॥ ]

ইহাতেও লাটনারীর সীমন্তশোভার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। *Three Apabhramṣa's Works of Jinadattasuri*, edited by L. B. Gandhi, 1927, Baroda, Gaekwad Oriental Series, vol. xxxvii, Introduction, p. 91, অধ্যাপক জীনদাত্তসুরি বিভাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

## সোমসিদ্ধান্ত

অষ্টাদশ প্রাচীন জ্যোতিষসিদ্ধান্ত গ্রন্থের দুইটির নাম—সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং সোমসিদ্ধান্ত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অত্যাধিক গণকসমাজে সুপরিচিত। কিন্তু সোমসিদ্ধান্ত একেবারে অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালে কালে সংস্করণবশতঃ এই দুই সিদ্ধান্ত এত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মূল স্বরূপ কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইদানীন্তন কালে তাহাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, উহা তাহাদের পরিবর্তিত সংস্করণ অবলম্বনে হইয়া থাকে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা পণ্ডিত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, সোমসিদ্ধান্ত সর্বাংশে সূর্য্যসিদ্ধান্ততুল্য। ‘আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ’-রচয়িতা অধ্যাপক ত্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের মতও তাহাই। কিন্তু মল্লিকার্জুনের মতে সূর্য্যসিদ্ধান্তে ও সোমসিদ্ধান্তে বিশেষ প্রভেদ আছে। তিনি বলেন, “সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণং বহুসম্মতং। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তমধ্যগ্রহাঃ সর্বসম্মতাঃ।”<sup>১</sup> সেই হেতু তিনি কোন কোন বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তের, অপর বিষয়ে সোমসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন।

‘অগ্নি শিখরীমহাতন্ত্রে সম্যক পরিজ্ঞাতে গণকানাং গোলাখ্যায়পর্য্যন্তং সূর্য্যসিদ্ধান্তং সম্যক পরিজ্ঞায়তে। যদ্বিশেষজ্ঞানাং ততোঃপাধিকমেব জ্ঞানং স্যৎ। তস্মাদত্র বর্ধাস্তত্ত্বদ্বিদিনাদিকমেব গ্রহাণাং পরিকল্প্য চৈত্রশুদ্ধ-প্রতিপদাদিতিথিষু শুদ্ধিগণ্যাস্তং গ্রহানয়নং। অতঃপরং চন্দ্রসিদ্ধার্থং প্রতিদিনমদনাবশেষকঞ্চ সূর্য্যসিদ্ধান্ততুল্যাঃ গ্রহাঃ যথা ভবন্তি তথা চন্দ্রচন্দ্রোচ্চপাতাঃ অপি সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ সর্বদা যথা ভবন্তি তথাস্মিন্নপি শিখরীমহাতন্ত্রে গ্রহাঃ দুগ্গোচরাঃ সন্তঃ তদ্বজ্জৈজ্ঞায়ন্তে। যথা তথাস্মদ্ব্যক্তং সর্বনস্মাতির্দর্শিতঃ শ্লোকৈঃ কথ্যতে।”<sup>২</sup>

এই বলিয়া তিনি তাঁহার কারিকা আরম্ভ করিয়াছেন। কারিকোক্ত প্রথম দশ শ্লোকের ব্যাখ্যানশেষে মল্লিকার্জুন লিখিয়াছেন,—“অনেন বীজসংস্কৃতাঃ সূর্য্যভৌমবৃধশীঘ্রগুরুশুক্রশীঘ্র-শনৈশ্চরাঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যাঃ, চন্দ্রচন্দ্রোচ্চপাতাঃ সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যাঃ।”<sup>৩</sup> কারিকার ১২শ হইতে ২৩শ শ্লোকে তিনি সোমসিদ্ধান্তোক্ত স্পষ্টীকরণ-প্রকার বিবৃত করিয়াছেন।<sup>৪</sup> সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, মল্লিকার্জুন সোমসিদ্ধান্তোক্ত গণনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। মৈথিল চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার গুরুদাদাদায় সোমসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতেন।

## খণ্ডখাদ্যক-করণ

আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত ( জন্ম ৫২০ শক ) পরিণত বয়সে ( ৫৮৭ শকে ) জ্যোতিষ সম্বন্ধে একখানি করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহার নাম ‘খণ্ডখাদ্য’ বা ‘খণ্ডখাদ্যক’।<sup>৫</sup> এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টবাচ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, “আর্য্যভটতুল্যফল” গণনা করাই তাঁহার

১। শিখরীমহাতন্ত্র; হ্রিমতে ‘কুজাদিস্পষ্টীকরণ’ নামক ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের ( দ্বিতীয় ) মতে, ‘স্পষ্টাধিকার’ নামক ২য় অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকের ( টীকা ) উক্তব্য। পাণ্ডুলিপি ৬২-৩ পৃষ্ঠা।

২। শিখরীমহাতন্ত্র, ১ম অধ্যায়, ৩২শ শ্লোকের টীকা। পাণ্ডুলিপি ২৪ পৃষ্ঠা।

৩। পাণ্ডুলিপি, ২৮ পৃষ্ঠা।

৪। পাণ্ডুলিপি, ৩৬-৭ পৃষ্ঠা।

৫। মল্লিকার্জুনের ব্যাখ্যানগ্রন্থের সর্বত্র উহার ‘খণ্ডখাদ্য’ নাম পাওয়া যায়। উহা কি লেখকদ্বা-  
বা, গ্রন্থের প্রকৃত নাম, তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলাম না।

লক্ষ্য। লল্লাচার্যের ‘শিষ্যধীমহাত্ম্যে’র উদ্দেশ্যও তাহাই।<sup>১</sup> মল্লিকার্জুন সূরি বলেন যে, খণ্ডখাণ্ডকে স্ব্যাসিদ্ধান্তোক্ত মধ্যমগ্রহকে সোমসিদ্ধান্তোক্ত প্রকারে স্পষ্ট করা হইয়াছে যাত্র।

“সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণং বহুসম্মতং। স্ব্যাসিদ্ধান্তোক্তমধ্যগ্রহাঃ সর্বসম্মতাঃ। তন্মাৎ খণ্ডখাণ্ডাকরণে স্ব্যাসিদ্ধান্তোক্তগোলবীজকৃতমধ্যমাঃ সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণেন স্পষ্টীকৃতাঃ।”<sup>২</sup>

‘অনেন প্রকারেণ স্পষ্টীকৃতাঃ স্ব্যাদয়ঃ সোমসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি। খণ্ডখাণ্ডকেপি কৃতবীজস্পষ্টগ্রহাঃ সোমসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি।’<sup>৩</sup>

বরাহমিহিরার্চাধ্য-বিরচিত ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’য় বিবৃত স্ব্যাসিদ্ধান্তোক্ত গ্রহফলাদির সহিত যে খণ্ডখাণ্ড্যকোক্ত ফলাদির সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি, আধুনিক কালে থিবো আকর্ষণ করেন।<sup>৪</sup> অধ্যাপক ত্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাহা আরও বিশদ করিয়া প্রদর্শন করেন।<sup>৫</sup> সোমসিদ্ধান্তের সঙ্গে যে খণ্ডখাণ্ড্যকের সম্পর্ক আছে, তাহা এত দিন অজ্ঞাত ছিল। মল্লিকার্জুনের লেখাতে সেই সন্ধান আমরা প্রথম পাই।

### আর্য্যভটসিদ্ধান্ত

আচার্য্য আর্য্যভট-( জন্ম ৩৭৮ শক ) বিরচিত একখানি মাত্র গ্রন্থই এখন পাওয়া যায়। উহার নাম ‘আর্য্যভটীয়’। উহাতে প্রদত্ত গ্রহফলাদি হইতে খণ্ডখাণ্ড্যকোক্ত ফলাদির প্রভেদ দেখা যায়। অথচ খণ্ডখাণ্ড্যকের উদ্দেশ্য “আর্য্যভটতূল্যফল” প্রদান করা ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই কারণে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অনুমান করেন যে, (প্রথম) আর্য্যভট-বিরচিত অপর গ্রন্থও ছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ব্রহ্মগুপ্ত ‘খণ্ডখাণ্ডকে’ সেই গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন।<sup>৬</sup> অধ্যাপক ত্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ও তাহাই বলেন।<sup>৭</sup> আর্য্যভট-বিরচিত একাধিক গ্রন্থের বা জ্যোতির্গণনা-পদ্ধতির সন্ধান বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থেও পাওয়া যায়।<sup>৮</sup> আমরা অতাবধি এই বিষয়ে কুতনিশ্চয় হইতে পারি নাই।<sup>৯</sup> উহার বিশদ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে

১। শিষ্যধীমহাত্ম্য, বিবেদিকৃত সংস্করণ, ১৩শ অধ্যায়, ২২শ শ্লোক। “আর্য্যভটাত্মিধানসিদ্ধান্ত-তূল্যফলমেতদকারি তত্ত্বম্।”

২। পাণ্ডুলিপি, ৬২-৩ পৃষ্ঠা।

৩। পাণ্ডুলিপি, ৬৭ পৃষ্ঠা।

৪। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, থিবো ও বিবেদিকৃত সংস্করণ, বেনারস, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, Introduction pp. xixf.

৫। Prohodhchandra Sengupta, “Aryabhatta's Lost Work,” *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. xxii, 1930, pp. 113-120.

৬। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র’, ১৯৭-৮ পৃষ্ঠা।

৭। ত্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, ১১৬ পৃষ্ঠা।

৮। বরাহমিহির-বিরচিত ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, ১৫ অধ্যায়, ২০ শ্লোক; ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত ‘ব্রাহ্মস্পৃষ্টসিদ্ধান্ত’, ১১ অধ্যায়, ৫ ও ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯। এই পর্য্যন্ত আর্য্যভট নামে দুই জন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাদের কখন কখনও মনে হইয়াছে যে, ঐ নামের ততোধিক ব্যক্তি ছিলেন। প্রবন্ধান্তরে আমরা তাহার ইঙ্গিতও করিয়াছি। “Two Aryabhata of Al-Biruni” নামক আমাদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. xvii, 1926, pp. 59-74, বিশেষভাবে ৬৭-৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে পারে না। তবে আর্ধ্যভটের গ্রহবিজ্ঞান সম্বন্ধে মল্লিকার্জুনের মত কি, তাহার উল্লেখ করিব। কারণ, ভবিষ্যতে যিনি এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন, ইহা তাঁহার উপকারে আসিবে। মল্লিকার্জুন লিখিয়াছেন,—

“আর্ধ্যভটার্ধ্যমতে ধোমাদীনাং মল্লোচপাতভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্ বিদাতে। গ্রহাণাং ক্ষুটীকরণপ্রকারা অপি বহবাঃ। তত্রোক্তৈঃ স্বল্পপ্রকারৈরিপি স্পষ্টীকৃতা গ্রহাঃ স্বল্পান্তরাঃ ভবন্ত্যেব। তৎ কথমিত্যুক্তে গ্রহাণাং স্বমল্লোচনীম্ব্রোচাখ্যগ্রহাকৃষ্টপূর্বাদিগ্ভাগাদিকসাদৃশ্যপরিমাণস্ত্র ভুলংগদ্বারনেকপ্রকারস্পষ্টীকরণেন নিশ্চয়স্তাশকাহাৎ। পূর্বেশাভ্রাণালোচ্য তদনুসারেনানেকপ্রকারাভটার্ধ্যগোষ্ঠং। তন্মাদেবাং প্রকারাণাং মধ্যে একপ্রকারেণ কদাচিৎ স্পষ্টাঃ। অপরেণ প্রকারেণান্তরাগোলবশাৎ কাগবশাৎ মল্লোচনীম্ব্রোচানামিচ্ছা-করণবশাচ্চ ভগণগ্রহাদৃকতুল্যতাং গচ্ছন্তীতি স্পষ্টীকরণং বহবা জাতব্যাং। এবং তত্র মল্লোচভাগানাং বহুসংখ্যাদ্বিতীয়গোষ্ঠাঃস্তি...।”

ইহাতে দেখা যায় যে, গ্রহসংস্থান নির্ধারণ করিবার জন্য আর্ধ্যভট বহু গণনা-প্রকার লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি পুরোগত গণিতাচার্যদের উদ্ভাবিত প্রকারের সারসংগ্রহ মাত্র।

### গ্রহসংস্থান

স্বসময়ে গ্রহদিগর ধ্রুবক, বীজফল এবং সংস্থান কি ছিল, মল্লিকার্জুন তাহা প্রসঙ্গক্রমে নির্দেশ করিয়াছেন।<sup>১০</sup> আমাদের ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে তাহাদের কতিপয়ের পাঠ যে ভ্রষ্ট, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। অপর কতিপয়ের সম্বন্ধে শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন পাণ্ডুলিপি না পাওয়াতে আমরা উহাদের পাঠশুদ্ধি বিনিশ্চিত করিতে পারিলাম না। যেমনটি আছে, তেমনটিই দিলাম। সহজবোধ্য। অশুদ্ধ অঙ্কের পাশে প্রস্তবোধক চিহ্ন ( ? ) দিয়া সংশোধিত করা গেল। যে সকল গ্রহের কোন সংস্থানের—মধ্য কি ক্ষুট—পাঠ ভ্রমপূর্ণ নির্ণয় করিবার উপায় নাই, সে সকল গ্রহের পূর্বে ( ? ) চিহ্ন দেওয়া হইল। বীজফল ও ধ্রুবক সম্বন্ধে কিছুই বলা যাইতে পারে না।

১। ‘শিষ্যবীমহাতন্ত্র’; হরিসমতে ‘কুজাদিস্পষ্টীকরণ’ নামক ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের ( বিবেদী মতে ‘স্পষ্টীকরণ’ নামক ২য় অধ্যায়, ২৮শ শ্লোকের ) টীকা।

২। আমরা এই পণ্ডিত জানি যে, মল্লিকার্জুন হরির ( ১১০০ শাক ) পূর্বে হিন্দুস্থানে আর্ধ্যভট নামে দুই জন জ্যোতির্বিদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথম জন ৪২১ শাকে ‘সায়জুবসিদ্ধান্ত’ অম্বরগণে গ্রহ প্রণয়ন করেন। অপর ৮৭২ শকের আসন্নকালে ‘পরশরসিদ্ধান্ত’ অম্বরগণে সিদ্ধান্ত রচনা করেন। মল্লিকার্জুন এই দুই গণকের মধ্যে গোল পাকাইতেছেন কিনা, বিচার্য।

৩। শিষ্যবীমহাতন্ত্র, মধ্যমাধিকার, ৪১ শ্লোকের ( হরিসমতে; বিবেদীমতে ৪৪ শ্লোকের ) টীকা। পাণ্ডুলিপি ৩০-১ পৃষ্ঠা। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, মৈথিল চণ্ডেশ্বরচাৰ্য-প্রদত্ত তৎকালিক গ্রহসংস্থান কক্ষিক্ত ভিন্ন। তাহার মতে ঐ সময়ে ক্ষুটগ্রহসংস্থান এই,—

রবি	=	১১ রা	২৩°	৫২′	১৪″	শুক্র	=	৯ রা	৪°	১৫′	৫৩″
চন্দ্র	=	১১ রা	২৫°	৭′	৭″	শুক্রনীম্ব্রোচ	=	৮ রা	১২°	১৬′	৪২″
মঙ্গল	=	০ রা	৮°	৪৫″	৬″	শনি	=	২ রা	৩°	২৯′	৫৩″
বৃশ্ণীম্ব্রোচ	=	৯ রা	১°	১১′	৪২″						

(১) ১১০০ শাকে সূর্যাদির বীজফল,—

সূর্যফল = — ৪' ২৮"

চন্দ্রফল = — ৬২' ১"

মঙ্গল ফল = + ১৬৮' ২৮"

বুধশীঘ্র ফল = + ৮৩২' ১"

বৃহস্পতি ফল = — ৮৫' ৫৫"

শুক্রশীঘ্র ফল = — ২৬' ৩১"

শনি ফল = — ৫'

রাহু ফল = — ৪৫' ৫৫"

চন্দ্রোচ্চ ফল = — ৩০৫' ৩২"

চৈত্রশুক্ল প্রতিপদ, মঙ্গলবার, সূর্যোদয়কালে গ্রহ-সংস্থান,—

	মধ্যগ্রহ				ক্ষুদ্রগ্রহ			
সূর্য	১১ রা	২৪°	১১'	২৭"	...	...	...	...
চন্দ্র	১১ রা	২২°	২৩'	৫৭"	১১ রা	২৮°	২১'	৫৬"
মঙ্গল	০ রা	৬°	৪'	১০"	০ রা	৮°	৫২' ২৮" (৭৩৮")	
বুধশীঘ্র	৮ রা	১০° (৭৩৮')	১৫'	৪০"	৯ রা	২°	১৪'	৪১"
১ বৃহস্পতি	৯ রা	৫°	৪'	১৫"	৯ রা	৪°	১৭'	১০"
১ শুক্রশীঘ্র	৮ রা	১৭°	৪'	৪০"	৮ রা	১২°	২৪'	৯"
১ শনি	২ রা	২৪°	৫৭'		২ রা	৩°	০'	৩২"
১ রাহু	৬ রা	১°	৩৭'	৩২"	৫ রা	১৮°	১৭'	২৬"
চন্দ্রোচ্চ	১০ রা	০°	৬'	৭"	৯ রা	৫৫°	০'	২৮"

ঋবক,—

ভৌম ঋব = ০ রা ৯° ৯' ২৯"

বুধশীঘ্র ঋব = ৯ রা ১২° ২২' ৫৪"

শুক্র ঋব = ৯ রা ৬° ১২' ২৮"

শুক্রশীঘ্র ঋব = ৮ রা ২৬° ৩১' ১৬"

শনি ঋব = ২ রা ২° ১৬' ৪৭"

রাহু ঋব = ০ রা ৭° ৫৫' ১৬"

চন্দ্রোচ্চ ঋব = ৭ রা ০° ৪৫' ৩০"

রা=রাশি। মল্লিকার্জুন এখানে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন,—

“এতে ঋণশুদ্ধিগণানীতাঃ সূর্যাদয়ঃ সূর্যসিদ্ধান্তোক্তভুল্যাঃ স্যঃ। চন্দ্রোচ্চরাহু সৌমসিদ্ধান্তোক্তভুল্যাঃ।  
 এতয়োঃ সূর্যসিদ্ধান্তে ভাগাধিক্যমনয়োরৈব ব্রহ্মসিদ্ধান্তে লিপ্তান্তরমম্বেব। গোলবীজখণ্ডখাদ্যকোক্তাভি-  
 ঠিরন্বিতে এতে সর্বৈ সর্বত্রা অর্কাদয়ো রাহুচন্দ্রোচ্চসহিতাভুল্যা এব চ।”

(২) ১১০৭ শাকে, চৈত্র শুক্লদ্বিতীয়া, মঙ্গলবার, সূর্যোদয়কালে :—

মধ্য রবি	১১ রা	৮° ৩২'	অয়নাংশ	১০' ১৭"
মধ্য চন্দ্র	১১ রা	২৯° ২৯'	চন্দ্রার্কাযোগ =	১১ রা ২৭° ২১'
চন্দ্রোচ্চ	৮ রা	৭° ১'	নূন লিপ্তা =	১৫২'
রাহু	০ রা	৩১° ৩৭'	তৎকাল রবি =	১১ রা ২১° ৭'
ক্ষুট রবি	১১ রা	১০° ৪০'	চন্দ্র =	০ রা ৮° ৫৩'
ক্ষুট চন্দ্র	১১ রা	২৬° ৭'	রাহু =	১ রা ৩° ৩৬'
রবিভুক্তি		৫২' ৩০"	রবি দক্ষিণ ক্রান্তি =	২১৫'
চন্দ্রভুক্তি		৮৪৩' ৩০"	চন্দ্রোত্তর ক্রান্তি =	২১৫'
			দক্ষিণ বিক্ষেপ =	১৫৫'
			চন্দ্রক্ষুটোত্তর ক্রান্তি =	৬০'

### জ্যোতিষে পারদর্শিতা

জ্যোতিঃশাস্ত্রে মল্লিকার্জুন সুরির পারদর্শিতা এবং কৃতিত্ব বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিয়া 'আমরা বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। তাঁহার বিরচিত সমস্ত গ্রন্থের অভাবে এই বিষয়ের সম্যক আলোচনা সম্ভব নহে। অধুনা প্রাপ্ত গ্রন্থের পাঠ ভ্রষ্ট বলিয়া তাহার আধারে অল্পমান করাও নির্দোষ হইতে পারে না। তথাপি ইহা বলা অত্যাুক্তি নহে যে, মল্লিকার্জুন জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কারিকাই উহার প্রমাণ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, লল্লাচাৰ্য্যের গ্রন্থে অল্পকৃত বিষয়ের পরিপূরণ, তাহাতে বিবৃত কোন কোন বিষয়কে স্থখোপায়ে আনয়ন, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে তিনি ঐ কারিকা রচনা করেন। শাস্ত্রে অপারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে উহা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে বাহ্য প্রমাণও আছে। বাঙ্গালী মল্লিকার্জুন ও মৈথিলী চণ্ডেশ্বর সমসাময়িক ছিলেন। চণ্ডেশ্বর মল্লিকার্জুনের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মল্লিকার্জুন সাধারণ পণ্ডিত হইলে তাঁহার যশ ঐ সময়ে বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া মিথিলায়ও ব্যাপ্ত হইত না। অপর পক্ষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, ভাস্করাচার্য্য ( দ্বিতীয় )—যিনি সর্ববাদিমতে সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু গণিতিক, তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ চণ্ডেশ্বর বা মল্লিকার্জুন কেহই করেন নাই। মল্লিকার্জুন যন্ত্ররচনায় বিশেষ কৃতি ছিলেন বোধ হয়। নতুবা চণ্ডেশ্বর স্বরচিত সূর্য-সিদ্ধান্তের ভাষ্যে মল্লিকার্জুনের যন্ত্রবিবরণ উদ্ধৃত করিতেন না।

চণ্ডেশ্বর তাঁহার সমসাময়িক গণক মল্লিকার্জুন সুরির নাম করিয়াছেন, অথচ তদপেক্ষা বহু কৃতি এবং খ্যাতিমান সমসাময়িক গণকচূড়ামণি ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই, ইহা মল্লিকার্জুনের বাঙ্গালীত্বের অপর প্রমাণ। ভাস্করের জন্মস্থান দেবগিরি ( খান্দেশ জেলায় ) চণ্ডেশ্বরের জন্মস্থান মিথিলা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাই ভাস্করের কৃতিত্বখ্যাতি তখনও মিথিলা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় নাই। অপর পক্ষে মল্লিকার্জুনের জন্মভূমি বঙ্গদেশ মিথিলার সন্নিকটবর্তী। অধিকন্তু তাঁহাদের সমকালে বাঙ্গালার বিদ্যাপ্রবাহের সঙ্গে মিথিলার বিদ্যাপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই হেতু মল্লিকার্জুনের কৃতিত্বখ্যাতি চণ্ডেশ্বরের কানে পৌছিয়াছিল, তাহা খুবই স্বাভাবিক। ঐ হেতুই মল্লিকার্জুনের জন্মস্থান ওয়ারেন ও দীক্ষিতের অল্পমানানুস্মরণ স্বদূর তেলেগুদেশে ( রামেশ্বরের সন্নিকটে ) হইতে পারে না।

# বঙ্গালী প্রাচীন পুথির বিবরণ

৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বঙ্গালী প্রাচীন পুথির এই বিবরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয়ের লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা এবং বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সমেত প্রকাশিত হইল। মূল্য সদস্ত-পক্ষে ১০, সাধারণ-পক্ষে ১৮/০।

MODERN REVIEW, January 1934 :—The books are properly described with suitable extracts and colophons. The introduction from the able pen of Prof. Chintaharan Chakravarty takes note of the most interesting and important works, and forms a good review of the present batch of 200 Mss. described within.

ADVANCE (29.10.33) :—A fairly good number of the works described here are of interest and importance from the point of view of antiquity, rarity or the subject-matter dealt with therein... It is a pity however that the compilation and publication of the descriptive catalogue of Manuscripts of Bengali works in the Parishat Library is making a very slow progress only one-eighth of the collection so far made having been described in the course of three years for the alleged paucity of funds, which thus stands in the way of drawing the attention of scholars to many a gem hidden in this valuable collection of manuscripts.

AMRITA BAZAR PATRIKA—(29.10.33)..... Prof. Chakravarty has done well in the different sections of his short but informative introduction to draw the attention of scholars to all..... matters of interest scattered over the work and apt to escape the notice of even the scholars. This introduction and the elaborate index appended to the work will go a great way in increasing the usefulness of this catalogue.

প্রবাসী (গৌর, ১৩৪০) :—..... বিবরণ লিখিত, ভূমিকা উপাদেয়। বাহার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ঘণ্টটির মূল্য যথেষ্ট।..... পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুগণ সমীপে সাহসনয় প্রার্থনা, সত্তর পুথির বিবরণ প্রকাশের একটা স্বাব্যবস্থা করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন হউন।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৬ই কাষ্ঠিক, ১৩৪০) :—এমন অনেক পুস্তকের পুথি এই বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি পণ্ডিতসমাজে আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। নানা দিক দিয়া পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণদ্বারা সংক্ষেপে তাঁহার ভূমিকায় আলোচনা করিয়া গ্রহণ ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

CALCUTTA REVIEW (January 1934) :—The work will come as a great help to all who study Bengali literature from the historical view-point..... In the introduction which is interesting we find an attempt made to evaluate these Mss. from different angles.....

বলরাম কবিশেখরকৃত

কালিকামঙ্গল বা বিজ্ঞানসুন্দর

সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ

মূল্য—সদস্য-পক্ষে ১০, সাধারণ-পক্ষে ১৮/০



# অশ্রান

সর্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্বল্য  
অমৃতবৎ

ভ্রাশক্তি হ্রাস, মস্তক ঘূর্ণন, কাশ্যে অমনোযোগিতা, তিষ্টিরিয়া,  
সর্বপ্রকার মানসিক এবং শারীরিক দৌর্বল্য প্রভৃতি  
রোগে 'অশ্রান' ব্যবহার করিলে  
অমৃতবৎ ফললাভ হয়।

অশ্রান সেবনে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি  
দূর হয়—দেহ মন নববল সংস্থাপন করে। ছাত্র  
এবং ব্যায়ামকারিগণ ইহা সেবনে  
বিশেষ উপকার পাইবেন।

ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি রোগদুই  
স্থানে 'অশ্রান' ব্যবহার করিলে রোগাক্রান্ত  
হইবার ভয় থাকে না।

বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( বৈজ্ঞানিক )

বঙ্গাব্দ ১৩৪০



পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



কলিকাতা, ২৪৩১, আগার মার্জার রোড  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির  
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বরিংশ বর্ষের কর্মপ্রাক্কপণ

সভাপতি

ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এইচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবী

প্রাচ্যবিজ্ঞানসাহিত্য, সিদ্ধান্তবিস্তারি

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিবি বাহাদুর এম এ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথদাস বাচস্পতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্দ্যাতীর্থ

ডক্টর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ-ডি শ্রীযুক্ত বদন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদত্ত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমলচরণ বিদ্যাত্মক

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ,

সহকারী সম্পাদকগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ

ডক্টর শ্রীযুক্ত হরকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হনুতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বোষাল এম এ, পি-এইচ ডি

প্রবন্ধাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ ( সাহা ) কৃষ্ণ বি এস-সি, মি ডি এ

শ্রীযুক্ত দেবীধর ঘোষ

## চত্বরিংশ বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভাপণ

- ১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্নি ; ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি ;
- ৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ ; ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবজ্জ ; ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরকুমার সেন এম এ ; ৭। শ্রীযুক্ত হৃদালকান্তি ঘোষ ভক্তিব্রূষণ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মঙ্গলমোহন বসু এম এ ; ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অমুসলমান-বিশারদ ; ১০। শ্রীযুক্ত সচীনকান্ত দাস ; ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম-এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট ; ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস-সি (লণ্ডন) ; ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিত্বরণ কাব্যালঙ্কার ; ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বি এস-সি ; ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ; ১৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস ; ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুব্রজ সেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, ভিৎসরত্ন, এল এ এম এস ; ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ; ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এক সি এস (লণ্ডন) ; ২১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আন্তোভাব চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত লজিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচা ; ২৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সৈয়দ এম বি ; ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীমুন্সীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

( প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন )

১। চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন	শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী এম-এ ...	২৫
২। 'চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন' ( আলোচনা )	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন	১০৪
৩। ফতেয়াবাদ	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ ...	১০৭
৪। কুন্তিবাসের জন্মশক ( আলোচনা )	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বন্দ্ব	১১১
৫। রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র	শ্রীযুক্ত নিতাধন ভট্টাচার্য্য	
	কাব্যসাম্রাজ্যতীর্থ এম-এ ...	১১৩

## সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

অধুনা ছাপ্রাপ্য 'সমাচারদর্পণ' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র হইতে সেকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদে এবং পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনাকারিগণের অবশ্যপাঠ্য।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২১, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২০/০, সাধারণের পক্ষে ২০।  
দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে—৩, ৩০, ৩০ টাকা।

## সাময়িক পত্রের তালিকা

সকলেই জানেন যে, বঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সাময়িক পত্রের সংগ্রহ বৃহত্তম। এই তালিকায় প্রথমাবধি ১৩৩২ বঙ্গাব্দের শেষ পর্যন্ত সংগৃহীত সাময়িক পত্রের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য তিন আনা মাত্র।

## বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ডক্টর শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে, এম. এ., ডি. লিট., মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সহিত। ১৭২৫—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। মূল্য সাধারণ ও সদস্যপক্ষে ১৪ ও ১০।

ডক্টর শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“প্রথম পঞ্চিকং হিলাবে না বউক, সেই পঞ্চকে হনির্দিষ্ট ও যথগম্য করিবার জন্য প্রত্নকার যে পরিচয়, বহু ও অনুমান দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রত্নকে শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আবরণীয় করিবে এবং বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাঁহার উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না।”

## সুলভে পরিষদগ্রন্থাবলী

### ন্যায়দর্শন

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। সদস্য-পক্ষে ও সাধারণ পক্ষে মূল্য এইরূপ,—প্রথম খণ্ড—১৥০, ২৥০ ; দ্বিতীয় খণ্ড—২১০, ২৬০ ; তৃতীয় খণ্ড—১৥০ ২৮ ; চতুর্থ খণ্ড—১৥০, ২৮ ; পঞ্চম খণ্ড—২৮, ২৥০ ।

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (April 1933, P. 471).—This work will remain for many years the standard work in Bengali on the Nyayasutras.

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে ৬৥০ এবং সাধারণ-পক্ষে—৮৥০

### পদকম্পতরু

সম্পাদক ৮সতীশচন্দ্র রায় এম-এ। সদস্য ও সাধারণ-পক্ষে মূল্য এইরূপ—প্রথম খণ্ড—১৮, ১৥০ ; দ্বিতীয় খণ্ড—১১০, ১৬০ ; তৃতীয় খণ্ড—১১০, ১৬০ ; চতুর্থ খণ্ড—১৮, ১৥০, পঞ্চম খণ্ড—১৮০, ১১০ ।

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে—৫৮ এবং সাধারণ-পক্ষে ৬৥০

### রুগ্ধ্র সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

- |  |  |
|--|--|
| (ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ-পক্ষে ২৥০, সদস্য-পক্ষে ১৬০ |  |
| (খ) মেঘদূত ( মূল, অম্বর ও পদ্মাসুন্দর )—শ্রীযুক্ত পাঁচকাড়ি ঘোষ ... ১৮, ৬০           |  |
| (গ) ঋতু-সংহারম্ ( মূল টীকা ও পদ্যাসুন্দর )—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার... ১৮, ১৮           |  |
| (ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্ ( মূল ও পদ্যাসুন্দর )—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ... ১৮০, ১৮০      |  |
| (ঙ) উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০, ১০                   |  |
| (চ) ভারত-ললনঃ—৮রামপ্রাণ গুপ্ত ... ১৮ ১৮  |  |
| (ছ) A History of Bengali Literature—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি-এ ২৮, ২৮               |  |
| (জ) Rabindranath : His Mind and Art and other Essays এই ১৮, ১৮                       |  |

## হাতের ভাষা

### শ্রীবিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী প্রণীত

১৬নং কাগী মিত্র ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা ।

( গ্রন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে প্রাপ্য )

হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় সম্যক জানিবার একমাত্র পুস্তক। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনতিজগণও এই পুস্তক-সাহায্যে জীবনের সকল তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ছয় মাস মধ্যে ১১০০ খণ্ডবিশিষ্ট একটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াই পুস্তকের সার্বজনীন প্রীতির একমাত্র নিদর্শন। মূল্য ১৥০ বেড় টাকা।

# এডওয়ার্ডস্ টনিক

ম্যালেরিয়া আদি  
জ্বররোগে অব্যর্থ

বটিকুক্ষণ পাল এণ্ড কোং  
ম্যাকফ্যাক্চারিং কমিউনিস  
কলিকাতা

## প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৩শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োগপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির।

সেবাইত - শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

## কুঁচের তৈল

টাক ও কেশপতনের অব্যর্থ মহৌষধ।

শিশি ১ টাকা, ৩ শিশি ২৫০ টাকা। ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

ডাঃ এন, সি, বসু—১২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, শ্রামবাজার, কলিকাতা।

## চশমা

খরিদারকে যে কোন প্রকারে চশমা বিক্রয় করিতেই হইবে, ইহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষান্তে যদি চশমার নিত্যন্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ “লাইস্” লেন্সের চশমা জ্বলন্ত মূল্যে দিয়া থাকি। সকল প্রকার গ্লাস ও লেন্সের বিপুল আয়োজন। প্রাপ্তিস্থান—ইউনাইটেড অপটিক্যাল সার্ভিস, ৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রিট, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

একমাত্র প্রোঃ—শ্রীবগলাকান্ত রায়।

## পরিষদ গ্রন্থাবলীর মূল্য হ্রাস

কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত কিছুদিনের জন্য নিম্নোক্ত

পরিষদ গ্রন্থাবলী অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করা হইবে।

গ্রন্থ এবং লেখক বা সম্পাদক

সদস্ত-পক্ষে অর্দ্ধমূল্য সাধারণ-পক্ষে অর্দ্ধমূল্য

১।	কঙ্কিপুরণ—রামলোচন দাশগুপ্ত	১/০	৥০/০
২।	জ্যোতিষ-দর্পণ—অপূর্বচন্দ্র দত্ত	৥০	৥০/০
৩।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—২য় ভাগ ১ম এবং ৩য় ভাগ ১।২ সংখ্যা	৥০	৬০/০
৪।	দুর্গামঙ্গল—অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ	১০	৥০
*৫।	সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম ( তিন খণ্ড ) —নিভ্যানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর	৫৮	৫৮
৬।	তীর্থ-মঙ্গল—কবিরাজ বিজয়রাম সেন	১/০	১/০
৭।	মৃগলুক—দ্বিজ রত্নদেব	১/৬	৮/৬
৮।	মৃগলুক-সংবাদ—রাম রাজা	১/৬	৮/০
৯।	গঙ্গামঙ্গল—দ্বিজ মাধবাচার্য	১০	১/০
১০।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—ভবানীশঙ্কর দাস	১০/০	৥০
১১।	জ্ঞানসাগর—কান্ধু ফকির	১০	১/০
১২।	সারদা-মঙ্গল—মুক্তারাম সেন	১০	১০/০
১৩।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৥০	৥০/০
১৪।	গৌরাজসন্ন্যাস—বাসুদেব ঘোষ	৮/০	১/০
১৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস—কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস	১/০	১৮/০
১৬।	সর্বসংবাদিনী—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	৬০/০	১০/০
১৭।	মনোবিজ্ঞান—নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য	৥০	৬০
১৮।	উদ্ভিদ-জ্ঞান ( ১ম ও ২য় পর্ব )—গিরিশচন্দ্র বসু	৬০	১০/০
১৯।	লেখমালাহুক্রমণী—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	১০/০
২০।	শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—কৃষ্ণদাস	৥০	৬০
২১।	ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ( গিজো-লিখিত ) —রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	৥০	৬০
২২।	কৌলমার্গরহস্য—সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	৥০/০	৬০
২৩।	সংকীর্ণনামৃত—দীনবন্ধু দাস	১/০	১০/০
২৪।	শ্রীধর্মপুরাণ—ময়ূরভট্ট	১/০	৬০
২৫।	গ্রহগণিত—রাজকুমার সেন	১৮	১০

শ্রীমুকুন্দমোহন দাস, সহকারী সম্পাদক

\* পৃথকভাবে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২৮।

# চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন

[ শ্রীযুক্ত আক্ষয় করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত, চট্টগ্রামে প্রাপ্ত  
মূল পুঁথির যথাযথ অনুলিখন ]

উত্তর<sup>১</sup> না ( দে )য়<sup>২</sup> ভাই কিসের কারন<sup>৩</sup> —ধুঃ—আমা<sup>৪</sup> সব নিজ দাস—কথা<sup>৫</sup>  
জাও<sup>৬</sup> কার পাস—ভাই ২ বুলি শ্রীদামে কর ক্রন্দন—দাস প্রতি দেখ  
ভাই ৩ নয়ান—ধুঃ—। ছই হাত দিয়া মাথে—শ্রীদামে বান্দে রাজপদে—৮  
কান্দিয়া ২ শ্রীদামে বোলে—.....রৈল দাদা মাএর কোলে—ধুঃ।  
চাহিয়া দেখ ঠাই ঠাই বাথানেতে রইল গাই—উঠ ভাই কানাই চল  
গোটেতে<sup>৭</sup> জাই—গোটে গীয়া<sup>১০</sup> করি গিয়া ( থে )লা—শ্রীদামের কথা  
যু<sup>১১</sup>—যুথি হইল চক্রপানি—চণ্ডীদাসে<sup>১২</sup> বোলে সার—কৃষ্ণগতি  
মোভাকার<sup>১৩</sup>—এথা কৃষ্ণ যন্তরে জানিল—জসোমতি ভূমিপরি

১। উত্তর—বানান, বোধ হয়, দীর্ঘ উকার দিয়া করা হইয়াছে। হরফে মাত্রার উপরিস্থ ত্রিধাগ্ রেখার অভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। অক্ষরের নিয়ন্ত্রণে বক্ররেখার বিস্তৃতি হইতে দীর্ঘ উকার অনুমান করা হইতেছে।

সংযুক্ত অক্ষরের সঙ্গে ‘খেক্’ জড়িয়া দেওয়া এতদঞ্চলের উচ্চারণ ও বানানের একটি বিশেষত্ব। পুঁথির দুঃক্ষ, দুঃখ, বির্ক (বুদ্ধ) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। আমাদের ছাত্র-বন্ধুরাও প্রায়ই লিখিয়া থাকেন, ‘জর্জ’ ‘শয়্যা,’ ‘সাহাধা’ ইত্যাদি।

২। নায়—নাই; অথবা না ( দে )য়, না দেয়—না দেহ [ ‘দেও’ অর্থে ‘দেহ’র পরিবর্তে ‘দে’ পুঁথির অন্তর্ভুক্ত আছে ]।

৩। বানানে সর্দ্ধা ৭ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই; [ ৮। ৪ পৃষ্ঠায় ২য় লিপিকারের হাতের লেখায় একবার মাত্র প্রাণ্ড গিয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠায় ১ম নং মন্তব্য্য দ্রষ্টব্য ]।

৪। অ, আ এর পরিবর্তে যথাক্রমে য এবং রা প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে [ অন্তঃস্থ ‘র’ কিন্তু অন্তঃস্থ ‘য’এর মত, অর্থাৎ নিম্নস্থ বিন্দু বাদ দিয়াই লিখিত ]।

৫। বাঞ্জন-সংযুক্ত আদি ‘ও’কার প্রায়ই পরিত্যক্ত হয়। এই পৃষ্ঠার শেষ পঙ্ক্তিতে ১ম শব্দ ‘রহিনি’ দ্রষ্টব্য।

৬। অন্তঃস্থ ‘য’এর পরিবর্তে প্রায় সর্বত্র বর্ণীয়জ ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র পুঁথিতে এক জায়গায় অন্তঃস্থ ব’ দেখা গেল। শেষ লাইনে ‘দুবা’ শব্দ দ্রষ্টব্য।

৭। কালি মুছিয়া যাওয়ার অপাঠ্য হইয়াছে। অনুমান, “ভুলিয়া” পাঠ হইবে।

৮। মিলের পরিবর্তে এইরূপ গরমিল অনেক স্থলে আছে। ক্রমশঃ দ্রষ্টব্য।

৯। অঙ্গপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথিত ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমন ইহার বিপরীত রীতিও উচ্চারণে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যথা, খঅজ্ (paper) \* খাঅজ্, \* কাঅজ্, কাপজ্; ছব্ ছরানি (চাকর চাকরাণী), ইত্যাদি। বিপরীত রীতির উদাহরণ, গোটে, বুৎবার [ ১০। ১০, ২য় পৃষ্ঠা ] ব্যাদি, শিগ্র, ওষদ [ ৪। ১০ পৃষ্ঠা ]। আমাদের বি এ ক্রমের ছাত্রেরাও মধুসূদন নামটির বেল্লপ অঙ্কিত বিকৃতি করিয়া থাকেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, \* মধুসূদন [ ৭-৮ ], মধুসোদন [ ৭-৮, উ-৩ ], মধুসোদন [ ৭-৮, উ-৩, দ-৭ ]।

১০। এক শব্দের বিবিধ বানান অনেক স্থলেই আছে। পরেই ‘গিরা’ রহিয়াছে।

১১। সমগ্র পুঁথিতে ভাগব্য শ’এর প্রয়োগ বিরল। শুধু ‘শ্রীদাম’ ও ‘শ্রীরাধে’ শব্দবয়ের শ্রীতে ভাগব্য শ’এর স্তম্ভি দেখিলাম। লিপিকার দ্বন্দ্ব্য স এবং সর্দ্ধা ব নির্বিচারে ব্যবহার করিয়াছেন।

১২। ভণিতা মাত্র দুইবার আছে। ৩য় পৃষ্ঠা [ ৪। ১০, ২য় ] দ্রষ্টব্য।

১৩। সবে, সবাই প্রভৃতি ব-যুক্ত বানানও আছে। ‘সবাই’ রূপটিও আছে [ ৩। ১০, ২য় পৃষ্ঠা ]।



কান্দে উচ্চস্বরে—রাগ্নি ডাকিলে বাছা উজ্জ্বল না দে মোরে—রানি  
বোলে বাছা রত্নমনি—তুঙ্গি না বোল তুঙ্গি—মর্যা জাবে (য)ভাগিনি  
রাগ্নি—ধুঃ—। জদি রাগ্নি মর্যা জাবে— বধের ভাগি তুঙ্গি হবে—  
জদি তোমার মা মর্যা জাবে—মা বলি কারে ডাকবে—জসোদা  
রহিনি কান্দে কান্দে গোপিগন—বালা বৃদ্ধ যুবা কান্দে জথ পোরজন—২  
রাধার রোদনে বসাইলা নারায়ন—চতুর... প্রভু গুণধাম—  
চতুরভুজ মূর্তি হইল প্রভু ঘনেশ্বাম—ধুঃ।—জারে বেদে দিতে নারে  
সিমা—কর্যাছে তাহার মহিমা—এক মূর্তি জসোদার কোলে সুইয়া  
রহিল—আর মূর্তি হইয়া নগরে চলিল—হাতেতে মোহন বাসি কান্ধেতে  
ঝুলনা—মাথো জটা করি জাএ জথা ব্রোজকনা—ধুঃ—॥ দেখিআ  
ব্রোজের নারি—বোলে যাইল ত্রিপুরারি—নন্দ ঘোষ ২ ডাকে ঘন ২  
তোক্ষার পুঞ্জ রঘুমনি হইয়াছে কেমন—রানি বোলে কেবা ডাক  
চিনিতে না পারি—বৈদ্য বোলে যাগো রানি আমার নামটি হরি—  
কথাএ থাক বাপু কথাএ তোক্ষার ঘর—কি নাম তোমার মাতাপিতা  
কিবা নাম? বৈদ্য বোলে যাগো রানি য়নহ বচন—যামার পরিচয়  
রাগ্নি দিব এই ক্ষন—সান্ত্বীপুরেতে বারি মায়া বাপ আছিল—  
শ্রীহরি বোলিআ মোরে নামটি রাখিল—হরিদাস বৈদ্য বোলি ডাক  
সর্বজন—ধুঃ—। সান্ত্বীপুরে মম বাস খ্যাতি হইল বৈদ্য হরিদাস—  
সান্ত্বীপুরের সতি নদিয়াতে বারি—১—জরবারি জরজারি ভাল করিতে

১। ভাষার প্রাচীনত্ব সথেষ্ট মূর্তি-প্রদর্শন-কল্পে সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় পুণ্ডরিক বিবরণে ( সা. প. প.,  
অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৩০৯, পৃঃ ৫৬ ) লিখিয়াছেন, “উত্তম পুরুষে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া বাবহার নূতন নয় কি?”

২। পুরজন অথবা পৌরজন—উভয়েরই বিকৃত বানান হইতে পারে।

৩। ‘উ’ এবং ‘ও’ স্বরস্বরের অভিন্নত্ব এতদঞ্চলের উচ্চারণে বিরল নহে। সোবর্ণের নারি [ ৮১/০, ৫ পৃঃ ]  
ওকারের পরিবর্তে ওকারও বিরল নহে। গোরজিতা—গৌরবিতা [ ৬১/০, ৫ পৃঃ ] মৈমনসিংহ  
অঞ্চলের ‘চুর’ ‘কুল’ [ চোর, কোল, এর পরিবর্তে যথাক্রমে ]।

৪। এখানে পাঠের সংশয় নাই। এরূপ গৌজামিল অনেক আছে।

৫। ঝুলি বা ভিক্ষাপাত্র। বাণী কৃষ্ণের, ভিক্ষাপাত্র মহাদেবের। পরেই ত্রিপুরারির কথা আছে।  
চরিত্র অভিন্ন, প্রমুখ্যক্রে কোশলে বর্তমান ‘চণ্ডিদাস’ তাহারই ইঙ্গিত করিলেন কি?

৬। এখানেও দেখি, ‘রঘুমনি নীলমণি’ হইয়াছেন, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ১৯/০, ২য়  
পৃষ্ঠায় “সিতাক্ষেপে জেই নামে বাঙ্কিলেক সিঙ্খ” দ্রষ্টব্য।

৭। পূর্বে বারম্বার উক্ত হইয়াছে, কবির এইরূপ গল্পমিল বা গৌজামিল অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

৮। ‘ড’ র য়ো র ভেদ :—শুধু চট্টগ্রাম নয়, সমস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষত্ব। এতদঞ্চলের ছাত্রেরা ‘ড’ এ  
বিন্দু, চ’এ বিন্দু বলিয়া অক্ষরের ধ্বনি এবং আকৃতি আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। তথাপি  
‘বাড়ী’ ‘বারী’তে এবং ‘ঘর’ ‘ঘড়ে’ রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভূবি উদাহরণ পাওয়া যায়।

৯। “সান্ত্বীপুরে বসতি” পাঠ হইবে না তো? পুঁথিতে কিন্তু স্পষ্ট ‘র’ পাঠ আছে।

১০। ‘সান্ত্বীপুর’ ‘নদিয়ার’ এক সঙ্গে উল্লেখ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈদ্য মহাশয়ের নামটিও  
আবার হরিদাস। এই ‘চণ্ডিদাস’ের বক্তব্য এখানে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলাম না। বৈদ্য মহাশয়ের বাড়ী  
‘সান্ত্বীপুর’ ‘নদিয়া’ উভয়ত্র, অতএব ‘সান্ত্বীপুর’ ‘নদিয়া’ একই স্থান, বর্তমান চণ্ডিদাসের ভৌগোলিক  
জ্ঞান এবং বিধি? তবে অসুস্থান অনিবার্য,—সান্ত্বীপুর নদিয়ার সাহায্য এই চণ্ডিদাসের অবস্থিত  
নহে। স্মরণ্য আশঙ্কা হয়, ইনি চৈতন্য-পরবর্তী।

পারি—এথ য়নি নন্দরানি য়াসন য়ানি দিল—  
 বৈদ্যরূপি হইয়া হরি য়াসনে বসিল—রাণি বোলে বৈদ্যরাজ—হরিদাস  
 তোমার নাম—দেহ মোরে পুত্রদান—বৈদ্য বোলে য়াগো রানি  
 তোমার পুত্র য়ান চাহি— কোন ব্যাদি হইয়াছে সিরা ধরি চাহি—  
 সিগ্র করি জাও রানি তোমার পুত্র য়ান—অন্ত গোপির কোলে  
 দিয়া আমার কথা য়ন—জশোদাএ দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে—  
 রাধাকৃষ্ণ পানে চাহি চণ্ডীদাসে বোলে ॥ ÷ ॥ রানি বোলে বৈদ্যরাজ  
 য়ামিত না চিনি—কি ঔদে ভাল হএ আমার নিলমনি—  
 ধুঃ—১—রানি বোলে বৈদ্যরাজ নাম ধর—নিলমনিথে রক্ষা  
 কর—বৈদ্য বোলে নন্দরানি কহি তোমার ঠাই—কথ ধন দিবা  
 রানি তাহা বোল ঠাই২—রানি বোলে নন্দপুরে জত রত্নমনি—  
 সকল দিবাম য়ামি জাদবনিছনি—এই সব ধন জদি মনে নাহি  
 ধরে—দাশি কর্যা নিআ জাও নন্দজসোদারে—ধুঃ—১,  
 আঞ্চল পাতিল য়ামি—বাছা ভিক্ষা দেয় তুঙ্গি

১। 'চাহি'র অর্থ 'পরীক্ষা গ্রহণা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখি'। 'চাহি'র এইরূপ প্রয়োগ চট্টগ্রামের কথিত ভাষার রীতিসিদ্ধ (idiomatic)। বাজারে নাছ দর করিতে গেলে হামেশা এই প্রয়োগটা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার কুটী জেলেরা বিক্রেতব্য মৎস্তের গুণকর্ত্তন করিয়া বলে—“হালা, পান খাইয়া ছইয়া রইচ্যা” (শালা অর্থাৎ মৎস্তরাজ, পান খাইয়া শুইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ তাপুল-রাগ-রঞ্জিত অবস্থার মত ইহার দেহকাস্তি)। চট্টগ্রামের জেলেরা বলে, “ওখা, ছাতক্, ছাতক্ না, বা” (ও বাবা, চাহিয়া দেখুন, চাহিয়া দেখুন না, অর্থাৎ যোগে দেখুন, মুদ্র ইউন; দাম পরে) ছাতক (চাহিতে হটক, চাহিতে আজ্ঞা হটক (?) [আসত্যক্, বসত্যক্—আহন, বহন]

পুঁথিতে এইরূপ চট্টগ্রামের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ আরও আছে। বর্তমান পুঁথির চণ্ডীদাস চট্টগ্রামের নন তো? 'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্নের মূল পালাটি 'বড়ু', 'দ্বিজ' 'দীন' যে কোনও চণ্ডীদাসের হটক না কেন (এ সম্বন্ধে কোনও অনুমান ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পরিণত হইয়া পড়ে বলিয়া আশঙ্কা হয়), বর্তমান পুঁথির ভাষাও বিষয়বস্তুতে দুইটি ভণিতা-ব্যতিরিক্ত চণ্ডীদাসের অপর কোনও নিদর্শন দ্রুত নহে কি? আমরা অন্তত বলিয়াছি, পালাটির প্রচলন শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না। 'শিশুবাথক'ও পালাটির মুদ্রিত রূপান্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। পালায় পরিকল্পনা একেবারে কবিত্ব-বর্জিত, এ কথা বলা চলে না। তবে বর্তমান পুঁথিতে পালাটির 'খোল ও নৈচা' দুই-ই বদলিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে সম্বন্ধের অবকাশ দেখা যায় না।

২। মিলের অনুরোধে এইরূপ গৌণামিল আরও আছে। কোন কোন জায়গায় মিল একেবারেই অদৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। 'নিছনি' শব্দটি বহু অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এ স্থলে বোধ হয়, 'উপহার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। “মূল বিকালো আর কি দিব নিছনি”—পদাবলী (বসন্ত রায়)।

৪। পুঁথির বিষয়ণে “কবিদ্বাদির” প্রশংসাকল্পে সাহিত্যবিদ্যার মহাশয় এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। বাৎস্যরায়ের করণ মাধুর্য্যে এইরূপ দুই একটি পঙ্ক্তি হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে বটে। কিন্তু এইরূপ দুই একটি হল ব্যতিরেকে অন্তত কবিত্বের বিশেষ নিদর্শন না পাইয়া নিজেরই রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া উঠিয়াছি। “এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা এরূপ সরল কল্পনা, চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত”—ইত্যাদি ৫৫ পৃষ্ঠায় উক্তির লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে না পারিয়া আমরা বিশেষ হুঃখিত। তবে পালাটির বস্তু পরিকল্পনার কবিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্নের ঠিক এই রকম পালায় অভিনয় বালা আমাদের খুলনা শোহর অঞ্চলে পুজল-নাচে দেখিয়াছি। আখ্যান-ভাগ এই রকমের।

বৈদ্য বোলে নন্দরানি ভোক্তার পুত্রের কি হইয়াছে জানিলাম  
 গো—যষ্টম জর নবঅণ জর দুই ব্যাধি হইয়াছে—  
 অষ্টম জর ব্যাধি তোমার পুত্রের হইছে—বৈদ্য বোলে নন্দরানি  
 তোমার পুত্রের এই ব্যাধি উচ্চ করে বাসিৎ—হইল জলের  
 কার্য্য নতুন কলসি—বিলম্বের কার্য্য নাহি চলহ সিগ্রহ  
 ঝাটে—নবম জর সঞ্চরিতে—তোমার পু(ত্র) নাহি বাচে—  
 ধুঃ— নবজর জখন হবে—কৃষ্ণচন্দ্র মরি জাবে—  
 এখ যুনি নন্দরানি কলসি যানিল÷

\*এক সত স(ং)খ্যা ছিদ্ৰ কলসিতে কৈল—০ বৈদ্য বোলে  
 আগো রানি আমার কথা যুন—০ পতিব্রতা এক নারি  
 ডাক দিয়া আন—০ রানি বোলে ব্রজবাসি সমাইগোঃ—  
 ধুঃ—আমাকে বোলিয়া দেএ  
 পতিব্রতা আছে কে—০ সবে বোলে ব্রোজপুরে একজন  
 আছে—০ জটিলা কোটিলাঃ আনে তবে কিঞ্চ বাচে—০  
 যুনিয়া সবেব বানি—০ ধাইআ চলে নন্দরানি—০ জটিল\*\*  
 ২ বলি ডাকে উচ্চস্বরে—০ ধুঃ—। জটিল গো বোলি  
 তোরে পুত্র দনে দে আমারে—০ জটিল বোলে এখ  
 জন থাকিতে আমার সতি বোলে (—০) আমার  
 সমান সতি নাহি পৌতিতলে—০ যুনিয়া রাণির  
 কথা জটিল ধাইল—০ সহশ্রু রত্ন কলসি

১। এইরূপ রচনা লক্ষ্য করিয়াই কি বৈকবদাস বলিয়াছেন, “যাকর রচি ৫ মধুরস নিরমল গদ্যপদ্যময় গীত”? এইরূপ গল্পমিল ও গৌজামিল রচনার অনেক স্থলেই পাওয়া যাইতেছে।

২। ব্যাধি কটিন বলিয়া মনে করি (‘বাসি’ প্রয়োগটি লক্ষ্য করিবার বিষয়)।

৩। ‘হইলে জলের কার্য্য’ প্রয়োগটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃষ্ণবাসে বোধ হয়, এইরূপ প্রয়োগ আছে।

\* ডবল রেখার নিম্ন অংশ (৬।০ পৃষ্ঠায় ডবল রেখার উপরিভাগ পর্য্যন্ত) দ্বিতীয় হাতের লেখা। হাতের চাপ এবং কালি বেশী পড়িয়াছে। লাইনগুলি ১ম লিপিকরের লাইনের মত সরল নহে। ‘ক’ অক্ষরটি দুই ভাবে লিখিত [“ক” “ক”]; ‘ন’ এবং ‘ল’ এর চেহারাও বিভিন্ন। পূর্ণচ্ছেদের চিহ্নও স্বতন্ত্র। প্রথম লিপিকার শুধু একটি horizontal line বা বাম হইতে দক্ষিণগামী রেখা টানিয়াছেন, ইনি তাহার সহিত অভিরিক্ত একটা বিন্দু যোজনা করিয়াছেন। লিখনভঙ্গীর আরও পার্থক্য বাহুলা ভয়ে নির্দেশ করিলাম না।

† নবঅ—নবম (?), ‘অষ্টম’, ‘নবম’ প্রভৃতি জর নির্দান-প্রাপ্ত বহুবিধ উদ্ভটনামা জরের অন্ততম কি না, জানি না।

৪। উ=ও, [ ১ম পৃষ্ঠায় (১৫) সংখ্যক মন্তব্য জঃ ] ‘জটিল’ ‘হুটিল’ ‘ললিতা’ ‘বিশাখা’ প্রভৃতিকে পদকল্পতরুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকার সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় “লৌকিক বৈকব” ধর্মরূপ কল্পতরুর পরবর্তী শাখাপ্রশাখা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

\*\* দূরস্থানে পূর্ববঙ্গের বহু শব্দের অন্ত্য আকারের হ্রস্বীকরণ হয়।

৫। মনে=ধনে [ ১ম পৃষ্ঠায় (১) সংখ্যক মন্তব্য জঃ ]

৬। এখানে স্পষ্ট ভালব্য ‘ন’ আছে। ২য় লিপিকরের ভালব্য শএ সমান ‘এন্তেদান’ আছে।

কাকে<sup>১</sup> তুলী লৈল—০ কলসি লই জটীলা গমন  
করিল—০ জমুনার তিরে গিআ উপনিত হইল—০  
মদগব্য মনে করি কলসিতে (জ)ল ভরি—০

শ্রী :—

তুলিতে লাগিল রত্নগতে জল সব জমুনাতে রইল<sup>২</sup> —০  
জটীলা বোলে গো—ধুঃ— । যুধাভাণ্ড<sup>৩</sup> মোর কাকে—০  
অপজশ সভামাঝে—০ হেনকালে সেহো প্রভু মায়া  
আরম্ভিল—০ বিদ্বত্রাক্ষণরূপে জটীলা কাছে গেল—০  
কলসি লইআ গমন করিলা—০ মাআ করি জল মাগে  
বিদ্বত্রাক্ষন—ধুঃ—॥—০ জটীলা গো বোলি তোরে—০  
জলদান দে আমারে—০ জটীলাএ বোলে দ্বিজ করি নিবেদন—০

\*রত্নগত কলসি জল নাই কিবা দিমুঃ দান— প্রভু বোলে  
জটীলাগো য়নহ বচন— কলঙ্ক রাখিলা তুমি গকুল<sup>৪</sup>  
ভুবন—ধুঃ— জটীলা গো কি করিলে— হাতের কালি  
মাথে দিলে<sup>৫</sup> — লজ্জা পাইলা জটীলাএ করিলা গমন—  
যথমুখি<sup>৬</sup> হইলা সে  
জে বসিলা তখন— জটীলার<sup>৭</sup> দয়া হইল— জটীলার  
পানে চাইল— কুটীলা কলসি লইয়া ইন্দ্রিতে দ্রাসিল—  
এখ জন থাকিতে য়ামারে সতি বোলে— য়ামার সমান সতি  
নাই থিতিতলে— এখ য়ুনি কুটীলা কলসি লৈয়া চলে—

১। কাকে=কাঁখে ( ককে )। চট্টগ্রামের উচ্চারণ সাধারণতঃ সামুদ্রাসিক হইলেও, অনেক জায়গায় বানান ও উচ্চারণে, প্রয়োজনস্থলে চন্দ্রবিন্দু পরিত্যক্ত হয়। আমাদের শ্রীমানদের বানানের এই ক্রটি সংশোধন করিতে না পারিয়া পরীক্ষায় প্রশ্ন দিয়া থাকি—“Give the meanings of বাঁড়া, পাক, আঁটা, পাঁজি, কাঁচা, কাঁচ etc. and notice the variations in their meaning, caused by the omission of চন্দ্রবিন্দু in their spelling. Describe some of the functions of চন্দ্রবিন্দু in the spelling of Bengali words.” ইত্যাদি।

২। এই দীর্ঘ পঙক্তিটির মধ্যে ছেদচিহ্ন নাই। পাঠেও কোন সংশয় নাই।

৩। যুধা—বিস্ত, শূন্ত (স্থধা-ভাণ্ড নহে)।

৪। ‘দিমু’-রূপটি ঠিক চট্টগ্রামের কথিতরূপ নহে, সম্ভবতঃ ঢাকার। চট্টগ্রামে ‘দিটু’-নৈমনসিংহে ‘দিবাম’।

৫। ‘রহিনী’ তুলনীয়।

৬। প্রয়োগটি স্বন্দর একটি প্রবচনের মত।

৭। অধোমুখী [ ‘মু’ লিখিবার ভঙ্গী এইরূপ “ম” ]

\* এই স্থল হইতে পুনরায় ১ম হাতের লেখা আরম্ভ।

৮। জটীলারে ( জটীলার প্রতি ) হইবে না তো? বজ্র বিতর্জিতে অর্থ হয় না।

যহকারে মতাংগর্কে কলসি ডুপাইলেং — তরিয়া জমুনার  
 জল তুলি লৈইল কোলে— বসন তিতিয়া গেল কলসির  
 জলে— সবে বলে ছুর ছুর এথাএ কেনে যাইলি—  
 সতিবানা গোরভিতাঃ সব জানাইলি—ধুঃ—সতিবানা জানীল—  
 যহকরঃ ছুরে গেল— সকল গোপিনিস্থানে কহে নন্দরানি—  
 তোমা সমাইঃ জল যানি দেয়া জাদবে প্রানি— যুনিআ  
 রানির বানি হরসিত হৈল পুনি—গোপিগন জাএ  
 জমুনাতে— জেই গোপি জলেরে জাএ জল নহি যাইমে ..  
 কলসি রাখিয়া সবে যধমুখি বোসে— রানি বোলে  
 বৈদ্যরাজ কিনা বোল চাইঃ— একে একে গেল গোপি অথ লোজমাই—  
 এথ জন না পারিল জল যানিবারে— জল যানিবারে জাই  
 . যাজ্ঞা কর মোরেঃ এথ যুনি বৈদ্যরাজে মনে পাইল ভাএ—  
 মাএ যামিলে জল ঐষদ না হএ—ধুঃ— জার মাএ ঐষদ  
 করে— তার পুত্র যাগে মোরেঃ— বৈদ্য বোলে নন্দরানি  
 এক জন যাছে— যেই জন কোলেতে কৃষ্ণ স্বাপনে বৈজ্ঞাছে—  
 রাখে বোলে কলঙ্কিনি হইয়াছি যামি সব লোকের ঠাঞি—  
 কেমতে যানিব জল জমুনাতে জাই—ধুঃ— নিবেদি  
 তোমার ঠাই— যামার সমান কলঙ্কিনি নাই— মনের দুঃখ  
 নিবারিতে জাই জার ঘরে— সামকলঙ্কিনি বোলি খোটা  
 দেহি মোরে—ধুঃ— দুঃখ নিবেদিতে জাই— বোলে যাইল  
 কলঙ্কিনি রাই—তুষ্টাযুক্ত হৈয়া যামি জার ঠাই খুজি  
 পানি— সেহ বোলে ঐ যাইল রাধা কলঙ্কিনিঃ—  
 জসোদা বোলে রাধা যু(ন)হ বচন—

১। মহাগর্কে, মনগর্কে, মদগর্কে, ইহার কোন একটি রূপ হইবে বোধ হয়। পাঠে সন্দেহ নাই, 'তা' স্পষ্ট আছে। লিপিকার-প্রমাদ, বোধ হয়।

২। 'ডুপাইলে' পাঠই আছে।

৩। লৈল, লৈইল—উভয়বিধ বানানই দৃষ্ট হইল।

৪। সতিবান। গোরভিতা=সতীপানা ( সতীপণা ) গোরবিতা, সতীষ্মগোরবিতা। পরবর্তী লাইনেও 'সতিবানা' আছে।

৫। 'ব্রোজজন', 'যহকর', 'জটিল', প্রভৃতি আকারের হ্রস্বীকরণ।

৬। ১ম পৃষ্ঠায় ১৩শ সংখ্যক মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৭। ১ম পৃষ্ঠায় ২য় নং মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৮। ৩য় পৃষ্ঠায় 'চাহি' শব্দে প্রাদেশিকত্ব-সম্বন্ধীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৯। এই অংশ যশোদার উক্তি।

১০। মোরে=মরে।

১১। মাঝে মাঝে এইরূপ দু'একটি করুণ উক্তির মধ্যে এক আধটুকু কবিত্ব পাওয়া যায়।

জল যানি রক্ষা কর কানাইর জীবন—ধুঃ—তুমি বহি কে  
 মোর যাচ্ছে—কৈব দুঃখ কার কাছে—জসোদাএ লৈল  
 কৃষ্ণ রাধা জাএ জলে—চৌতিস যক্ষরে শুব করে  
 জ(গ)দবেরে—রাধে বোলে ও ভগভান—তোমার পাদ  
 পদ্ম বহি গতি নাহি যার—ধুঃ—তোমার শ্রীচরণ করিছি  
 সার—স্বাপনে শুনে মোরে কর পার—তরাও ২ মোরে  
 নাও ডুবিয়া রহিল—জগত ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল—  
 ধুঃ— জদি মোরে না তরাবে—নামর মহিমা জাবে—  
 এতেক বলিয়া রাধে করিল গমন—জমুনাতে গিয়া  
 রাধা হৈল উপাসন<sup>১</sup> —ভরিয়া জমুনার জল তুল্যা  
 লইল কাকে—কানু কানু ঘরণ করে কৃষ্ণ বোলে মুখে—  
 লইয়া বাম করে কুস্ত পানে চাহে—প্রতিরজ্ঞ দেখি(৭)  
 কৃষ্ণে মুড়ড়ি<sup>২</sup> বাজাএ—  
 সর্বলোকে বোলে দেখ রাধার মহিমা—স্বাপনে করুনা<sup>৩</sup>  
 পতি জাহারে করুনা—ধুঃ—ভরিয়া জমুনার  
 পানি চলে রাধা ঠাকুরানি—হাটয়া ২ চাহে— ফিরি  
 রজ্ঞপানে চাহে—প্রতি রজ্ঞে দেখে নারায়ন—  
 যাগে পাছে ধাইয়া চলে জখ ব্রোজনারি—স্বানন্দে  
 পুলকে সবে বোলে হরি হরি—জল নিয়া দিল  
 রাধে বৈদ্যের গোচর—ধন্য সতি প্রসংসিলা সভার  
 ভিতর —ধুঃ—সবে জয় জয় বানি—  
 \* রাধা ব্রোজের ঠাকুরানি—দেখ দেখ ব্রোজের মাই—  
 রাধা বহি আর সতি নাই—৥ স্বাসন হোতে বৈদ্যরাজ  
 ওঠে সিগর্গ করি— । জল পরি দিতে রানি আন এক  
 ঝারী— এত যুনি নন্দরানি  
 শ্রীজয়দুর্গা—  
 ধাএ তরাতির—০ বৈদ্যের আনিয়া দিল সোবর্ণের<sup>৪</sup> ঝারি—ঃ॥

১। পাঠে সন্দেহ নাই। লিপিকার অথবা কবির ভৈরৱী শব্দ। উপনীত অর্থে।

২। র=ড } মুরলী=মুড়ড়ি।  
 ল=ড }

৩। “স্বাপনে করেন পতি জাহারে করুনা” পাঠ হইলে অর্থের হ্রস্বভুতি থাকে। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র  
 বাহার প্রতি কৃপালু।

\* ডবলরেখার অন্তর্ভুক্ত অংশ [ ৮০, ২য় পৃষ্ঠার “তুল্যা দিল” পর্যন্ত দ্বিতীয় হাতের লেখা। অমুনানের  
 কারণ পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে ]।

৪। উ=ও, ২য় পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক সন্তব্য ক্রঃ। এই অংশ দ্বিতীয় হাতের লেখা। “সোবর্ণের”  
 বানানে এখানে মূর্দ্ধন্ত ৭ ব্যবহৃত দেখিলাম। ১ম লিপিকারের মূর্দ্ধন্ত ৭ লেখার অভ্যাস নাই। অক্ষরের আকৃতি  
 অনুসারে “সোবর্ণের” পদের অন্তর্ভুক্ত ‘ব’ স্পষ্টতঃ মূর্দ্ধন্ত ৭, দন্ত্য ন হইতে সম্ভব।

ঝারিতে ভরিয়া জল তুল্যা লৈল হাতে—৥: জল পরিও  
বৈদ্যরাজ কৃষ্ণের মাথে দিল—৥: খণ্ডিল সকল দুঃখ  
যুস্তির হইল—৥: জয় জয় সৰ্ব হৈল জত ব্রোজনারি—৥:  
কৃষ্ণযুগ দেখ্যা সবে জাএ নিজ পুরি—৥: কৃষ্ণ কোলে  
লইয়া রানি জাএ নিজ ঘরে—৥: বৈদ্যো বোলে  
(ন)ন্দ রানি বিদায় কর মোরে—৥০ এত যুনি নন্দ-  
রানি কামানি২ আনিল—সমভাগ ধন দিয়া কৃষ্ণ  
তুল্যা দিল—::

\* বিশ্বাধরঃ মুক্তি ধরি বৈসে প্রভু ভগবান—  
ধন রত্ন জথ দিল নহে এ সমান—ব্রোজপুরে নিজ ঘরে  
জথ ধন ছিল—তথাপীয় কৃষ্ণের সমান না হইল—ধুঃ—  
বৈদ্যো বোলে ধন দিতে নার—কৃষ্ণ দিয়া বিদাএ কর—  
ধন না পাইয়া বৈদ্যো কৃষ্ণ লইয়া জাএ—নন্দ  
জসোদা দুহে কান্দে দিখরাএ—ধুঃ—রানি বোলে  
হেদে ও—আমার কর্মে এই না ছিল—ধনের (জ)গ্ন  
পুত্র হারাইল—রাধিকাএ বোলে যুনি মহে বৈদ্যরাজ—  
প্রাণনাথকে লৈয়া জাও জিবনের কিবা কাজ—ধুঃ—  
চৈতোর (?) কোমলঃ কৈল থুলসির পাত—  
নিজ নাম দাস্তভাব লিখীলা তাহাত—  
সিতারূপে জেই নামে বান্ধিলেক সিন্ধু\* —রাধানামে জেইরূপে  
পাটিল কিষ্কবন্ধু—পত্র লেখিআ দিল বৈদ্যের গোচরে—  
সমভাগ করি তবে বৈদ্যরাজে ধরে—রাধার নামে কৃষ্ণের  
নামে সমান হইল—মনস্তির করি তবে বৈদ্যরাজে  
চাহিল—শ্রীরাধের সমান ভর কিছু না হইল—শ্রীরাধের  
মহিমা তবে সকলে জানিল—ধুঃ—রাধার কলক দুরে গেল—

\* পুনরায় ১ম হাতের লেখা আরম্ভ ।

১। পড়ি—“ভুরয়োরভেদঃ” ।

২। কামানি—“তুল্যদত্ত” অর্থ কি ? এতদঞ্চলে এই শব্দের একরূপ প্রচলন পাই নাই ।

৩। পাঠে সংশয় নাই ( বিশ্বস্তর ) ।

৪। ‘মহা’ অথবা ‘অহে’ হইবে, বোধ হয় । অবশ্য, ‘মহাবৈদ্য’ শব্দের অর্থ ভীতিপ্রদ ।

৫। ‘কোমল’ পাঠ, বোধ হয়, কোলম হইবে । তাহা হইলে অর্থ করা যায় । ‘কোলম’=কলম ।  
পরেও ‘থুলসির পাত’, ‘নিজ নাম দাস্তভাব লিখীলা তাহাতে’ প্রভৃতি আছে । কিন্তু কলম কিসের তৈয়ারি,  
তাহা জানা গেল না ( আগের শব্দটির পাঠে নিঃসংশয় হইতে পারিলাম না ) ।

আমাদের সহকর্মী-বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুপ্তাচার্য্য, এম, এ মহাশয়ের লিপিতত্ত্ব বিশেষ অধিকার  
আছে । তাহার শরণ লইয়াও এই শব্দটির পাঠোদ্ধার করা গেল না । এই স্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার  
করিতেছি, বন্ধুবর দীনেশবাবু কতিপয় শব্দের পাঠোদ্ধারে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন ।

৬। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৫ সংখ্যক মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

সকল য়ানন্দ হইল—বৈদ্য বোলে নন্দনারি কহি তোমার  
 ঠাই—য়াসির্কাদ কর মোরে নিজ গৃহে জাই—ধুঃ—  
 এহি য়াসির্কাদ চাই—বোল শ্রীরাধার চরণ পাই—  
 কৃষ্ণ মুখে দেখি রানি হরিষ যতরে—কহিতে নাগিল  
 নন্দরানির গোচর—ধন দিয়া রাখ কৃষ্ণ জদি লএ মন—  
 কীনিয়া য়ানিছি কৃষ্ণ লৈয়া জাও যখনঃ ধুঃ—রানি য়ামি  
 বলি তোমার ঠাই—দেখ কৃষ্ণ লৈয়া জাই—রানি বোলে  
 য়গো রাধে নেয়ঃ গোবিন্দে—তোমার ঘরেতে রইলে  
 দেখীবামঃ তাহারে—তোমার য়ধিন কৃষ্ণ দৈবে সে হইয়াছে—  
 দাসতুল্য হইয়াছে তাহা কিনিয়া লৈয়াছেঃ—ধুঃ—জদি  
 তোমার দয়া থাকে—পুত্রদান দেয় মোরে—মুনিয়া রাণির  
 বানি—কহ রাধা য়রুধনি—লৈয়া চাও তোমার গোপাল  
 —কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখী রাধার য়ন্তরে য়ুকি—  
 করিলেক চরণবন্দন—স্রামের বামে দারাইল—ছুই হরসিত  
 হইল—ছুহে প্রেমে হরসিত  
 হৈল সর্বজন—ধুঃ—শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল—  
 ভক্তের য়ানন্দ হইল—সবে হরি হরি বোলে—  
 শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল—ইতি শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন  
 সমাপ্ত—ইতি সন ১১৮২ মঘিঃ তারিখ মাহে ১৮  
 ফাগুন রোজ বৃদ্ধবার বেকাল বেলা এই বৈইর  
 মালীক শ্রীকাসিনাথ দেয় দাস পীছরে  
 রামমোহন চৌধুরি\*—

শ্রীজনাৰ্দ্দন চক্ৰবৰ্ত্তী

- ১। 'রতরে' পাঠই আছে। রন্তরে (অন্তরে) হইবে, বোধ হয়।
- ২। রখন—'এখন' সমস্ত পূর্ববঙ্গে 'অখন' উচ্চারিত হয়।
- ৩। নেয়—নেহ [ লহ, লও ]।
- ৪। 'দেখীবাম' চট্টগ্রামের কথিত-রূপ নহে, মৈমনসিংহ অঞ্চলের। চট্টগ্রামের লিপিকার, বোধ হয়, "দেখীবাম" রূপটিকে অপেক্ষাকৃত ভণ্ড, সাহিত্যিক-রূপ মনে করিয়াছেন (Inferiority complex নয় তো?)
- ৫। পুঁধির বয়স পাওয়া গেল, ১১৮২ মঘি সন—১৮২০ খৃষ্টাব্দ। হুতরাং পুঁধির বয়স ১১৪ বৎসর। একই পুঁধিতে লিখিত অপর একটি পালার [ তারিণী চৌতিশার ] ১১৮৪ মঘি সন আছে। সমস্ত পুঁধিখানি বড় নহে, অথচ নকল করিতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। নকলকারের সংখ্যাও একাধিক। প্রধান লিপিকার 'শ্রীকাসিনাথ দেয়দাস' মহোদয় বর্ণবিজ্ঞান বিষয়ে যেমন নির্বিকার, লিপিসৌষ্টবেও তদ্রূপ নির্বিকার। লিখনপটুতার অন্ততম প্রধান গুণ ক্ষমতারও যেন অব্যবহীন। দুই বৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্র পুঁধিখানি নকল করিয়াছিলেন।

আমাদের শেষ পর্যন্ত সংশয় রহিয়া গেল, লিপিকার মহাশয়ের চণ্ডীদাস-ভণিতা-বোজনা তাঁহার সত্যানুসন্নিহিত পরিচায়ক, অথবা নিছক চণ্ডীদাস-ভক্তি, কিংবা ভণেপকাণ্ড বিদগ্ধতার 'সর্বস্বত্রে সযজ্ঞান' ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত! কীর্ত্তিমিয়া, লিপিকার এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ কবিগণের দ্বারা প্রতিভাশালী কবির ভণিতার সত্যাবহার বোধ হয়, বহুদেশে বিশ্বাসের ঘটনা নহে।

\* ইহার পরে এই পটাত্তেই 'মনো পলোয়ার' হইতে শুরু করিয়া ২য় পালার আরম্ভ



### ‘চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন’—আলোচনা

আমরা এ পর্যন্ত দুই জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। প্রথম বড়ু চণ্ডীদাস,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী পদকর্তা, কৃষ্ণকীর্তন-প্রণেতা। মহাপ্রভু ইহার পদাবলী আশ্বাদন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দীন চণ্ডীদাস—মহাপ্রভুর পরবর্তী কালের পদরচয়িতা। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ইহার বৃহত্তম পদগ্রন্থের খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি ইহাকে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং ঠাকুড়া জেলার ছাতনার অধিবাসী বলিয়া মনে করি। বোধ হয়, ইহারই দাতা দেবীদাস ছাতনার বাস্থলীর সেবক ছিলেন। বাস্থলী ছাতনার রাজবংশের কুলদেবী। হয়ত এই জন্তই দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদেও “বাস্থলী”র নাম দেখিতে পাই। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ বাসলীর উপাসক ছিলেন; কারণ, তিনি নিজেকে “বাসলীর গণ” বলিয়াছেন। ‘বাসলী-চরণে,’ ‘বাসলীর বরে’ ইত্যাদি কথাও ভণিতার মধ্যে পাই। দীন চণ্ডীদাস যে ইহার অমুকরণে “বাস্থলী”র নাম ভণিতায় ব্যবহার করিতেন, এরূপ মনে হয় না। মনে হয়, তিনি ছাতনার রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেন, রাজঅঙ্গুষ্ঠীত ছিলেন, বাস্থলী ছাতনা-রাজের কুলদেবী, এই জন্তই পদের শেষে ভণিতায় নিজ নামের সহিত বাস্থলীর নাম ব্যবহার করিতেন। ছাতনার রাজপরিবার বিষ্ণুপুর রাজবংশের মত বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রায় শ’দেড়েক বৎসর পূর্বের ছাতনারাজ লছমীনারায়ণের রচিত পদের পুঁথি পাইয়াছি। ধর্ম্ম বৈষ্ণব, কৃষ্ণলীলার পদকর্তা, কিন্তু ভূমিদানপত্রে নিজেকে “বাস্থলী-চরণশরণপরায়ণ” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। মনে হয়, এই মনোভাব রাজাঅঙ্গুষ্ঠীত কবি দীন-চণ্ডীদাসেরও ছিল। ছাতনায় প্রবাদ, তিনিও বাস্থলীর উপাসক ছিলেন, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। অবশ্য এসমস্ত আমার অহুমান মাত্র। ইহার সপক্ষে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নাই।

‘শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন’ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নহে, ইহা নিশ্চিত। ভাষায়, ভাবে, বিষয়-বস্তুতে—কোন দিক্ দিয়াই ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সহিত মিলে না। কলঙ্ক-ভঞ্জন লীলার কোন পৌরাণিক মূল আছে কি না, জানি না। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে, মাধবাচার্য্য বা বিশ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলে এ লীলা নাই। বটতলায় প্রকাশিত ‘শিশুবোধক’ গ্রন্থে কবিচন্দ্রের ভণিতায় ‘কলঙ্কভঞ্জন’ কবিতার প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এই কবিচন্দ্র কে, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। শিশুবোধকে অনেক স্থলে কবিচন্দ্র উপাধির সঙ্গে ‘শঙ্কর’র নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থাদচরিত্র, দাতা কর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন—এগুলি শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা হইতে পারে। ইহার কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রামানন্দ্রের পরবর্তী ব্যক্তি। কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠের উপাধি ছিল কবিচন্দ্র, কাহার কাহার মতে কলঙ্কভঞ্জন আদি ইহারই রচনা। অযোধ্যারাম নামে একজন কবিচন্দ্র ছিলেন। হস্তলিখিত পুঁথিতে ইহারও ভণিতায় কলঙ্কভঞ্জন ইত্যাদি পাওয়া যায়। মোটের উপর এই লীলার কল্পনা তিন শত বৎসরের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় না। সে দিক্ দিয়া ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। দীন

চণ্ডীদাসের যে স্বরূপ পদগ্রন্থের খণ্ডিতাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমণীন্দ্রমোহন বহু এম এ মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলার কোন নূতন কথা নাই। কিন্তু নীলরতনবাবুর সংগ্রহে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত রাইরাখাল, কাকমালা-দান, ব্রহ্মার ধেনুবৎস হরণ, বনভোজন প্রভৃতি এমন কয়টি লীলাবিষয়ক পদ আছে, যাহা কীর্তনীয়গণ কর্তৃক সচরাচর গীত হয় না। মোটের উপর দীন চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণলীলার ধারাবাহিক পদ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধার কলঙ্কভঞ্নে মাত্র দুইটি পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাই। এই দুইটিও নিছক পদ নহে। ইহার মধ্যে কীর্তন গানের কথা ও তুক মিশান আছে। যেন কোন কীর্তনীয়ার পালাগান অবিকল নকল করা। ইহা অপর শ্রেণীর কোন পল্লীগায়কের (যেমন কৃষ্ণমঙ্গল-গায়ক) পুঁথিও হইতে পারে। নকলের পত্রাঙ্কহীন পত্রে—“শ্রীদামের কথা যুনি, যুথি হইল চক্রপাণি। চণ্ডীদাসে বোলে সার, কৃষ্ণ গতি সবাঁকার” এই পদটি বোধ হয়, এই ছন্দেই রচিত। কিন্তু তাহার পূর্বে “উত্তর না দেয় ভাই কিসের কারণ” এই পয়ারাংশ কিরূপে আসিল? এই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পদে—“এথা কৃষ্ণ অন্তরে জানিল”—এইটুকু কথা বলিয়া মনে হয়। “যসোমতি ভূমিপরি কান্দে উচ্চসরে। যাক্ষি ডাকিলে রাদা উত্তর না দে মোরে”। এই পয়ারে পদ আরম্ভ। পরে “রাণী বোলে বাছা রত্নমণি” কথা। তাহার পরের “জদি তোমার মা মর্যা জাবে মা বলি কারে ডাকিবে” পর্য্যন্ত অংশটি ‘তুক’ বলিয়া মনে হয়। ইহার পরেই আবার পয়ার আরম্ভ হইয়াছে। ৫১/০ পত্রে “বৈদ্য বোলে নন্দরাণি তোমার পুত্রের কি হইয়াছে জানিলাম গো তোমার পুত্রের অষ্টম নবম জর দুই ব্যাধি হইয়াছে—অষ্টমজর ব্যাধি তোমার পুত্রের হইছে”। এই অংশ যে স্পষ্টতই কথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মূল গায়ক গানের মাঝে যে অংশ কথায় বুঝাইয়া দেন, কিম্বা কোন দোহারকে উপলক্ষ্য করিয়া কথোপকথনের ছলে ব্যক্ত করেন, তাহাকেই কথা বলে। মূল গায়ক নিজে এই কথা কথকদের মত অনেক সময় বেশ একটা স্বরের আমেজ দিয়াই বলেন। পয়ারের মাঝে “নবজর জখন হবে, কৃষ্ণচন্দ্র মরি জাবে” এইরূপ অংশ “তুক” বা “তুক” নামে পরিচিত। ইহাকে “অমুপ্রাসযুক্ত মিলাত্মক আখর” বলিতে পারি। মূল পদের সঙ্গে “তুক” গাওয়া হয়। সাধারণতঃ তুক গানে কোন ভণিতা থাকে না। তুক গানও ‘আখর’ দিয়া বিশ্লেষণ করার রীতি আছে। ইহা অনেক ক্ষেত্রে কোন একজন কবির রচনা বলিয়া মনে হয় না। গায়কগণ পুরুষাত্মকভাবে অথবা গুরু-পরম্পরাক্রমে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস ভণিতার মূল পদ লইয়া কোন গায়ক এই পালা তৈয়ার করিয়াছেন। আমরা তাহাই পাইয়াছি। মূলে ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। “হইল জলের কার্য্য” (৫১/০) প্রয়োগ পুরাতন। “মাএ আনিলে জল ওষদ না হএ” (৭১/০) অবিকল শিশুবোধকের কলঙ্কভঞ্নেও পাওয়া যায়। “নন্দ জসোদা ছুহে কান্দে দির্ঘ রাএ” (৯১/০) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ‘কান্দিলোঁ দীর্ঘরাএ’ রাধাবিরহ খণ্ডে এই প্রয়োগ দেখিতে পাই। “কলঙ্কভঞ্জন” কোন্ দেশের পুথি?

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়



## ফতেয়াবাদ\*

ফংহ-আবাদ (উচ্চারণভেদে ফতেহাবাদ, ফতেআবাদ বা ফথাবাদ) বা ফালা দেশের একটি প্রাচীন বিস্তীর্ণ জনপদ। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়, ৩১টা মহাল ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার রাজস্ব ছিল ২২৬২৫৬৭ দাম। এই সরকারকে ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০৭০০ পদাতিক সৈন্য সযাটের কাজের জন্য যোগাইতে হইত। মহালগুলির নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়, বর্তমান ফরিদপুর জেলার অনেকটা, যশোর জেলার খানিকটা এবং বাথরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার কতকটা লইয়া সরকারটা গঠিত হইয়াছিল।

ফতেহাবাদ বা ফতেয়াবাদ নাম কিন্তু আকবরের সময়ের বহু পূর্ববর্তী। পাঠান আমলে এখানে একটা টাঁকশাল ছিল। সেই টাঁকশালের অনেক মুদ্রা কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

প্রথমে কখন এই নামের উৎপত্তি হয়, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। ফরিদপুরের ইতিহাসলেখক ৬ আনন্দনাথ রায়ের মতে ফতে আলি বা ফতে খাঁ নামক মোগল আমলের এক শাসনকর্তার নামে ফতেয়াবাদ নাম হইয়াছে। কিন্তু যে নামে পাঠান আমলে এত মুদ্রা বাহির হইল, সে নামের উৎপত্তি কখন মোগল আমলে হইতে পারে না। রিয়াজুস সালাতিতনের অনুবাদক খাঁ বাহাদুর আবদাস সালাম বলেন,—বাক্সালার স্বাধীন নূপতি জালালুদ্দিন আবুল মজফ্ফর ফতেহ-শাহের নামানুসারে ফতেয়াবাদের নাম হইয়াছে। এই নূপতির রাজত্বকাল ১৪৮১—১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। এ দিকে রাখাল বাবু তাঁহার বাক্সালার ইতিহাসে কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত মুদ্রার তালিকার দোহাই দিয়া ফতেহাবাদ নামাঙ্কিত (রাজা গণেশের পুত্র) জালালুদ্দিন আবুল মজফ্ফর মুহম্মদ শাহের মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জালালুদ্দিন পূর্বোক্ত আবুল মজফ্ফর ফখরার অনেক পূর্ববর্তী। সুতরাং ফতেহ-শাহের নামানুসারে নামকরণ হইয়া থাকিলে রাজা গণেশের পুত্রের মুদ্রায় এই স্থানের নাম কখনই থাকিতে পারে না।

আমরা যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তালিকায় উল্লিখিত পরিচয় সন্দেহজনক। মুদ্রার উপরে যে যে অক্ষর স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে ফতেয়াবাদ বা তাহার সমানার্থবোধক কোন স্থানের নাম ঠিকমত উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং ফতেহ-শাহের নামানুসারে ফতেয়াবাদ নাম হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমানে কোন বাধা নাই। পরবর্তী পাঠান নূপতিগণের কাহারও কাহারও নামাঙ্কিত মুদ্রা যে ফতেয়াবাদ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা অবিসংবাদিত।

ডক্টর ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বিজয় গুপ্ত-প্রণীত মনসামঙ্গলের কোন পাঠে পাইয়াছেন—

উত্তরে অর্জুন রাজা প্রতাপেতে ঘম ।

মুল্ক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম ॥

বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উল্লিখিত “অর্জুন রাজার” প্রতাপ যতই হইয়া থাকুক, হুসেন শাহের মৃত্যু হইতে জানা যায় যে, ফতেহাবাদ তাঁহার শাসন মানিয়া চলিত। ইহার পরবর্তী সময়ে নানা প্রসঙ্গে ফতেয়াবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে মুনিম খাঁ খানখানানের আমলে আমরা মুরাদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে ফতেয়াবাদ ও বাকলা সরকার জয়ের কার্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। রাজা মুহম্মদরাম কিছু কাল ফতেয়াবাদ শাসন করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ মোগল বাদশাহের অধীনে)। ফতেয়াবাদের বঙ্গজ কায়স্থসমাজ তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আকবরনামায় দেখিতে পাই, তিনি মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করেন।

আকবরনামায় পাওয়া যায়, খাঁ আজিম কোকা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হইলে ফতেয়াবাদ হইতে কাজীজাদা নামক এক বিদ্রোহী নেতা তাঁহার নৌবাহিনী লইয়া মোগল ধোন্ধাদিগের সম্মুখীন হন। কামানের গোলায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ)।

সৈয়দ কবি আলাওল তাঁহার কাব্যে মুল্ক ফতেয়াবাদকে গোড়দেশে “প্রধান” বলিয়া গিয়াছেন। তিনি মূলতঃ ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুর পরগণার অধিবাসী ছিলেন। নিজের জন্মভূমির গৌরব-বর্ণনা কিছু অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের অধিপতি মজলিস্ কুতবের অমাত্য। বাঙ্গালা দেশে বার ভূঞার বিদ্রোহের সময় যে সকল পাঠান বীর স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, মজলিস্ কুতব ছিলেন তাঁহাদেরই অগ্রতম। মির্জা নথনের বাহারিস্তান গৈবীতে আমরা তাঁহার নাম পাই। এই গ্রন্থে স্ববাদের ইস্লাম খাঁর (১৬০৮—১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ) আদেশ মত হবিবুল্লা নামক সেনাপতির ফতেহাবাদে অভিযানের বিবরণ আছে। ফতেহাবাদের অধিপতি মজলিস্ কুতব দুর্গমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মুসা খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সাহায্য আসিল; কিন্তু মোগল পক্ষে ভূষণার রাজা সম্রাজ্ঞিতের বীরত্ব মজলিসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। অবশেষে মজলিস্ কুতব দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

যেখানে পাঠান আমলে মৃত্যু অঙ্কিত হইত, যেখানে মোগল আমলে বিদ্রোহী রাজা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়া দুর্গমধ্যে অবস্থান করতঃ প্রবল মোগল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইতেন, ফতেয়াবাদের সেই সমৃদ্ধ রাজধানী বা নগরের কি হইল? এ বিষয়ে তথ্য নির্ণয়ে কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। সাধারণতঃ বর্তমান ফরিদপুরকে ফতেয়াবাদ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান ফরিদপুর নগর যেখানে অবস্থিত, সেখানে পূর্বকালে—হিন্দু আমলের ত কথাই নাই, পাঠান বা মোগল আমলেও—সামান্য পল্লীগাম ভিন্ন অল্প কিছু ছিল না। রেনেলের মানচিত্র অঙ্কনের সময়েও ইহা একটা ক্ষুদ্র স্থান ছিল। কোথাও ইহার প্রাচীন গৌরবের কিছুমাত্র পরিচয় নাই।

বর্তমান ফরিদপুর প্রাচীন ফতেয়াবাদ নগর হইতেই পারে না। সে নগরের অবস্থান অন্বেষণ করিতে হইবে।

আইন-ই-আকবরীতে পাই, ফতেহাবাদের ৩১টী মহালের মধ্যে হাবেলী ফতেহাবাদ ছিল একটি এবং সহর সমেত এই মহালকে ৯০২৬৬২ দাম রাজস্ব যোগাইতে হইত। এই সহরই অবশ্য ফতেহাবাদের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। হাবেলী পরগণা এখনও আছে, ফরিদপুর নগরের প্রধান অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রাচীন নগরটা কোথায় গেল? দে-বারোস্ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার নিকটবর্তী সময়ে এ দেশের যে একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে পদ্মার দক্ষিণ দিকে—যেখানে পদ্মা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি শাখা নির্গত হইয়াছিল, তাহার অনতিদূরে—ফতেয়াবাজের (এ নামটিও প্রচলিত) অবস্থান দেখাইয়াছেন। দে-বারোস কোন কালে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। বিলাতে বসিয়া তিনি যে মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। তিনি ঢাকাকে পদ্মার পশ্চিমে দেখাইয়াছেন। ফতেয়াবাদ অধিকতর সৌভাগ্যশালী, ইহার অবস্থান অনেকটু ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু ঠিক জায়গাটি এই মানচিত্র হইতে বাহির করা সম্ভব নহে।

ফরিদপুর হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গেরদা নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাস করেন। স্থানের নিকট দিয়া পূর্বে পদ্মার প্রবল স্রোত বহিত এবং পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর বহুকাল পর্যন্ত ঢোল সমুদ্র নামে একটি প্রকাণ্ড বিল বর্তমান ছিল। কিছু কাল হইল, ঢোল সমুদ্র প্রায় বৃজিয়া গিয়াছে। প্রবাদ এই যে, ঢোলনগর নামক স্থানকে কুক্ষিগত করায় ঢোল সমুদ্র নামের উৎপত্তি। আমরা প্রথম বয়সে ঢোল সমুদ্রের বিরাট আকৃতি দেখিয়াছি। তখন নৌকা-বাহকেরা একটু বাতাস দেখা দিলে ঢোল সমুদ্র এ পার ও পার করিতে সাহস পাইত না। নিকটবর্তী স্থানে মৎস্যের প্রাচুর্য্যও অসাধারণ ছিল। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন ফতেয়াবাদ সহরের কতকটা সলিলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অস্তিত্ব হারাইয়াছে, আর কতকটা বর্তমান গেরদা গ্রামের মধ্যে লুক্কায়িত। ঢোল সমুদ্র বাদে যে স্থান অবশিষ্ট আছে, তাহাতে প্রাচীন কীর্তিঙ্গাপক এত চিহ্ন ও নাম এখনও আছে, যাহার সমতুল্য কিছুই নিকটবর্তী অল্প কোন স্থানে মিলিবে না। বড় বড় প্রাচীন দীঘী—যাহার কোনটি বিলুপ্তপ্রায়—প্রাচীন নাম বহন করিতেছে, যথা—নিমদীঘী, দীঘী মকরম খা, সাগর-দীঘী। দীঘীগুলির কোনটি উত্তর দক্ষিণ, কোনটি পূর্ব পশ্চিম লম্বা। গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। তাহাতে আজল বাহাদুর খান নামাঙ্কিত ১০১৩ হিজরীর একটি প্রস্তরলিপি ছিল (সম্ভবতঃ এখনও আছে)। হজরত মহাম্মদের কেশ ইত্যাদি চিহ্ন এক স্থানে রক্ষিত ছিল; শুনা যায়, তাহা অপহৃত হইয়াছে। প্রস্তরলিপিটি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। কিন্তু স্থানটিতে তাহার পূর্ববর্তী সময়ের অনেক কীর্তিও পরিচয় পাওয়া যায়। দীঘী মুল্লুক খোরশেদের উত্তরস্থ স্থানকে “পীলখানা” বলা হয়। কয়েকটি পুষ্করিণী-সমষ্টিত একটি স্থানকে চারি দিকে একটি প্রাচীন পরিধা ঘিরিয়া রহিয়াছে। স্থানীয় লোকে ইহাকে গড় বলে। গড়ের পশ্চিমে

নগর—ইহা সম্ভবতঃ ক্রয়বিক্রয়ের স্থান ছিল। কৃষকের ক্ষেত্র-কর্ষণকালে সময় সময় মাটির নীচ হইতে পাকা দেওয়াল বা ফটকের চিহ্ন বাহির হইয়া পড়ে। শোনা যায়, এইরূপ দেওয়ালের উপর সময় সময় নানা কারুকার্যযুক্ত মূর্তিও দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, হিন্দু রাজার রাজধানীই মুসলমান আক্রমণের পর মুসলমান নাম ধারণ করিয়া, মুসলমানের রাজধানী বা প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছে। এখানেও গড়ের মধ্যে একটি স্থান রাজা কমলাকান্তের সিন্দুকবাড়ী বলিয়া পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহা কোষাগার ছিল। এই রাজা কমলাকান্ত কে ছিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। দৌনেশ বাবুর উল্লিখিত “অর্জুন রাজা” অথবা আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাসে উল্লিখিত রাজ্যব দৌলত রায়েরও কোন সন্ধান পাই নাই।

মসজিদটি শাহ আলি বোগদাদী নামক সাধু পুরুষের নামের সহিত জড়িত। কোন পরাক্রান্ত মুসলমান শাসনকর্তা বা সামন্তের আশ্রয় না পাইলে এই সাধু পুরুষের এখানে গেরুদা বা গদৌ করার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহার শৌহিত্রবংশীয়গণ এখনও গেরুদায় অবস্থিতি করেন। এই গ্রামে শাহ তৈমুর নামক কোন ব্যক্তির প্রদত্ত বলিয়া পরিচিত কতকগুলি লাখেরাজ সম্পত্তি আছে। এই শাহ তৈমুর কে ছিলেন, জানি না। কোন কোন লাখেরাজের জন্ম পরবর্তী কালের পরিপোষক সন্দেহ দৃষ্ট হয়। স্থানটির কোন ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে পূর্ব ঐশ্বর্যের এমন চিহ্ন হাবেলী পরগণার অগ্র কোন স্থানে আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই। নগর ধ্বংসেরও এমন কারণ খুব কম স্থানেই ঘটিয়াছে। এই প্রদেশ সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে পাঠান সর্দার ও হিন্দু ভূম্যধিকারীদিগের বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে যে কত বিপ্লব মাথায় বহন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক পক্ষের কীর্তি অপর পক্ষ ধ্বংস করা কিছু বিচিত্র নহে। তাহার উপর প্রকৃতির লীলা—পদ্মা দেবীর তাণ্ডব নৃত্য। মনে হয়, প্রধানতঃ এই কারণেই কালে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে—মোগল ফৌজদারের আসন ফতেয়াবাদ হইতে ভূষণায় স্থানান্তরিত হয়।

আমাদের ইতিহাস অনেক সময়েই বাহির হইয়া পড়ে মাটির নীচ হইতে। হিন্দু ও মুসলমান আমলের এই প্রাচীন স্থানের যতটা এখনও প্রাচীন মাটির উপর আছে, তাহার খনন কার্য হইলে কি বাহির হইবে, কে জানে? তবে আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যেরূপ অর্থবল, তাহাতে সেরূপ খননের আশা ছুরাশা মাত্র।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

## কৃতিবাসের জন্ম-শক

( আলোচনা )

‘আত্মবিবরণ’-এর উপর নির্ভর করিয়া কবির সময় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে হইলে গোঁড়েশ্বরের সহিত তাঁহার পার্শ্বদগণেরও বিষয় আলোচিত হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, কৃতিবাসের বৃদ্ধপিতামহ নারসিংহ ওঝা মহারাজ বেদাম্বুজের মন্ত্রী ছিলেন এবং রাষ্ট্রবিপ্লব ( প্রমাদ ) উপস্থিত হইলে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার উপকূলে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কেহ কেহ বেদাম্বুজকে সোণারগাঁয়ের রাজা দম্বুজ রায় ( কুল-গ্রন্থের দম্বুজ মাধব ) অমুমান করেন। অবশ্য মতভেদ নাই, এমন নহে। যাহা হউক, ইহারও যথাযথ মীমাংসা<sup>১</sup> প্রয়োজন।

পাত্র-মিত্রগণের মধ্যে জগদানন্দ রায়, কেদার খাঁ, গন্ধর্ক রায়, ধর্ম্মাধিকারিণী, শ্রীবৎস এবং রাজা পণ্ডিত মুকুন্দ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। দুইটি নামে লিপিকর-প্রমাদ অথবা পাঠোদ্ধারে অনবধানতা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার ফলে কেশব খাঁ ও শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে কেদার খাঁ এবং শ্রীবৎস হইয়া গিয়াছে। আর হওয়াটাও খুব সহজ। স্ববুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ( কেদার নহে ) ও জগদানন্দ রায়, ইঁহার তিন সহোদর; তথা শ্রীকৃষ্ণের ( শ্রীবৎস নহে ) পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ রাজা কংসনারায়ণের ভগিনীপতি। মুকুন্দ ভাহুড়ী শ্রীকৃষ্ণের পিতা।<sup>১</sup> দেখা যাইতেছে, সভাসম্বর্গের অনেকে কংসনারায়ণের সম্পর্কিত। স্ববুদ্ধি খাঁ স্থলতান হোসেন শাহের পূর্ব-প্রতিপালক, পরে বেগমের প্ররোচনায় সম্রাট কর্তৃক নিগৃহীত হন। গোঁড়ের উজির গোপীনাথ বহুর ( পুরন্দর খান ) ভ্রাতা গন্ধর্ক রায়কে ( গোবিন্দ ) আমরা হোসেন শাহের দরবারেও দেখিতে পাই। পরলোকগত ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা গণেশের অল্পকাল পরে রাজা কংসনারায়ণ প্রাচুর্ভূত হন; এবং হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্বে গোঁড়ের মসনদে সমাসীন দুর্কল হাবসী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসরে উত্তরবঙ্গের অনেকখানি অধিকার করিয়া স্বরাজ্য-ভুক্ত করেন। কৃতিবাস ইহাকেই গোঁড়েশ্বর বলিয়াছেন।<sup>২</sup> গোঁড়ের ইতিহাসলেখকের অভিপ্রায়ও তাহাই।<sup>৩</sup> বস্তুতঃ সে কালে রাজা কংসনারায়ণের স্ত্রায় একজন পরাক্রান্ত ভূমাদিকারীর কোন বৃত্তিভোগী অথবা প্রসাদপ্রার্থীর পক্ষে তাঁহাকে গোঁড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত করা আরদৌ অসম্ভব নহে। কৃতিবাস রাজপণ্ডিত হইবার আশায় সভাস্ব হইয়া পঞ্চ শ্লোক আবৃত্তি করেন। কৃতিবাসের এক পূর্ব-পুরুষ নিশাপতি গোঁড়েশ্বরের প্রসাদী বোড়া পাইয়াছিলেন।

<sup>১</sup> গোঁড় ব্রাহ্মণ, পৃ ৮৭।

<sup>২</sup> বঙ্গদেশের বাদশাহী, পৃ ৮-৯। <sup>৩</sup> গোঁড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২১৩।



রাজা গণেশের দরবার হইলে মুসলমানী হাব-ভাব, আদব-কায়দার কিছু না কিছু অবশেষ পরিচক্ষিত হইত ; দুই একজন বিশ্বস্ত আমীর ওমরাহ বা অনুচরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত ।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে রাজা কংসনারায়ণের পূর্ণ প্রভাব । প্রাচীন সাহিত্যে তাহার প্রমাণ বিরল নহে ।

সুতরাং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের পূর্বগণিত ১৩৫৪ শক ( ১৪৩৩ খ্রী ) কৃতিবাসের জন্মাব্দ হওয়াই অধিকতর সমীচীন মনে হয় । ২৯ মাঘ, রবিবার রাত্রিশেষে কবির জন্ম হইয়া থাকিলে শ্রীপঞ্চমী বলিতে বাধে কি ? এ সম্পর্কে গত শ্রীপঞ্চমীর কথাও চিন্তনীয় ।

অধিকন্তু কৃতিবাসী রামায়ণ ও মালাধর বহুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্য ভাষাগত সাম্যও যথেষ্ট আছে ।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

# রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র \*

## ১। দ্বিজ রামচন্দ্রের পুথি

দ্বিজ রামচন্দ্র বাঙালা-সাহিত্যে খুব পরিচিত না হইলেও, একেবারে অজানা নহেন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ৩শরচ্ছন্দ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় “দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল” নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন, এবং ঐ বৎসরেই মেটক্যফ প্রেস হইতে দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত “দুর্গামঙ্গল” নামক একখানি পুথি ছাপান। ঐ বৎসরের পরিষৎ-পত্রিকায় রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় “দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়” নামক আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি গ্রন্থকারের রচিত “গৌরীবিলাস” ও “মাধবমালতী” নামক আরও দুইখানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। মাধব-মালতীও নাকি ছাপা হইয়াছিল,—রমেশবাবু সেই পুথির গ্রন্থারম্ভ অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার পর একেবারে ১৩২৭ সালে পরিষদের পত্রিকায় দুর্গাদাস রায় মহাশয় দ্বিজ রামচন্দ্রের রচিত আর একখানি পুথির সন্ধান দিয়াছেন। পুথিখানির নাম—“হরপার্কর্তীমঙ্গল”; এখানি একখানি মহাকাব্য; এখানিও ছাপা হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু পুথি হইতে কিছু কিছু তুলিয়া দিয়াছেন। এই ছাপা পুথি একখানি পরিষদের গ্রন্থশালায় আছে; অবস্থা অতি জরাজীর্ণ। পরিষদের কর্তৃপক্ষ যদি কোন যোগ্য লোক দ্বারা এখানি আর একবার না ছাপান, তাহা হইলে কাব্যখানি একেবারে লুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। শরচ্ছন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত দুর্গামঙ্গলের শেষে “কঙ্কালীর অভিষাপ” নামক আর একখানি পুথির সন্ধান কবি নিজেই দিয়াছেন। গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীর অভিষাপ—পুথি দুইখানি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি পুরাণ সংস্কৃত পুথির সন্ধান করিতে করিতে এই দুইখানিরই কিছু খণ্ডিত অংশ আমার হস্তগত হইয়াছে। পুথি দুইখানি আলাদা কি না, তাহা বিচারের বিষয়; কারণ, লেখার ভঙ্গী দেখিয়া একখানি বলিয়াই মনে হয়;—তা ছাড়া ভণিতাও একই।

## ২। পরিচয় ও কালনির্ণয়

দ্বিজ রামচন্দ্র কে ছিলেন? পূর্বোক্ত পুথি বা প্রবন্ধগুলি হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় একখানি চিঠিতে শরচ্ছন্দ শাস্ত্রী মহাশয়কে জানান যে, হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-ই দ্বিজ রামচন্দ্র; তিনি স্থানীয় জমিদার জয় ঘোষের গুরু ছিলেন। গুরুর পাল্লা যেখানে গাঁওয়া হইত, ঘোষ মহাশয় সেখানেই নিজে আসরের ব্যয়ভার বহন করিতেন। রামচন্দ্রের সময় সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় বলেন,—“প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। \* \* \* প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, তাহার কাল হইয়াছে।” রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় “মাধব-মালতী” কাব্য হইতে তুলিয়া

দেখাইয়াছেন—কবি শেষ বয়সে রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ কাব্যখানি লেখেন। হরপার্বতীমঙ্গলখানিও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই ছাপান হয়। বইখানির প্রথমেই আছে,—“মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অমৃতমুসারে।” রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২৮১ সালে (ইং ১৮৭৪) মারা যান। কবির সম্বন্ধে আরও কিছু ইতিহাস জানিবার আশায় আমি হরিনাভি গ্রামে গিয়া যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাও দিলাম।

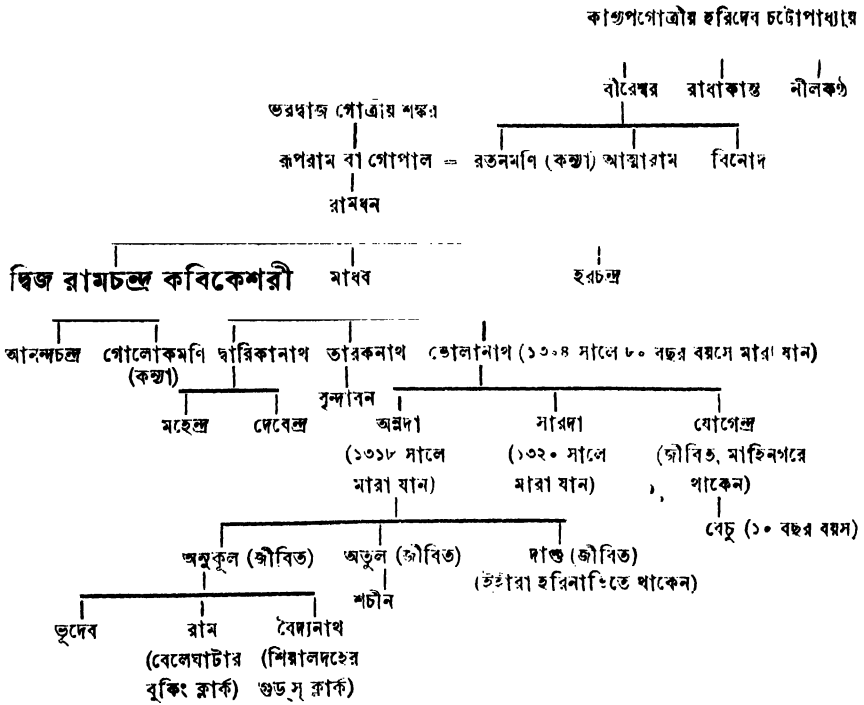
দে বাবুরা হরিনাভি গ্রামের আদি বাসিন্দা। ইহাদের কোন পূর্বপুরুষ নিজের গুরু হরিদেব চট্টোপাধ্যায়কে রড়া (রহড়া) গ্রাম হইতে আনাইয়া হরিনাভিতে বাস করান। মেদনমল্ল পরগণার জমিদার (বর্তমান বারুইপুরের চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ) মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ চৌধুরী বাঙ্গালা ১১৫৭ সালের ১০শে মাঘ হরিনাভি প্রভৃতি স্থানে তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর দেন। এই তারিখ দেওয়া ছাড়পত্র আমি দেখিয়া আসিয়াছি। এই ছাড়পত্রে হরিদেবের সাক্ষি খড়দহ বলিয়াই উল্লেখ আছে। খড়দহ ও রহড়া—পাশাপাশি গ্রাম, এখনও বহু ভদ্র লোকের বাস। সুতরাং মনে হয়, ১১৫৭ সালের কাছাকাছিই তিনি রড়া হইতে হরিনাভিতে আসেন। হরিদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেশ্বরের দুই পুত্র আত্মারাম ও বিনোদ অবিবাহিত অবস্থাতেই মারা যান; কাজেই তাঁহার কন্যা রতনমণি ও জামাতা রূপরাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হন। ১১৭৪ সালের লেখা একখানি চিরকুটে এই রূপরাম মুখোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া গেল; কিন্তু বিষয় সম্পত্তি তখনও তাঁহার স্বস্তর বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নামেই ছিল; ১১৯০ সালে যে জরিপ হয়, তাহাতে বীরেশ্বরের নামেই চিটা তৈয়ারী হয়। এই রূপরামেরই আর এক নাম গোপাল; ইহার আদি বাস হুগলি জেলার গরিটা গ্রামে। গোপালের পুত্র রামধন, রামধনের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, মাধবচন্দ্র ও হরচন্দ্র। এই রামচন্দ্রই আমাদের কবি দ্বিজ রামচন্দ্র। কবি নিজেই সেই পরিচয় দিয়াছেন—

“গরিটা সমাজধাম                      গোপাল মুখুটা নাম,  
রামধন তাঁহার তনয়।

তাঁহার তনয় তিন,                      জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন”—

রামচন্দ্র দুই বিবাহ করেন; তাঁহার একটা পুত্র ও একটা কন্যা ছিল। পুত্র আনন্দচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান; কন্যা গোলোকমণিও বালবিধবা অবস্থায় বহু দিন বাঁচিয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহার বংশলোপ হয়। এখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের বংশধররাই হরিনাভিতে বসবাস করিতেছেন। ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম। রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী হওয়ায় তাঁহার প্রথমা পত্নী গৌরীমণি দেবী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দ্বারিকনাথ মিলিত হইয়া তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করেন; সুতরাং বুঝা যায়, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র মারা যান। দরখাস্তখানিতে ১২৩৩ সালের শীল মোহর দেওয়া আছে; শীলমোহরখানি সম্ভবতঃ কিছু আগেরই হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা ১২০০ হইতে ১২৫২ সাল (ইং ১৭৯৩ হইতে ১৮৪৫) পর্য্যন্ত দ্বিজ রামচন্দ্রের মোটামুটি সময়।

## বংশ-তালিকা



রামচন্দ্রের শিগ্গ জয়নারায়ণ ঘোষ; তাঁহার পিতার নাম রামমোহন, পিতামহের নাম রামশঙ্কর। এই রামশঙ্করই জমিদারীর পত্তন করেন। গঙ্গার খাদ পার হইয়াই ঠিক পশ্চিম পারে ইহাদের বিরাট প্রাসাদ এখনও ভাঙাচুরা হইয়া পড়িয়া আছে। যখন এই বাড়ী তৈয়ারী হয়, তখন গঙ্গা মজিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু কিছু স্রোত তখনও ছিল। তাই কবি রামচন্দ্র বড় গলা করিয়াই বলিয়াছেন,—

“জাহ্নবীর পূর্বভাগ

মেদনমল্ল অম্বরাগ

তার মাঝে হরিনাতি গ্রাম।”

এখন শুধু খাদটি মাত্র পড়িয়া আছে। পুরাণ খাদের মধ্যে যে যার সুবিধা মত ঝিল কাটাইয়াছে; এইরূপে ‘ঘোষের গঙ্গা’, ‘বোসের গঙ্গা’ প্রভৃতি হইয়াছে। গঙ্গারও যে অবস্থা, ঘোষেদেরও সেই অবস্থা। জয় ঘোষের প্রপৌত্রেরা এখনও জীবিত আছেন; অতি সাধারণ ভাবেই চাকরী করিয়া দিন কাটান।

## ৩। গ্রামের ইতিহাস

এ ত গেল এখনকার সংগ্রহ করা কবির ইতিহাস। কবি নিজে কিন্তু আপনার দেশের অনেকটা ইতিহাস দিয়াছেন; এইখানে পুঁথি হইতে সেইটুকু তুলিয়া দিব।

“অথ স্বদেশের বখন। পয়ার।—

নম আচ্ছা অনাচ্ছা শঙ্কর শৈলহতা।  
 কৃপা করি কাতর কিঙ্করে কৃপাযুতা ॥  
 কনুযনাশিনী কালী কর কৃপা দান।  
 কালভয়ে কাঁপে কায় স্থির নহে প্রাণ ॥  
 মেদনমল্ল অধিপতি ছিল মদন রায়।  
 দেবান্নগৃহীত রায় কি বলিব তায় ॥  
 দাস্ত শাস্ত স্থলী স্থধীর স্বগভীর।  
 যাহা হইতে মামারক গাজীর জাহির ॥  
 তাঁহার নন্দন পাঁচ কনিষ্ঠ শ্রীরাম।  
 জমিদারি হৈল তাঁর দেখি গুণগ্রাম ॥  
 তাঁহার তনয় দুর্গাচরণ চৌধুরী।  
 অত্যাধি তাঁর গুণ সবে মরে খুরি ॥  
 প্রায় অধিকার তাঁর ব্রাহ্মণের সাং।  
 আনন্দে আনন্দময়ী যাহার সাক্ষাৎ ॥  
 তার পুত্র কালীশঙ্কর স্থলী স্থধীর।

পিতাতুল্য পুত্র বটে চতুর স্থস্থির ॥  
 অল্প কালে অবনী ত্যাজিলে মহাশয়।  
 শ্রীরাজবল্লভ রায় তাহার তনয় ॥  
 শৌর্য বীর্য গাভীর্য সূচ্যার্থ সূত্রতাপে।  
 শত্রুগণে সশঙ্কিত সদা অঙ্গ কাঁপে ॥  
 নবাবের অধিকার লইল ইংরাজ।  
 কলিকাতা কোম্পানীর হইল সমাজ ॥  
 রাজস্ব দেখিয়া বাকী নীলামে হুকুম।  
 খাজনা তলপে বড় লেগে গেল ধুম ॥  
 ওজর করিয়া রায় না দিল খাজনা।  
 নীলাম হইল তার কিছু পরগণা ॥  
 নীলামে খরিদ কৈল দুর্গারাম কর।  
 হরিনাভি অধিপতি সেই গুণাকর ॥  
 গ্রন্থ বাড়ে গুণাগুণ বলিতে সকল।  
 শ্রীকবিকেশরী কহে শ্রীদুর্গামঙ্গল ॥” পৃঃ -

১১৫৭ সালে দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় হরিদেব চট্টোপাধ্যায়কে ব্রহ্মোত্তর দেন, তাহা আগেই জানি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিতা দেবী আনন্দময়ীর প্রাচীন মন্দির এখনও রাজপুরের তাঁহাদের ভিটার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার পৌত্র রাজবল্লভ রায়ের সময় জরিপ হয় এবং বাকী খাজনার জন্য রাজপুর, হরিনাভি প্রভৃতি গ্রাম নীলাম হয়। দুর্গারাম কর তাহা কিনিয়া লন; দুর্গারামের প্রাচীন ভিটাও রাজপুর গ্রামে রহিয়াছে। চৌধুরীদের সদর কাছারী ছিল বাকুইপুরে; নীলামের পর রাজবল্লভ রায় বাকুইপুরে গিয়াই বাস করেন। যাইবার সময় আনন্দময়ী দেবীকেও লইয়া গান। রাজপুরে এখন আনন্দময়ীর নামে একটি শালগ্রাম ও একটি শিবলিঙ্গের পূজা হয়। আমাদের কবি রামচন্দ্র এই দুর্গারাম কর ও রাজবল্লভ রায়ের সমসাময়িক। “হরপার্কর্তীমঙ্গলের” গোড়াতেও ঠিক এই পরিচয়ই দেওয়া আছে। রাজবল্লভ রায়ের আদেশেই তিনি সেই কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন।

### ৪। দেব-দেবীর বন্দনা

কলিকাতার দক্ষিণে যাইয়া বাস করিলেও, তাঁহারা উত্তরাঞ্চলে নিজেদের আদি বাসস্থান বা সেধানকার সমাজকে বেশ মানিয়া চলিতেন। কবি তাঁহার আত্মপরিচয়ের অনেক জায়গাতেই “গরিটী সমাজধাম—” কথাটি বার বার বলিয়াছেন। এমন কি, গ্রন্থারম্ভের সূচনায় যখন দেবদেবীর বন্দনা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন যেমন “হরিনাভি বন্দ পঞ্চানন দয়াময়” বলিয়া নিজের গ্রামদেবতার বন্দনা করিয়াছেন, তেমনি আবার তাঁহার

পিতামহের আসল নামার বাড়ী রড়া গ্রামের ভুবনেশ্বরীকেও বন্দনা করিয়াছেন,—“রড়া গ্রামে বন্দিলাম ভুবন ঈশ্বরী। ঐহার রূপাতে গীত বিরচন করি।” কবি এই ভুবনেশ্বরীর আদেশেই দুর্গামঙ্গল রচনা করেন এবং এই জন্তই কাব্যের মধ্যে দুর্গালীলা বর্ণনা করিয়াছেন ও কাব্যের নাম দিয়াছেন—দুর্গামঙ্গল। গ্রন্থারম্ভের উপাখ্যানটা বেশ কৌতূহলজনক।

### ৫। গ্রন্থোপাখ্যান

“অথ গ্রন্থোপাখ্যান ॥ ত্রিপদী ॥ \* \* \*

কোন মহাসিদ্ধ স্থানে রচিত্তে সঙ্গীত গানে

অনুমতি করিলা আমায়।

না বুঝিয়া তব লীলা

করিলাম তাহে হেলা,

পরমাদ ঘটিল তাহায় ॥

আশ্বিনের শুক্লপক্ষ

মহাষ্টমী করি লক্ষ্য

দেখা দিলা আসিয়া স্বপনে।

কোটি চন্দ্র পরকাশি

ঈষদ্ ঈষদ্ হাসি

আদেশিলে মধুর বচনে ॥

না পাইয়া সাবকাশ

না রচিলা ইতিহাস,

সাবকাশ পাইবা উচিত।

অদ্যাবধি জর হবে

পঞ্চ মাসাবধি হবে,

ইহার ভিতর রচ গীত ॥

দেবী হইলা অন্তহিত,

প্রভাতে উঠিয়া ভীত

থর থর কাঁপে কলেবর।

খাইতে পূজার স্থানে

মোহ হৈল সেইখানে,

তদবধি হৈল মোর জর ॥

সেই সাবকাশ মধ্যে

রচিত্ত কবিতা পদ্যে

গৌরীগুণ হইল প্রকাশ।

দেবীবাণ্য করি মিষ্টা

প্রকৃতি খণ্ডের দৃষ্টা,

তাহার আদেশ ইতিহাস ॥

রড়ার ভুবনেশ্বরীর নাম এখনও আছে। কিন্তু যে প্রাচীন দেউলে তাহার পূজা হইত, তাহা আর এখন নাই। তাহা জীর্ণ হওয়ায়, তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া তাহার বদলে সাধারণে চাঁদা তুলিয়া আন্দাজ পনের বৎসর আগে একটি নূতন মন্দির তৈয়ারী করিয়া, তাহাতে দেবীকে আনা হয়। এই দেবীপ্রতিমাও আর নাই। মূর্তিটি আন্দাজ হাতখানেক উচ্চ অষ্টধাতুনির্মিত ছিল; তাহা এত উজ্জল ছিল যে, সোনার মতন দেখাইত। বর্তমান মন্দিরে আনার পর কেহ ঐ মূর্তিকে সোনার মনে করিয়া উহা চুরি করিয়াছে বর্তমানে কেবল মাত্র তারা ও দক্ষিণাকালীর যন্ত্রে দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে বর্তমানে ঐহারী সেবাইত, তাঁহাদের সহিত কবির বংশের কোন দূর সম্পর্ক ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেবাইতদের মুখে শুনিলাম, ভুবনেশ্বরীর যন্ত্রটি কবির বংশধর বর্তমান মাহিনগরনিবাসী যোগেন্দ্র বাবুর কাছে আছে। দুর্গোৎসবের সময় ভুবনেশ্বরীর দালানে মহিষমর্দিনীর পূজা খুব জাঁকজমক করিয়াই হইত। এই সকল হইতে মনে হয়, কবি পূজার সময় রড়াতে যাইতেন এবং সেইখানেই কাব্য রচনার জন্ত আদেশ পান। কেন না, গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন—“কোন মহাসিদ্ধ স্থানে”। আবার বন্দনার মধ্যে রড়ার ভুবনেশ্বরীর আদেশের কথা বলিয়াছেন ; কাজেই ভুবনেশ্বরীই তাঁহার অভীষ্ট দেবী, তাহা বেশ বুঝা যায়।

#### ৬। কবির উপাধি

আমরা কবির পরিচয়ে দেখিয়াছি, তাঁহার উপাধি ছিল তর্কপঞ্চানন। এই কাব্যের গ্রন্থারম্ভে তিনি আর একটি পরিচয় দিয়াছেন—

\* \* \* \* \* উপাধি দিলেন শ্রেষ্ঠ  
বৃধগণে শ্রীকবিকেশরী”

কবির গান বাঁধবার শক্তি দেখিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সম্মান করিয়া “কবিকেশরী” উপাধি দেন। পুথির ভণিতায়ও কবি অনেক জায়গায়ই এই উপাধির দ্বারা আপনার পরিচয় দিয়াছেন—“শ্রীকবিকেশরী কহে শ্রীদুর্গামঙ্গল,” “শ্রীকবিকেশরী কহে অভয়ার গীত” ইত্যাদি। হরপার্বতীমঙ্গলের গোড়ার পাতায় লেখা আছে,—“শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক রচিত।” পরিষদের তালিকার মধ্যে কবিকেশর বলিয়া চাপা হইয়াছে।

#### ৭। স্বপ্নাদেশের কারণ

স্বপ্নাদেশে গীত রচনা কবিদের মধ্যে একটা ফাসান। কৃষ্ণরাম দাস, বিজয় গুপ্ত, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মুহুন্দরাম, জয়নারায়ণ ঘোষাল, কুন্তিবাস, মালাধর বসু, সঞ্জয় প্রভৃতি অনেক কবিই এই ফাসানের স্বর ধরিয়াছেন ; কবি রামচন্দ্রও তাহারই ধূয়া ধরিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এইরূপ স্বপ্নাদেশের কারণ ঠিক করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—“যে-সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণে গৃহীত হইত না। \* \* \* \* \* এই জন্ত প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্য রচনার হাত দিয়াছেন, এ কথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল।” ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আমার মনে লাগে। পাঁচালী প্রভৃতি লৌকিক ছন্দ সাধারণের যতই প্রিয় থাকুক না কেন, সংস্কৃত-জানা পণ্ডিতেরা কিন্তু এগুলিকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। শুধু পাঁচালী কেন, সমগ্র বাঙ্গালা ভাষার প্রতিই তাঁহাদের যেন কেমন একটা অশ্রদ্ধা ছিল ; বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্তই বোধ হয়, যে সব সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঁচালী গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই

দেবাদেশের ছুতা ধরিয়াছেন। যাহারা সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য, অলঙ্কার, দর্শনের সমুদ্রে অবগাহন করিতে সমর্থ, তাঁহারা যে কেন বাঙ্গালা পাঁচালীর ভোবায় মজিলেন, এই দেবাদেশগুলি যেন সেই দুর্বুদ্ধিরই কৈফিয়ৎ। আমাদের কবিকেশরী সে ভাবটিকে না চাপিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

“দেখিয়া পাঁচালী গীত                      ঘৃণা তাজ্জ স্থপণ্ডিত,  
গুণহীনে সদা প্রতিবাদী।”

#### ৮। সৃজন-প্রশংসা ও দুর্জ্ঞান-নিন্দা

কাব্যারম্ভে দুর্জ্ঞানের নিন্দা ও সৃজনের প্রশংসা কবিদের মধ্যে একটা চিরন্তন প্রথা। সংস্কৃতও এই প্রথার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। কবিকেশরীও তাহার অগ্ৰথা করেন নাই। সৃজনপ্রশংসার ভাবটি তিনি সংস্কৃত হইতে লইয়াছেন—

“হংস যেন তাজে নীর                      ভোজন করয়ে ক্ষীর  
গুণীর নিকটে গুণ সাজে।”

কিন্তু দুর্জ্ঞাননিন্দার ভাবটি একেবারে তাঁহার নিজস্ব, খাঁটি বাঙ্গালী পল্লীর কথা—

“নতুবা বস্ত্র না পায়,                      বাহুড়ে বাদাম পায়,  
ভেক যেন পদ্মবন মাঝে ॥

বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে অনেক বাদাম গাছ আছে, ফলগুলি পাকিলে বাহুড়েরা রাজ্বে তাহাদের খোলার রসটুকু খাইয়া যায়, ভিতরের আসল বাদামটুকুর আনন্দ তাহারা পায় না; পদ্মবনের ভিতরে থাকিয়াও বাঙা শুধু পোকা ধরিয়াই যায়—পদ্মমধুর সে ধার ধারে না।

#### ৯। যথার্থ দুর্গামঙ্গল কোন্‌খানি ?

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় “দুর্গামঙ্গল” নাম দিয়া যে পুথিখানি ছাপাইয়াছেন, সেখানি বাস্তবিক পক্ষে “নলোপাখ্যান”। সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এই পুথির খানকয়েক পাতা আছে; তাহার বাম কোণে উপরের দিকে “নলদময়ন্তী” নামটি স্পষ্টই লেখা আছে। অনেক জায়গাতে কবি নৈষধের ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন; সম্পাদক মহাশয়ও খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেগুলিকে ধরিয়া দিয়াছেন। তবে পুথিখানির নাম “দুর্গামঙ্গল” দিলেন কেন? সম্পাদক মহাশয় নিজেই একটা কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—\*\*\*\*\* “শাস্ত্রবাক্যে ও হিন্দুধর্মে একান্ত আস্থাবান কবিবর রামচন্দ্র বঙ্গসমাজে পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমী ত্রতের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মধ্যে দুর্গাপূজা, দুর্গানবমী ত্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্ত কাব্যের ‘দুর্গামঙ্গল’ নাম হইয়াছে।” (ব: সা: প: পত্রিকা, ১৩০৫, পৃ: ৩)। কিন্তু দুর্গাত্রত প্রচলনের জন্ত কবি নলোপাখ্যানে আশ্রয় লইলেন কেন, আর ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যই বা কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে—তাঁহা ভাবিবার কথা।

“গৌরীবিলাস” ও “কঙ্কালীর অভিশাপ” এই দুই পুথিতে যে ভণিতা পাওয়া



যায়, “নলোপাখ্যানের” ভণিতাও হুবহু তাই-ই। “নলোপাখ্যানের” পালাটি দুর্গানবমী-ব্রতের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু “গৌরীবিলাসের” ফলশ্রুতি বলিবার সময় কবি বলিয়াছেন—“শুন অষ্টমীর ব্রত কথা উপাখ্যান।” কঙ্কালীর অভিশাপেও বেদবতী সুপুত্র লাভ করিবার জন্ত অষ্টমীর ব্রত করিতেছেন দেখিতে পাই। ইহাতে মনে হয়, এই তিনখানি পুথি মিলাইয়াই দুর্গামঙ্গলের পালা; গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীর অভিশাপ—অষ্টমীর দিন গাওয়া হইত, আর নলোপাখ্যান নবমীর দিন গাওয়া হইত। সপ্তমীর দিনের জন্ত কোন পালা না থাকাই সম্ভব; থাকিলে গৌরীবিলাসে গ্রন্থারম্ভের উপাখ্যান, দেবতার বন্দনা প্রভৃতি থাকিত না। নলোপাখ্যান—নবমীর পালা, তাহাতে ও সব কিছুই নাই। তা ছাড়া, কবি গ্রন্থারম্ভে নিজেই বলিয়াছেন—তিনি মহাষ্টমীর দিনেই স্বপ্নে আদেশ পান। হরপার্বতী-মঙ্গলের এক জায়গায় তিনি গৌরীবিলাসকেই দুর্গামঙ্গল বলিয়াছেন।

### ১০। গ্রন্থের গল্পাংশ

সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত কবি রামচন্দ্র যেমন নৈষধের ছায়া লইয়া “নলোপাখ্যান” লিখিয়াছেন, তেমনি আবার কুমারসম্ভবের ছায়া লইয়া এই “গৌরী-বিলাস” রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ভে দেব-দেবীর বন্দনা, স্বদেশের কথন, গ্রন্থারম্ভের সূচনা প্রভৃতি কবিদের অবশ্য কর্তব্যগুলি শেষ করিয়া, গ্রন্থকার প্রথমেই আরম্ভ করিতেছেন,—“অথ অগস্ত্যের কালী পরিত্যাগ”। বিদ্বাকে থরু করিয়া অগস্ত্য ত কালী ছাড়িয়া গেলেন; গিয়া কিন্তু কালীর শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন; শেষে কাত্তিক নিজে আসিয়া তাঁহাকে স্বন্দপুরাণ শুনাইয়া তবে শান্ত করেন।

তার পর সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্বে সাংখ্যমতকেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে; ব্রহ্মার মানস পুত্র স্বায়ম্ভুব ও শতরূপা হইতেই সৃষ্টির প্রচার ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

তার পর সমুদ্রমহন। হঠাৎ এক সময়ে অনাবৃষ্টিবশতঃ স্বর্গলোকে অগ্নাভাব ঘটিল; তখনও দেবতারা অমর হন নাই, কাজেই সকলের প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিল। শেষে নারায়ণ মন্ত্রণা দিলেন, দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র মহন কর; তাহাতে অমৃত উঠিবে, আমি মায়া দ্বারা অসুরদের ঠকাইয়া তোমাদেরই অমৃত দিব। দেবগণ নানা চাটু-বাক্যের দ্বারা অসুরগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া সমুদ্র মহন করিলেন। মহনে কামধেনু উঠিল—ঋষিরা সেটিকে হোমের ঘি দেওয়ার জন্ত রাখিয়া দিলেন। কৌস্তভ মণি উঠিল—চন্দ্র উঠিলেন—লক্ষ্মী উঠিলেন। লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়া দেবতাদের মধ্যে টানাটানি পড়িয়া গেল; নারদের পরামর্শে একটা স্বয়ম্বর-সভা হইল; এই সভার বর্ণনা বেশ নিপুণভাবেই করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লক্ষ্মী নারায়ণের গলাতেই মালা দিলেন; কারণ, এইখানে দুই তিনখানি পাতা একেবারে নাই, একেবারে ১৩র পরই ১৬র পাতা। ১৬র পাতার প্রথমেই অসুরগণ স্বধার অংশ না পাইয়া চটিয়া আগুন হইয়া, আবার সমুদ্র মহন করিতে লাগিলেন। এবার উঠিল কালকূট,—বিষের জালায় ত্রিলোক ছুটুছুটু করিতেছে, শিব বিনা আর গতি নাই, শিব আসিয়াছেন,—এইখানে একেবারে ১২র পাতা।

পাতার প্রথমেই “প্রথম পালা শেষ। দ্বিতীয় পালা আরম্ভ। হিমালয়ে উমার

জন্ম।” ১৯ হইতে ২৩ পাতার এক পিঠ পথ্যস্ত উমার বাল্যকথা, ধূল্যখেলা প্রভৃতি। তার পর “অথ হিমালয়ে মহেশ্বের আরাধনা।” মহাদেব হিমালয়কেই তপস্তার যোগ্য স্থান মনে করিয়া গিরিরাজকে বলিলেন,—“সতী আরাধিব আমি তোমার শিখরে।” পিতার আদেশে উমা ধ্যানরত শিবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

তার পর “অথ তারকাস্বরের উপাখ্যান।” তারকাস্বর কঠোর তপস্তায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অমর বর চাহিলেন। ব্রহ্মা রাজী হইলেন না। তখন অম্বর বলিল,—“সতীর তনয় হবে, সেই মোর বধিবে জীবন।” ব্রহ্মার বরদপ্তর অম্বরের হাতে দেবতাদের লাজনার আর সীমা রহিল না; শেষে পিতামহের নিকট গিয়া কাদিয়া পড়িলেন; কাদিতে কাদিতে নিজেদের দুর্দশার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এখানেও অনেকগুলি পাতা নাই; একেবারে ২৫র পরেই ৩২র পাতা। যেটুকু আছে, তাহাতে কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গের ছায়া পুরাপুরি আছে বলিয়াই মনে হয়।

যে সাতখানি পাতা নাই, তাহার মধ্যেই কবি মদনভষ্ম ব্যাপারটী সারিয়াছেন। রতিবিলাপ ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। ৩২ পাতায় উমার তপোবনের বর্ণনা। ৩৩৩৪ দুখানি পাতে উমার তপস্তার কথা। তার পর মহাদেব ব্রহ্মচারিবশে আসিয়া শিবনিন্দা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন, শেষে তাঁহাকে স্বরূপে ধরা দিলেন। উমা ও ব্রহ্মচারীর কথাবার্তায় কুমারের পঞ্চম সর্গের ছায়া আগাগোড়া রহিয়াছে।

তার পর নারদের ঘটকালিতে বিবাহের উদ্যোগ। বিবাহ-সভায় শিব চলিয়াছেন—সঙ্গে ভূত প্রেত দৈত্য দানা। উমার মনে মনে বড় ভাবনা হইল—পাছে তাঁহার রূপ দেখিয়া কেহ তাঁহার নিন্দা করে। তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া শিব আগে হইতেই মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আসিলেন। যথারীতি বিবাহ, জ্ঞীআচার প্রভৃতি হইয়া গেল। বিবাহ-সভায় একটু গোল বাধিয়াছিল; শিবের পিতৃপিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিপদে পড়িলেন; শেষে নারায়ণ পরিচয় দিয়া উদ্ধার করিলেন—“শিতিকণ্ঠ পিতামহ, উগ্রকণ্ঠ পিতা।” “শিবগোত্র জ্ঞাতাদান কর হিমালয়।”

বিবাহের পর শিব কিন্তু গুরবাড়ীতেই রহিয়া গেলেন; ঘর-জামাইয়ের খাতিরও পাইলেন যথারীতি। খোঁটা খাইয়া উমার মনে ঘৃণা হইল; তিনিই খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া শিবকে লইয়া বাহির হইলেন; এমন কি, ঘাইবার সময় মাথের অহুমতিও লইলেন না। শিবের আদেশে বিশ্বকর্মা আসিয়া কাশী নির্মাণ করিয়া দিলেন। কাশীর মহিমা কীর্তনের জন্য কবি এইখানে তিলভাণ্ডেশ্বরের উপাখ্যান বলিয়াছেন।

তার পর আগমনীর কথা। অনেক দিন উমাকে না দেখিয়া মেনকার মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। গিরিরাজ আসিয়া তিন দিনের জন্য তাঁহাকে লইয়া গেলেন; আবার তিন দিন পরে শিব আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

তার পর গণেশের জন্ম, শনির দৃষ্টিতে গণেশের মৃণালোপ, শেষে দেবগণের চোঁটায় তাঁহার গজমুণ্ড হইল। এইখানে কবি ককারাদি অষ্টোত্তরশত নাম দিয়া দেবীর স্তব লিখিয়াছেন। তার পর সবিত্তারে কাষ্ঠিকের জন্মকথা। কাষ্ঠিককে সেনাপতি করিয়া সমস্ত

সমস্তে মহাসমারোহে তারকাস্বরের বিবাহে বৃদ্ধবাহ্য করিলেন। তারকাস্বর

তখন রাণীর সঙ্গে পাশা খেলিতেছিলেন, দেবগণের অভিযানের কথা শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির ; রাণীর হাজার মানা তিনি কাণেই তুলিলেন না । উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল ; দৈত্যগণ পরাজিত হইল ; দেবতারা আসিয়া আবার স্বৰ্গপুরী দখল করিলেন ।

দুর্গামঙ্গলের একটা সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী হরপার্বতীমঙ্গলের মধ্যে কবি এক জায়গায় দিয়াছেন । সতীর দেহত্যাগের পর তাঁহার দেহ স্বক্ষে লইয়া মহাদেব ঘুরিতেছিলেন ; নারায়ণ চক্র দ্বারা কাটিয়া দেহক্ষয় করিলেন ; শিব হিমালয়ে যোগসাধনে চলিলেন । তার পরই কবি বলিতেছেন,—

অতঃপর যে যে কথা                      শ্রীদুর্গামঙ্গল যথা

করিয়াছি তাহাতে রচনা ।

হিমালয়ে সতীর জন্ম                      কামদেব ভস্ম কর্ষ

পার্বতীর শিব আরাধনা ॥

• মিলন হইল উভে,                      হরগৌরী বিভা শুভে

•                      উভয়ের কাশীতে প্রস্থান ।

গিরি ঘরে গৌরী আনি                      আসিয়া পিণাকপাণি

কৈলাসশিখরে শেষে যান ॥

সুব কৈলা দিবসদ                      তারকাহরের বধ

গণেশ কার্তিক জন্মাইয়া ।

বিরচিল রামচন্দ্র,                      অশেন প্রকার ছন্দ,

দেখিবেন উভে মিলাইয়া ॥”—( পৃ ৬১-৬২ ) ।

এত দিন মিলাইয়া দেখা সম্ভব ছিল না । কেন না, গৌরীবিলাসের পুথি পাওয়া যায় নাই । কবি নিজে গৌরীবিলাসকেই দুর্গামঙ্গল বলিতেছেন ।

### ১১ । ফলশ্রুতি

উপসংহারে কবি ফলশ্রুতি বলিতেছেন, —

“কহিলাম আমি এই ভারক নিধন ।

নিরাপদ হয় যদি করিলে শ্রবণ ॥

অভয়ার গুণ এই কাশীর প্রকাশ ।

অতঃপর বলি কিছু শুন ইতিহাস ॥

শুন অষ্টমীর ব্রতকথা উপাখ্যান ।

শ্রবণে খণ্ডিবে পাপ হইবে সন্তান ॥

দুর্গা দুর্গা বল মুখে দিন মিছা যায় ।

শিয়রে শয়ন বসি না ভাব উপায় ॥

কহিতে কালিকা মাতা আর দুর্গানাম ।

রামচন্দ্রে কহে মাতা নাইরে বিরাম ॥”

“অতঃপর বলি কিছু শুন ইতিহাস”—এই উক্তি দ্বারাই বুঝা যায় যে, পরবর্তী “কঙ্কালীর অভিশাপ”খানি এই “গৌরী-বিলাসে”র সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

### ১২। চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যানের সহিত তুলনা

উপাখ্যানের গোড়ার দিকে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সহিত অনেকটা মিল আছে ; কবিকঙ্কণ চলিয়াছেন—নিজের কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া, আর কবিকেশরী অনেক স্থলেই কুমারসম্ভবের ছায়া ধরিয়াছেন ; তবে স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর কল্পনাও আছে। কবিকঙ্কণের শিব উলঙ্গ জটাধারী ভস্মমাখা অবস্থাতেই বিবাহের আসরে হাজির হইয়াছিলেন ; জামাইয়ের রূপ দেখিয়া ত শ্বশুরী প্রভৃতির চক্ষুঃস্থির। শেষে নন্দীর পরামর্শে শিব সুন্দর মূর্তি ধরিলেন। কবিকেশরীর শিব কিন্তু ও ভাবে অপদস্থ হন নাই ; পতিপ্রাণা উমা অবস্থাতা আগে হইতেই অসুস্থমান করিয়া একমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—তিনি যেন মোহন-মূর্তিতে আসেন ; শিবও পথ হইতেই রূপ বদলাইয়া আসিলেন। চণ্ডীমঙ্গলের দর-জামাই শিব উমাকে লইয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন ; দুর্গামঙ্গলের দর-জামাই শিব আসিলেন কাশীতে।

### ১৩। কুমারসম্ভবের সহিত ছায়ামূলক তুলনা

আগেই বলিয়াছি, কুমারসম্ভবের ছায়া লইয়াই দুর্গামঙ্গলের রচনা। বৃষ্টিবার সুবিধার জন্ত দুই চারিটা শ্লোক তুলনা করিয়া নীচে তুলিয়া দিলাম।

(ক) মর্ত্যলোকে মর্ত্য কেহ করে যদি যাগ ।  
কেহ নাহি দিতে পারে দেবতার ভাগ ॥  
আপনি দম্ভরূপতি উপনীত হয় ।  
ইন্দ্র আদি যজ্ঞভাগ সকল সে লয় ॥  
(পৃঃ ২৫ক)

যজ্ঞভিঃ সম্ভৃতং হব্যং বিততেষ্পরেষু সং ।  
জাতবেদোমুখান্নায়ী মিশতামাচ্ছিন্তিনঃ ॥  
(২।৪৬)

যদি কেহ করে যাগ দিয়ে দেবতার ভাগ  
তাহাতে আসিয়ে বিঘ্ন করে। (পৃঃ ২৫খ)

(খ) তব বরে হইয়ে দর্পিত (পৃঃ ২৫খ)

ভবল্লবরোদৌর্ণ... (২।৩২)

(গ) বনচর সেই বনে বিরোধি জনার সনে  
সুখে আসি করয়ে সম্ভোগ। (পৃঃ ৩২খ)

বিরোধিসম্বোদ্ধিতপূরুষংসরং... (৫।১৭)

(ঘ) পূর্ণমাত্র আহার না কৈল দিবারাতি ।  
অপর্ণা বলিয়া মার হৈল তাহে খ্যাতি ॥  
(পৃঃ ৩৩খ)

স্বয়ংবিশীর্ণক্রমপর্ণবৃতিতা  
পর্যাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ ।  
তদপ্যাপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং  
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাষিদিঃ ॥ (৫।২৮)

(ঙ) হেনকালে চারিদিকে রাখিয়া দহন ।  
মধ্যভাগে উমা বসি, উপরে তপন ॥  
(পৃঃ ৩৩খ)

শুচৌ চতুর্থাং জলতাং হবিতৃজাং  
শুচিস্মিতা মধ্যগতা স্তমধ্যমা ।  
বিস্তিত্য নেত্রপ্রতিমাতিনীপ্রভা-  
বনস্তদুষ্টিঃ সবিভারমৈকত । (৫।২০)

(চ) বসন নাহিক অঙ্গে উলঙ্গ সদাই ।

(পৃঃ ৩৬ক)

...  
অহুমান কর দেখি আছে যত ধন । (পৃঃ ৩৬খ)  
...

বপুবিরূপাক্ষমলক্যজন্মতা  
দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বহু । (৫১৭২)

কুলের কি দিব সীমা নাহি তার জন্ম । (পৃঃ ৩৬খ)

(ছ) দেগ সখি কাঁপে আরবার গুণাধর ।

শিবনিন্দা করিতে জটিলে মানা কর ॥

(পৃঃ ৩৬খ)

নিবাধ্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ  
পুনবিবন্ধুঃ স্মরিতোত্তরাধরঃ । (৫১৮৩)

ইহা অপেক্ষা ছোটখাট মিল অনেক আছে । আবার পুথিখানির যদি সব পাতা থাকিত, তাহা হইলে আরও মিল পাওয়া যাইত ।

### ১৪ । ছন্দ

“গৌরাবিলাস” পুথিখানি মোটের উপর পাচালী । কাজেই মাঝে মাঝে সুর, তাল, ধৃষ্ণা প্রভৃতি কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় । কবির ছন্দ রচনায় বেশ হাত আছে, এ বিষয়ে তিনি ভারতচন্দ্রের সমান না হইলেও বিশেষ কম যান না । ছন্দগুলি যেমন স্থললিত, ভাবগুলিও তেমনি স্থন্দর । পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণে প্রচলিত ছন্দই বেশী । নূতন বা কম প্রচলিত ছন্দেরও ব্যবহার আছে ; নীচে সেগুলির কিছু কিছু তুলিয়া দিলাম । একটু বেশী বলিয়া মনে হইলেও তাহাতে ছন্দের সঙ্গে কবির রচনাশক্তিরও পরিচয় পাওয়ার স্বযোগ হইবে ।

### তোটকছন্দ

“ভোলা চিন্তে ভূতনাথে ভাব জীব ।

ভবভীত ভবান্ধবে ভেস শিব ॥

... ..

জটাজালে ভালে গলে অস্থিমালা ।

বো বো বোম বো বো বোম শিব শঙ্কু ভোলা ॥ (পৃঃ ১৬)

অন্ততঃ আবার—“ভুবনেশ মহেশ জনেশ শিব ।

হৃদি চিন্তে নিরস্তব চিন্ত জীব ॥

... ..

ত্রিপুরাঙ্গন দুর্জয় দৈত্যদম ।

উমাকান্ত ছরস্ত কৃতান্ত সম ॥

জটাজুট মুকুট ভুজঙ্গ সাজে ।

বিজয়াজ বিজাজ কপাল মাঝে ॥

করে ডব্বর শব্বর সুন্দর কায় ।  
কিবে কুজিত বাজিত নৃগুর পায় ॥

শশিশেখর হে হর শূলপাণি ।  
তব নাম রাম কহে কিবা জানি ( পৃ ৩৮ )

### পঞ্চাবলী ছন্দ

শিব ও পার্শ্বতীর বিপরীত তুলনা করিয়া শিবনিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারি-  
বেশধারী শিব উমাকে বলিতেছেন,—

“তোমার রূপে	সুধাকূপে	বন করেছে আলো ।
ভস্ম মাথায়	সে বৃড়াটায়	সাজবে না তো ভালো ॥
পদমুখে	গন্ধ স্থখে	ভ্রমর করে ভোগ ।
সে ছার মুখ	দেখলে দুখ	পালাচ্ছে ভোগশোগ ॥
পাঁচটা মাথা	জটায় গাঁথা	তালের জটা থৈম ।
নবীন চাঁদে	রাহুর ফাঁদে	সাধে পড়িবে কেন ॥
তোমার কেশ	বিনোদ বেশ,	তাতে বকুল ফুল ।
তাহার জটা	বিষম কটা	গঙ্গাতে কুলকুল ॥
কপাল মাঝে	সিঁদুর রাজে	প্রভাতের অরুণ ।
তার কপালে	আগুন জলে,	তাতে মদন খুন ॥
অলক তিলক	ঝলক ফলক	তোমার মদন ফাঁদ ।
তাহার ভস্ম	উষ রশ্ম	গুণের মধ্যে চাঁদ ॥
অধরসুধা	পানে মৃদা	চকোর কত ধায় ।
সেই ত বৃড়া	শোনের হুড়া	দাড়িগুলা তায় ॥
মুক্তা জিনি	দশন শ্রেণি	অধর বিষফল ।
তাহার দাঁতে	জল আঘাতে	করে কি ঢল ঢল ॥
নয়ন তৃণ	চড়িয়ে গুণ	মদন নিচ্ছে বাণ ।
তাহার আঁখি	মুদে থাকি	ধুতরা করে পান ॥
নানা রত্ন	বিধির যত্ন	দিতে তোমার গলে ।
আরও জালা	হাড়ের মালা	তাহার কণ্ঠে দোলে ॥
সে কুটিল্য	বিষ পুঁটিল্য	চক্রে আগুন করে ।
তাহার দাপে	জলিবে ভাপে	যদি তোমায় হেরে ॥
নবীর সম	নিরুপম	তুহু ত নবীন ।
তাহার আকার	কুলের খাকার	বয়েস সংখ্যাহীন ॥
তোমার মাঝা	সিংহ রাজা	ডব্বর কি ভাল ।
সাপে বেড়া	কাঁকাল টেড়া	বেড়া বাঘের ছাল । ( পৃ: ৩৫-৩৬ )

এই পঞ্চাবলী ছন্দটি একেবারে খাটি দিশী ছন্দ। “পঞ্চাবলী” কথাটাই বোধ হয়, ভাস্কর্য্য চুরিয়া শেষে ‘পাচালী’ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই এই ছন্দের ব্যবহার করেন নাই; কারণ, তাঁহারা লিখিয়াছিলেন কাব্য—পাচালী নয়। বিখ্যাত পাচালীকার দান্ত রায়ের পালার মধ্যে কিন্তু ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

### একাবলী ছন্দ

সাজিল শঙ্কর বরের বেশ ।	চুলু চুলু চুলু নয়ন ভঙ্গা ।
চারিদিক আলো রূপের শেষ ॥	কুলু কুলু কুলু মন্তকে গঙ্গা ॥
রজত অচল তম্বর কুচি ।	ধবক ধবক ধবক ললাটে বহি ।
বিভূতিভূষণে শোভিছে শুচি ॥	শশধর উর্দ্ধে উদয় অহি ॥
কটিতে ধটা বাধের ছাল ।	... ..
কলেবরে কিবা কঙ্কালমাল ॥	চলিল শঙ্কর বুকের পরি ।
... ..	রচিল সুন্দর কবিকেশরি ॥ ( পৃ ৪০ )

### ললিত প্রবন্ধ ছন্দ

কবি অর্দ্ধনারীংগর-মূর্তির বর্ণনা করিতেছেন,—

পঞ্চ বদনে সহ পঞ্চশরগামিনী ।	অর্দ্ধ মুখ হেম-ইন্দু অর্দ্ধ নির্মলঃ শশী ।
অঙ্গে অর্দ্ধ সাজ শিব অর্দ্ধ অঙ্গধারি ॥	অর্দ্ধ কিবা শ্মশ্রু শোভা অর্দ্ধ অরুণ রশ্মি ॥
পঞ্চানন সঞ্চারিল অর্দ্ধতম্ব সুন্দরী ।	দক্ষ অক্ষি হৈমপানে চুলুচুলু ঢোলিতম্ ।
অর্দ্ধ রজতাঙ্গ আভা শুদ্ধ তম্ব মাধুরী ॥	ইন্দীবর নিম্নি বামে লোচন স্থলোলিতম্ ॥
অর্দ্ধ অন্তসীর সম অর্দ্ধ রত্নশোভিতং	সিন্দূরাভ বিন্দু ভালে অর্দ্ধ ইন্দু বর্দ্ধিতম্ ।
অর্দ্ধ তম্ব অস্থিমিলা ভঙ্গ্য তথি ভূষিতং ॥	চন্দনের চাচ্চতাঙ্গ অর্দ্ধ ভঙ্গ্যমর্দিতম্ ॥
অর্দ্ধ কটি ব্যাঘ্রাজিনি উত্তরী গজাজিনং ।	অর্দ্ধ শিরে বন্ধবেণী গুঞ্জরে ভ্রমরাশ্রেণী ।
অর্দ্ধ শুভ্র বস্ত্রাবৃত স্থনিবিড় লোলিতং ॥	অর্দ্ধ জটাজুটঘটা গাজ্যে তরঙ্গিণী
অর্দ্ধ অঙ্গে ক্ষীণমধ্য অর্দ্ধাঙ্গ পয়োধরম্ ।	দেখে অপরূপ রূপ দেববন্দ অম্বরে ।
অর্দ্ধোদরে অর্দ্ধ যজ্ঞসূত্রে সর্পনিকরম্ ॥	তৎপদারবিন্দে রামচন্দ্রচিত্ত সঞ্চারে ॥

—( পৃ ৪৪-৪৫ )

ললিত প্রবন্ধ নামটি নূতন হইলেও, ছন্দটি নূতন নয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ‘তুণক’ নামে এই ছন্দটিকে পাওয়া যায়। ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার “ছন্দঃসারসংগ্রহ” নামক সংস্কৃত গ্রন্থে তুণক ছন্দটি ধরিয়াছেন—“চামরশূণকং বা অন্ত্যলঘু-হীনপঞ্চদশাকরম্”। তিনি ভারতচন্দ্র হইতেও উদাহরণ তুলিয়াছেন,—

“এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে ।

ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তি অন্তিকে ॥”

## পঞ্চ চামর ছন্দ

সুচাক চন্দ্রলোচনে সুচাকমুণ্ডমালিক। প্রফুল্ল ফুল্ললোচনে অস্বরগর্ভভক্তিকে।  
 প্রচণ্ডচণ্ডিকা প্রচণ্ডনাশিকা ॥ (১) অতীত ইষ্ট দায়িকে সুচাকমুণ্ডমালিকে ॥  
 চামুণ্ডে মুণ্ডঘাতিকে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে। শ্বেশোভি দক্ষ কইকে (১) অসাধ্য সাধ্য সাধিকে।  
 প্রসাদ শঙ্করপ্রিয়ে প্রপন্ন পাতু কালিকে ॥ প্রসাদ শঙ্করপ্রিয়ে প্রপন্ন পাতু কালিকে ॥  
 প্রচণ্ডগর্ভদায়িকে প্রচণ্ডবন্দপালিকে। অনন্ত অন্তরাস্তিকে (১) ভগ্নায়ি ভবাধিকে।  
 কপর্দবন্ধবন্ধে পিণাকপাণিপালিকে ॥ ভবানুপার নাবিকে ভবভু ভার ভক্তাকে ॥ (১)  
 সহাস্যছিন্নমস্তকে নিম্নস্তম্ভঘাতিকে। অপাঙ্গে রক্ষ কালিকে শ্রীমান রামচন্দ্রকে।  
 প্রসাদ শঙ্করপ্রিয়ে প্রপন্ন পাতু কালিকে ॥ প্রসাদ শঙ্করপ্রিয়ে প্রপন্ন পাতু কালিকে ॥

—( পৃ ৬৪-৬৫ )

পঞ্চচামর একটি খাতি সংস্কৃত ছন্দ। পঞ্চচামর ছন্দের ভেদ চারি রকম—(১) বার অক্ষরের, (২) ঘোল অক্ষরের, (৩) স্তের অক্ষরের, (৪) উনিশ অক্ষরের; আমরা ঘোল অক্ষরের ছন্দটিকেই পাইতেছি। সংস্কৃতে ইহাকে নবাজ বা নারাচণ্ড বলে।

## পিঙ্গল ছন্দ

দেবাস্বরের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা ইহাতেছে—

বাজিল রে রণডঙ্কা।

দগড় দগড় ডিমি বাজয়ে টিমিটিমি ঘোর ঘোষণ বন্ধা ॥  
 তথই থই থই নাচয়ে খেই খেই মারই (১) রক্ষা।  
 মাজয়ে সব দল কুলু কুলু কল কল ঘন রোল মা কুক শব্দা ॥  
 কুম্ব কুম্ব বাজর কণ্ঠ কণ্ঠ ধাগর বান বান নুপুর বাজে।  
 কত পরিপত্তী (১) দস্তী নিশান শক্তি বিরাজে ॥  
 তরয়ার চকমকি বাকমক ধকধকি চন্দ্র বন্দ্য পরি বাজে।  
 মুসল মুসল কামানে পুরি শর ধাহুকী ধরতর গাজে ॥  
 রণবরে রঞ্জন ঝঙ্কা শন শন (১) ঘন বান ভাকে।  
 মারই কাটই তাড়ই মাভই মাভই ইাকে ॥  
 গজে উরগ সম চলিল তুরঙ্গম খম খম দম দম দাপে।  
 সারি সারি ঢালি পাকি সঘনে সঘনে হাঁকি ধাহুকী ধরি ধরু কাপে ॥  
 মদভরে গর্জিত লোচন লোহিত চর্কিত দস্তই দস্তে ॥  
 চলিল দলবল মেদিনী টলমল প্রলয় হয় বুঝি অস্তে ॥  
 কপিত্ত ফণিকণা কুণ্ডের বেদনা অধীরা ধরণী হয়ে কপে ॥  
 কহে রামচন্দ্র কবি ধ্বন্য ঢাকিল রবি, অচল চলিত হয় লক্ষ্যে ॥ (পৃ ৬৬-৬৭)

এই পিঙ্গল ছন্দটির সন্ধান কোথাও পাইলাম না,— না বাঙ্গালার, না সংস্কৃতে। কবি যে কোথায় এই ছন্দটির স্মৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা জানি না; মালকোপের সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মনে হয়।



## মালবাপ

দৈত্যরাজ	করে সাজ	বেন বাজ বুলি ।
সেনা সজ্জ	চলে রজ্জ	মাথে অজ্জ ধুলি ॥
খরসান	নিল বাণ	হান হান হাঁকে ।
পৃষ্ঠে তুণ	করে ধূণ	তাহে গুণ ডাকে ॥
... ..	... ..	... ..
চলে রথ	শত শত	নাহি পথ পায় ।
বাঞ্জে ঢাক	লাকে লাক	ঝাঁকে ঝাঁক ধায় ॥
মারে লক্ষ	করে বক্ষ	হয় কম্প ধারা ।
কুলকুলি	উঠে ধুলি	ঢাকে হেরি তারা ॥
... ..	... ..	... ..
চলাচল	টল মল	রসাতল যায় ।
কাঁপে ফণি	ধসে মণি	বেগে ধ্বনি ধায় ॥
যত দৈত্য	রণমত্ত	কিবা তথ্য জানে ।
স্বর সজ্জ	রণরজ্জ	রামচন্দ্র ভণে ॥ ( পৃ ৬৭ )

## ১৫। কবির ভাষা—সংস্কৃত

কবি সংস্কৃত বেশ জানিতেন। সংস্কৃতের ভাব ছায়া ছাড়াও অনেক কথা তিনি এমন অর্থে বা এমন আকারে ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা শুধু সংস্কৃতেই চলে—বাক্যলায় চলে না। মণ্ডুক ( ব্যাং ), ডুগ্ধ ( জলঢোঁড়া সাপ ), পলাশ ( পাতা ), ধনঞ্জয় ( আগুন ), গৃচপাং ( সাপ ), রুচি ( কাস্তি ), উধা ( স্তনকোষ, পালান ), এগুলি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ—বাক্যলাতে চলে না। মুদা ( আনন্দ ), অহি ( দিনে ), পাতু ( পালন করুন ), মা কুরু ( করো না )—এগুলি সংস্কৃতের স্ববস্ত বা তিঙস্ত বিভক্তিসম্বন্ধ পদ জোর করিয়া বাক্যলার পঙ্ক্তিতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, এক জায়গায় সহ শব্দের যোগে স্ববস্তের তৃতীয়া বিভক্তিও দেওয়া হইয়াছে—“পঞ্চবদনেন সহ”। কোথাও কোথাও আবার সংস্কৃত বাক্যলা মিশাইয়া খিচুড়ী করাও হইয়াছে—“চলু চলু ঢোলিতম্”।

## অসংস্কৃত

কবি বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, বাক্যলায় অপ্রযুক্ত অর্থেও অনেক সংস্কৃত কথা চালাইয়াছেন। পক্ষ ( পাগী ), দক্ষ ( জান ), হেমন্ত ( হিমালয় ), হৈম ( পার্বত্য )—এগুলি একেবারেই অভিধানের বাহির। ছন্দের খাতিরে কবি ধক্কে ধুন করিয়াছেন : গজগামিনী বা ময়ালগামিনী না বলিয়া ‘পঞ্চশরগামিনী’ বলিয়াছেন, কন্দর্পের গতির সহিত এই রকম উপমা ত দেখি নাই। এক জায়গায় সজ্জি করিয়াছেন—বাড়িল অনঙ্গ—বাড়িলানঙ্গ। খুঁটিয়া দেখিলে হয় ত সংস্কৃত ও অসংস্কৃত দুই রকমেরই আরও উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই।

ত্রিনিত্যধন ভট্টাচার্য্য

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার

সদস্যগণ কর্তৃক পুস্তক বাহিরে লইয়া যাইবার নিয়মাবলী :—

১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ এককালীন দুইখানি গ্রন্থ বা একাদিক খণ্ডে সম্পূর্ণ কোন গ্রন্থের (সাময়িক পত্র ছাড়া) চারিখণ্ড পাঠার্থ বাড়িতে লইয়া যাইতে পারিবেন।

২। (ক) গ্রন্থাধ্যক্ষ কর্তৃক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট কোনও পুস্তক সাধারণতঃ কোন সদস্যকে বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(খ) কোনও বিশিষ্ট স্থলে গ্রন্থাধ্যক্ষ আবশ্যক বোধ করিলে যথোপযুক্ত টাকা জমা রাখিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐরূপ গ্রন্থ বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। জমার টাকার পরিমাণ গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্দেশ করিবেন।

(গ) বিজ্ঞানাগার, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে কোন সদস্যকে গ্রন্থ বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

৩। (ক) সদস্যগণ ১৫ দিন পর্যন্ত নিজের নিকট পুস্তক রাখিতে পারিবেন, এবং এই নির্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাঁহাকে ঐ পুস্তক গ্রন্থাগারে ফেরত দিতে হইবে।

(খ) অন্য কোন সদস্য না চাহিলে একই পুস্তক ক্রমান্বয়ে একাদিক বার এক সদস্যকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সদস্যগণ পুস্তক ফেরত না দিয়া দ্বিতীয় বার লইয়া যাইবার অনুমতি পাইবেন না।

(গ) কোন সদস্য পনের দিনের অধিক কাল পুস্তক নিজের নিকট রাখিয়া দিলে তাঁহার নিকট প্রথমটি ব্যতীত যতগুলি আরক-পত্র প্রেরিত হইবে, ততগুলিরই ডাকমাণ্ডল দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন।

(ঘ) কোন সদস্য এই ডাকমাণ্ডল দিতে অস্বীকার করিলে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুস্তক ফেরত দিতে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস কাল শৈথিল্য করিলে তাঁহাকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা হইতে এক বৎসরের মত বঞ্চিত করা হইবে।

৪। (ক) সদস্যগণ পরিষদের পুস্তক যন্ত্রের সহিত ব্যবহার করিবেন, চিহ্নিত বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিবেন না।

(খ) যদি কোন সদস্য কোন পুস্তক হারাইয়া ফেলেন, ছিন্ন করেন, বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করেন, তবে তিনি ঐ পুস্তক নিজব্যয়ে ক্রয় করিয়া পরিষদকে দিতে বাধ্য থাকিবেন, অথবা ঐ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পরিষদের বাহা ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

(গ) তাহা ছাড়া এইরূপে পরিষদের ক্ষতিগ্রহণ না-করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক পাঠার্থ বাড়িতে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(ঘ) এই ব্যবস্থা কার্যকর করিবার জন্য পুস্তক গ্রহণকালে সদস্যগণ পুস্তকের অবস্থা দেখিয়া লইবেন; উহা ছিন্ন হইলে গ্রন্থাগারের কৰ্মচারীকে দেখাইয়া তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন।

৫। (ক) পরিষদের সদস্তগণ গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য বিনামূল্যে ছইখানি কার্ড পাইবেন।

(খ) গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট এই কার্ড না দিয়া কেহ পুস্তক বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন না।

(গ) কার্ড হারাইয়া ফেলিলে নূতন কার্ড পাইবার জন্য সদস্তগণকে কার্ড-প্রতি ছই আনা করিয়া মূল্য দিতে হইবে।

৬। ছুটি ও বৃহস্পতিবার ছাড়া অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত গ্রন্থালয়ে গ্রন্থের আদান-প্রদান হইবে।

৭। পুস্তকের হিসাব-নিকাশের জন্য ১৫ই চৈত্রের মধ্যে সদস্তগণকে সকল গ্রন্থ ফেরত দিতে হইবে। এই তারিখ হইতে পরবর্তী ১লা বৈশাখের পূর্ব পর্যন্ত কোন পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে বাহিরে যাইবে না।

৮। কোন সদস্তের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

### পাঠাগারে বসিয়া পড়িবার নিয়মাবলী :—

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পাঠাগার সদস্য-অসদস্য-নির্বিশেষে সর্ব-সাধারণের জন্য পাঠার্থ ১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত) প্রত্যহ খোলা থাকিবে।

২। এই সময়ের মধ্যে সর্বক্ষণই পাঠকগণ টেবিলের উপর সজ্জিত সাময়িক পত্র পড়িতে পারিবেন।

৩। পাঠকগণ অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৭টা পর্যন্ত গ্রন্থাগারের যে-কোন পুস্তক দেখিতে বা পড়িতে পাইবেন। ছাত্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ পরিষদের কোন কর্মচারীর সম্মুখে বসিয়া দেখিতে হইবে। ৭টার মধ্যে সমস্ত পুস্তক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে।

৪। পাঠকগণ পাঠাগারে বসিয়া পড়িবার জন্য একসঙ্গে দুইখানি পুস্তক পাইবেন। সেগুলি ফেরত দিয়া অল্প দুইখানি পুস্তক তাঁহারা লইতে পারিবেন।

৫। গ্রন্থ লইবার জন্য গ্রন্থাগারের মুদ্রিত লাল শ্লিপে বইয়ের নাম ও নম্বর, পাঠকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট দিতে হইবে। পুস্তক ফিরাইয়া দিবার সময়ে পাঠকগণ ঐ শ্লিপের উপর ‘প্রত্যর্পিত’ ছাপ দেওয়াইয়া লইবেন।

৬। পাঠকগণ যত্নসহকারে পুস্তক ব্যবহার করিবেন এবং উহা কোন প্রকারে চিহ্নিত বা নষ্ট করিবেন না।

৭। পাঠাগারে গল্পগুজব ও ধূমপান নিষিদ্ধ।

শ্রীজগদেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ

# বঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বঙ্গালা প্রাচীন পুথির এই বিবরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয়ের লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা এবং বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সমেত প্রকাশিত হইল। মূল্য সদস্ত-পক্ষে ৥০, সাধারণের পক্ষে ৥৬/০।

MODERN REVIEW, January 1934 :—The books are properly described with suitable extracts and colophons. The introduction from the able pen of Prof. Chintaharan Chakravarty takes note of the most interesting and important works, and forms a good review of the present batch of 200 Mss. described within.

ADVANCE (29.10.33) :—A fairly good number of the works described here are of interest and importance from the point of view of antiquity, rarity or the subject-matter dealt with therein.....It is a pity however that the compilation and publication of the descriptive catalogue of Manuscripts of Bengali works in the Parishat Library is making a very slow progress only one-eighth of the collection so far made having been described in the course of three years for the alleged paucity of funds, which thus stands in the way of drawing the attention of scholars to many a gem hidden in this valuable collection of manuscripts.

AMRITA BAZAR PATRIKA—(29.10.33).....Prof. Chakravarty has done well in the different sections of his short but informative introduction to draw the attention of scholars to all.....matters of interest scattered over the work and apt to escape the notice of even the scholars. This introduction and the elaborate index appended to the work will go a great way in increasing the usefulness of this catalogue.

প্রবাসী (পৌষ, ১৩৪০) :—..... বিবরণ স্থিতিস্থিতি, ভূমিকা উপাদেয়। ষাংহারা প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ঘণ্টটির মূল্য যথেষ্ট। .... পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুগণ সমীপে সাহসনয় প্রার্থনা, সত্বর পুথির বিবরণ প্রকাশের একটা স্বব্যবস্থা করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন হউন।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৬ই কার্তিক, ১৩৪০) :—এমন অনেক পুস্তকের পুথি এই বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি পণ্ডিতসমাজে আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। নানা দিক্ দিয়া পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু সংক্ষেপে তাঁহার ভূমিকায় আলোচনা করিয়া গ্রন্থ ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

CALCUTTA REVIEW (January 1934) :—The work will come as a great help to all who study Bengali literature from the historical view-point.....In the introduction which is interesting we find an attempt made to evaluate these Mss. from different angles.....

বলরাম কবিশেখরকৃত

কালিকামঙ্গল বা বিজ্ঞানসুন্দর

সম্পাদক — অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ

মূল্য—সদস্য-পক্ষে ১০ ও সাধারণ-পক্ষে ১৬/০।

# অশ্রান

সর্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্বল্যে  
অমৃতবৎ

স্বতিশক্তির হ্রাস, মস্তক ঘূর্ণন, কার্ধো অনন্যোগিতা, হিষ্টিরিয়া,  
সর্বপ্রকার মানসিক এবং শারীরিক দৌর্বল্য প্রভৃতি  
রোগে 'অশ্রান' ব্যবহার করিলে  
অমৃতবৎ ফললাভ হয়।

অশ্রান সেবনে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি  
দূর হয়—দেহ মন নববল সঞ্চয় করে। ছাত্র  
এবং ব্যায়ামকারিগণ ইহা সেবনে  
বিশেষ উপকার পাইবেন।

ম্যালেরিয়া, কলেরা, ম্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি রোগদুষ্ট  
স্থানে 'অশ্রান' ব্যবহার করিলে রোগাক্রান্ত  
হইবার ভয় থাকে না।

---

বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

বঙ্গাব্দ ১৩৪০



পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



কলিকাতা, ২৪৩১, আপার মার্জনার রোড  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে মন্দির  
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

# ବନ୍ଧୁକ-ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦେର ଚନ୍ଦ୍ରାବିଂଶ ବର୍ଷେର କର୍ମାଧ୍ୟାୟକମଳ

## ସଭାପତି

ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏହ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ମି-ଏଚ୍ ଡି, ଡି ଏସ-ସି, ମି ଆଇ ଇ

## ସହକାରୀ ସଭାପତିମଣ

ରାୟ ମାହେବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବହୁ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅହରୁମ୍ପା ଦେବୀ

ଫାଟାବିଜ୍ଞାନସହାୟକ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାରିଧି

ରାୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପେଶଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ବିଜ୍ଞାନିଧି ବାହାଦୁର ଏମ ଏ

କବିରାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀନାଥ ବାଚସ୍ପତି

ସହାୟକୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉର୍ଗାଚରଣ ମାଧ୍ୟାତୀର୍ଥ

ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାଶଗୁପ୍ତ ଏମ ଏ, ମି-ଏଚ୍-ଡି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତରଞ୍ଜନ ରାୟ ବିଷୟସ୍ମତ

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନିଚରଣ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ

ସମ୍ପାଦକ—ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜଶେଖର ବହୁ ଏମ ଏ

## ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକମଣ

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାହରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟାତୀର୍ଥ ଏମ ଏ

ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରୁମାରଞ୍ଜନ ଦାଶ ଏମ ଏ, ମି-ଏଚ୍ ଡି

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନାଥନାଥ ଘୋଷ

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସେନ କାବ୍ୟାତୀର୍ଥ ଏମ ଏ

ପତ୍ରିକାଧ୍ୟାୟକ—ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହନୁତିକୁମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏମ ଏ, ଡି ଲିଟି

ଚିନ୍ତାମାଧ୍ୟାୟକ—ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷାଲ ଏମ ଏ, ମି-ଏଚ୍ ଡି

ଐହାଧ୍ୟାୟକ—ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ

କୋଷାଧ୍ୟାୟକ—ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଲାହା ଏମ ଏ, ବି ଏଲ, ମି-ଏଚ୍ ଡି

ଛାତ୍ରାଧ୍ୟାୟକ—ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୟକୁମାର ସରକାର ଏମ ଏ

## ଆୟ-ବ୍ୟୟ-ପରୀକ୍ଷକ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳାହିଟାର ( ମାହା ) କୁଞ୍ଜ ବି ଏସ-ସି, ଜି ଡି ଏ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀବର ଘୋଷ

## ଚନ୍ଦ୍ରାବିଂଶ ବର୍ଷେର କାର୍ଯ୍ୟାନିର୍ବାହକ-ସମିତିର ସଭାପଣ

- ୧। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ବେଦାନ୍ତରଞ୍ଜନ ଏମ ଏ, ବି ଏଲ, ଏଟିମି ; ୨। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବତୀଜ୍ଞନାଥ ବହୁ ଏମ ଏ, ଏମ ଏଲ ସି ;
- ୩। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବି ଏ, ଏଟିମି ; ୪। ରାୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ର ବାହାଦୁର ଏମ ଏ ; ୫। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗିନୀରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟବହୁ ; ୬। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରୁମାର ସେନ ଏମ ଏ ; ୭। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମାଳକାନ୍ତି ଘୋଷ ଭକ୍ତିଭୂଷଣ ; ୮। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ମଥମୋହନ ବହୁ ଏମ ଏ ; ୯। ଡାକ୍ତାର ଆବଦ୍ଧଲ ମହୁର ମିନିକି ଅନୁମୋଦନ-ବିଶାରଦ ; ୧୦। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଜନୀକାନ୍ତ ଦାଶ ; ୧୧। ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗିନାକ ଦତ୍ତ ଏନ୍-ଏ, ମି-ଏଚ୍ ଡି, ଡି ଲିଟି ; ୧୨। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଦାରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବି ଏସ-ସି (ଲଣ୍ଡନ) ; ୧୩। କବିଶେଖର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୋମ କବିଭୂଷଣ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ; ୧୪। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗଳଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ; ୧୫। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିରିଜୀଘୋଷ ଘୋଷ ବି ଏସ-ସି ; ୧୬। ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୟଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଏମ ଏ, ବି ଏଲ, ମି-ଏଚ୍ ଡି ; ୧୭। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିରମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଏମ ଆର୍ ଏ ଏସ ; ୧୮। କବିରାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣ ସେନ, ଆୟର୍ବେଦମାତ୍ରୀ, ଡିସମ୍ପର, ଏଲ ଏ ଏମ ଏସ ; ୧୯। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମମତା ସରକାର ବିଜ୍ଞାନବହୁ ; ୨୦। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏମ ଏ, ଏକ୍ ସି ଏସ (ଲଣ୍ଡନ) ; ୨୧। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଚୌଧୁରୀ ; ୨୨। ରାୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବତୀଜ୍ଞନାଥ ସିଂହ ବାହାଦୁର ବି ଏ ; ୨୩। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏମ ଏ ; ୨୪। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥବୋଧନ ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ; ୨୫। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣିଷଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ; ୨୬। ଡାକ୍ତାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବତୀଜ୍ଞନାଥ ମିତ୍ର ଏନ୍ ବି ; ୨୭। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣିଷଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଏମ ଏ

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

( প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন )

- ১। আচার্য্য আশীষতট ও তাঁহার শিষ্যাহুশিষ্যাবর্গ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এম-সি ১২০  
২। সারদা-মঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ... ১৫০

## সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

অধুনা ছাপ্রাপ্য ‘সমাচারদর্পণ’ নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র হইতে সেকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদে এবং পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনাকারিগণের অবশ্যপাঠ্য।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২০/০, সাধারণের পক্ষে ২।০।

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে—৩, ৩।০, ৩।০ টাকা।

## সাময়িক পত্রের তালিকা

সকলেই জানেন যে, বঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সাময়িক পত্রের সংগ্রহ বৃহত্তম। এই তালিকায় প্রথমাবধি ১৩৩২ বঙ্গাব্দের শেষ পর্যন্ত সংগৃহীত সাময়িক পত্রের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য তিন আনা মাত্র।

## বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ডক্টর শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে, এম. এ., ডি. লিট., মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সহিত। ১৭০৫—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। মূল্য সাধারণ ও সদস্যপক্ষে ১।০ ও ২।০।

ডক্টর শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে মহাশয় ভূমিকার লিখিয়াছেন—“এখন পণ্ডিত্য হিসাবে না হউক, সেই পক্ষে হুনির্দিষ্ট ও যথগম্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, বঙ্গ ও অনুরূপ দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রস্তুত ও বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরপূর্ণ করিবে এবং বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসিক তাঁহার উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না।”



## মূলভে পরিষদগ্রন্থাবলী ন্যায়দর্শন

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

সদস্য-পক্ষে ও সাধারণ পক্ষে মূল্য—প্রথম খণ্ড—১৯০, ২৯০ ; দ্বিতীয় খণ্ড—২১০, ২৬০ ;  
তৃতীয় খণ্ড—১৯০, ২২০ ; চতুর্থ খণ্ড—১৯০, ২২০ ; পঞ্চম খণ্ড—২২০, ২৯০ ।

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (April 1933, P. 471).—This work will remain for many years the standard work in Bengali on the Nyayasutras

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে ৬৯০ এবং সাধারণ-পক্ষে—৮৯০

### পদকম্পিতরূ

সম্পাদক ৮মতীশচন্দ্র রায় এম-এ

সদস্য ও সাধারণ-পক্ষে মূল্য—প্রথম খণ্ড—১২০, ১৯০ ; দ্বিতীয় খণ্ড—১১০, ১৬০ ; তৃতীয়  
খণ্ড—১১০, ১৬০ ; চতুর্থ-খণ্ড—১২০, ১৯০, পঞ্চম খণ্ড—১৬০, ১৯০ ।

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে—৫২০ এবং সাধারণ-পক্ষে ৬৯০

### দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

- (ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ-পক্ষে ২৯০, সদস্য-পক্ষে ১৬০  
(খ) মেঘদূত ( মূল, অম্বর ও পদ্মাম্ববাদ )—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ... ১২, ৬০  
(গ) ঋতু-সংহারম্ ( মূল টীকা ও পদ্মাম্ববাদ )—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার... ১২, ১২  
(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্ ( মূল ও পদ্মাম্ববাদ )—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ... ১০০, ১০০  
(ঙ) উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০, ১০  
(চ) ভারত-ললনা—৮রায়প্রাণ গুপ্ত ... ১০ ১০  
(ছ) A History of Bengali Literature—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি-এ ২২, ২২  
(জ) Rabindranath : His Mind and Art and other Essays ই ১২, ১২

## হাতের ভাষা

### শ্রীবিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী প্রণীত

১৬নং কালী মিত্র বাট স্ট্রীট, কলিকাতা ।

( গ্রন্থকারের নিকট অথবা কলিকাতার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য )

হাতের রেখা দেখিয়া জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় সম্যক জানিবার একমাত্র পুস্তক । জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনতিজগণ ও এই পুস্তক-সাহায্যে জীবনের সকল ভাষা জ্ঞাত হইতে পারিবেন । ছয় মাস মধ্যে ১১০০ খণ্ডবিশিষ্ট একটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াই পুস্তকের সার্বজনীন প্রীতির একমাত্র নিদর্শন । মূল্য ১৯০ দেড় টাকা ।

# এডওয়ার্ডস্ টনিক

ম্যালেরিয়া আদি  
জ্বররোগে অব্যর্থ

বটকুম্ভ পাল এণ্ড কোং  
মাস্কুম্ভাকচারিং কমিটম্  
কলিকাতা

## প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬ খ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির।

সেবাইত শ্রীকামাধ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

## কুঁচের তৈল

টাক ও কেশপতনের অব্যর্থ মহৌষধ।

শিশি ১ টাকা, ৩ শিশি ২১০ টাকা। ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

ডাঃ এন, সি, বসু—১২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীমবাজার, কলিকাতা।

## চশমা

খরিদারকে যে কোন প্রকারে চশমা বিক্রয় করিতেই হইবে, ইহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষান্তে যদি চশমার নিত্যন্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ “লাইন্স” লেন্সের চশমা জ্বলন্ত মূল্যে দিয়া থাকি। সকল প্রকার গ্লাস ও লেন্সের বিপুল আয়োজন। প্রাপ্তিস্থান—ইউনাইটেড অপটিক্যাল সার্ভিস, ৫৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

একমাত্র প্রোঃ—শ্রীমল্লকান্ত রায়।

## পরিষদ গ্রন্থাবলীর মূল্য হ্রাস

কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত কিছুদিনের জন্য নিম্নোক্ত

পরিষদ গ্রন্থাবলী অর্ধমূল্যে বিক্রয় করা হইবে।

এই এবং লেখক বা সম্পাদক

সদন্ত-পক্ষে অর্ধমূল্য সাধারণ-পক্ষে অর্ধমূল্য

১।	কছিপুরাণ—রামলোচন দাশগুপ্ত	১/০	১/০
২।	জ্যোতিষ-দর্পণ—অপূর্বচন্দ্র দত্ত	১০	১/০
৩।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—২য় ভাগ ১ম এবং ৩য় ভাগ ১২ সংখ্যা	১০	১/০
৪।	দুর্গামঙ্গল—অঙ্ক কবি ভবানীপ্রসাদ	১০	১০
৫।	সদৌত্তরাগ-কল্পক্রম ( তিন খণ্ড ) —নিভ্যানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর	৫	৫
৬।	তীর্থ-মঙ্গল—কবিরাজ বিজয়রাম সেন	১/০	১/০
৭।	মৃগলুক—বিজয় রতিদেব	১/৬	১/৬
৮।	মৃগলুক-সংবাদ—রাম রাজা	১/৬	১/০
৯।	গঙ্গামঙ্গল—বিজয় মাধবাচার্য	১০	১/০
১০।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—ভবানীশঙ্কর দাস	১/০	১০
১১।	জ্ঞানসাগর—কাহ্ন ককির	১০	১/০
১২।	সায়দা-মঙ্গল—মুক্তারাম সেন	১০	১/০
১৩।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	১/০
১৪।	শৌর্যসম্রাস—বাসুদেব ঘোষ	১/০	১/০
১৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস—কাশীদাসাশ্রয় কৃষ্ণদাস	১/০	১/০
১৬।	সর্বসংবাদিনী—রসিকমোহন বিহাঙ্গুষণ	১/০	১/০
১৭।	মনোবিজ্ঞান—নলিনাক ভট্টাচার্য	১০	১০
১৮।	উদ্ভিদ-জ্ঞান ( ১ম ও ২য় পর্ব )—গিরিশচন্দ্র বসু	১০	১/০
১৯।	লেখমালাসুক্রমণী—রাধালালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	১/০
২০।	শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—কৃষ্ণদাস	১০	১০
২১।	ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ( সিন্ধো-লিখিত ) —রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	১০	১০
২২।	কৌলমার্গরহস্ত—সতীশচন্দ্র সিংহাঙ্কুষণ	১/০	১০
২৩।	সংকীর্ণনাট্য—দীনবন্ধু দাস	১/০	১/০
২৪।	শ্রীধর্মপুরাণ—মহম্মদ হুসৈন	১/০	১০
২৫।	এইশপিত—রাজকুমার সেন	১	১০

গান্ধীজী-সমিতি, সহকারী সম্পাদক

# আচার্য্য আৰ্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ \*

## আৰ্য্যভটের জন্মকাল

পুরাকালে হিন্দুস্থানে আৰ্য্যভট নামে একাধিক জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহার আলোচনা আমরা বর্তমান প্রবন্ধে করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে আপনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন—

“যষ্টাঙ্গানাম্ যষ্টীর্দ্বা ব্যতীতঃশ্রবণ যুগপাদাঃ ।

ত্র্যধিক। বিশতিরকান্তদেহ মম জন্মনোংতীতাঃ ॥”২

“বর্তমানে যখন তিন যুগপাদ এবং যষ্টিবর্ষাত্মক যষ্টাঙ্গ ব্যতীত হইয়াছে, তখন আমার জন্ম হইতে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ অতীত।” অর্থাৎ ৩৬০০ কল্যাঙ্গে (—৪২১ শকে) আচার্য্য আৰ্য্যভট ২৩ বর্ষবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম ৩৯৮ শকে। ৩.

আচার্য্য আৰ্য্যভটের শিষ্য আচার্য্য ভাস্কর ( প্রথম ) বিরচিত ‘লঘুভাস্করীয়ে’র টীকার পরমেশ্বর ( ১৩৫০ শককাল ) ৪৪৪ শককে ভটাস্ক বলিয়াছেন ( “ভটাস্কোহয়ং” )। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কোন বিশিষ্টতর ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার নামে অঙ্গ প্রচলিত

\* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই বিষয়ে লেখকের “Two Aryabhata of Al-Biruni” এবং “Aryabhata, the author of the Ganita” নামক প্রবন্ধের দ্রষ্টব্য। উহার *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society* ১৭শ ( ১৯২৬, ৫২-৭৪ পৃঃ ) ও ১৮শ ( ১৯২৭, ৫-১৮ পৃষ্ঠা ) খণ্ডে যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। ‘আৰ্য্যভটায়’ : কালক্রিয়াপাদ, ১০ম শ্লোক।

৩। জি. টি. এস. নারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আচার্য্য আৰ্য্যভট ৩৩৭ কলিগতাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ( *The Age of Sankara*, Part I—A, Madras, 1916, Appendix I, p. 161 ). দাক্ষিণাত্যস্থ ‘আৰ্য্যভটায়ের’ কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে তিনি নাকি উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথম চরণের “যষ্টাঙ্গানাম্ যষ্টীর্দ্বা” পাঠ পাইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, উহাই প্রকৃত মূল পাঠ। কিন্তু উহা ভ্রমাত্মক। আমরা এই পর্য্যন্ত ‘আৰ্য্যভটায়ের’ চারিখানি প্রাচীন টীকা দেখিয়াছি। উহাদের পাণ্ডুলিপিও দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। সকল টীকাতেই “যষ্টাঙ্গানাম্ যষ্টীর্দ্বা” ইত্যাদি পাঠ আছে। কোন কোন টীকাতো আবার “সংগৃহীত উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৩৬০০ কলিগতাব্দে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়সে আৰ্য্যভট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা—

“বর্তমানযুগচতুর্থপাদস্য কল্যাণস্য যটুশতাব্দিকসহস্রত্রেয়স্মিতেষু ৩৬০০ স্বর্য়্যানেষু গতেষু ত্রয়োবিশতিবর্ষে মম শাস্ত্রঃ প্রণীতমিত্যর্থঃ ।” ( স্বর্য়্যাদেব যথা )

“তত্র বরাহকল্পস্যায় সপ্তমে বৈংশতমবস্তরে বর্তমানাষ্টাব্দিকশতযুগস্য কল্যাণেঃ প্রভৃতি খণ্ডবড়ুর্গম্বিতে সৌর্য্যানে ত্রয়োবিংশতি বর্ষে...” ( স্বর্য়্যাদেব যথা, ভাষ্যভূমিকা )

“বর্তমানযুগচতুর্থপাদস্য যটুশতাব্দিকসহস্রত্রেয়স্মিতেষু স্বর্য়্যানেষু গতেষু সংহ ত্রয়োবিশতিবর্ষে মম শাস্ত্রমিহ প্রণীতমিত্যুক্তঃ ভবতি ।” ( পরমেশ্বর )

পরমেশ্বর চতুর্দশ শতকতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। স্বর্য়্যাদেব তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন। অপর জ্যোতিষ-গ্রন্থেও এই পাঠ পাওয়া যায়। যথা ‘বাক্যগণিতবিচার’এ আছে—

“আৰ্য্যভটসাম্পি,

যষ্টাঙ্গানাম্ যষ্টীঃ বদ্য ব্যতীতঃশ্রবণ যুগপাদাঃ ।

ত্র্যধিক। বিশতিরকান্তদেহ মম জন্মনোংতীতাঃ ।

ইতি বীজম্বোকেনৈব বজ্রকালকথনং ।”

( S. Kuppaswami Sastri, *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras*, Vol. XXIV—*Jyotisha*, 1918 ; Ms. No. 13503, p. 9126 ).

হয়। ৪৪৪ শক আর্ঘ্যভটের সম্পর্কে এত স্মরণীয় কেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বস্তুতঃ ৪২১ শকের (গ্রন্থরচনাকাল) পরের তাঁহার জীবনের কোন ঘটনা জানা নাই। আমাদের অনুমান যে, ৪৪৪ শকে আচার্য্য আর্ঘ্যভটের মৃত্যু হয় এবং ইহার স্মরণার্থ তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় উহাকে ভটাস্য বলিতেন। ইহাও বলা উচিত যে, পরমেশ্বরের উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত অপর কুত্রাপি এই ভটাকের উল্লেখ আমরা অদ্যাবধি পাই নাই।<sup>১</sup> পরমেশ্বরের কথায় শঙ্কর বিশেষ কারণও দেখি না। যাহা হউক, এই অনুমান দুর্বল।

### জন্মস্থান

বর্তমান কালের হিন্দুজ্যোতির্বিদসাধারণের বিশ্বাস যে, আচার্য্য আর্ঘ্যভট প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরে (বর্তমান পাটনার সন্নিকটে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্ঘ্যভটের নিম্নোক্ত বাক্য হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি—

“আর্ঘ্যভটসিহ নিগদতি কুহ্মপুরেঃভাটিং জানম্।”<sup>২</sup>

কুহ্মপুর পাটলীপুত্রের আদি নাম।<sup>৩</sup> শঙ্কর বালকৃত্য দীক্ষিত মহাশয় এই মতে শঙ্ক উত্থাপন করেন। ‘আর্ঘ্যভটের সিদ্ধান্তমতে পঞ্জিকাগণনার বিশেষ প্রচলন দেখা যায় দক্ষিণ-ভারতে—কর্ণাটক ও মহীশূরের বৈষ্ণবসমাজে। তাহা হইতে দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করেন যে, দক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশে আর্ঘ্যভটের প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভব।<sup>৪</sup> সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রী কে. সাব্বিশিবা শাস্ত্রী মহাশয় প্রকারান্তরে এই অনুমানের সমর্থন করিয়াছেন।<sup>৫</sup> আর্ঘ্যভটের উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের ভাঙে কেবল নীলকণ্ঠ (১৪২২ শক প্রায়) লিখিয়াছেন, “অশ্বকজনপদজাত আর্ঘ্যভট্যাচার্য্য।” এই অশ্বক জনপদ নাকি দক্ষিণ-ভারতে।<sup>৬</sup> কাহারও মতে প্রাচীন জিবাঙ্কর ও অশ্বক অভিন্ন। এই মত স্বীকার করতঃ

১। নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, “...স্বাপরাস্ত্যাতসৌরাকগণে পুনর্ভটাক (কে? ক?) যদ্যদ্যন্তিঃ প্রকিপ্য লকঃ কল্যাকগণ...।” (আর্ঘ্যভটীর, কালক্রিয়াপাদ ১৬শ শ্লোক, নীলকণ্ঠগ্রন্থ)। এখানে ‘ভটাক’ ভিন্নার্থক। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অর্থে ‘ভটাক’র উল্লেখ আলব কর্ণীও করিয়াছেন।

২। ‘আর্ঘ্যভটীর,’ গণিতপাদ, ১ম শ্লোক।

৩। A. J. C. Gunningham, *Ancient Geography of India*, edited with introduction and notes by Surondranath Majumdar Sastri, Calcutta, 1925, pp. 518ff.

৪। শঙ্কর বালকৃত্য দীক্ষিত, ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,’ পৃষ্ঠা, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১২২ পৃঃ।

৫। ‘আর্ঘ্যভটীর,’ গার্গ্যকেরলনীলকণ্ঠসোমহরষির চিত্তভাষ্যোপেতম্, কে. সাব্বিশিবাশ্রীণা সংশোধিতম্, প্রথমঃ সম্পূটঃ—গণিতপাদঃ, ত্রিভঙ্গম্, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ, ভূমিকা প্রহাঃ বিশেষ ১-২ পৃঃ।

৬। বস্তুতঃ অশ্বকদেশের অবস্থিতি এখনও অনিশ্চিত। অশ্বকদেশের প্রথম উল্লেখ—মত দূর জানা গিয়াছে—পাণ্ডুরা বার পাণিনির ব্যাকরণে (৪।১।১৭০)। ভগবান্ গোতম বুদ্ধের কিছু কাল পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে বোল রাষ্ট্রে বিজিত ছিল। উহার একটির নাম “অসসক”। এই অসসক দেশ অজ, মগধ, অবন্তী, বৈজ্ঞান ইত্যাদি দেশ হইতে ভিন্ন। উহা নাকি মধ্যভারতের গোদাবরী ও তাপ্তী নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রাকৃত ‘অসসক’=সংস্কৃত ‘অশ্বক’ বা ‘অবক’। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২ অধি, ২৪ অধ্যায়েও অশ্বকদেশের উল্লেখ আছে। উহার সম্পাদক শ্রীভ্রামশাস্ত্রীর মতে, অশ্বকদেশ—মহারাষ্ট্রদেশ। কিন্তু উহার ব্যাখ্যানকার গণপতি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, অশ্বক—অরট। এই অরট দেশ পঞ্চনদের অন্তর্গত। বাস্কাকির রামায়ণ দৃষ্টে (“অবজ্যাকাসঃ”) মনে হয়, অশ্বক অবন্তীর সন্নিকটে। গ্রীক অলিকসন্দরের আক্রমণসময়ে উত্তর-পশ্চিম-ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রীক লেখকের বর্ণনা মতে উহার হুইটের নাম ‘Aspasioi এবং Assakonous। হরেন্দ্রনাথ মল্লবহার-শাস্ত্রীর মতে উহার বাক্যসম ‘অবক’ এক ‘অবক’ শব্দের অপভ্রংশ। উক্ত এসেই বর্তমান আকগাধিহাবের অন্তর্গত—উহার পূর্বাংশে অবস্থিত। (ভগবান্ গোতম বুদ্ধের ৬৬১ পৃষ্ঠা প্রহাঃ)।

সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে, আৰ্য্যভট্ট সম্ভবতঃ কেবল দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ্যগ্রহণলাভের আকাঙ্ক্ষায় গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী কুম্ভমপুরে গমন করেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কুম্ভমপুরনগরীর অবস্থিতি সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ কিছু বলেন নাই। স্থপ্রাচীন টীকাকার ভাস্কর (প্রথম) ১ লিখিয়াছেন—

“কুম্ভমপুরেত্যুচিৎ জানম্। কুম্ভমপুর পাটলীপুর তত্রাত্যুচিৎ জান নিগদতি। এবমুৎকরতে। অয়ং কিল স্বায়ত্ত্ববলিকান্তঃ কুম্ভমপুরনিবাসিভিঃ কৃতিভিঃ পুণ্ডিতঃ সংস্রপ পৌলিন্দরোমকবাসিভিসৌম্যেযু। তেনাই কুম্ভমপুরেত্যুচিৎ জানমিতি।”

এইরূপে দেখা যায় যে, আৰ্য্যভট্টের কুম্ভমপুর পাটলীপুত্রই। সূত্রবাং তৎসম্বন্ধে দীক্ষিত মহাশয়ের অন্তর্মান সত্য নহে।

### গ্রন্থরচনা—আৰ্য্যভট্টীয়

আচার্য্য আৰ্য্যভট্ট-বিরচিত একখানি গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়। উহার নাম ‘আৰ্য্যভট্টীয়’। বস্তুতঃ দুইটি গ্রন্থখণ্ডের সম্মিলনে ‘আৰ্য্যভট্টীয়’ নিষ্পত্ত। প্রথমটির নাম ‘দশগীতিকা’। স্বয়ং আৰ্য্যভট্ট এই নাম রাখিয়াছিলেন। উহার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—

..

“দশগীতিকাসুত্রমিদং ভূগোলচরিতং ভূপঙ্করে জ্ঞানম্।

গ্রহভগণপরিভ্রমণং স যতি ভিষা পরং বঙ্গম্।”

এ খণ্ডে সর্বসমেত ত্রয়োদশ শ্লোক আছে। প্রথমটি মঙ্গলাচরণ; দ্বিতীয়টি অক্ষরসংখ্যা-জ্ঞাপক পরিভাষা; সর্বশেষ শ্লোক গ্রন্থমাহাত্ম্যাসূচক। প্রকৃত গ্রন্থগণিতবিষয়ক শ্লোক দশটি। উহার গীতিছন্দে গ্রথিত। তাই এই গ্রন্থখণ্ডের নাম ‘দশগীতিকা’।

অপর খণ্ডের উপসংহারে আৰ্য্যভট্ট লিখিয়াছেন—

“আৰ্য্যভট্টীয়ঃ নামা পূর্বঃ স্বায়ত্ত্বব সঙ্গ সঙ্গম্।”

তাহাতে মনে হইতে পারে যে, উহার নাম ‘আৰ্য্যভট্টীয়’ ১২ কিন্তু প্রাচীনদের মতে এই নাম সমগ্র গ্রন্থেরই। দ্বিতীয় খণ্ড তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে মোট ১০৮ (= ৩৩ + ২৫ + ৫০) শ্লোক আছে। উহাদের ছন্দ আৰ্য্য। তাই এই খণ্ডকে প্রাচীনরা ‘আৰ্য্যভট্টশত’ নামে উল্লেখ করেন। ইহা ‘আৰ্য্যভট্টতত্ত্ব’ নামেও খ্যাত ছিল। ১৩ তাহাদের মতে এই দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ভাস্কর (প্রথম) স্পষ্টতই এই কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—৪

“অতোহনেন লোকানুগ্রহায় ক্ষুটগ্রহগত্যাৰ্চকানি দশগীতি(কা)সুত্রানি গণিতকালক্রিয়াগোলাৰ্চকানি-  
নার্য্যভট্টশতং চ বিনিবন্ধঃ ক্ষুটগ্রহগত্যাৰ্হেতবোহৰ্খাঃ।”

১। ইনি ‘শিলাভূমিরোমণি’-কার ভাস্করার্চাৰ্য্য হইতে ভিন্ন। তদ্বিষয়ে লেখকের “The two Bhaaskaras নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (Indian Historical Quarterly, Vol. VI, 1930, pp. 727-736)

২। ভাস্কর ভাস্কর এক স্থলে (গণিতপাদ, ১৪ শ্লোক ভাষ্য) আৰ্য্যভট্টের শিষ্য বা অনুযায়ী কর্বে ‘আৰ্য্যভট্টীয়’ শব্দ এরোপ করিয়াছেন।

৩। ভাস্কর বস্তুতঃ আৰ্য্যভট্টশতের ভাষ্যের নাম রাখিয়াছেন ‘ভট্টভাষ্য’; এক্ষণক পাদ্যের সমাপ্তিবাক্য এই প্রকার—‘ইতি ভাস্করস্য কৃত্যাব্যর্থভট্টতত্ত্বভাষ্যে গণিতপাদঃ সমাপ্তঃ’, “ইতি ভাস্করস্য কৃত্যাব্যর্থভট্টতত্ত্বভাষ্যে কালক্রিয়াপাদঃ সমাপ্তঃ” ইত্যাদি।

৪। ‘দশগীতিকা’, ২৪ শ্লোকের ভাষ্য।

আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্তও ( জন্ম ৫২০ শকাব্দ ) এই দুই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন ।<sup>১</sup> দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে হুয়েনসাং পার্শী গণিতজ্ঞ, ঐতিহাসিক এবং পর্যটক আলবীরুনী হিন্দুস্থানের পণ্ডিতবর্গের মুখে আর্ঘ্যভট-বিরচিত এই দুই গ্রন্থের নাম শুনিয়াছিলেন ।<sup>২</sup> ‘আর্ঘ্যভটীয়’ ‘আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত’ নামেও প্রসিদ্ধ ছিল ।

অর্বাচীন কালে ‘আর্ঘ্যভটীয়’ ‘বৃদ্ধ আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত’ বা ‘লঘু আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত’ নামে উল্লিখিত হয় । কারণ, নবম শতাব্দীর শেষভাগে আর্ঘ্যভট নামে অপর একজন জ্যোতিষী প্রোচুত হন । তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নামও ‘আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত’ । তখন পুরোবর্তী আর্ঘ্যভট ‘বৃদ্ধ আর্ঘ্যভট’ নামে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত ‘বৃদ্ধ আর্ঘ্যভটসিদ্ধান্ত’ বা ‘বৃদ্ধ আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত’ নামে খ্যাত হয় । পরবর্তী লেখকের গ্রন্থ ‘আর্ঘ্যভটীয়’ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ । উহাতে ১৮টা অধ্যায় এবং সর্বসমেত ৬৭২ শ্লোক আছে । তাই সেই গ্রন্থ ‘বৃহৎ আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত’ বা ‘আর্ঘ্যভট মহাসিদ্ধান্ত’ ( সংক্ষেপে ‘মহাসিদ্ধান্ত’ ) এবং ‘আর্ঘ্যভটীয়’ ‘লঘু আর্ঘ্যসিদ্ধান্ত’ নামে কথিত হয় ।

### • আর্ঘ্যভটীয়ের টীকা

অনেক প্রাচীন জ্যোতিষী ‘আর্ঘ্যভটীয়ের’ উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে এই পর্য্যন্ত দশ জন টীকাকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ; যথা—ভাস্কর, সোমেশ্বর, স্বর্ষ্যদেব যজ্ঞা, পরমেশ্বর, নীলকণ্ঠ, যল্লভ, ভূতবিষ্ণু, মাধব, কোদণ্ডরাম এবং ঘটীগোপ ।

১। ভাস্কর আচার্য্য আর্ঘ্যভটের শিষ্য । তিনি সমগ্র ‘আর্ঘ্যভটীয়’ গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন । আমরা ত্রিভঙ্গম রাজকীয় সংস্কৃত গ্রন্থাগার হইতে উহার এক প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি । এই পাণ্ডুলিপি গোলপাদের ষষ্ঠ শ্লোকের টীকার মধ্যস্থলে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে । ভাস্করের টীকার পাণ্ডুলিপির অপর কুত্রাপি অস্তিত্বের সন্ধান আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই । এই টীকা অতীব মূল্যবান । প্রাচীন হিন্দুগণিত ও গণিতজ্ঞ সম্বন্ধে অধুনা অপরিজ্ঞাত কতিপয় বিষয়ের সন্ধান উহাতে পাওয়া যায় । সময় ও স্থযোগ পাইলে আমরা ভবিষ্যতে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । বর্তমান প্রবন্ধেও প্রসঙ্গানুসারে তাহার কোন কোনটার উল্লেখ করা যাইবে ।

২। সোমেশ্বরের টীকার সন্ধান আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই । ভাউদাজী উহার একখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।<sup>৩</sup> উহার খোঁজ করিয়াও আমরা বিফলমনোরথ হইয়াছি । এইচ, ডি, ভেলঙ্কর মহাশয় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ‘ভাউদাজীসংগ্রহ’র স্মৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন । উহাতে সোমেশ্বর-

১। ‘ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত’, ১১৮ ।

২। *Alberuni's India*, English translation by Edward C. Sachau, second edition, 1910, London ; Vol. I, p. 157 ; see also p. 386.

৩। Bhau Daji, “Brief Notes on the Age & Authenticity of the Works of Aryabhatta etc,” *JRAS*, 1865, pp. 392 sqq ; particularly p. 398.

প্রণীত ‘আৰ্য্যভট্টীয়’ ভাষ্যের উল্লেখ নাই। সোমেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি ভাস্কর-প্রণীত ভাষ্যের সাহায্যে স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

৩। স্বর্গদেব যজ্ঞ ( বা নৈঋব গোত্রসম্বৃত স্বর্গদেব সোমযজ্ঞ ) প্রণীত আৰ্য্যভট্টীয়-ব্যাখ্যানের নাম ‘ভটপ্রকাশ’ বা ‘ভটপ্রকাশিকা’। উহার পাণ্ডুলিপি দুস্তাপ্য নহে। স্বর্গদেব সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর লোক।

৪। পরমেশ্বর ১৩৫২ শকে জীবিত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান কেরল প্রদেশের উত্তরাংশে নীলনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার রচিত আৰ্য্যভট্টীয়ের টীকার নাম ‘ভটনীপিকা’। পরমেশ্বর স্থলে স্থলে ‘ভটপ্রকাশিকা’ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্ণ সাহেবের সম্পাদনায় হলন্দ্ দেশের লীদেন নগরে মুদ্রিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মজুম্ভরপুর হইতে শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহ উহার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি হিন্দি ভাষায় উহার সংক্ষিপ্ত সারও দিয়াছেন।

৫। নীলকণ্ঠ পরমেশ্বরভনয় দামোদরের শিষ্য। তিনি ১৪২২ শকে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার জন্ম কেরলে—কুণ্ডগ্রামে ( বর্তমান ত্রিকুণ্ডপুর )। নীলকণ্ঠ আৰ্য্যভট্টীয়ের শেষ তিন পাদের অর্থাৎ আৰ্য্যাষ্টশতের ভাষ্য লিখিয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন ‘মহাভাষ্য’। প্রকৃতপক্ষে, মালাবারের অগ্রসিদ্ধ কৌণ্ডীতকীনারায়ণ বা নেজনারায়ণের অম্বরোধে নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর আৰ্য্যাষ্টশতের ভাষ্যরচনা আরম্ভ করেন। গণিতপাদের প্রথম ষড়্‌বিংশ সূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের পর শঙ্কর স্বর্গ গমন করেন। নীলকণ্ঠ শঙ্করের অসমাপ্ত ভাষ্যকে সম্পূর্ণ করেন। নীলকণ্ঠ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। ( গণিত-পাদ, ২৬ সূত্রের ভাষ্য দেখ )। ‘মহাভাষ্য’ অতীব বিস্তৃত। ইহাতে মূলের উপপত্তি নিরূপিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। উহার প্রথম দুই সম্পূট ( গণিতপাদ ও কালক্রিয়াপাদ ) ত্রিভঙ্গম হইতে শ্রী কে, সাধুশিব শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। ত্রিধরাচার্য্যের পুত্র এবং বালাদিত্যসম্বৃত স্বর্গাচার্য্যের শিষ্য যজ্ঞ, স্বর্গদেব যজ্ঞ কৃত ‘ভটপ্রকাশিকা’র উপর টিপ্পনী প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার নাম ‘কল্পলতা’। মাস্তাজ সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে ‘কল্পলতা’ আছে।

৭। বালিন নগরীস্থ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় রক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপির অন্তে আছে—

১। স্বর্গদেব ত্রীপতি ( ১৩১ শককাল ) কৃত ‘জাতকপদ্ধতি’র ভাষ্য লিখিয়াছিলেন ( *A Triennial Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Govt. Orient. Lib. Madras*, 1916/17—1918/19, Vol. III, Part I—Sans. C, R. No. 2741, p. 3916 দ্রষ্টব্য )। তিনি ‘সিদ্ধান্তপিরোমণি’কার ভাস্করাচার্য্যের ( জন্ম ১০৩৬ শক, গ্রন্থরচনা ১০৭২ শক ) পূর্ববর্তী। ( ‘জামাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ’, ১ম ভাগ, ৭৪-৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য )। স্তন্য ১৩১ ও ১০৭২ শকের মধ্যে স্বর্গদেব বর্তমান ছিলেন।

২। *Descriptive Catalogue*, Vol. XXIV ; No. 13393, p. 9018

৩। See Weber's *Catalogue of the Berlin Sanskrit Manuscripts*, No. 834, p. 232 ; W. D. Whitney, “Additional Note on Aryabhatta and his Writings,” *Journ. Amer. Orient. Soc.*, Vol. VI, pp. 560 sqq ; Kern's Preface to his edition of the *Brhat-Samhita*, p. 56.



“ভট্টেন পূৰ্বে দশগীতিত্ৰয়মতীৰ গুণার্থমুদাহৃতং যৎ ।

শুক্রপ্রসাদাদধিগম্য বিবাস্তুত্ব ভূতবিষ্ণুঃ সমবোচদিত্বম্ ॥”

উহার আদিত্যেও ভূতবিষ্ণু-কৃত দশগীতিভাষ্যের উল্লেখ আছে। এতদ্বারা জানা যায় যে, ভূতবিষ্ণু দশগীতিকাস্থত্ৰের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্য অধুনা লুপ্ত। বালিন পাণ্ডুলিপিতে ঐ ভাষ্য বস্তুত নাই। যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে মূল আখ্যভট্টায়ের শ্লোক, পরে গদ্যে ভূতবিষ্ণুর ভাষ্য, উভয়ই ছিল। লেখক শুধু মূল মাত্র নকল করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, বোধ হয়। তাহা করার পরে তিনি খেয়ালবশে অথবা পণ্ড দেখিয়া মূল ভ্রমে, পাণ্ডুলিপির উপসংহারবাক্যও নকল করিয়াছিলেন। কার্ণও সেইরূপ অনুমান করেন।

৮। আত্রেয় গোত্রসম্বৃত বিরূপাক্ষাধ্বার পুত্র মাধব জ্যোতিষ বাসনা এবং উদাহরণ সহিত আখ্যভট্টায়ের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে বৃহজ্জাতকের স্বকৃত টীকার প্রারম্ভে তিনি ঐ টীকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—<sup>১</sup>

“আদ্যাব্যভট্টায়ন্ত সিন্ধাস্তস্ত বাসনাম্ ।

উদাহরণসংযুক্তাং টীকাং কৃত্বা ততঃ পরম্ ॥”

২। কোটিকলগুড়িবংশজ কোদণ্ডরাম ১৭৭৮ শকে মোট ৪০ শ্লোকে আখ্যভট্টায়ের কালক্রিয়াপাদের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।<sup>২</sup> বিশেষ করিয়া কর্ণাটদেশে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তিনি টীকা লেখেন। তাই তেলেগু ভাষার আশ্রয় নিয়াছেন।

১০। অধ্যাপক পিশারোটি<sup>৩</sup> এবং সাধুশিব শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ঘটীগোপ বা ঘটীগোপ আখ্যভট্টায়ের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার সমর্থনে তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। আমরা অপর কুড়াপি ঐ ভাষ্যের উল্লেখ দেখি নাই। সাধুশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা দৃষ্টে মনে হয়, ঘটীগোপ নীলকণ্ঠ অপেক্ষা প্রাচীন।

এই সকল ভাষ্যকারগণের মধ্যে ভাস্করই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি স্বীয় ভাষ্যে কখন কখন অপরের ব্যাখ্যানের উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করিয়াছেন, দেখা যায়। যথা—

কালঃ প্রাণবিনাডীনাড্যাহোরাত্রপক্ষমাসসংবৎসরযুগাদিকং তৎপরিজ্ঞানার্থং ক্রিয়া কালক্রিয়া। অস্ত্রে পুনঃ ক্রিয়া-  
ব্যতিরিক্তং কাল...নাভ্যুপগচ্ছন্তি। তেভ্যমন্ত্র বিগ্রহঃ কালশাস্ত্রসৌ ক্রিয়া চ। এবমেতো যৌ পক্ষৌ কেচিৎ কালঃ ক্রিয়া-  
ব্যতিরিক্তং যন্তস্তে, অস্ত্রে ক্রিয়ৈব কাল ইতি।” (গীতিকাপাদ, ১ম শ্লোকের ভাষ্য; কালক্রিয়াপাদের উপোদ্যাতও দ্রষ্টব্য।)

“সমদলকোটি অবলম্বকঃ। অত্র কেচিৎ সমে দলে যন্তাঃ সোমঃ সমদলাঃ সমদলাসৌ কোটি চ সমদলকোটিতি  
বর্ণয়ন্তি। তেবাঃ সমদলসমপ্রক্ষেত্রয়োরেব ফলসিদ্ধিঃ; ন বিষয়প্রক্ষেত্রম্। অত্রাং পুনঃ সমদলকোটিত্যানেন  
অবলম্বকযুগপতাক্রবতাঃ ত্রয়াণামপি ফলানয়নং সিদ্ধম্।” (গণিতপাণ্ড, ৬ শ্লোক, ভাষ্য)।

তিনি বলেন যে, আখ্যভট্টায়ের কালক্রিয়া পাদের ২১ শ্লোকের তাহার ব্যাখ্যা হইতে অস্ত্র প্রকার ব্যাখ্যা কোন পূর্বচাৰ্য্য করিতেন।—“অথান্ত্রে অস্ত্রথা ব্যাখ্যানং কুবন্তি।” এইরূপে দেখা যায় যে, ভাস্করের পূর্বেও আখ্যভট্টায়ের একাধিক ভাষ্য বিরচিত হইয়াছিল।

১। *Desc. Cat. Sans. Mss. Mad. Govt. Orient. Lib.*, Vol. XXIV, No. 13835, p. 9331

২। Rangacharya and Kuppaswami Sastri, *A Triennial Catalogue of Mss.*, 1910/11—1912/3, No. 371 (o), pp 522 f.

৩। K. Rama Pisharoti, “Sastras—Practical and Theoretical,” *Quarterly Journal of the Mythic Society*, Vol. XXI

আর্ঘ্যভটের শিষ্য আচার্য্য প্রভাকরও আর্ঘ্যভটীরের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া-  
ছিলেন, বোধ হয়। ভাস্কর দুই এক স্থলে ঐ ভাষ্যের খণ্ডন করিয়াছেন। যথা—

“সমবৃত্তপরিধির্দ্বয় ক্ষেত্রঃ তৎক্ষেত্রস্ত সমবৃত্তপরিধিঃ তস্ত পাদঃ সমবৃত্তপরিধিপাদঃ। সত্যোত্মিন্ ব্যাখ্যানে  
ক্ষেত্রকলস্ত গ্রহণং প্রাপ্যোতি। আচার্য্যপ্রভাকরোণ্যমেব বিগ্রহঃ প্রদর্শিতঃ। স গুরুরিতি কৃত্বা অম্বাতিঃ  
নাপলভ্যতে। অত্চ কঠিতুল্যজ্যাভিধানং যুক্তমিতি অশীষ্টজ্যোতিঃপি জানতীতি তেনৈব কঠিতুল্যজ্যা প্রত্যাখ্যাতা।  
অং তু ক্রমঃ অস্তি কঠিতুল্যজ্যোতিঃ।” (গণিতপাদ, ১১ শ্লোক, ভাগ)

“ইদং চ ব্যাখ্যানং আচার্য্যপ্রভাকরেন ব্যাখ্যাতম্। তচ্চাযুক্তমনর্থকমংপ্রত্যাখ্যায় ব্যাখ্যানং কর্ত্ত্বং কথম’নর্থক্যম্।  
মত্র গণিতশাস্ত্রে লঘুপায়ঃপ্রদর্শনার্থং বা হস্তান্তরমারভ্যতে। অত্র অস্ত্যতরগণোপায়ঃ নাস্তি। কথং পূর্ণাচাৰ্য্যভিহিত-  
ছদ্যকবিধিনা নিজ্জীভীভ্যাং প্রথমবীজীভ্যাং চ পূজ্যাক্কাভ্যামিদং কর্ম্ম ক্রিয়তে...” (গণিতপাদ, ১২ শ্লোক, ভাগ)

### আর্ঘ্যভটীরের আধার

হুপ্রাচীন স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্ত বা ব্রহ্মসিদ্ধান্তের আধারে আর্ঘ্যভট স্বায় গ্রন্থ প্রণয়ন  
করেন। এতদর্থে অপরাপর জ্যোতিঃশাস্ত্রও তিনি পধ্যালোচনা করিয়াছিলেন। ইহা  
তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

“সদসজ্জ জ্ঞানসমুদ্রাঃ সন্মুক্ততঃ দেবতা প্রসাদেন।  
সজ্জ্ঞানোত্তমরত্নং মহা নিমগ্নঃ স্বমতির্নাবা ॥  
আর্ঘ্যভটীরঃ নামা পূর্ণং স্বায়ম্ভুক সন্য সদাঃ।  
স্বকৃত্যবুধোঃ প্রদীপঃ কুরুতে প্রতিকল্পঃ যোঃস্যাঃ ॥”১

টীকাকার ভাস্কর লিখিয়াছেন—

“আচার্য্যোণ স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তসংক্ষেপসম্বরণেনা প্রস্তুতা। স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তস্ত চ বিখ্যাতা ভগবান্ দেবো।”  
(গণিতপাদ, ১ শ্লোক, ভাগ)

ভগবন্তুক্ত হিন্দু সদাই মনে করেন যে, তাঁহার যাহা কিছু প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা  
ভগবানের রূপাতেই হইয়াছে। তাই আর্ঘ্যভট বলিয়াছেন যে, “দেবতার প্রসাদে”ই তিনি  
জ্যোতিঃশাস্ত্রে পরম জ্ঞান লাভ করেন। ইহার ব্যাখ্যা করতঃ ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

“অনেন আচার্য্যেণ মহন্তিস্তপোভিঃ ব্রহ্মা আরাধিতঃ। অতোঃপুত্র তৎপ্রসাদেন ক্ষত্রিগতপত্ত্যর্থাৎ প্রাজ্ঞত্বাৎ  
ইতি।...এবময়মগাংগাণী ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ আচার্য্যেণ অধিগতম্।” (দশগীতিকা, ২ শ্লোক, ভাগ)।

“আচার্য্যার্ঘ্যভটস্তপোভিরমলৈরাধ্য পজ্যাস্তব্যং  
যজ্ঞেন্তে গ্রহচারসারবিষয়ং বীজং মহার্ঘং ক্ষুটম্।  
তস্তাত স্মিগোচরার্থনিপুণস্পষ্টৈরসমস্তানো  
ব্যাখ্যানং গুরুপাদলক্ষমথুনা কিঞ্চিদা দিখ্যতে।” (গণিতপাদের ভূমিকা)

স্বর্গদেব বলেন,—

“আচার্য্য আর্ঘ্যভটঃ পুরাতনানি কালক্রিয়াগোলপ্রতিপাদকানি শাস্ত্রাণি কালদৈর্ঘ্যং, ভক্তিশোনসম্প্রদায়বিচ্ছেদ-  
গ্রন্থবিদ্বাদিজ্ঞানিন্তেন দৃগ্ গণিতবিদ্যাবাদেন অককিংকরাণি আলোচ্য সমদৃগ্ গণিত জ্যোতিঃশাস্ত্র চিকীর্ষুঃ তাদৃশ-  
জ্যোতিঃজ্ঞানবীজমাতায় জ্যোতিঃক্ষত্রগ্রহস্তগনাদিস্তারঃ ভগবন্তঃ স্বয়ম্ভুবঃ অতুলৈস্তপোভিঃ আরাধ্যমাস। তত্র  
সংপন্নো ভগবান্ তস্মৈ তাদৃশমতীন্দ্রিয়মভিরহস্যভূতং কালক্রিয়াগোলবীজজ্ঞানমুপদিশেৎ। ততোঃস্বরমাতাঃ  
তদ্রূপদিক্রম সর্বং বীজং দশভির্গীতিহুতৈঃ তৎপরিবারভূতলৌকিকগণিতবীজং স্বব্যাভাষ্যহিতং একেন আর্ঘ্যাহরণে সংকল্য  
লোকে প্রকাশয়ামাস। ততোঃঐষ্ট্যবিকশিতৈরাধীহুতৈঃ গণিতকালক্রিয়াগোলজ্ঞানবীজোপযোগ্যং দিগ্ বায়েণ দর্শয়ামাস।”  
(ভাগ্য ভূমিকা)

অপরে আর্ঘ্যভটের বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মতে

আর্যভট্ট নিজের মেধাবলে অধ্যবসায় এবং বিচার সহকারে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণাদির ফলে জ্যোতিষে পারদর্শিতা লাভ করেন।

“অথ অন্তে মন্তস্তে জ্যোতিষায়ুদ্যমধ্যান্তব্রাহ্মী(P)নৃ দৃষ্টে। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরিচ্ছিন্না স্বধিবিরচিতামিতি।”  
(ভাস্কর-ভাষ্য, দশগীতিক, ২ শ্লোক)

ভাস্কর এই মতেব প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গ্রহগতি বিচিত্র। উহা সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। দেবতাপ্রসাদ ব্যতীত অতীন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। যাহা হউক, পরবর্তী টীকাকারেরা সাধারণ সরল অর্থেই আর্যভট্টের উক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা বোধ হয় উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ব্রহ্মসিদ্ধান্তের আধারে জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা আর্যভট্ট ব্যতীত অপরেও করিয়াছেন। আর্যভট্টের পূর্বে বুদ্ধগর্গ ও শাকল্য এবং পরে বরাহমিহির ( ৪২৭ শক ) ও ব্রহ্মগুপ্ত ( ৫৫০ শক ) ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের জ্যোতিঃপদ্ধতির সহিত আর্যভট্টোক্ত পদ্ধতির পার্থক্য আছে।<sup>১</sup> ভাস্করের লেখা দৃষ্টে মনে হয়, ঐ প্রকার গ্রন্থ বহু ছিল।

“আর্যভট্ট ইতি স্বসংজ্ঞাভিধানেনাত্মাঃ স্বানুভবসিদ্ধান্তানুসারিণাঃ কৃতয়ঃ সন্তীত্যেতৎ প্রদর্শয়তি। তেন বহুভ্যাং স্বানুভবসিদ্ধান্তানুসারিণাঃ কৃতীনাং কেনেয়ং কৃতী কৃতেহি ন জ্ঞায়তে। অতঃ স্বসংজ্ঞাভিধানম্।” (গণিতপাদ, ১ শ্লোক, ভাষ্য)

স্বপ্রসিদ্ধ গণেশ দৈবজ্ঞ ( জন্ম ১৭২০ শক প্রায় ) লিখিয়াছেন,—

“ব্রহ্মা, আচার্য্য বসিষ্ঠ, কণ্ঠপ প্রভৃতি যে গ্রহগণিত বলিয়াছিলেন, তাহা তত্তৎকালে ঠিক ছিল। দীর্ঘকাল অবসানে তাহা লুপ্ত হইয়া পড়ে। তাই সত্যযুগের অবসানকালে মন্যাত্মক স্বর্ধাকে ভুল করিয়া ক্ষুদ্র গ্রহগণিত লাভ করেন। কলিতে তাহাতেও অন্তর দৃষ্ট হয়। তখন পরাশর চারুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। কালবশত তাহাতে ভুল দেখিয়া আর্যভট্ট তাহাকে পরিশোধিত করেন। তাহাও অস্তু হওয়াতে দুর্গসিংহ বরাহমিহিরাদি তাহাতে ক্ষুদ্র নিবদ্ধ করেন। তাহাও যখন আবার শিথিল হইল, তখন ব্রহ্মগুপ্ত তাহার সংস্কার করেন।”

এইরূপে দেখা যায়, গণেশ দৈবজ্ঞ মনে করিতেন যে, আর্যভট্ট পরাশরসিদ্ধান্তের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ স্থলে গণেশ নামসাদৃশ্যবশত ভ্রমে পড়িয়াছেন। সত্য বটে, আর্যভট্ট নামে একজন জ্যোতিষী পরাশরসিদ্ধান্তের আধারে গ্রহগণিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের আলোচ্য আর্যভট্ট হইতে ভিন্ন। তাঁহার গ্রন্থের নাম ‘মহাআর্য্যসিদ্ধান্ত’ বা সংক্ষেপে ‘মহাসিদ্ধান্ত’। তিনি দুর্গসিংহ বরাহমিহিরাদির অনেক পরবর্তী কালের লোক। নবম শকশতকের শেষ ভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন, বোধ হয়।

ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গণেশ দৈবজ্ঞ অবিরচিত ‘বুদ্ধিবিলাসিনী’তে (ভাস্করচার্য্য-প্রণীত ‘লীলাবতী’র টীকা) কয়েক স্থলে আর্যভট্টের পাটীগণিতের উল্লেখ

১। শব্দক বালক্ক বাক্তিত, ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,’ ১৫২, ১৮৮, ২১৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। গণেশ দৈবজ্ঞরচিত ‘বুদ্ধিবিলাসিনী’ দ্রষ্টব্য। অবিরচিত স্বর্ধসিদ্ধান্তভাষ্যে দুর্গসিংহ ( জন্ম ১৫৫৮ শক ) কৃকের পুত্র এবং গোলগ্রামস্থ বিবাকরের পৌত্র ) গণেশের এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

করিয়াছেন এবং তাহা হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সকল ‘মহাসিদ্ধান্তে’ই পাওয়া যায়। গণেশের গ্রন্থে আৰ্য্যভট্টায়ের উল্লেখের কোন দৃষ্টান্ত আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই।

### আৰ্য্যভট্টের অপর গ্রন্থ

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আচার্য্য আৰ্য্যভট্ট অপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত এই মতের অগ্রণী। বরাহমিহির দিনের প্রারম্ভ বিষয়ে আৰ্য্যভট্টের দুই মতের উল্লেখ করিয়াছেন—

“লক্ষ্যার্দ্ধরাত্রয়ং দিনপ্রবৃত্তিঃ সঙ্গায় চার্য্যভট্টঃ।

ভূয়ঃ স এব সূর্য্যোদয়ঃ প্রভৃতাঃ লক্ষ্যায়াম্।”<sup>১</sup>

“আৰ্য্যভট্ট বলেন যে, লক্ষ্য অর্দ্ধরাত্রি সময় হইতে দিনের প্রারম্ভ। তিনিই আবার (‘ভূয়ঃ স এব’) বলিয়াছেন যে, লক্ষ্য সূর্য্যোদয় হইতে দিনপ্রবৃত্তি হয়।” ব্রহ্মগুপ্তও আৰ্য্যভট্টের এই দুই মতের উল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রতি বিষম কটাক্ষ করিয়াছেন।<sup>২</sup> অধিকন্তু তিনি এই দুই মতের গ্রন্থকে ‘ঐদয়িক তন্ত্র’ ও ‘আর্দ্ধরাত্রিক তন্ত্র’ নামে বিশিষ্ট করিয়াছেন। আৰ্য্যভট্ট-প্রণীত একমাত্র ‘আৰ্য্যভট্টীয়’ই এখন পাওয়া যায়। উহা ‘ঐদয়িক তন্ত্র’। তাই দীক্ষিত মনে করেন যে, আৰ্য্যভট্ট-বিরচিত অপর একটি করণগ্রন্থ ছিল, যাহা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আর্দ্ধরাত্রিক মত গৃহীত হইয়াছিল।<sup>৩</sup>

৫৮৭ শকে আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত ‘খণ্ডখাদ্যক’ বা ‘খণ্ডখাদ্য’ নামে একখানি করণগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, “আৰ্য্যভট্টতুলা-ফল” গণনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

“বক্ষ্যামি খণ্ডখাদ্যকমচার্য্যভট্টতুলাফলম্।

প্রায়েণাৰ্য্যভট্টেন ব্যবহারঃ প্রতিদিন্য যতোৎসাহক্যঃ।

উদাহরাতকাদিন্ তৎসমফললবুতরোজ্জিতঃ।”<sup>৪</sup>

এই খণ্ডখাদ্যকের সঙ্গে আৰ্য্যভট্টায়ের গ্রহফলাদি বিষয়ে অনেক স্থলে ঐক্য নাই। অপর পক্ষে, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের সঙ্গে উহার অনেক ঐক্য আছে। তদুপে দীক্ষিত অনুমান করেন যে, আৰ্য্যভট্টের বিলুপ্ত করণগ্রন্থ প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের আধারে প্রণীত হইয়াছিল<sup>৫</sup> এবং ব্রহ্মগুপ্ত খণ্ডখাদ্যকে উহারই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাহাই বলেন।<sup>৬</sup>

বলা বাহুল্য যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং খণ্ডখাদ্যক, উভয়েই ‘আর্দ্ধরাত্রিক’ মতাবলম্বী।

১। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, খিষো ও ফিবেরী কৃত সংস্করণ, বেনারস, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫২০।

২। ‘ব্রহ্মসুত্ৰসিদ্ধান্ত’, ১১৫, ১৩, ১৪; ‘খণ্ডখাদ্যক’, ২৮।

৩। ‘ভারতীয় জ্যোতির্শাস্ত্র’, ১২৭, ২২২—পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। ‘খণ্ডখাদ্যক’, আবরাজ-বিরচিত টীকা সম্বন্ধিত পণ্ডিত শ্রীবৃন্দা মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯২৫, ১১২-২।

৫। দক্ষিণার্জুন সূরি (১১০০ শক) বলেন, খণ্ডখাদ্যকে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত ব্যবহারে সৌরসিদ্ধান্তোক্ত প্রকারে পণ্ডিত হইয়াছে।

৬। প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, “Aryabhaṭa's Lost work,” *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, Vol. XXII, 1930, pp. 113—120.

ষাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে টীকার আমরাজ “আর্দ্রাজিকার্ঘ্যভটতন্ত্রে”র উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, তন্ত্রতা গ্রহক্ষলাদিতে বীজসংস্কারদ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধান্ততুল্য ফল পাওয়া যায়।<sup>১</sup> ১১০০ শককালে মল্লিকার্জুন সুরি লিখিয়াছেন,<sup>২</sup> —

“আর্ঘ্যভট্টাচার্যমতে তৌমাদীনাম মন্দোচ্চপাতভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্ বিভাদে। গ্রহাণাং ক্ষুটীকরণপ্রকারাঃ অপি বহবঃ। তত্রোক্তৈঃ স্বল্পপ্রকারৈরপি স্পষ্টীকৃত্য এহাঃ ব্রহ্মান্তরা ভবন্ত্যেব। তৎ কথমিত্যুক্তে গ্রহাণাং ব্রহ্মমন্দোচ্চলীম্বোচ্চাধ্যগ্রহাকুটপূর্বাঙ্গিগ্ভাগাদিকসাক্ষাৎপরিমাণস্য দুর্লক্ষণদ্বাদেনেকপ্রকারস্পষ্টীকরণেন নিশ্চয়তাপ্রাপ্যত্যাং। পূর্বশাস্ত্রাণ্যলোচ্য তদনুসারেণানেকপ্রকারার্ঘ্যভট্টাচার্যগোষ্ঠং। তন্মাদেহাং প্রকারাণাং মধ্যে একপ্রকারেণ কদাচিৎ স্পষ্টাঃ। অপরেন প্রকারেণাত্মনা গোলবশাৎ কালবশাৎ মন্দোচ্চলীম্বোচ্চানানাং ইচ্ছাকর্ণণবশাচ্চ ভগ্নগ্রহাঃ দৃক্ভুল্যতাং গচ্ছন্তীতি স্পষ্টীকরণং বহুধা জাতব্যং। এবং তত্র মন্দোচ্চভাগানাং বহুসংখ্যাত্ বিত্তীর্ণপাঠোৎপত্তি...।”

১৪২২ শকে তেরল নীলকণ্ঠ সুরি আর্ঘ্যষ্টশতের স্বকৃত ভাষ্যে আর্ঘ্যভট্টের আর্দ্রাজিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন।<sup>৩</sup>

উপরে উদ্ধৃত প্রামাণ্যমূলে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে, আর্ঘ্যভট্ট নামে একজন জ্যোতিষী আর্দ্রাজিক মতের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ ‘আর্ঘ্যভট্টতন্ত্র’ নামে খ্যাত ছিল। ‘আর্ঘ্যষ্টশত’েরও ‘আর্ঘ্যভট্টতন্ত্র’ নামে প্রসিদ্ধি ছিল এবং তাহা ঔদয়িক মতাবলম্বী, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে পার্থক্য নির্দেশের জন্য অপর গ্রন্থকে বিশেষ করিয়া ‘আর্দ্রাজিক আর্ঘ্যভট্টতন্ত্র’ বলা হইত। ইহাও হয় ত সত্য যে, প্রাচীন সূর্য এবং সোমসিদ্ধান্তের আশ্রয়ে ‘আর্দ্রাজিক আর্ঘ্যভট্টতন্ত্র’ রচিত হইয়াছিল। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও নীলকণ্ঠ মনে করিতেন, ‘আর্ঘ্যভট্টীয়’কার আর্ঘ্যভট্ট এবং ‘আর্দ্রাজিক আর্ঘ্যভট্টতন্ত্র’কার আর্ঘ্যভট্ট অভিন্ন ব্যক্তি। আধুনিক কালের শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, খরগেন্দ্র এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাহাই বলেন। আমরা কিন্তু তাহা নিঃসংশয়ে অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। আর্ঘ্যভট্ট ও বরাহমিহির সমকালিক ব্যক্তি। বরাহমিহির আর্ঘ্যভট্টকে জানিতেন। সেই হেতু তাঁহার কথা প্রামাণ্যরূপে গ্রাহ্য হওয়া উচিত বটে। তবুও আমাদের শঙ্কা হয়, উভয় আর্ঘ্যভট্ট অভিন্ন ছিলেন কি না। আমরা সংক্ষেপে আমাদের শঙ্কা উপস্থিত করিতেছি :—

১। আর্ঘ্যভট্টকৃত গ্রন্থের নির্বচনকালে তাঁহার কোন টীকার, শিষ্য বা প্রশিষ্য ‘দশগীতিকাহুজ’ এবং ‘আর্ঘ্যষ্টশত’তন্ত্র ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের নাম করেন নাই, দেখা যায়। যদি তাঁহার রচিত অপর কোন গ্রন্থ থাকিত, তবে কি তাঁহারা তাহার উল্লেখ করিতেন না ?

১। আমরা লিখিয়াছেন,—

“বে চ কল্পাহর্গণা বাতা অর্দ্রাজিকা গ্রহাণ্ড আর্ঘ্যভট্টতন্ত্রতুল্যাঃ। তেহ চ দৃগ্গণিতবিসবাসোহন্তো বীজকলসংকুতোতে ব্রহ্মসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি।” (খণ্ডখান্দ্যক, ১১২২ শ্লোক, টীকা)

“এক সংসারে কুতেহর্দ্রাজিকার্ঘ্যভট্টতন্ত্রোক্তমধ্যম্যানাং গ্রহাণাং সন্না গ্রহা ভবন্তি।” (ই, ২৮, ভাষ্য)

২। ‘শিববীমহাতন্ত্র’ : সুরিমতে ‘হুগাদিশ্পষ্টীকরণ’ নামক ৩য় অধ্যায়, ১৪ শ্লোকের (দ্বিতীয় মতে ‘স্পষ্টী-বিকার’ নামক ২য় অধ্যায়, ২৮শ শ্লোকের) টীকা। এতৎসম্পর্কে লেখকের “প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদ মল্লিকার্জুন সুরি” নামক গ্রন্থে উল্লেখ। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৮২-৯৩ পৃষ্ঠা)

৩। আর্ঘ্যভট্টীয়, কাণ্ডক্রিয়াপাদ, ১২-৫ শ্লোক, নীলকণ্ঠ-ভাষ্য দেখ।

৪। M. P. Kharogat, “On the interpretation of certain passages in the Pancha Siddhantika of Varahamihira etc,” *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol XIX (1895-97) pp. 109ff; কিনৎ ভাষ্য pp. 129ff.

২। আর্ধ্যভটের শিষ্য এবং ভাষ্যকার ভাস্কর ঔদয়িক ও আর্দ্ধরাত্রিক বিধি অবগত ছিলেন। স্বকৃত ‘কর্ধনিবন্ধে’ বা ‘মহাভাস্করীয়ে’ তিনি ঔদয়িক বিধি অঙ্গীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষভাগে আর্দ্ধরাত্রিক বিধির সঙ্গে উহার পার্থক্য কি, তাহাও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন।

“নিবন্ধঃ কর্মণাং প্রোক্তো যোহসাবৌদয়িকো বিধিঃ।

অর্দ্ধরাত্রিক (P স্ব)ঃ সর্বো যো বিশেষঃ স কথ্যতে ॥ ২১ ॥

ত্রিশতিত্ব দিনে ক্ষেপ্যাপ্যবমেভ্যো বিশোধতে।

জগদ্বর্ভগপেভোহপি কিশতিশ্চ ততোহক্ষয়ঃ ॥ ২২ ॥”

ইত্যাদি, মহাভাস্করী, ৭ অধ্যায়।

তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, “এতৎ সর্বং সমাসেন তন্ত্রাস্তর উদাহৃতম্” (৭।৩৩) অর্থাৎ “এই সমস্ত সংক্ষেপে তন্ত্রাস্তরে বর্ণিত হইয়াছে।” কিন্তু তাঁহার গুরু আর্ধ্যভট যে উভয় বিধিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কথিত ‘তন্ত্রাস্তর’ যে তৎকৃত, ভাস্কর তাহা এ স্থলে বা অপর কোথাও বলেন নাই।

৩। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘ব্রাহ্মস্পৃষ্টসিদ্ধান্তে’ আর্ধ্যভটকে বহু দৃশ্য দিয়াছেন। কিন্তু তথায় ‘দশগীতিকা’ এবং ‘আর্ধ্যাষ্টশত’ ব্যতীত তৎকৃত অপর কোন গ্রন্থের নামোল্লেখ তিনি করেন নাই।

৪। বরাহমিহির ও নীলকণ্ঠের উক্তি অনুসারে আর্ধ্যভট তাঁহার ঔদয়িক মতের পূর্বে আর্দ্ধরাত্রিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঔদয়িক তন্ত্র আর্ধ্যভটীয় রচনাকালে আর্ধ্যভটের বয়স মাত্র তেইশ বৎসর ছিল। সুতরাং আর্দ্ধরাত্রিক তন্ত্র রচনাকালে তাঁহার বয়স পনের, কি বোল ছিল বলিতে হয়। দৃগ্গণিতবিরোধাদি কারণেই গ্রহগণিতে মত পরিবর্তন হইয়া থাকে। ঐ অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে সাত আট বৎসর বেনী নহে, বরং খুবই কম। পনের বোল বছর বয়সে আর্ধ্যভট পূর্বতন গ্রহগণিতের সংস্কার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন মনে করা সমীচীন হয় কি? আর্দ্ধরাত্রিক মত ব্যাখ্যা পরে করিয়াছিলেন বলিলে অল্প প্রকার অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ, আর্ধ্যভটীয় রচনার ছয় বৎসর পরে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচিত হয়।

এ সকল বিরোধ পরিহারার্থ নীলকণ্ঠ অনুমান করেন যে, আর্দ্ধরাত্রিক মতাস্থক গ্রন্থ রচনার ২৩ বৎসর পরে আর্ধ্যভট তাঁহার ঔদয়িক মতাস্থক গ্রন্থ ‘আর্ধ্যভটীয়’ রচনা করেন। তাহা নির্দেশার্থই তিনি বলিয়াছেন, “আধিকা বিংশতিরবাস্তবেহ মম জন্মনোহতীতাঃ।”<sup>২</sup> এই অনুমান কাল্পনিক। নীলকণ্ঠ নিজেই এই মত বরাবর স্থির রাখিতে পারেন নাই। ঐ উক্তির

১। এক স্থলে ভাস্কর আর্ধ্যভটীয়কারের তন্ত্রাস্তরের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উহার লক্ষ্যার্থ যে তন্ত্র, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন।

“অন্যত্র আচার্য্যেণ বতন্ত্রাস্তরাস্ত্রিকপ্রক্রিয়াপ্রতিপাদনার্থ ইদমুক্তম্। ভাবতীশ্চ নক্ষত্রা ইতি। কাচ বতন্ত্রাস্তরপ্রক্রিয়া। প্রাপ্তেনৈতি কলাং ভবতি।” (কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য)

২। “আধিকা বিংশতিরবাস্তবেহ মম জন্মনোহতীতাঃ” ইতি তদানীং বত ত্রয়োবিংশতিবৎসরপ্রবয়সি লক্ষ্যাহোলাৎপ্রবর্তনপরম্বে। এতাবৎসর কালোদ্যমিঃ পরীক্ষ্যতে তদন্যত্র পঠিতঃ। অত্রাব্যোজ্যাপি প্রবর্তনোদ্যমিকার্য্যক্রিয়ায়িতি সঙ্গঃ।” (কালক্রিয়াপাদ, ১০ শ্লোক, নীলকণ্ঠ-ভাষ্য)।

অনতিব্যবহিত পূর্বে তিনি লিখিয়াছেন, “ময়েদানীমেতশ্বিন্ গ্রেষে ক্রিয়মাণে কলেরারভা বষ্টাঙ্কানাং বষ্টগ্ৰীভা, ত্রয়োবিংশতিবয়স্কেন ময়া গ্রেষঃ ক্রিয়তে চ।”<sup>১</sup>

৫। প্রথম বয়সে ষাঁহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, শেষ বয়সে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহাকেই আশ্রয় করিলেন কেন, তাহার সমীচীন হেতু প্রদর্শন করিতে হইবে। দীক্ষিত উহার দুইটি কারণ অস্বীকার করিয়াছেন। প্রথমতঃ আর্ঘ্যভট এত লোকমাত্র ছিলেন যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা চলিত না। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মগুপ্তের গণনার সহিত প্রচলিত গণনা ভিন্ন ছিল। তাই লোকে তাহা গ্রহণ করিত না। এই হেতুদ্বয় সমীচীন মনে হয় না। কারণ, লোকমত দ্বারা বাধ্য হইয়াই যদি ব্রহ্মগুপ্তকে আর্ঘ্যভটের অস্বীকার করিতে হইল, তবে তিনি আর্ঘ্যভটের পরিত্যক্ত মত গ্রহণ করিলেন কেন? খণ্ডখান্যকেও তিনি দু'এক স্থলে আর্ঘ্যভটকে সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহা হইতে ভিন্ন মতও প্রকাশ করিয়াছেন। লোকমত সে সমস্ত বিষয়ে তাঁহাকে ক্ষমা করিল কেন?

আমাদের মনে হয়, ঔদয়িক আর্ঘ্যভটতন্ত্রকার আর্ঘ্যভট এবং আর্দ্ধরাত্রিক আর্ঘ্যভট-তন্ত্রকার আর্ঘ্যভট ভিন্ন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলাম।<sup>২</sup> তাহা পরিবর্তনের পর্য্যাপ্ত কারণ এখনও পাই নাই। আর্দ্ধরাত্রিকতন্ত্রকার আর্ঘ্যভট ঔদয়িকতন্ত্রকার আর্ঘ্যভট অপেক্ষা প্রাচীন। তিনি এবং মহাসিদ্ধান্তকার কথিত বৃদ্ধ আর্ঘ্যভট হয় ত অভিন্ন। যদি এই অস্বীকার সত্য হয়, তবে কলির আদিভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। যাহা হউক, তদুক্ত বিধি লোকসমাজে বরাবর প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে, আর্ঘ্যভটীয়োক্ত বিধি প্রচলনের সময়েও আর্দ্ধরাত্রিকতন্ত্রোক্ত বিধি আদৃত হইত। সেই হেতু ভাস্কর উভয় বিধির মধ্যে পার্থক্য কি, এক বিধি অস্বীকারী গণনা হইতে কি উপায়ে অপর বিধি অস্বীকারী গণনা আনয়ন করা যায়, তাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন। আর্দ্ধরাত্রিক আর্ঘ্যভটতন্ত্র বিস্তৃত ছিল—ব্রহ্মগুপ্তের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

“প্রায়োগ্যভটেন ব্যবহারঃ প্রতিদিনঃ যতোহশ্বক্যঃ।

উদাহরাতকাদিনু তৎসমকললঘুভরোজ্জিতঃ।”

খণ্ডখান্য, ১১২

“যেহেতু আর্ঘ্যভটতন্ত্র বিস্তৃত বলিয়া উদাহরাতকাদিতে আবশ্যক দৈনন্দিন (তিথিনক্ষত্রাদি) ব্যবহারে (তদনুসারে গণনা করিতে লোক) অশক্ত হয়, সেই হেতু তৎসমকলপ্রদারী এই লঘুতর বিধি কথিত হইতেছে।” উক্ত শ্লোকের ভাণ্ডে পৃথক স্বামী লিখিয়াছেন,—

“আর্ঘ্যভটতন্ত্রেণ প্রতিদিনঃ তিথিনক্ষত্রাদিকো ব্যবহারো বিস্তৃতবাদ্গণিতস্ত ন শক্যতে কর্তুং। অহং তৎকলসকলেন সূত্রেণ গণিতেন চ কৃতবানিতি। খণ্ডখান্যকমিতি। কেয়ু ব্যবহারো ন শক্যত ইত্যাহ। উদাহরাতকাদিনু ইতি। বিদাহরাতকবাদ্গতিথিনক্ষত্রকরণসংক্রান্তিবিভাগতগ্রহগণিতায়ত্তময়শৃঙ্গোদ্রতিসংবাদ্গণিতোক্তেয়ু ব্যবহার আর্ঘ্যভটস্যতিবিষয়ত্বাৎ ন শক্যতে কর্তুং। ময়া যন্মোক্ত্য কৃতমিতি।”

ভট্টোৎপল এবং আমরাজের ব্যাখ্যাও অবশ্যকার। তাঁহারা লিখিয়াছেন,—“প্রায়োগ্য ব্যবহায়েন।”

১। কালক্রিয়াপাণি, ১০ শ্লোক, দীলকর্ষ-ভাষ্য।

২। লেখকের “Two Aryabhatas of Al-Biruni” প্রবন্ধে লিখিত; বিশেষ ৬০-১ পৃঃ।

আরও একটা কথা এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মগুপ্ত যে যে স্থলে ঐদয়িক এবং আর্দ্ধরাত্রিক মতের সমালোচনা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার পৃথুদক স্বামী ( ৭৮৬ শক ) লিখিয়াছেন যে, ঐদয়িক মত আর্ধ্যভটের এবং আর্দ্ধরাত্রিক মত পুলিণের। যথা,—

“সাবনদিবসা ১৫৭৭১১৭৫০০ এব চতুর্গার্হগণঃ আর্ধ্যভটীয়স্য পোলিশার্হগণেন সহ অন্তরে কৃতে জাতং ৩০০ এতাবন্তোহর্কৌদয়াঃ অন্তরে তুল্যৈরপি রবিক্রান্তগনৈরবননৈঃ সহ যোজ্য...” ( ব্রাহ্মসূত্রসিদ্ধান্ত. ১১।৫, ভাষ্য )

“ঐদয়িকা আর্ধ্যভটীয়া আর্দ্ধরাত্রিকাম ( ২ ) পুলিনাদয়ন্তেযাং তুল্যৈরপি ভগধৈর্দিনশতত্রয়মন্তরং পূর্বমেব প্রতিপাদিতং, তচ্চাবগুক্রমেণ যুক্ত্যতে...অহর্গণম্নোঃ আর্ধ্যভটীয়াপোলিশার্দ্ধরাত্রিকয়োস্তত্রাবগুক্রমেকো দিবসঃ ঐদয়িক আর্ধ্যভটীহর্গণে দাতব্যো ভবতি...” ( ঐ, ১১।১০, ভাষ্য )

শঙ্করনারায়ণ ( ৭২১ শক ) লিখিয়াছেন,—

“অন্তদপি মধ্যমসংস্কারমাচার্য্যার্ধ্যভট্টেনৈব গুণীভূমিতি কেচিৎবদন্তি।”

ব্রহ্মগুপ্তের ঋগুখাদ্যকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এই প্রকার বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং যেন ঐ বিষয়ে সন্দ্বিহান ছিলেন। নতুবা “কেচিৎ বদন্তি” লিখিতেন না।

### আর্ধ্যভটের শিষ্যাবর্গ

আচার্য্য আর্ধ্যভটের সমস্ত শিষ্যের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায় নাই। তবে যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, শিষ্য সম্পর্কে তিনি পরম ভাগ্যবান ছিলেন। কারণ, তাঁহার কোন কোন শিষ্য ও অহুশিষ্য গণিতবিদ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লক্ষ লিখিয়াছেন,—

“বিজ্ঞায় শাস্ত্রমলমার্ধ্যভটপ্রণীতং

তত্রাপি কৃতানি যদ্যপি ভদীয়শিষ্যৈঃ।”

এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, আর্ধ্যভটের অনেক শিষ্যই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতটা শিষ্য-সৌভাগ্য অপর কোন হিন্দু জ্যোতিষীর হইয়াছিল দেখা যায় না।

আর্ধ্যভটীয়ার রচনাকাল প্রসঙ্গে ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

এতদেব আচার্য্য আর্ধ্যভটশাস্ত্রব্যাখ্যানসময়ে বা পাণ্ডুরঙ্গস্বামীলাটদেব...নিশঙ্কপ্রভৃতিভ্যঃ প্রোবাচ।”— ( গণিতপাদ, ১০ শ্লোক, ভাষ্য । )

অতীত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের পাণ্ডুলিপির পাঠ এ স্থলে খণ্ডিত। এই পাঠ উদ্ধারের উপায় আপাততঃ দেখি না। কারণ, পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, ভাস্করের ভাব্যের অপর কোন পাণ্ডুলিপির অন্তিমের সন্ধান এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেই হেতু ভাস্কর যে যে শিষ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন—সমস্ত শিষ্যের নাম যে তিনি করেন নাই, ‘প্রভৃতি’ শব্দ প্রয়োগেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়—তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় আপাততঃ নাই। বাহা হউক, এ স্থলে আমরা আর্ধ্যভটের তিন জন শিষ্যের নাম পাইতেছি—পাণ্ডুরঙ্গস্বামী, লাটদেব ও নিশঙ্ক বা শঙ্ক। অল্প উপায়ে জানা যায় যে, প্রভাকর, ভাস্কর এবং লক্ষ ও আর্ধ্যভটের শিষ্য ছিলেন। আমরা এ স্থলে তাঁহাদের যথাসম্ভব পরিচয় দিতেছি।



পাণ্ডুরঙ্গস্বামী—পাণ্ডুরঙ্গস্বামী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। বস্তুতঃ ভাস্করের উক্তি ব্যতীত অপর কুত্রাপি তাঁহার নামোল্লেখ অতাবধি পাওয়া যায় নাই।

লাটদেব—আচার্য্য লাটদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে অষ্টমীয় মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাই তিনি “সর্বসিদ্ধান্তগুরু” খ্যাতি লাভ করেন।<sup>১</sup> ব্রহ্মগুপ্ত ( ৫৫০ শক ) লাটের জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তে দুই তিনটা দোষারোপ করিয়াছেন বটে। কিন্তু তাঁহার উক্তি নির্বিচারে বিশ্বাস্য নহে। কারণ, আচার্য্য আর্ধ্যভট্টের সিদ্ধান্তে তিনি যে সমস্ত দোষ দিয়াছেন, তাঁহার ভাষ্যকার চতুর্বেদাচার্য্য পৃথুদক স্বামী ( ৭৮৬ শক ) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহার অধিকাংশ বৃথা। এমন কি, তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, আর্ধ্যভট্টের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ও তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহার নিন্দা করা হইয়াছে। লাটের প্রতিও ব্রহ্মগুপ্তের ব্যবহার স্থলে স্থলে সেই প্রকার ঘেবদুষ্ট হইতে পারে। একমাত্র লাটাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থাদির পর্যালোচনা দ্বারাই তাহার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, লাটকৃত কোন গ্রন্থ অতাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বরাহমিহিরের উক্তি হইতে জানা যায় যে, আচার্য্য লাটদেব প্রাচীন ‘পুলিশসিদ্ধান্ত’ এবং ‘রোমক সিদ্ধান্তে’র প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন।

“পঞ্চভ্যো দ্বাবাদৌ ব্যাখ্যাতৌ লাটদেবেন”<sup>২</sup>

“পুলিশসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং পিতামহসিদ্ধান্ত, এই পঞ্চ সিদ্ধান্তের প্রথম দুইটি লাটদেব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।” এ স্থলে “ব্যাখ্যাত” ( ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ) শব্দ সাধারণভাবে “ভাষ্যটীকাদির দ্বারা বিশদ করিয়াছিলেন” অর্থে গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। লাটদেব কালান্তরাদিদোষহেতু ভ্রষ্ট প্রাচীন সিদ্ধান্ত-দ্বয়কে নানা প্রকার সংস্কারাদির দ্বারা পরিপূরিত ও দৃগুগুণিতৈক্যসম্পন্ন করিয়া এক প্রকার স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন, মনে করিতে হইবে। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে।

বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, লাটাচার্য্য যবনপুরে সূর্য্যার্কাস্ত হইতে দিনপ্রবৃত্তি গণনা করিতেন।<sup>৩</sup> যবনপুরে সূর্য্যার্কাস্ত এবং লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রি একই সময়।

ভাস্কর<sup>৪</sup> লাটদেবের গ্রন্থ হইতে অয়নারস্ত ও ঋতুপ্রবৃত্তি বিষয়ক দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“মকরাদিবৃদগয়নং দক্ষিণময়নং চন্দ্রভবনাদৌ”

“ঋতকঃ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মঘনাগমশরদিভাগমানাঃ।

সুগমকরাত্রিষ্ময়দিনভোগহিতিসমানা।”

আলবীরণী লিখিয়াছেন যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটকর্তৃক রচিত।<sup>৫</sup> তদানীন্তন কোন হিন্দু জ্যোতিষীর মুখে তিনি সেই প্রকার শুনিয়া থাকিবেন। সেই হেতুতে কার্ণ মনে করেন যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন একটি সংস্করণ লাটকৃত হওয়া সম্ভব।<sup>৬</sup> দীক্ষিতও

১। ভাস্কর লিখিয়াছেন, “সর্বসিদ্ধান্তগুরুলাটাচার্য্যলাটদেব আর্হ” ( আর্ধ্যভট্টায়, কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য )

২। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, ১১০

৩। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, ১৫১৮

৪। কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য।

৫। Alberuni's India, ১ম খণ্ড,

৬। ভাস্করাদিত ‘বৃহৎসংহিতা’র ভূমিকা

আলবীরুণীর উক্তিকে মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যে, বরাহমিহিরের পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকায় ধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটকৃত হইতে পারে না। যদি হইত, বরাহমিহির তাহার উল্লেখ করিতেন, যেমন পুलिशसिद्धান্ত ও রোমকসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটপ্রণীত, দীক্ষিত ইহা অস্বীকার করেন।<sup>১</sup> এই সকল অস্বীকার দুর্বল। আলবীরুণীর উক্তি ব্যতীত উহাদের পক্ষে অপর কোন প্রমাণ নাই। কোন হিন্দু জ্যোতিষী সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা তাহার কোন সংস্করণকে লাটকৃত বলেন নাই। অধিকন্তু আলবীরুণীর লেখা দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি মূল সূর্য্যসিদ্ধান্তকেই লাট-প্রণীত মনে করিতেন। আমরা জানি, উহা সত্য নহে। সেই হেতুতে আলবীরুণীর উক্তি আরও অপ্রামাণ্য হইয়া যায়।

ব্রহ্মগুপ্তের উক্তি হইতে জানা যায়, ত্রিবেণ এবং বিষ্ণুচন্দ্র তাঁহাদের প্রতিসংস্কৃত যথাক্রমে রোমক ও বসিষ্ঠসিদ্ধান্তে লাটকৃত গ্রন্থ হইতে মধ্যম রবি, চন্দ্র, চন্দ্রোচ্চ, চন্দ্রপাত, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শুক্র, এবং শনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।<sup>২</sup> ইহাতে দীক্ষিত অস্বীকার করেন যে, লাটকৃত কোন স্বতন্ত্র করণগ্রন্থও ছিল।<sup>৩</sup>

শ্রীপতি স্পষ্টতই লাটাচার্য্য-প্রণীত স্বতন্ত্র তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

“কেচিৎস্বারঃ সবিতুরূপয়া দাতব্যন্যে দিনাদ্বিৎ  
ভানোরদ্বাস্তময়সময়াদৃষ্টিরে কেচিদেবন্।  
বারঙ্গাদিঃ যবননৃপতির্দিগ্‌মুহুর্ত্তে নিশায়াঃ  
লাটাচার্য্যঃ কথয়তি পুনর্দারিয়ারে স্বতন্ত্রে ॥”<sup>৪</sup>

মক্টিভট্ট টীকা করিয়াছেন,—

“...অন্তে লাটদেবদারঃ ভানোরদ্বাস্তময়সময়াদৃষ্টিময়কালনারভ্য এক বারমুচিরে উক্তবস্তঃ। ...লাটাচার্য্যঃ পুনরু স্বতন্ত্রে বসিদ্ধান্তে অর্থ রায়ে বারঙ্গাদিঃ কথয়তীত্যর্থঃ।”

কিন্তু সেই গ্রন্থ অধুনা উপলব্ধ নহে।

লাটদেব সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আধুনিক পণ্ডিত মহলে নানা কল্পনা জল্পনা হইয়াছে। বেবর মনে করেন যে, এই লাটদেব এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষ-প্রণেতা লগধ একই ব্যক্তি ছিলেন। ভাউদাজী তাঁহাকে বিদেশীয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ত্রিবেণগেশচন্দ্র রায়ও সেই প্রকার তাঁহাকে যবন বা যবন জ্যোতিষীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া সম্বোধন করেন।<sup>৫</sup> আচার্য্য ভাস্করের উক্তি দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সমস্ত কল্পনা ভ্রান্তিমূলক। লাটদেব আৰ্য্যভট্টের শিষ্য; সুতরাং বরাহমিহিরের সমকালে পঞ্চম শত-শতকের মধ্যভাগেই তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্ত লাটের প্রতি এই দোষ দিয়াছেন যে, তৎকর্তৃক পরিগণিত গ্রহণাদির

১। ‘ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র,’ ১৮০ পৃঃ

২। ব্রাহ্মসূত্রসিদ্ধান্ত, ১১৪৮-৪৯।

৩। ‘ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র,’ ১৬৮ পৃঃ

৪। শ্রীপতি ঐকীত ‘সিদ্ধান্তসংগ্রহ,’ শিববুঝা বিদ্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯০২, ২১১।

৫। ‘ভারতীয় জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ,’ ৮৪ পৃঃ

দিগৈক্য হয় না।<sup>১</sup> এই দৃষণ কতটা সং বলা যায় না। লার্চের সংস্কৃত পুলিশ ও রোমক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বরাহমিহির অত্র প্রকার বলিয়াছেন।

“পৌলিশকৃতঃ ক্ষুটোহসৌ তত্ৰাসন্নন্ত রোমকপ্রোক্তঃ”<sup>২</sup>

অর্থাৎ “পুলিশকৃত সিদ্ধান্ত ক্ষুট; রোমকপ্রোক্ত সিদ্ধান্ত তাহার আসন্ন।” বরাহমিহিরের সময়ে যাহা ক্ষুট ছিল, শতাব্দিক বর্ষ পরে কালান্তরে অবশ্য-সম্ভাব্য দোষে তাহা কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম হইবারই কথা। কিন্তু তাহার ক্ষুট লার্চদেবকে দৃষণ দেওয়া যাইতে পারে না।

নিশঙ্কু বা শঙ্কু—ইহার প্রকৃত নাম নিশঙ্কু, কি শঙ্কু, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেন না, ভাস্করের ভাষ্যের যেই স্থলে তাঁহার নামে আছে, আমাদের পাণ্ডুলিপি ঐ স্থলে খণ্ডিত। যদি শঙ্কুই হয়, তবে এদেশের একটা প্রাচীন কিম্বদন্তীর কথঞ্চিৎ সমর্থন পাওয়া যায়। কালিদাস গণক (ষাদশ শকশতাব্দী)<sup>৩</sup>ও ঐ কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন।<sup>৪</sup> তন্মতে বরাহমিহির ও শঙ্কু সমসাময়িক,—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নব রত্নের দুই রত্ন। আর্ধ্যভট্টের শিষ্য শঙ্কু সত্যই বরাহমিহিরের সমকালিক।

প্রভাকর—‘সিদ্ধান্তশিরোমণিকা’র স্বপ্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্যের উক্তি (“আর্ধ্যভট্টশ শিষ্যঃ প্রভাকরাদয়ঃ”)<sup>৫</sup> মূলে জানা যায় যে, আচার্য প্রভাকর আচার্য আর্ধ্যভট্টের শিষ্য। তিনি আর্ধ্যভট্টের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্য অধুনা বিলুপ্ত। স্বরচিত ভাষ্যে ভাস্কর দুই স্থলে উক্ত ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ত্রই ভাস্করের ব্যাখ্যা প্রভাকরের ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন।<sup>৬</sup> ভাস্কর প্রভাকরকে গুরুবৎ মান্য করিতেন (“স গুরুঃ”)<sup>৭</sup>। শঙ্করনারায়ণ ( ৭৯১ শক ) স্বরূপ ‘লঘুভাস্করীয়ব্যাখ্যানে’ প্রভাকরের একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“স্বর্ঘ্যেন্দ্রযোগনক্রে রূপবর্ষকপঞ্চভিঃ।

অতঃপা চৈব ধৃত্য চ পঙ্ক্ত্যা যুক্ত্যা পৃথক্ পৃথক্।

নিরোধ্যঃ পরিধ্যঃ বজ্রঃ দণ্ডঃ খণ্ডঃ চ চুলকম্।

ব্যতীপাতঃ চ সপ্তৈতান্ মহাদোষান্ বিদ্বঃ ক্রমাৎ ॥”

এতদ্বারা জানা যায় যে, আচার্য প্রভাকর-রচিত একটা সংহিতাগ্রন্থ ছিল। লক্ষ্মণসেনকৃত ‘অদ্বুতসাগরে’ ( ১০২০ শক ) এবং পীতাম্বরকৃত ‘বিবাহপটলে’ ( ১৪৪৪ শক ) আচার্য প্রভাকর-প্রণীত সংহিতাগ্রন্থের উল্লেখ আছে। ‘প্রভাকরগণিত’ নামে একটা তন্ত্রগ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা এখন বিলুপ্ত। স্বর্ঘ্যদেব যজ্ঞা তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।<sup>৮</sup>

ভাস্কর—আমরা এই পঞ্চম আচার্য ভাস্কর-প্রণীত তিনখানি গ্রন্থের সম্বন্ধান পাইয়াছি, ( ১ ) আর্ধ্যভট্টের ভাষ্য, ( ২ ) বৃহৎ কমনিবন্ধ এবং ( ৩ ) লঘু কমনিবন্ধ। শেষোক্ত

১। ‘ব্রাহ্মক্ষুটসিদ্ধান্ত,’ ১১৪৬

২। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, ১৪

৩। ‘জ্যোতির্বিদ্যাভরণ’

৪। ‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’, পট্টাধিকার, ৪৩ শ্লোক, বাসনা ( কাশী সরস্বতীভবনস্থ পাণ্ডুলিপি )

৫। ৬ পৃষ্ঠা ত্রুটি।

৬। *Triennial Cat. of Sans., Mss., Madras, 1916-17—1918-19 R. No. 2741, p. 3916*

গ্রন্থ দুইটি, রচয়িতার নামানুসারে যথাক্রমে বৃহৎ বা মহাভাস্করীয় এবং লঘুভাস্করীয় নামেও প্রসিদ্ধ। উহার আৰ্য্যভট্টীয়মূলে প্রণীত। আৰ্য্যভট্টীয়ভাষ্যের স্থলে স্থলে ভাস্কর “( বৃহৎ ) কম’নিবন্ধ” হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বতরাং তাহা ভাষ্যের পূর্বে রচিত। লঘুভাস্করীয় তাহার পরে লিখিত।<sup>১</sup>

পরবর্তী হিন্দু জ্যোতিষিগণ ভাস্করের মতকে অতি শ্রদ্ধার চকুতে দেখিতেন। পৃথুদক স্বামী ( ৭৮৬ শক ), সূর্য্যদেব যজ্ঞা, এবং মন্দিভট্ট ( ১২২৯ শক ) প্রভৃতি তাঁহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যের অনুসরণে সোমেশ্বর আৰ্য্যভট্টীয়ের নূতন ভাষা প্রণয়ন করেন। “ভাস্করীয়ের অনুসরণে” জনৈক অবাচীন জ্যোতিষী ‘বাক্যকরণ’ রচনা করেন।

ভাস্করীয়ের একাধিক ভাষা পাওয়া যায়। কেরলদেশীয় শঙ্করনারায়ণ ( ৭২১ শক ) লঘুভাস্করীয়ের একখানি বিশদ ভাষা রচনা করেন। তাহা ‘শঙ্করনারায়ণীয়’ নামে খ্যাত। সূর্য্যদেব যজ্ঞা-কৃত মহাভাস্করীয় ব্যাখ্যানের নাম ‘গোবিন্দসাম্য’। তদবলম্বনে পরমেশ্বর ( ১৩৫২ শক ) ‘সিদ্ধাস্তদীপিকা’ নামে এক বিস্তৃত ভাষা লেখেন। পরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে মহাভাস্করীয়ের আর একখানি টীকা রচনা করেন। তাহা ‘কর্ণদীপিকা’ নামে প্রসিদ্ধ। পরমেশ্বর লঘুভাস্করীয়েরও টীকা করিয়াছেন। মন্দিভট্ট ( ১২২৯ শক ), ‘গণিতবিলাস’ নামে মহাভাস্করীয়ের বিস্তৃত টীকা করেন।<sup>২</sup> ক্রমের শিষ্য ত্রীকর্ণ মহাভাস্করীয় এবং লঘুভাস্করীয় উভয়েরই টীকা লিখিয়াছিলেন।<sup>৩</sup> উদয়দিবাকর জ্যোতিষভট্টকৃত লঘুভাস্করীয়ের টীকা ত্রিভঙ্গম ও বরোদাস সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় পাওয়া যায়।<sup>৪</sup>

লল্ল—আচার্য্য লল্ল আচার্য্য আৰ্য্যভট্টের অস্ত্রবাসী শিষ্য ছিলেন কি না, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রাচীনদের মধ্যে সূর্য্যদেব যজ্ঞা<sup>৫</sup> এবং পরমেশ্বর<sup>৬</sup> লল্লকে আৰ্য্যভট্টের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কার্ণ, জনার্দন বালাজী এবং স্বধাকর স্বিবেদী<sup>৭</sup> প্রভৃতি

১। শঙ্করনারায়ণের মতে ভাস্কর সর্ব্বপ্রথমে আৰ্য্যভট্টীয়ভাষা, পরে মহাভাস্করীয় এবং সর্ব্বশেষ লঘুভাস্করীয় রচনা করেন।

‘তত্র প্রথমতস্তাবদাৰ্য্যভট্টস্য গণিতকালক্রিয়াগোললক্ষণশাস্ত্রস্য ভাষ্যং কৃত্বা পুনঃ ইহকর্ণনিবন্ধনং বৃহভাস্করীয়ং নাম কৃত্বা পুনরপি সংক্ষেপেন অষ্টাদিকারকারিতগ্রহকম’নিবন্ধনং মল্লবুদ্ধীনামনুগ্রহবৃত্ত্যা গুরুদয়ঃ ভাস্করঃ স্বনামসম্বন্ধ-নুপদিদিস্থ...।’ স্বয়ং গ্রন্থকারের উক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া এই মত অনাধারপূর্ণ।

২। এই টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। সিদ্ধান্তলেখকের স্ববিবচিত ভাষ্যে মন্দিভট্ট বস্তুত ‘বৃহভাস্করীয়-ব্যাখ্যানের’ উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। *Triennial Catalogue for Madras, 1919—1922, No. 3730* দ্রষ্টব্য।

৪। ভাস্কর সম্বন্ধে ইতোদিক খবরের জন্য লেখকের “The two Bhaskaras” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, 1930, pp. 727-736. এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এভাকর এবং ভাস্কর একই ব্যক্তি। উহা সত্য নহে। তখন ভাস্করকৃত আৰ্য্যভট্টীয়ের ভাষা আমার হস্তগত হয় নাই। এই গ্রন্থেরই উক্তি হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, এভাকর এবং ভাস্কর ভিন্ন ব্যক্তি।

৫। সূর্য্যদেব লিখিয়াছেন, “...কিঞ্চিৎ সম্প্রদায়েন সিদ্ধম্। ক্ষেপশোধনকর্ত্তী জনৈকঃ তচ্ছিষ্যেণ লল্লাচার্য্যেণ শিষ্যবীরুদ্ধিদাখ্যে মহাত্মনঃ...” —ভট্টপ্রকাশিকা, ৩১০।

৬। পরমেশ্বর লিখিয়াছেন, “তথা চ তচ্ছিষ্যো লল্লাচার্য্যঃ” —ভট্টদীপিকা, ৩১০।

৭। ‘গণকল্পসিদ্ধি’, ৩ পৃঃ।

তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত<sup>১</sup> এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়<sup>২</sup> এই বিষয়ে শঙ্কা করেন। তাঁহাদের মতে লঙ্গ, এমন কি, আর্ধ্যভট্টের সমকালীনও নহেন। তাঁহাদের যুক্তি এই প্রকার,—

১। যদি লঙ্গ প্রথম আর্ধ্যভট্টের শিষ্য বা সমকালীন হইতেন, তবে ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়) লঙ্গের যে সব দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রথমার্ধ্যভট্টের গ্রন্থেও থাকিত। কিন্তু আর্ধ্যভট্টায়ে সেই সকল দোষ নাই।

২। ব্রহ্মগুপ্ত পূর্ববর্তী অনেক গ্রন্থকারের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আর্ধ্যভট্টের উপর তিনি খড়াহস্তই ছিলেন। কিন্তু তিনি লঙ্গের নামোল্লেখও করেন নাই।

৩। লঙ্গ যদি আর্ধ্যভট্টের শিষ্য হইতেন, গুরুর সিদ্ধান্তে বীজসংস্কার করিতেন না। বীজসংস্কার প্রয়োজন হইলে, স্বয়ং আর্ধ্যভট্টই তাহা করিতেন, অথবা শিষ্যের সময়ে বীজসংস্কার আবশ্যক হইত না।

৪। লঙ্গ ভূভ্রমণবাদে দোষ দিয়াছেন। আর্ধ্যভট্টের শিষ্য হইলে, তিনি এই প্রকার গুরুদেষ্যী হইতেন না।

৫। ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়) লঙ্গকে অনেক দোষ দিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে আর্ধ্যভট্টের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

এই সমস্ত যুক্তি আমাদের নিকট সারবান্ মনে হয় না। কারণ, (১) লঙ্গ গুরুর সমস্ত সিদ্ধান্ত ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাই ব্যাখ্যা করিতে ভুল করিয়াছেন, মনে করিলে প্রথম আপত্তি কাটিয়া যায়। বস্তুতই যে ঐরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। (২) অজুজ্জ্বলবাদ, অর্থাৎ ব্রহ্মগুপ্ত লঙ্গের নামোল্লেখ করেন নাই, তাই লঙ্গ ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারেন না, এই প্রকার যুক্তি, দুর্বল প্রমাণ। এক লাটদেব ব্যতীত আর্ধ্যভট্টের অপর কোন শিষ্যের নামোল্লেখ ব্রহ্মগুপ্ত করেন নাই। সেই যুক্তিতে তাঁহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আরও দেখা যায়, আর্ধ্যভট্টের শিষ্যবর্গের ভুলত্রুটির জন্তও ব্রহ্মগুপ্ত আর্ধ্যভট্টকে দায়ী করিয়াছেন। পৃথুদক স্বামী ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। হয় ত সেই কারণে ব্রহ্মগুপ্ত স্বতন্ত্রভাবে লঙ্গের নামোল্লেখের প্রয়োজন মনে করেন নাই। (৩) জ্যোতিষে সর্বদাই কালান্তরে বীজসংস্কারের প্রয়োজন হয়। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 'গ্রহলাঘব'কার গণেশ দৈবজ্ঞ তাঁহার পিতার প্রদত্ত গ্রহগণিতে ৬০ বৎসর পরে বীজসংস্কার করিয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণতর করিয়াছিলেন।<sup>৩</sup> লঙ্গও সেই প্রকার দৃগুগণিতের এক্য করিয়া তাঁহার গুরুর গণিতকে ক্ষুণ্ণ করার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বলা যায়। (৪) এই পর্যন্ত বত দূর জানা গিয়াছে, আচার্য্য আর্ধ্যভট্টের সকল শিষ্যহুশিষ্যই তাঁহার ভূভ্রমণ-

১। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র' ২২৮ পৃঃ।

২। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', ১৮১ পৃঃ।

৩। গণেশ দৈবজ্ঞ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকেশবঃ ক্ষুণ্ণতরং কৃতবান্ হি সৌর্য-

বাসনমন্ততপি ষষ্টিমিতে গতেহুদে।

দৃষ্টা মথ্য কিমপি ভক্তনরো গণেশঃ

শ্রুতঃ বখা হৃদয়দৃগুগণিতেক্যম্।"—বৃহত্তিথিভিদ্ভানদি

বাদে দোষ দিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা বারাস্তরে করা যাইবে। ( ৫.১ ) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অহুজ্জিবাদ দুর্বল প্রমাণ। যাহা হউক, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্যের পূর্ববর্তী সূর্য্যদেব যজ্ঞ লঙ্ঘকে আর্ধ্যভট্টের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

লঙ্ঘ রেবতী তারার ভোগ ৩৫২ অংশ দিয়াছেন।<sup>১</sup> এই সূত্র অবলম্বনে গণনা করিয়া দীক্ষিত এবং রায় মহাশয় অনুমান করেন যে, লঙ্ঘ ৬০০ ( দীক্ষিত ) বা ৫০০ ( রায় ) শকের কাছাকাছি সময়ে ছিলেন। সুতরাং তিনি আর্ধ্যভট্টের সাক্ষাৎ শিষ্য হইতে পারেন না, তাঁহারা ইহা বলেন। তাঁহাদের এই যুক্তি সারবান্ বলিতে হইবে, যদি লঙ্ঘপ্রদত্ত গণনা সূক্ষ্ম ছিল ধরা যায়।

লঙ্ঘ নামক একজন জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্তের ‘খণ্ডখাত্ত’ের একখানি ভাগ্য লিখিয়াছিলেন। উহা ‘খণ্ডখাত্তপদ্ধতি’ নামে খ্যাত ছিল। আমরা লিখিয়াছেন যে, তিনি লঙ্ঘাদির ভাগ্য অবলম্বনে উক্ত গ্রন্থের স্বকীয় টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

“লঙ্ঘোৎপলসোমেশ্বরবিরচিতভাগ্যানি তথ্যো বুদ্ধা।

একীকৃত্য তদর্থং স্থায় সংক্ষেপতো বক্ষ্যে ॥”

খণ্ডখাত্তকের টীকাকার লঙ্ঘ এবং শিষ্যদ্বীবুদ্ধিদকার লঙ্ঘাচার্য্য একই ব্যক্তি মনে করিয়া ত্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, লঙ্ঘাচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা অধীচান।<sup>২</sup> তাঁহার এই অনুমান সত্য নহে। আমরাইয়ের অপর উক্তি হইতেই তাহা বোঝা যায়। গুরুশ্রীভ্রোচ্চ আনয়নের জন্ত খণ্ডখাত্তকে প্রাপ্ত বিধির সমালোচনা অবসরে আমরা লিখিয়াছেন, ২—

“অশ্রাচ্চ বক্ষ্যমাণোত্তরোক্তা কৃতমুনয়ো লিপ্তাঃ শোণ্যা এতচ্চ গ্রন্থকুদ্রহম(২)হমিকামাত্রম্। ন তু চিত্তচমৎকারিণী কাংপি যুক্তিরবগম্যতে। কেচিৎ

ভানোঃ কলেন পরমেণ দলীকৃতেন

স্পষ্টো ভূগুরিহিতোহপরিষ্কৃতঃ স্যাৎ ॥

ইতি শিষ্যদ্বীবুদ্ধিবচনাৎ গুরুশ্রীভ্রফলস্যৈব সংস্কারমাহত্তর। লঙ্ঘোৎপলভাগ্যঃ শ্রীভ্রোচ্চস্যৈব সংস্কারস্যাভিহিতস্যৎ ॥”

এ স্থলে দেখা যায়, আমরা ভাগ্যকার লঙ্ঘের মতাবলম্বনে শিষ্যদ্বীবুদ্ধিদকার লঙ্ঘের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিতেন, বলিতেই হইবে।

আচার্য্য লঙ্ঘ ত্রিবিজ্ঞান ভট্টের পুত্র এবং শাশুর পৌত্র। তাঁহাদের বাসস্থান লার্টদেশে।

লঙ্ঘাচার্য্য প্রখ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। আচার্য্য আর্ধ্যভট্টের গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি ‘দ্বীবুদ্ধি’, ‘শিষ্যদ্বীবুদ্ধি’ বা ‘শিষ্যদ্বীমহাত্ম্য’ নামে একখানি গ্রন্থগণিতগ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থদ্বয়েই তিনি বলিয়াছেন,

“আচার্য্যভট্টাঙ্গিতঃ হবিন্দ্য যোমৌকস্যাঃ কর্ণ য-  
জিহ্বাশাখাভিধীকৃতঃ তদধ্বনা লঙ্ঘেন দ্বীবুদ্ধিন্ ॥”

অগ্রজ আবার লিখিয়াছেন,১—

“লগ্নেন তস্য তনয়েন শশাঙ্কনৌলে:

শৈলাধিরাজতনয়াদয়িতস্য শভো: ।

সম্পূজ্য পাদযুগ্মার্ঘ্যভট্টাভিধান-

সিদ্ধান্ততুল্যকলমেতদকারি তত্ত্বম্ ॥”

আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং লল্লাচার্য্যের গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া ত্রীপতি ভট্ট ( ১৬১ শক ) ‘সিদ্ধান্তশেখর’ নামে একখানি বৃহদাকার গ্রন্থগণিতগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।<sup>২</sup> এই গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত ত্রীববুআ মিশ্র বলেন,<sup>৩</sup> “গ্রন্থরচনাসম্বন্ধে লল্লাচার্য্যই বিশেষভাবে ত্রীপতির আদর্শ ছিলেন। কারণ, যে সমস্ত বিষয়ের চর্চা ব্রহ্মগুপ্ত করেন নাই, অথচ লগ্ন করিয়াছেন, ত্রীপতি সেই সমস্ত বিষয়কেও নিয়মিতরূপে যথাযথভাবে শ্লোকান্তরে বলিয়াছেন।” এতদ্বারা জানা যায় যে, ত্রীপতি ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা লগ্নকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কোন কোন বিষয়ে দোষ প্রদর্শন করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য স্বকৃত ‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’তে অপর অনেক বিষয়ে লল্লাচার্য্যের অমূল্যত্ব করিয়াছেন। ব্রহ্মদেব, দামোদর প্রভৃতি পরবর্ত্তী আর্য্যভট্টাচার্য্যায়ী করণগ্রন্থকারগণ লগ্নকৃত সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। ( পরে দেখ )।

লগ্ন একখানি পাটীগণিত এবং ‘রত্নকোশ’ নামে একখানি জ্যোতিষসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। উভয় গ্রন্থই অধুনা লুপ্ত। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য লগ্ন-প্রদত্ত গোলপৃষ্ঠকল-গণনাবিধির দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

“তর্হি তেন লগ্নেন ‘বৃত্তকল পরিধিঃ সমঃ ততো ভবতি গোলপৃষ্ঠকলম্’ ইতি স্বগণিতে কথঃ পরিধিঃ কৃতম্। কিন্তু বৃত্তকল চতুর্ধ্বমেব পৃষ্ঠকল ভবতি। অস্য লগ্নোক্তস্য গণিতস্য দ্বষ্টত্বাদ্ ভূপৃষ্ঠকলমপি দ্বষ্টমিত্যর্থঃ ॥”<sup>৪</sup>

কমলাকর ( ১৫৮০ শক ) বলেন, এই দোষটা লল্লাচার্য্যের হইতে পারে না। মূল গ্রন্থে এই দোষ ছিল না। “লেখকাকর”দোষবশত ভাস্করাচার্য্য-পরিদৃষ্ট উহার পাণ্ডুলিপিতে এই দোষ আসিয়াছিল মাত্র।<sup>৫</sup> এই মতের সমর্থনে কমলাকর কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। যাহা হউক, এতদ্বারা জানা যায় যে, লগ্নকৃত ‘পাটীগণিত’ ছিল। তাহার উল্লেখ আমরা এই পর্য্যন্ত অপর কোথাপি দেখি নাই।

লগ্নকৃত রত্নকোশ এবং অগ্রজ সংহিতাশাস্ত্র অবলম্বনে ত্রীপতি ‘রত্নমালা’ নামক সুবিখ্যাত সংহিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১। ‘শিষ্যবীজ্জিহ্বা’, ১৩/২২

২। ত্রীপতি লিখিয়াছেন—

“শ্রীমদার্ঘ্যভট্টজিহ্বানন্দনশ্রীত্রিবিধমহতাদিত্যহরিভিঃ।

সিদ্ধিরধরচরস্য কক্ষয়া যা কৃতাহং মরকাংপি সোচাতে ॥”

৩। তৎপ্রদত্ত গ্রন্থপরিচয়, ১৬ পৃঃ

৪। ‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’, গোলখণ্ড, ভূবনকোশ; ৫৭ শ্লোক, বাসনা।—৫৩ শ্লোকও দেখ।

৫। “শিরোমণৌ লগ্নকৃতঃ দোষত্রাসঃ বলাৎ কৃতম্।

তৎ সমুদ্ররতে ক্রিান্তং যঃ স দুগ্গোলবিধরঃ ॥

দীপকাদিগুণকঃ পক্ষ লগ্নোক্তো বৃত্তভূকলে।

বর্ণেধিরঃ লগ্নসংস্কৃতঃ লেখকাকরতোহথবা ॥”

সিদ্ধান্তভূমিকাবক, মহাপ্রাচীনার, ৩০৭-৮ শ্লোক।

আচার্য্য লগ্ন সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা করিবার আছে। সেই সকল কথা অবতারণা করিতে গেলে বর্তমান প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া যাইবে। সেই হেতু আমরা আর দুই একটা অত্যাবশ্যক কথা বলিয়া লগ্নাচার্য্যের কাহিনীর আপাততঃ উপসংহার করিব। ঐগুলি লগ্নের সময় নিরূপণে বিশেষ সহায়ক হইবে, মনে করি।

লগ্নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

“বিজ্ঞায় শাস্ত্রমলমার্য্যভটপ্রণীতঃ

তস্মাৎপি যত্নপিতৃ কৃতানি তদ্যঃশিষ্যৈঃ।

কর্মক্রমো ন খলু সম্যগুদীকৃতশ্চৈঃ

কর্ম ব্রবীম্যহমতঃ ক্রমশ্চ স্মৃক্তম্ ॥”—শিষ্যদীর্ঘদ, ১১২

অর্থাৎ “আর্য্যভট-প্রণীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ অনেক তত্ত্ব লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেহই কর্মক্রম সম্যকরূপে বলেন নাই। সেই হেতু আমি (বর্তমান গ্রন্থে) কর্মক্রম সূচক বাক্যে ক্রমশ বলিব।”

আচার্য্য ভাস্কর বলেন যে,—

“ভাস্করেন পরিচিন্ত্য কৃতোহয়ং

মন্দবুদ্ধিপরিবোধসমর্থঃ।

সম্যগার্য্যভটকর্মনিবন্ধঃ

স্পষ্টবাক্যকরণৈঃ সমবেতঃ ॥”—মহাভাস্করায়, ৮২৬

অর্থাৎ “(আর্য্যভট-প্রণীত শাস্ত্রাদির) বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া ভাস্কর এই সম্যক আর্য্যভটকর্মনিবন্ধ অতি স্পষ্টার্থ বাক্যে সরল ভাষায় লিখিয়াছে, যাহাতে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও উহাকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।”

তৎপ্রণীত লঘুভাস্করীয়ের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন,—

“বিতরণগ্রন্থভীরুণাঃ গ্রহসংস্কর বিজ্ঞয়ে।

নিবন্ধঃ কর্মণাং প্রোক্তো ভাস্করেন সমাসতঃ ॥”

অর্থাৎ “যাহারা বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিতে ভয় পায়, তাহারাও যাহাতে গ্রহগতি সম্বন্ধে সঙ্গোপ সঙ্গোপ লাভ করিতে পারে, সেই অর্থে ভাস্কর সংক্ষেপে এই কর্মনিবন্ধ রচনা করিয়াছে।”

এইরূপে ভাস্করের উক্তি হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, তিনি আর্য্যভটের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে কর্মনিবন্ধ লিখিয়াছেন। অথচ লগ্নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভটের কোন শিষ্য তাঁহার সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে কর্মক্রম লিখেন নাই। লগ্নাচার্য্যের শিষ্যদীর্ঘদিক, ভাস্করাচার্য্যের মহাভাস্করীয়ের পূর্বে রচিত মনে করিলেই, ঐ দুই উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। একই সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহাদের মত প্রথ্যাতনামা জ্যোতিষীর একে অপরের কথা জানিতেন না মনে করা সম্ভব হইবে না। বিশেষত উভয়েই যখন এক প্রান্তবাসী ছিলেন। আমরা জানি, ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং লগ্নও ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ববর্তী ছিলেন। এইরূপে দেখা যায়, লগ্নাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য সমসাময়িক ছিলেন। এবেতু, স্বর্গদেব ও পরমেশ্বরের উক্তি মত লগ্নাচার্য্যকে আচার্য্য আর্য্যভটের প্রত্যেক শিষ্য স্বীকার করিতে আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।



অপর পক্ষে লগ্ন লিখিয়াছেন,—

“যদুপেক্ষগতিরৈব শরদিদশৈ-

ভক্তা ফলং জনিতমাখ্যভটস্য শিষ্যৈঃ ।

তেন ক্ষুটা গতিরতীতদিনেনুভুক্তি-

মাখ্যাতি কার্যমনরা ন তু বর্তমানে ॥”—‘শিষ্যবীজ্জিদ্’, ২।৪৩

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্য “আর্য্যভটের শিষ্যগণ” হিসাবে প্রভাকর প্রভৃতির (“প্রভাকরাদয়ঃ”) উল্লেখ করিয়াছেন। সুধাকর দ্বিবেদী ইহা লিখিয়াছেন। লগ্ন লিখিয়াছেন,—“আর্য্যভটের শিষ্যগণ”—ব্যাখ্যাত প্রক্রিয়া দ্বারা আনীত গ্রহফল তাঁহাদের সময়ে (“অতীতদিনে”) ক্ষুট হইত, কিন্তু তাঁহার স্বসময়ে হয় না (“ন তু বর্তমানে”)। সুতরাং প্রভাকরের কাল ও লগ্নের কালের মধ্যে যথেষ্ট অন্তর ছিল, দেখা যায়। সেই হেতু লগ্ন আর্য্যভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন কি না, তদ্বিষয়েও সংশয় হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব হয় না।

### আর্য্যভটের প্রতিভা

গণিতবিজ্ঞার সর্বত্রই আর্য্যভটের প্রতিভা দীপ্তিমান। নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা তিনি সমস্ত শাখাকেই সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ স্থলে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিব। বিস্তৃত বর্ণনার স্থান ইহা নহে।

পাটীগণিতে, আর্য্যভট বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যাখ্যাপনের একটা অতি সুন্দর প্রণালী উদ্ভাবন করেন।<sup>১</sup> তদ্বারা বৃহৎ সংখ্যাও অতি সংক্ষেপে বলা যায়। যথা, ‘খ্যুয’=৪,৩২০,০০০; ‘সুশুশিখ্ণ’=১৭,৯৩৭,০২০। ইহাতে আর্য্যভট স্থানীয় মানতত্ত্বের উপযোগ করিয়াছেন। বর্গমূল এবং ঘনমূল নিকাশনের জন্ত আর্য্যভট-প্রদত্ত বিধি অধুনা প্রচলিত বিধির মতনই।<sup>২</sup> আর্য্যভটের পূর্বকালের কোন হিন্দু গ্রন্থে মূল নিকাশনের কোন বিধির বর্ণনা পাওয়া যায় না। আসন্নমূলানয়নের বিধি বোধায়নশ্রমুখ শুভকারগণের জানা ছিল। জৈন গ্রন্থেও তাহার প্রয়োগ আছে। গ্রীক গণিতিকগণ ঘনমূল আনিতে জানিতেন না। আলেকজেন্দ্রিয়ার হিরণ (২০০ খ্রীষ্টাব্দ প্রায়) অবর্গ সংখ্যার আসন্নমূলানয়নের একটা বিধি দিয়াছিলেন। উহা প্রাচীন হিন্দু বিধিরই অনুরূপ।

জ্যাগণিতে, আর্য্যভট জ্যাখণ্ডগণনার জন্ত একটা সুন্দর বিধি বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বিধি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত, না অপর হইতে গৃহীত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফরাসী মনীষী ডিলেঘার তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। গ্রীক কিম্বা আরবেরা ঐ প্রকার সুন্দর বিধি জানিত না।<sup>৩</sup> আর্য্যভট বৃত্তের পরিধি-ব্যাসাঙ্গুপাতের,

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্ত লেখকের “অক্ষরসংখ্যাপ্রণালী” প্রবন্ধ দেখ। (‘সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা’, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০।

২। Avadosh Narayan Singh, “On the Indian Method of Root Extraction,” *Bull. Cal. Math. Soc.* vol. 18, 1927, pp. 123-140; Sarada Kanta Ganguly, “Notes on Aryabhata,” *Journ. Behar and Orissa Res. Soc.* 1926, pp. 78-91

৩। Bibhutibhusan Datta, “The Hindu Contributions to Mathematics,” pp. 14ff.

যাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা 'পাই' ( $\pi$ ), তাহার একটা অতি সূক্ষ্ম মান নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে

$$\frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}} = \frac{৬২৪৩২}{২০০০০}$$

দশমিক অঙ্কে লিখিলে

$$\pi = ৩.১৪১৬$$

এই মানের সূক্ষ্মতা দেখিয়া কোন কোন বিদেশী লেখক সন্দেহ করিতে লাগিলেন, উহা হিন্দুর আবিষ্কার কিনা। কেহ কেহ ত উহাকে গ্রীক-প্রভাবান্বিত বলিয়া শঙ্কা করিলেন। ঐ সমস্ত শঙ্কা অত্যাশ্চর্য ও বৃথা। কারণ, গ্রীকগণ 'পাই'এর এত সূক্ষ্ম মান জানিতেন না। তাঁহাদের পরিগৃহীত মান (২২/৭) অপেক্ষাকৃত স্থূল। আর্যভট্টের সমকালিক বা স্বল্পপ্রাগত্তী চীনা গণিতিক ছু-চাঙ্গ-চী একটা সূক্ষ্মমান (৩৫৫/১১৩) আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উহা ভিন্ন।<sup>১</sup> আর্যভট্টের আবিষ্কৃত পাই-মান তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য মহলে বরাবর ব্যবহৃত হইত।

বীজগণিতে আর্যভট্ট কূটকগণনার একটা সূক্ষ্ম সামান্ত্র বিধি আবিষ্কার করেন।<sup>২</sup> কূটকগণিতে গ্রীকগণ কিছুই করিতে পারেন নাই। চীনা সাঁ-ছু হু একটা উদ্দেশ্যের বিশেষ সমাধান করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তিনি সামান্ত্র বিধি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দু আর্যভট্ট তাহাতে কৃতকার্য হন। বর্গসমীকরণের সমাধান করিতে আর্যভট্ট জানিতেন। ঘনধারা সঙ্কলনের বিধি আর্যভট্টের গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়।

$$১^৩ + ২^৩ + ৩^৩ + \dots + n^৩ = (১ + ২ + ৩ + \dots + n)^২$$

জ্যোতির্গণিতে আর্যভট্টের দান আরও মূল্যবান। তিনি ভূভ্রমণবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। এ দেশের পণ্ডিতবর্গের বিশ্বাস যে, তিনি উহার আবিষ্কর্তাও। কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু হেতু উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বারাস্তরে তাহার আলোচনা কবিব। আর্যভট্টের ঘোর প্রতিবাদী ব্রহ্মগুপ্ত ভূভ্রমণবাদের জগৎ আর্যভট্টের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আর্যভট্টের সহস্র বৎসর পরে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে যুরোপে কোপার্নিকস ভূভ্রমণবাদ যথাযথ ব্যাখ্যা করেন। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে আর্যভট্টের মত সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। তিনি বলেন, "চন্দ্র সূর্য্যকে এবং মহতী ভূচ্ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে।" এ দেশের পৌরাণিক মতে, গ্রহণের কারণ রাহ। রাহ চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে, তাই গ্রহণ হয়। এই পৌরাণিক মতকে উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিতে আর্যভট্ট কৃষ্টিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী বরাহ,

১। Bibhutibhusan Datta, "Hindu Values of—" *Jour. Asiat. Soc. Beng*, vol. 22, 1926, pp. 25-42

২। Bibhutibhusan Datta, "Elder Aryabhata's rule for the solution of indeterminate equations of the first degree," *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. 24, 1932, pp. 19-36 আরও দেখ Sarada Kanta Ganguly, "India's Contribution to the theory of Indeterminate Equations of the first Degree," *Jour. Ind. Math. Soc.*, vol. 19, 1931-2, Notes and Questions pp. 110-120, 129-142, 153-168.

ব্রহ্মগুপ্তপ্রমুখ জ্যোতিষবিদগণের ততটা সংসাহস ছিল না। তাই তাঁহারা নানা প্রকার কল্পনার আশ্রয়ে স্মৃতিপুராণাদিতে বাণত উপাখ্যানের সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই প্রকার চেষ্টা পৃথিবীর সকল দেশে সকল কালে হয়, দেখা যায়। গ্রহগতি সম্পর্কে আর্য্যভট-ব্যাখ্যাত নীচোচ্চবৃত্তবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক। ত্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাহা নিঃসংশয়রূপে দেখাইয়াছেন।<sup>১</sup>

আচার্য্য আর্য্যভটের পরে তাঁহার শিষ্যাহুশিষ্যগণ গণিতে কি নূতন দান করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক জানিবার উপায় নাই। যেহেতু তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাদি প্রায় সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। কুট্টকগণিতে আর্য্যভটের ঘে কক্ষিৎ নূনতা ছিল, ভাস্কর তাহা পূর্ণ করেন। অধিকন্তু তিনি জ্যোতির্গণিতের প্রশ্ন সমাধানেও কুট্টকের উপযোগ করেন। এইটা সম্পূর্ণ অভিনব। তৎপূর্বে এদেশে, কি বিদেশে, কোথাও গ্রহগণিতে বীজগণিতের উপযোগ হয় নাই। আসন্ন জ্যামান গণনার জন্ত ভাস্কর একটা নূতন বিধি দিয়াছেন।

$$\text{জ্যা ক} = \frac{\text{বাস (পরিধাঙ্গ - ক) ক}}{\frac{1}{2}\{80500 - (\text{পরিধাঙ্গ} - \text{ক})\text{ক}\}}$$

ক = দক্ষ। ব্রহ্মগুপ্ত, ত্রীপতি প্রভৃতিও স্ব স্ব গ্রন্থে এই বিধি দিয়াছেন।

ভগ্নাংশের আসন্নমূল আনয়নের জন্ত লল্ল একটা বিধি দিয়াছেন—

যদি  $k = x^2 + g$ , যথায়  $g$   $x$  হইতে ছোট, তবে

$$\sqrt{k^2 + g} = x^2 + \frac{১০(g + ১) + g}{২(x + ১)}$$

পরবর্তী কালে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য স্বগ্রণীত ‘করণকুতূহলে’ এই বিধি বর্ণনা করিয়াছেন।

### আর্য্যভটীয়জ্ঞানের মতভেদ ও ভ্রান্তি

আচার্য্য আর্য্যভটের রচনা অতি সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ার্থবিশিষ্ট। সেই হেতু তাহার প্রকৃতার্থ দুর্বোধ্য। এই সম্বন্ধে, এমন কি, তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যগণের মধ্যেও মতভেদ ছিল, দেখা যায়। আমরা ইতিপূর্বেই তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। আর্য্যভট-প্রদত্ত জ্যাক্ষণ গণনাবিধির ব্যাখ্যা আচার্য্য ভাস্কর, আচার্য্য প্রভাকর হইতে ভিন্নরূপে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, উভয় ব্যাখ্যা মতেই অতীষ্ট ফল পাওয়া যায়।

আর্য্যভটের কোন কোন স্থলের প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহারা ভ্রমে নিপতিত হন। তাঁহাদের কদর্থ অবলম্বনে ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার চতুর্বেদাচার্য্য পৃথ্বীদক স্বামী এই অজ্ঞায়ের প্রতিবাদ করতঃ বলেন যে, ভুল শিষ্যদেরই। এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন,—

“যদি ভাস্করাভিঃ পূর্বাণরোঃ কপালমোল খনয়নধর যথাসংখ্য ব্যাখ্যাতঃ তত্র দিনার্দ্ধত লঘনাভাবো হুক্তঃ

<sup>১</sup> Prabodhchandra Sengupta, "Aryabhata, the Father of Indian Epicyclic Astronomy," *Jour. Dept. Lett. Cal. Univ.* Vol. 18, 1928.

সম্ভবতি । ব দিনার্দ্ধেহপি লবন তন্ত্রিখৌ ক্রিয়তে । কতরে ক্রিয়তে ক্ষয়নমোরতন্ত্রবৃত্তং । ত্রাদ্ব্যধমেতৎখদ্যাখ্যভচো  
বক্ষ্যেৎ । তথাক্যক...তন্মাদার্ঘ্যভটন্ত নারু দোষঃ । ভাস্করাদীনামেব ভবতু তৈন বুদ্ধতত্ত্বপ্রায় ইতি ।”১

অর্থাৎ “হাঁ, ইহা দোষ হইত বটে, যদি আর্ঘ্যভট এই প্রকার বলিতেন ।  
তাঁহার বাক্য এই... । অতএব এই দোষ আর্ঘ্যভটের নহে । ভাস্করাদির আছে বটে,  
কিন্তু তাঁহারা তাঁহার ( আর্ঘ্যভটের ) অভিপ্রায় বুঝেন নাই ।” অপর এক স্থলে,—

“অন্নমপ্যর্থত্ত্বৈ ( আর্ঘ্যভটত্বৈ ) নান্তি তন্মাদসদ্ব্যধমেতৎ স্যাৎ । তথ্যাত্মাতৃণাং সম্ভবতি তত্ত্ববহু কা নঃ  
কতিঃ ।”২

অর্থাৎ “এই অর্থও তথ্য ( আর্ঘ্যভটত্বৈ ) নাই । সুতরাং এই দৃশ্য অসৎ । তাঁহার  
ব্যাখ্যাভাগণের অবস্থা বাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমাদের কি কতি ?”

“তন্মাদ সদ্ব্যধমেতদর্ঘ্যভটত্বস্য যদি নাম ভাস্করেনোপাখ্যান কৃত্য স্যাদার্ঘ্যভটকনয়ামুসারীতি ।”৩

অর্থাৎ “সুতরাং আর্ঘ্যভটত্বের প্রতি এই দোষারোপ ঠিক হইয়াছে, যদি তাঁহার ভাস্করকৃত  
ব্যাখ্যান আর্ঘ্যভটের আন্তরিক অভিপ্রায় অনুযায়ী হইয়া থাকে ।”

এই শেষোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যায়, উক্ত সূত্রে আর্ঘ্যভটের মনোগত অভিপ্রায়  
কি ছিল, তাহা পৃথক স্বামী সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন নাই । ব্রহ্মজ্ঞানের প্রদর্শিত  
আর্ঘ্যভটের একটা দোষকে পৃথক স্বামীও প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । সুধাকর  
দ্বিবেদী বলেন যে, আর্ঘ্যভটের ঐ সূত্রের পরমেশ্বরকৃত ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তবে  
তাঁহার প্রতি দোষারোপ সমীচীন হয় না ।<sup>৪</sup>

### আর্ঘ্যভটশাস্ত্রের প্রতিপত্তি ও প্রসার

আচার্য্য আর্ঘ্যভট এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ কর্তৃক রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাব ও  
প্রতিপত্তি হিন্দু জ্যোতিষী মহলে বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল । ভাষা এবং টীকার সংখ্যাধিক্য তাঁহার  
একটি বিশিষ্ট প্রমাণ । এমন কি, অষ্টাদশ শকশতকেও আর্ঘ্যভটীয়ের উপর টীকা রচনা  
প্রয়োজন হইয়াছিল দেখা যায় ।

আর্ঘ্যভটের গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহার অনেক শিষ্য স্বতন্ত্র গ্রন্থগণিত লিখিয়াছিলেন ।  
তন্মধ্যে ভাস্করের মহা এবং লঘুভাস্করীয় এবং ললের শিষ্যদীতত্ত্ব ব্যতীত অপর গ্রন্থের প্রভাব  
কালক্রমে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, দেখা যায় । পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে তাঁহাদের কোন উল্লেখ  
পাওয়া যায় না ।

৩৭৮৫ কল্যাণে অর্থাৎ ৬০৬ শকে কেবল প্রদেশে কালান্তরে প্রয়োজনীয় বীজসংস্কার  
দ্বারা আর্ঘ্যসিদ্ধান্তকে স্মৃতি করিয়া ‘পরহিত’ নামে এক জ্যোতিষতত্ত্ব রচিত হইয়াছিল ।<sup>৫</sup>  
কাথত আছে যে, মহামধম উৎসব সময়ে তিব্বনবয় নগরীতে সমবেত হইয়া, তদানীন্তন  
জ্যোতির্বিদ্যমণ্ডলী দুর্গুণিতৈক্য করিয়া ঐ সংস্কার সাধন করেন ।

১। ‘ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত’, ১১২৩ ভাগ । ২। ঐ, ১১৪০, ভাগ । ৩। ঐ, ১১২২, ভাগ । ৪। ঐ, ১১৩৫,  
মহাকর দ্বিবেদিকৃত টীকা ।

৫। পিয়ারোটের “Shastras—Practical and Theoretical” গ্রন্থের ৮৫৮ ।

১০১৪ শকে মথুরানিবাসী চৈত্রের পুত্র ব্রহ্মদেব গণক আৰ্য্যভট্টশাস্ত্রের আশ্রয়ে ‘করণ-প্রকাশ’ নামে একখানি স্মরণ করণগ্রন্থ লিখেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন,—

“ব্রহ্মাচ্যুতত্রিমরনার্কশপাকভৌমসৌম্যজ্ঞপ্তশনিবাগধিপাগণেশান্।

নদ্যাহমার্য্যভট্টশাস্ত্রসক কেরামি শ্রীব্রহ্মদেবগণকঃ করণপ্রকাশম্।”

ব্রহ্মদেব-কৃত মঙ্গলাচরণ আৰ্য্যভট্টের মঙ্গলাচরণের অনুরূপ—“ব্রহ্মকুশলিবুধভৃগুরবিকৃজ্ঞপ্ত-কোণভগণায়মমৃত্যু” ইত্যাদি। ব্রহ্মদেব লল্লোক্ত বীজসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। দীক্ষিত মহাশয় বলেন,<sup>১</sup> করণপ্রকাশ অনুরূপে এখনও গ্রহগণনা হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রহলাঘবকার গণেশ দৈবজ্ঞ করণপ্রকাশ হইতে গুরু, মঙ্গল এবং রাহু গণিত গ্রহণ করিয়াছেন। এ দেশের অধিকাংশ গণক গ্রহলাঘবের সাহায্যে পঞ্জিকাগণনা করিয়া থাকেন।

১৩৩২ শকে পদ্মনাভের পুত্র এবং নর্মদার পৌত্র দামোদর আৰ্য্যভট্টসিদ্ধান্ত অনুরূপে ‘ভটতুলা’ নামে করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

“প্রত্যক্ষগুণার্থভটস্য তুষ্ণং বিদ্যং যুদেহঃ করণং কেরামি”

ইহাতে, কোন কোন বিষয়ে লল্লোক্ত সংস্কার গৃহীত হইয়াছে। নক্ষত্রভোগ আৰ্য্যভট্টের ও তদাশ্রয়ী, করণপ্রকাশে নাই। দামোদর স্বীয় গ্রন্থে তাহাকেও স্থান দিয়াছেন।<sup>২</sup>

১৩৫৩ শকে কেরলাচার্য্য পরমেশ্বর বেধ সাহায্যে পরহিতের সংস্কার করিয়া ‘দৃগ্গণিত’ নামে অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করেন।

‘বাক্যকরণ’ নামে একখানি করণগ্রন্থ আছে। উহার কর্তা এবং রচনাকাল অজ্ঞাত। বোধ হয়, উহা অর্বাচীন কালের। মাদ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় ‘বাক্যকরণ’ এবং ‘বাক্যকরণবিচার’ পাওয়া যায়।<sup>৩</sup> ‘বাক্যকরণ’ ভাস্করীরের অনুরূপে রচিত। গ্রন্থকার তাহা স্বীকার করিয়াছেন,—

“ভাস্করীমুসায়েণ গণিতং ক্রিয়তে লব্ধ”

‘বাক্যকরণবিচারে’ আছে—

“অতএব বাক্যকরণকৃত্য আৰ্য্যভট্টীক সর্বকালম্ দৃকসমং কর্ত্ত্বং সন্ধ্যায় করয়িতা তস্য প্রামাণ্যং নির্বৃঢ়ম্। অতএব চ বাক্যকরণং শিষ্টৈরপ্যঙ্গীকৃতমিতি চেয়। একং সতি বাক্যকরণকৃত্য আৰ্য্যভট্টীক সংস্কৃত্য প্রমাণং কুর্ত্ততঃ ততোহপি লবৃত্তম্। আৰ্য্যগ্রহাদেব সংস্কৃত্য তৎপ্রমাণীকরণে অত্যন্তস্বকৃতোপপত্তেঃ।”

আমাদের দেশে সম্প্রতি গ্রহগণনার তিনটা মত আছে—আৰ্য্যপক্ষ, ব্রহ্মপক্ষ এবং সৌরপক্ষ। প্রথম পক্ষের মূল গ্রন্থ আৰ্য্যসিদ্ধান্ত, দ্বিতীয়ের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত এবং তৃতীয়ের স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত। তিন পক্ষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান সত্ত্বে। অন্ত্যস্ত বিষয়ে তিন পক্ষ প্রায়ই একমত। আৰ্য্যপক্ষের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় মালাবারে। আৰ্য্যভট্টের ভাষা এবং টীকাকারদের অনেকেই কেরলবাসী। তন্মাত্রা প্রমাণিত হয় যে, ঐ প্রদেশেই

১। ‘জরতীর জ্যোতিঃশাস্ত্র’, ২৪০-৩ পৃষ্ঠা।

২। ঐ, ২৫৫-৭ পৃষ্ঠা।

৩। *Descriptive Catalogue Nos. 18508, 18495*

আর্ধ্যভট্টের সমাদর সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, আর্ধ্যভট্ট হিন্দুস্থানের পূর্বাংশের লোক হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্তের বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি হইল দক্ষিণাংশে।

হিন্দুস্থানের বাহিরেও আর্ধ্যসিদ্ধান্তের প্রসার এবং প্রতিপত্তি হইয়াছিল। বোগদাদের খলিফা অল্‌মুনস্বরের রাজত্বকালে, ৬৯৪ শকে (খ্রীঃ), উহা বোগদাদে আনীত এবং আরবী ভাষান্তরিত হয়। অল্‌কাজারী, এয়াকুব ইবন তারিক, আবু অল্‌হসন, অল্‌জয়াজীপ্রমুখ তদানীন্তন আরব জ্যোতিষিগণ তাঁহাদের হিন্দু শিক্ষকের নিকট অস্ত্রান্ত হিন্দু গ্রন্থের সঙ্গে ঐ গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহে আর্ধ্যভট্টীয় হইতে কোন কোন বিষয় গৃহীত হইয়াছে, দেখা যায়। অল্‌বীরাগীকৃত ‘ভারতবৃত্তান্ত’ হইতে আমরা এই সকল এবং আরও অনেক তথ্য জানিতে পারি। তিনি এই সম্পর্কে ছ’একটা কোতুকময় কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ‘আর্ধ্যভট্ট’ শব্দের যথার্থ উচ্চারণ আরব পণ্ডিতেরা করিতে পারিতেন না। তাঁহারা উহাকে ‘অর্জভড’ বলিতেন। লোকমুখে বিকৃত হইয়া ইহা ‘অর্জভর’ হইল। কালক্রমে একেবারে ‘অজ্‌বর’এ পরিণত হইল। বুঝিবার ভ্রমে কেহ কেহ মনে করিত, উহার অর্থ সহস্রাব্দ। আবু অল্‌হসন চতুর্ষুগকে ‘অর্জভর-বর্ষ’ বলিয়াছেন।

### আর্ধ্যভট্টসম্প্রদায়ের খ্যাতি

আচার্য্য আর্ধ্যভট্ট এবং তাঁহার শিষ্যাহুশিষ্যাবর্গ তাঁহাদের জীবদ্দশায় বিপুল যশোরাশি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রথম ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

“কালে যহতি দেশে বা স্মৃটার্থং ব্যস্য দর্শনম্ ।  
জরত্যাৰ্ধ্যভট্টঃ সোহিক্ৰিপ্রান্তঃপ্রোন্নজিসদ্যশাঃ ।  
নালমার্ধ্যভট্টান্তে জ্যোতিষাঃ গতিবিস্তরে ।  
তত্র ভ্রমন্তি স্তেহজ্ঞানবহলানাংসাগরে ॥”২

“মহৎ কাল বা দেশ অন্তরেও যাহার জ্যোতিষদর্শন স্মৃটার্থক, যাহার সদ্যশোরাশি সাগরপ্রান্তকেও অতিক্রম করিয়াছে, সেই আর্ধ্যভট্টের জয় হউক। আর্ধ্যভট্ট ব্যতীত অপর কেহ গ্রহগতি জানিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা তদ্বিবরে অজানাঙ্কারপূর্ণ সাগরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন মাত্র।”

“ভগোভিরাগঃ স্মৃটতরনম্রাকং  
চিরু সমভেতু জগৎহ সন্মুখৈঃ ।  
চিরু চ জিরাহরপেতকম্বা  
ভট্টস্য শিষ্য জিতরাগপত্রক ॥”৩

১। Alberuni's India, II, p. 18

২। লন্ডাকরী, ১১২-৩

৩। লন্ডাকরী, ১১৩

“বহু তপশ্চায় লব্ধ আমাদের এই ‘স্মৃতিতত্ত্ব’ সঙ্গুণের অন্ত্র চিরকাল পুজিত হইবে। আখ্যাভট্টের শিষ্যগণ কলুব্যবহীন এবং জিতরাগশত্রু হইয়া চিরজীবী হউক।”

ইহা অন্ধ গুরুভক্তি বা নিছক আত্মশ্লাঘা নহে। কবিজনস্বলভ সামান্ত অতিশয়োক্তি বাদ দিয়া, ঐ বর্ণনাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। একটা প্রমাণ দিতেছি। ৪২৭ শকে, আখ্যাভট্টের গ্রন্থরচনার ঠিক ছয় বৎসর পরে, আচার্য বরাহমিহির তাঁহার বিখ্যাত ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’ সঙ্কলন করেন। তাহাতে তিনি আখ্যাভট্টের এবং তাঁহার শিষ্য লাটদেবের নাম করিয়াছেন। আখ্যাভট্টীয় হইতে একটা বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। পুলিশ এবং রোমকসিদ্ধান্তের সঙ্কলনে, লাটকৃত সংস্করণই বরাহমিহিরের আশ্রয় ছিল, মনে হয়। বরাহমিহিরের কর্মক্ষেত্র ছিল উজ্জয়িনী। তিনি কাপিথক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উহা বর্তমান সংযুক্ত প্রদেশের ফরকাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল।<sup>১</sup> সুতরাং উভয় স্থলই আখ্যাভট্টের কর্মস্থল মগধ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। সে কালে ছয় বৎসর মধ্যেই যে আখ্যাত্মক মগধ হইতে সুদূর উজ্জয়িনীতে ও কাপিথকে নীত এবং আলোচিত হইয়াছিল, তাহা তাহার বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তিরই পরিচায়ক।

এমন কি, তদানীন্তন জ্যোতিষিগণ আখ্যাভট্ট এবং লাটদেবের উক্তিকে ‘আপ্তবাক্য’ বলিয়া মান্য করিতেন। দিনপ্রবৃত্তি বিষয়ে আখ্যাভট্ট, লাটদেব এবং সিংহের মত উল্লেখের পরে, বরাহমিহির স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মত স্বতন্ত্র। তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

“সূর্য্যস্তার্কমন্মথঃ প্রতিদিবসঃ যদি দিনাধিপঃ ক্রমঃ।

তত্রাপি নাপ্তবাক্যঃ ন চ যুক্তিঃ কাচিদন্ত্যাপ্তিঃ।”

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৫১২৬

“প্রতিদিন সূর্য্যের অর্দ্ধান্ত হইতে আমরা দিনাধিপ গণনা করি। তাহার পক্ষে আপ্তবাক্য বা অপর কোন যুক্তিও নাই।” আরও দেখ, আখ্যাভট্টের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দুস্থানের দক্ষিণ এবং পশ্চিম প্রান্তের লোকও ছিলেন। তাঁহারা আখ্যাভট্টের গভীর পাণ্ডিত্যখ্যাতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই বিদ্যালোভের অন্ত্র পূর্বপ্রান্তে আসিয়াছিলেন।

পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী অলবীক্লী আখ্যাভট্ট এবং তাঁহার অমুখ্যশিষ্যগণকে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। আখ্যাভট্টের মূল গ্রন্থ পাঠের সুযোগ তাঁহার হয় নাই। তৎসম্বন্ধে তিনি বাহা জানিয়াছিলেন, তাহাও ব্রহ্মগুপ্তপ্রমুখ বিদ্বৎ সমালোচকগণের লেখা হইতে।

১। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

“স্বরমেব নাম যৎ কৃতবার্ধ্যভট্টেন ‘স্মৃতি’ স্বগণিতস্য।

সিদ্ধ তৎস্মৃতিঃ গ্রহণাধীনঃ বিসম্বাদাৎ ॥”—ব্রাহ্মস্মৃতি সিদ্ধান্ত, ১১৫২

“আখ্যাভট্ট নিজেই স্বগণিতের যে ‘স্মৃতি’ নাম রাখিয়াছেন, গ্রহণাদির বিসম্বাদ কেতু তাহা অস্মৃতিই সিদ্ধ হয়।” আখ্যাভট্ট কোথাও স্বকৃত গ্রন্থের নামে ‘স্মৃতি’ শব্দ যোগ করেন নাই। ভাস্করের কথিত “আমাদের এই ‘স্মৃতিতত্ত্ব’ বাক্যকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মগুপ্ত ঐ প্রকার লিখিয়াছিলেন, বোধ হয়।

২। *Ancient Geography of India*, pp. 705 f,

তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, “সত্য সর্বতোভাবে আর্ধ্যভটের অমুখ্যায়িগণের পক্ষে। আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহারা বস্তুতঃই বিজ্ঞানের অতি উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন।”<sup>১</sup>

এদেশে আর্ধ্যভটের গৌড়ার দলও ছিল। তাঁহাদের কথা,—

“বহুতঃ সূত্রানুগরি চন্দ্রশ গবনঃ তবেদান্তেতিহাসাদিহু শ্রুতে ন পুনরাধ্যভটোক্তিঃ। আধ্যভটপ্রণীতঃ বিহায় ন বরং ততঃ (পত্র) এবিশাযঃ। পৌরাণিকশ্রুতাদিহু সখ্যেহাস্য দর্শনসাম্ভ বা ন বা। তদ্বর্শনমন্ত্যামুপপত্ত্যা সংশ্রুতি।”

অর্থাৎ ইহা কথিত হয় যে, চন্দ্র সূর্য্যের উর্দ্ধে গমন করে। তাহা বেদান্ত, ইতিহাস প্রভৃতিতেই শোনা যায়। আর্ধ্যভটের উক্তি ঐ প্রকার নহে। আর্ধ্যভট-প্রণীত দর্শন ছাড়িয়া আমরা তথ্য প্রবেশ করিব না, শ্রুতি প্রভৃতির সহিত ঐ দর্শনের ঐক্য থাক বা না থাক। অন্ত্যথা, উপপত্তিহীন হইলেও সেই দর্শন সিক্ত হইয়া যাইবে। (লঘুভাস্করীয়বিবরণে শঙ্করনারায়ণ)।

এ দেশে লোকসমাজে আর্ধ্যভটের মহিমা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কালক্রমে তিনি সূর্য্যের অবতাররূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। কোন প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন,—

“সিদ্ধান্তপককবিধাবপি দুগ্ধবিরক্ত-  
মৌচ্যোপরাগমুখচোরচারকুণ্ডো।  
সূর্য্যঃ স্বয়ং কুহুমপূর্ণ্যভবং কলৌ তু  
ভূগোলবিংকুলপ আধ্যভটাত্মিধানঃ ॥”

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে একটা বিবেচনায়ুক্ত মতও ছিল।

“আর্ধ্যভট। গ্রহগণিতঃ গোল দামোদরো বিজ্ঞানতি।  
যন্ত্রজ্ঞো জিহুহতঃ সর্গং জানাতি মঞ্জুলাচাধ্যঃ ॥”

“আর্ধ্যভট গ্রহগণিতে এবং দামোদর গোলে বিজ্ঞ; জিহুতনয় (ব্রহ্মগুপ্ত) যন্ত্রজ্ঞ; কিন্তু মঞ্জুলাচার্য্য সর্বজ্ঞ।”

### তাঁহার বিরোধিতা

আচার্য্য আর্ধ্যভট ও তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি কোন কোন জ্যোতিষী দোষারোপ করিয়াছেন। আচার্য্য বরাহমিহির এই দোষ দিয়াছেন যে, আর্ধ্যভট একবার লঙ্কার অর্ধরাজিতে, আবার লঙ্কার সূর্য্যোদয়ে দিনপ্রবৃত্তি হয় বলিয়াছেন।

আর্ধ্যভটের বিক্রমচারণ সর্বাণেক্ষা অধিক করিয়াছিলেন, আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি নানাপ্রকারে আর্ধ্যভটসিদ্ধান্তের দোষোদ্ধাটনে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহাতে আত্মবিরোধ, স্বতিবিরোধ, অশুদ্ধ, অসং, ন্যূনতা প্রভৃতি নানা দোষ আছে। সমস্তগুলির পর্যালোচনা করা এ স্থলে নিম্নয়োজন। চতুর্বেদাচার্য্য পৃথক স্বামী দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মগুপ্তের প্রদর্শিত কোন কোন দোষ বস্তুতঃই আর্ধ্যভটীয়ে আছে। অনেকগুলি নাই। আর্ধ্যভটীয়ে অনুক্ত সিদ্ধান্তও আর্ধ্যভটের বাড়ি চাপাইয়া, তাঁহার নিন্দা করা হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে ব্যাখ্যানকারগণের তুল ব্যাখ্যা অবলম্বনে ব্রহ্মগুপ্ত আর্ধ্যভটকে দোষ দিয়াছেন, যদিও সেই দোষ বস্তুত তাঁহার গ্রন্থে নাই। এমন



কি, তিনি সময় সময় কটুক্তি প্রয়োগ করিতেও ছাড়েন নাই। এই জন্ত অলবীকণীও ব্রহ্মগুপ্তের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।<sup>১২</sup> ব্রহ্মগুপ্ত উক্ত কোটির গণিতাচার্য। তিনি গণিতাকাশের উজ্জল নক্ষত্র, হিন্দুস্থানের গৌরব। গণিতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। ছিদ্রাঘেষণপ্রিয়তা, অযথা নিন্দা এবং পরুষ ব্যবহার, তাঁহার জ্ঞান বিধ্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণই অশোভন হইয়াছে। আখ্যভট্টের অতুল কীর্তি প্রথম বয়সে তাঁহাকে ঘেঘাক করিয়াছিল, মনে হয়। আখ্যসিদ্ধান্তগুলি স্থিরচিত্তে ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিবার ধৈর্য্য যেন তাঁহার ছিল না। তাই তিনি ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। সেই জন্ত তিনি সমালোচকের নিকট কশাঘাতও পাইয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্তের পরে, তাঁহার অনুযায়ী এবং টীকাকার বলভদ্র কোন কোন বিষয়ে আখ্যভট্টের বিরোধিতা করেন। বলভদ্রের গ্রন্থ এখন লুপ্ত। আখ্যভট্টের প্রতি তাঁহার দুঃচরণের খবর অলবীকণীর ‘ভারতবৃত্তান্তে’ পাওয়া যায়। তাঁহার মতে বলভদ্রের ব্যবহার অস্বাভাব্য ছিল।<sup>১৩</sup>

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আখ্যসম্প্রদায়ের দোষোন্মেষ বিশেষ করেন নাই। তিনিও একবার ভুল করিয়াছেন। তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন যে—

“দৃষ্টকর্ম্ব বলনক কেনচিদ্ ভ্রান্তিতঃ কথিতমুৎক্রমজ্ঞা।

উৎকৃতং তদমুগৈস্ততোহপ্যরৈরন্যপুরুষপরম্পরোপমৈঃ”<sup>১৪</sup>

“দৃষ্টকর্ম্ব এবং বলন আনয়ন করিতে একজন ভ্রান্তিবশতঃ উৎক্রমজ্ঞা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুযায়ীগণ এবং অপরেরাও অন্ধপরম্পরায় তৎকৃত বিধি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।” দৃষ্টকর্ম্ব এবং বলন আনয়নে উৎক্রমজ্ঞা ব্যবহারের কথা আখ্যভট্টই বলিয়াছেন।<sup>১৫</sup> লল্লও তাহা করিয়াছেন। পৃথুদক স্বামী (এবং আমরাজ)ও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন।<sup>১৬</sup> ভাস্করাচার্য ইহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকিবেন। তৎপূর্বে ব্রহ্মগুপ্তও এহেতু আখ্যভট্টকে দুষণ দিয়াছিলেন।<sup>১৭</sup> বস্তুতঃ উৎক্রমজ্ঞা ব্যবহার করিয়াই সূক্ষ্ম ফল পাওয়া যায়। তাই ভাস্করের প্রদত্ত দুষণ উল্লেখের পর আমরাজ বলেন,

“অম্বাকঃ চতুর্বেদমতানুসরণমেব শ্রেয়ঃ প্রতিষ্ঠাতি। তেন চোৎক্রমজ্ঞোবাভিহতিতে।”

আখ্যভট্টের প্রতি নানা দুষণ দেওয়ার পর, ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

“কালান্তরেণ দোষা যেষ্টৈস্তৈঃ প্রোক্তা ন তে ময়াহতিহিতাঃ”

“ইতিপূর্বে অগরে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলির কথা আমরা উল্লেখ করিলাম না।” এ স্থলে কাহাদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে? ব্রহ্মগুপ্তের পূর্বে বরাহমিহির আখ্যভট্টকে দু’একটি দোষ দিয়াছিলেন, জানা যায়। কিন্তু সেগুলির উল্লেখ ব্রহ্মগুপ্ত নিজেও করিয়াছেন। অতএব এতদ্বারা জানা যায় যে, আখ্যভট্টের বিরোধ অগরেও করিয়াছিল।

ত্রিবিভূতিভূষণ দত্ত।

*Alberuni's India*, I, p. 376 ; see also p. 168.

*Ibid*, I, pp. 227, 244-6

সিদ্ধান্তশিরোমণি, গোলাখ্যায়, দৃষ্টকর্ম্ববাসনা, ১৬ শ্লোক।

গোলপাদ, ৩৫—৬ শ্লোক।

খণ্ডখান্যকভাষ্য, ৬২ ; গণকভরদ্বিগী, ৮, ১৮ পৃঃ

৬। ব্রাহ্মকটসিদ্ধান্ত, ১১৩৪—৪১

## সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়\*

চট্টগ্রামবাসী কবি মুক্তারাম সেন-বিরচিত ‘সারদামঙ্গল’ বা ‘অষ্টমঙ্গলার চতুঃপ্রহরী পাঁচালী’ মুনসী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিহারদ কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি তাঁহার গ্রন্থে নিজের যে বংশবিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত ভূমিকায় প্রকাশিত কবির জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী রাজচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তিপ্রদত্ত বংশবিবরণের কোন মিল পাওয়া যায় না। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত উভয় বিবরণের মধ্যে কোনটি বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কবি বলিয়াছেন যে, তাঁহার জন্মভূমি চাটিগ্রাম রাজ্যের দেবগ্রাম। তাঁহার বংশের পূর্বনিবাস রাঢ় প্রদেশের জাহুবীকুলস্থ কোন গ্রাম। তথা হইতে কেহ ‘রাজসজী’ হইয়া বাড়বাখা চাটেশ্বরী রাজ্যে উপস্থিত হন। কবির আদ্য গোত্র ও পঞ্চ প্রবর,—আদ্য, অত্রি, অর্জুন, গার্গব ও বার্হস্পত্য। তাঁহার প্রপিতামহ জয়দেব রায়, পিতামহ নিধিরাম এবং পিতা মধুরাম। কবির পিতা তাঁহার তিন পুত্র—গোবিন্দ সেন, ব্রজলাল সেন ও কবিকে লইয়া, দেআঙ্গে (দেবগ্রামে) বসতি স্থাপন করেন। কবির মাতা ভরষাজগোত্রীয় দয়ারাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃহৃতা। তিনি পতিসঙ্গে সহযুতা হন। তাঁহাদের পূর্বারপর বংশাবলী স্বদেশে ছিল। কবির সময়ে ‘মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী’ ছিল।<sup>১</sup>

রাষ্ট্রীয় বৈদ্যকুলগ্রন্থকার ভরত মল্লিক তাঁহার ‘চন্দ্রপ্রভা’ নামক বৈদ্য-কুলপঞ্জিকায় রাঢ়ের আদ্যগোত্রীয় সেনবংশের বংশাবলী লিখিয়াছেন। ভরত আদ্য গোত্রের প্রবর লিখিতে পারেন নাই। আদ্যকুলোদ্ভবদিগের মুখ হইতে জানিয়া লইতে বলিয়াছেন।<sup>২</sup> উপরে এই গোত্রের পঞ্চ প্রবরের মধ্যে ‘গার্গব’ একটি বলা হইয়াছে। ‘ভার্গব’ সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে ‘গার্গব’ হইয়াছে। গার্গব প্রবর স্বীকার করিতে হইলে গুণ্ড নামক ঋষির কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু এরূপ কোন ঋষির নাম পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বসন্তকুমার সেন তাঁহার প্রণীত বৈদ্যজাতির ইতিহাসে চট্টলের আদ্যগোত্রীয় সেনদিগের প্রবর লিখিয়াছেন,— আদ্য, অত্রি, অর্জুন, ভার্গব ও বার্হস্পত্য <sup>৩</sup>

ভরত বলেন যে, আদ্যগোত্রীয়দিগের রাঢ়ে সমাজ তিনটি—নপাড়া, শালগ্রাম ও মানকর।<sup>৪</sup> বর্ধমান জেলায় মানকর নামে একটি বর্ধিকু গ্রাম এখনও বর্তমান। অন্য দুইটির অবস্থান এবং ইহাদের মধ্যে কোন গ্রাম গজাভীরে অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। ভরতের সময় ইহার। নানাস্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছিল।

\* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম বাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সারদামঙ্গল, ৬-৭ পৃষ্ঠা।

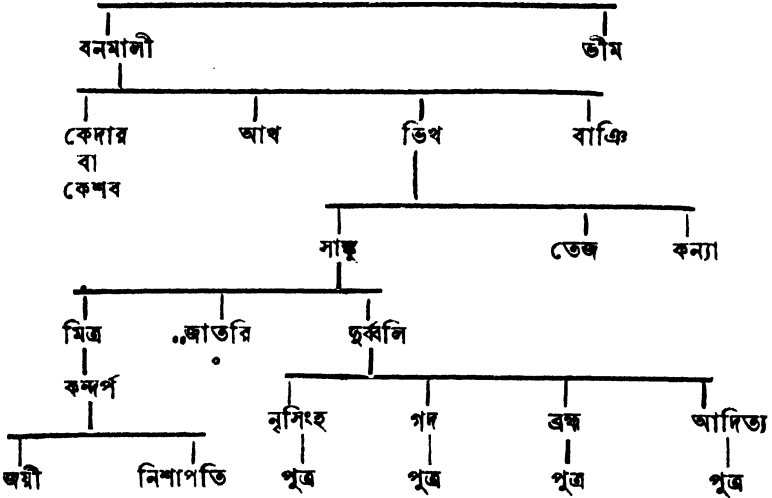
২। চন্দ্রপ্রভা, ১ পৃষ্ঠা।

৩। বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২২ ভাগ, ৪২ পৃষ্ঠা।

৪। চন্দ্রপ্রভা, ১০ পৃষ্ঠা।

আর্য গোত্রীয়দিগের বীজ পুরুষ ছয় জন—বিনায়ক, হরি, কোলাহল, সিধ, উমাপতি ও ঈশ্বর। ইহাদিগের মধ্যে বিনায়ক সেনের বংশে জয়ী নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ পাই। এই জয়ী ও কবির প্রপিতামহ জয়দেব অভিন্ন বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। নিম্নে বিনায়ক হইতে জয়ী সেন পর্যন্ত বংশাবলী দেওয়া গেল,—

## বিনায়ক সেন



জয়ী ও নিশাপতির বিবাহ কিছা পরবর্তী পুরুষের উল্লেখ ভরত করেন নাই। এমন কি, দুর্লাভের পৌত্রগণের নামও লিখিতে পারেন নাই। ইহা দ্বারা মনে হইতেছে যে, জয়ী ও নিশাপতি তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং দুর্লাভের পৌত্রগণ শিশু ছিল। ভরতের স্বহস্ত-লিখিত পুত্রির তারিখ শকাব্দা ১৫২৭ = ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ।<sup>১০</sup> ভরত, জয়ীর বিদেশ গমন সম্বন্ধেও কিছু লেখেন নাই। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, জয়ী ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে রাজকর্ণচাঁররূপে চট্টগ্রামে গিয়া থাকিবেন। কবি, জয়ীর তিন পুরুষ পরবর্তী। সাধারণত ২৫ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা হইয়া থাকে। এই হিসাবে কবির সময় (১৬৭৫ + ৭৫ =) ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হয়। কবি বলিয়াছেন, মহাসিংহ তাঁহার সময়ে দেশ অধিকারী ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মহাসিংহ মোগল আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন।<sup>১১</sup> তাঁহার শাসনকাল ১১৬০—১১৬৫ বাঙ্গালা বা ১৭৫৪—১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ।<sup>১২</sup> সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জয়ী বা জয়দেবই প্রথম চট্টগ্রামে আগমন করেন।

যত দূর দেখা গেল, তাহাতে কবির প্রদত্ত বিবরণে আমরা কোন অসামঞ্জস্য পাইলাম না। এখন দেখা যাউক, কবির স্ববর্ণিত বৃত্তান্তের বিশদীকরণ মানসে সম্পাদক মহাশয় কবির জাতিবংশীয় ত্রিভুজ রাজচন্দ্র সেন মহোদয়ের প্রদত্ত বিবরণী বলিয়া বাহা প্রকাশ করিয়াছেন,

১০. চন্দ্রপ্রভা, ২৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা।

১১. "ভরতমল্লিকত স্বহস্তলিখিতপুত্রকসমাপ্তি। শকাব্দা: ১৫২৭।" চন্দ্রপ্রভা, ৪৫০ পৃষ্ঠা।

১২. সারসামল, ঢুসিকা, ৮ পৃষ্ঠা।

তাহা কত দূর প্রমাণসহ। এই বংশ সম্বন্ধে রাজচন্দ্র সেন নিম্নলিখিত শ্লোকবদ্ধ ইতিহাস উপস্থিত করিয়াছেন—

‘শাকে চৈব বিষদেববাণচন্দ্রমিতে পুরা।

আদ্যাগোত্রোদ্ভবঃ পঞ্চপ্রবরো বৈদ্যসন্তমঃ ॥

শ্রীযুক্তযাদবো রায়ঃ শঙ্কুদর্শনকাম্যয়া।

সাক্ষিঃ শ্রীমন্তভূত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে ॥

যশোহরাৎ সমায়াতঃ কালিয়াগ্রামতঃ খনু।

তদ্ভ্রাতা মাধবরায়শ্চৈবাস্ত্রপূরোহঠিতঃ ॥

নান্না শ্রীলক্ষ্মীকান্তোহসৌ জ্ঞায়ালঙ্কারসংস্করঃ।

যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ ॥’

অর্থাৎ ( বিষৎ = ০, বেদ = ৪, বাণ = ৫, চন্দ্র = ১ = ) ১৫৪০ শকে ( ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ) কবির প্রপিতামহ যাদব রায়, ভ্রাতা মাধব রায় সহ শঙ্কুদর্শন মানসে যশোহরের কালিয়া গ্রাম হইতে চন্দ্রশেখরে আগমন করেন। প্রথমতঃ দেখা যাউতেছে যে, প্রপিতামহের সময় ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইলে কবির সময় ( ১৬১৮ + ৭৫ ) = ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু কবির সমসাময়িক মহাসিংহ প্রায় ৬০-৬৫ বৎসরের পরবর্তী হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়তঃ জয়দেব, যাদব হইতে পারেন কি না, তাহাও বিবেচ্য। আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে জয়দেবের ভ্রাতা নিশাপতি মাধব নহে। কবির পূর্বপুরুষ বজ্রের যশোহর জেলার কালিয়া গ্রাম হইতে শঙ্কুদর্শন কামনার চন্দ্রশেখরে আসেন নাই; আসিয়াছিলেন—রাজসদ্বী হইয়া বাড়বাখা চাটেশ্বরী রাজ্যে, রাঢ়ের জাহ্নবীতীরস্থ কোন গ্রাম হইতে। ‘পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে’ অর্থাৎ ১৫৭৫ শাকে ( ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ) লিখিত বঙ্গজ বৈদ্যগণের প্রসিদ্ধ কুলগ্রন্থ সঠৈদ্যকুলপঞ্জিকায় কালিয়া গ্রামে আদ্যাগোত্রীয় সেনের কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। আবার কবির জাতি মহাশয় বলিতেছেন যে, কবির প্রবরের ‘গার্গব’ স্থলে ‘আদ্বিরস’ হইবে। ইহা যে ঠিক নহে, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। বসন্তদাবু বিক্রমপুরস্থ বঙ্গজ আদ্যাগোত্রীয় বৈদ্যগণের জিপ্রবরের কথা বলিয়াছেন, যথা— আদ্যা, আদ্বিরস ও বার্হস্পত্য।<sup>১</sup> ইহাতে আদ্বিরস থাকিলেও কবির কিছা তাঁহার জাতি মহোদয়ের প্রবরসংখ্যার সহিত ঐক্য হইতেছে না। ইহা দ্বারা দেখা যাউতেছে যে, উভয় বিবরণে পূর্বপুরুষের নাম, সময়, আসিবার উদ্দেশ্য, যে স্থান হইতে আগমন এবং যে স্থানে আগমন এবং প্রবর, কিছুই মিল নাই। জাতি মহোদয়ের প্রসঙ্গ এই বিবরণ দ্বারা সম্পাদক মহাশয়ের ‘কবির অবর্ণিত বৃত্তান্তের বিশদীকরণ মানস’ কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তিনিই বিবেচনা করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় কবির জাতি-প্রসঙ্গ আর একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সেটি আরও অভূত। তিনি লিখিয়াছেন যে, ‘দেবগ্রাম ( বর্তমান আনোয়ারা ) নিবাসী রায়

১। সারদামঙ্গল, কৃত্তিকা ৮।

২। বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২য় ভাগ।

রমণচাঁদ চৌধুরী নামক জনৈক প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি' যাদব রায়কে আপন কন্যা সম্প্রদান করতঃ গৃহজামাতরূপে নিজ দীঘির পূর্বপাড়ে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন। তথায় কিছু কাল বাসের পর যাদব ও মাধব রায় জানিতে পারেন যে, রমণচাঁদ বৈদ্যবংশীয় নহেন, কিন্তু কান্ত্রপগোত্রীয় 'আইচ দাস' আখ্যাত কায়স্থবংশীয়। ইহাতে মাধব রায় ক্ষোভে ও রোষে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং আপন ভ্রাতৃজামা অলকাস্থন্দরীকে বিব প্রয়োগে বধ করিয়া একদা নিশীথে তথা হইতে পলায়ন করেন। রমণচাঁদ বখাসময়ে এতদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া, এক দিবসের মধ্যেই বহু লোক নিযুক্ত করত তিনি আপনার নিহতা কন্যার নামে একটি পুত্রিণী খনন করাইয়া দিলেন, এবং জামাতা যাদব রায়কে একটি বৈদ্যকন্যা বিবাহ করাইলেন। এই বিবাহের ফলেই কবির পিতামহ নিধিরামের জন্ম হয়।<sup>১০</sup>

এই গল্পটি যে কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমরা দেখাইতেছি। প্রথমতঃ কবির পিতামহ জয়দেব রায় যে একজন সম্পন্ন রাজকর্মচারী ছিলেন, তাহা তাঁহার 'রায়' উপাধি দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে। এমতাবস্থায় তিনি যে কাহারও গৃহজামাতা হইতে স্বীকৃত হইবেন, ইহা সহজে বিশ্বাসযোগ্য নহে। তার পর রমণচাঁদ যে কান্ত্রপ গোত্রীয় আইচ দাসবংশীয় কায়স্থ ছিলেন, ইহা জানিবার জন্য রমণচাঁদের দীঘির পূর্ব পাড়ে কিছু কাল বাস করার দরকার হয় না। বিবাহের মন্ত্র পাঠকালেই উভয় পক্ষের গোত্র পদবীর উল্লেখ করিতে হয়। আইচ পদবী যে বৈদ্যের মধ্যে নাই, ইহা জয়দেব কিম্বা তাঁহার জানা না থাকা অসম্ভব। এই বিবাহে ক্ষোভ ও রোষের যদি কোন কারণ হইয়া থাকে, তাহা জয়দেবেরই হওয়া উচিত ছিল, তাঁহার ভ্রাতার ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ কি? শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং চট্টলসমাজে কায়স্থ ও বৈদ্য বিবাহ অজ্ঞাতপূর্ব কিম্বা অশ্রুতপূর্ব ঘটনা নহে, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপ বিবাহ এই সমাজ-সমূহে অদ্যাপি প্রচলিত। আমরা শ্রীহট্ট হইতে ১৯২২ সালে (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) নকল করা একখানি তুলট কাগজের পুথির মধ্যে 'জাতিমন্ত্রপ্রদীপ' নামক একখানি কুলজী গ্রন্থের দুইটি পাতা পাইয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে যে, প্রদীপের তিন পুত্র। তন্মধ্যে চিত্রগুপ্তের স্থিতি স্বর্গে, চিত্রাঙ্গদ নাগলোকে এবং সেন মিত্র পৃথিবীতে বাস করেন। সেন মিত্রের তিন জ্ঞী—সতী, রতি ও বিমলা। সতীর পুত্রগণ বৈদ্য। অস্ত্র দুই জ্ঞীর সম্ভানগণ কায়স্থ<sup>১১</sup>। ইহা দ্বারা এবং ঐ সমাজসমূহে প্রচলিত প্রথা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কায়স্থ ও বৈদ্যগণ যে মূলতঃ একজাতি, এরূপ ধারণা বহু কাল হইল প্রচলিত আছে। কায়স্থগণ আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সম্ভান বলেন। বৈদ্যগণও

১০। সারদামঙ্গল, ভূমিকা, ১০-১১।

১১। "জাতিমন্ত্রপ্রদীপে প্রদীপস্ত ত্রিপুত্রঃ ॥ চিত্রগুপ্ত স্বর্গে স্থিতিঃ চিত্রাঙ্গদঃ গদা নাগ সম্ভব্য ॥ সেনমিত্র স্থিতি জনেৎ সতি রতি বিমলায়াঃ চতুর্ধে অবরাবতিঃ এতনা চতুর্ধরাণা সেনমিত্র স্থিতি জনেৎ ॥ দুহি আদিক ঋত্ব বর সর্গ-কোটি বর কুলের প্রধান তারা সতির জননঃ দাস দেব ১৬ বর প্রধান কাহ বর বিদ্যার প্রধান তারা সতির জননঃ ॥"

যে এক সময়ে নিজদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ বহুল বৈদ্য কুলজীগ্রন্থেও পাওয়া যায় ।১২

ইহাদের মধ্যে যে কেবল বিবাহই প্রচলিত আছে, তাহা নহে; ঐহাদের পূর্ব-পুরুষগণ বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহারা এখন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন । চৈতন্যদেবের পার্শ্বদ চট্টগ্রামের চক্রণালাবাসী মুকুন্দ সেন ও বাহুদেব সেনকে প্রেমবিলাস গ্রন্থে স্মৃষ্ট বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ এখন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন।১৩ আবার ঐহারা এখন বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষগণ দলিলাদিতে ‘জাতি কাহেশ্ত’ লিখিয়াছেন । আমরা শিলচরে একজন রায় বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা চিরকালই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন । ত্রিহট্টে চক্রপাণি দত্তের বংশ বলিয়া ঐহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের এক দল (সপ্তগ্রাম) বৈদ্য, আর এক দল (লখাই) কায়স্থ । ভরত মল্লিক বৈদ্য দত্তের ভরদ্বাজ গোত্রের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ঐ অঞ্চলের ঐ গোত্রীয় দত্তগণ এখন বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দেন । আমরা ত্রিহট্টের বহু পরিবার সন্মুখেই এইরূপ কথা শুনিয়াছি ।

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরস্থ প্রদেশেই যে কায়স্থ ও বৈদ্য সম্পর্ক আবদ্ধ, তাহা নহে । ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেও অর্থাৎ রাঢ়ে ও বঙ্গে এক সময়ে ইহার যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ কায়স্থ ও বৈদ্যের কুলজী গ্রন্থগুলি পাঠে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায় । এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি । এ স্থলে অল্প কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি ।

ধনুস্তরিগোত্রীয় বীজ পুরুষ বিনায়ক সেনের পুত্র ধনুস্তরি শোভাকর নাগের কন্যা বিবাহ করেন । এই নাগের দৌহিত্রবংশই সেনহাটীর প্রসিদ্ধ কুলীন।১৪

ঐ গোত্রীয় বিন সেনের পুত্র গুহপদ্ধতি বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করেন । ভরত মল্লিক গুহপদ্ধতি বৈদ্যের কথা বলিলেও তিনি বৈদ্যের পদবীর মধ্যে গুহের উল্লেখ করেন নাই ।১৫

১২ । ডক্টর ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগৃহীত দুই শত বর্ষের পুরাতন হস্তলিখিত রাঘব কবিরাজের ‘বৈদ্যকুলদর্পণ’-এর মঙ্গলাচরণে লিখিত আছে,—

“গণেশ রামকৃষ্ণক তুঙ্গাদিত্য মহেশ্বর ।

পিতা গুরু পরব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমোহস্ত তে ॥”—বিষকোশ, বৈদ্যজাতি, ৫৪৩ পৃষ্ঠা ।

১৩ । বসন্তকুমার সেনগুপ্তপ্রণীত ‘চক্রপাণি দত্ত’, ১ম অধ্যায়, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা ।

১৪ । “ধনুস্তরে: হতা: পঞ্চ বানতা বিতম্বেভবন্ ।

আদ্যো গাওরীসেনোহুৎ খ্যাতকীর্তি: পিতু: প্রিয়: ।

শোভাকরনাগস্ত দৌহিত্রো দৈবদাম্যত: ॥

অঙ্গ কনিষ্ঠপুত্রোহপি জ্যেষ্ঠতাবং গতো জ্ঞপৈ: ।

কন্ত ভ্রাতৃপ্রদানস্ত মুনি হকং ধৃতং কিল ॥” (চন্দ্রপ্রভা, ৭৬ পৃষ্ঠা) ।

“গাওরী শঙ্কুসেনক নাগজায়া: বভূবু: ॥

...

...

...

নাগজাতনকোহপোষাং গাওরী তু বিশিষতে ॥” (সৈবদ্যকুলপত্রিকা) ।

১৫ । “বর্ষসেনহতো ভাতো রাঘবোহং ভগাবক: ।

গুহপদ্ধতিবৈদ্যস্ত ভবনাগর্ভসত্যো ॥” (চন্দ্রপ্রভা, ২১১ পৃষ্ঠা) ।

ঐ গৌড়ীয় বিনায়ক গুপ্তপতি সেনের বংশে দামোদর সেন ত্রিহট্টীয় পরায়ী পালের কন্যা বিবাহ করেন। ১৬

মৌল্যগোত্রজ কুলীন পদ্মদাসবংশে ভোমন দাস কেশপালের কন্যা বিবাহ করেন। ভরত লিখিয়াছেন,—“ভোমনঃ পালজামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে।” এই পাল-দৌহিড়গণ কুলীনই ছিলেন। ১৭

ভরত আরও লিখিয়াছেন যে, সেনভূমির রাজা চন্দ্রসেনের অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে আট জন কায়স্থ ও দশ জন বৈদ্য। ১৮

বজ্র কায়স্থ পুণ্ড্রবর্মণের কন্যা শক্তিগোত্রীয় কুশলীপুত্র কুলীন হিঙ্গুসেন বিবাহ করেন। এই হিঙ্গুবংশীয় কুলীনগণ খুলনা জেলায় পয়গ্রামে বাস করেন। এই বিবাহের কথা কায়স্থ এবং বৈদ্য, উভয় কুলগ্রন্থেই পাওয়া যায়। ১৯

শক্তিগোত্রীয় শক্তিধর সেনের প্রপৌত্র দণ্ডপাণি সেন হাতী ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। ২০

মৌল্যগোত্রীয় বীজপুত্র চান্দুদাসের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র জয়দাস নাগকন্যা বিবাহ করেন। ২১

- ১৬। “দামোদরোহিৎ পরমেশ্বরোহিৎ ধরনীধরঃ।  
এতে চাম্বুকদৌহিত্রা বৌদ্ধারিগ্রামশালিতাঃ।  
জ্যেষ্ঠস্য স্ত্রী ত্রিহট্টীয়পরা কপালকম্বিকা।” (চন্দ্রপ্রভা, ৭০ পৃষ্ঠা)।
- ১৭। “ভোমনস্য স্ত্রী জাম্বুবামপতিহরি উভৌ।  
পিতৃবর্জিকাদোষেণ কেশপালহস্তাহতৌ।” (ঐ, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)  
“ভোমনঃ পালজামাতা বৈদ্যো পালো ন বিদ্যতে।  
বংশো ভোমনদাসস্য বানঃ কুলবান্ কথম্।  
ইতি তর্কো ন কর্তব্যো বাননে বহবো গুণাঃ।” (চন্দ্রপ্রভা, ১৯ পৃষ্ঠা)।
- ১৮। “চন্দ্রসেনোহতবজ্ররাজা ভবগর্ভাৎ প সন্ততঃ।  
লক্ষ্মীনারায়ণঃ খ্যাতো দেবহৃদংসেবকঃ।  
ভূপতেশ্চন্দ্রসেনস্য অষ্টাদশ কুমারকাঃ।  
চন্দ্রপানাদরো জাতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব এব হি।  
অষ্টৌ পুত্রা অপরাশ্চ চন্দ্রখানাদরোহতবন্।  
যে সারান্তে চ সঠৈদ্যাঃ কুলকার্ণেষু তৎপরাঃ।  
অষ্টৌ পুত্রান্ততঃ সর্কেহসারাঃ কায়স্থজাতরঃ।” (ঐ, ২১০ পৃষ্ঠা)।
- ১৯। “পুত্রোপি শুভবোষস্য কচ্ছিকস্যাপকারতঃ।  
সত্যেন কাণবোষায় পশ্চাত্তিরগুগায় চ।  
মহাজ্ঞে দমুজায় মাধবায় চ কোপিতঃ।  
বৈদ্যায় হিঙ্গুসেনায় বনমালিনরোভবৎ।” (আচার্য্য হুড়ামণির কারিকা)।  
“পুরবন্দ্যো বা কন্যা হিঙ্গুসেনো বিবাহ তাম্।”  
(বৈদ্য খটক সূর্য্যদাসের দোষমালা ; বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)
- ২০। “বৎসসেনন্তর পুত্রাঃ দণ্ডপাণিমহারতঃ।  
পুণ্ডরীকাকসেনশ্চ বাণীধরহতারজাঃ।  
হাতীবোষহতা দণ্ডপাণিপরিণয়জ্ঞতাঃ।” (বিদ্যকোষ, ৫৪০ পৃষ্ঠায় দ্রুত রায়  
কবিরাজের বৈদ্যকুলমণি।)
- ২১। “জয়দাসঃ পুণ্ড্রীশীলো নাগস্য দুহিতুঃ পতিঃ।” (সঠৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

বারভুঞার অন্ততম ভূষণার মুক্তারাম কায়স্থ ছিলেন। তিনি বঙ্গ কায়স্থদিগের ক্তেয়াবাদ সমাজের প্রতীক্ৰাতা বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার পুত্র রাজা সজ্জাজিৎ বা শক্রজিৎ বঙ্গ বৈদ্য দুহিমাত্তব সেনের বংশে বিবাহ করেন।২২

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কায়স্থ ও বৈদ্য বিবাহ সৰ্ব্বত্রই চলিত।

উপরোক্ত প্রবাদের মূলে যে কোন সত্য নিহিত নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কবি কোথায়ও বলেন নাই যে, তাঁহার প্রপিতামহ জয়দেব রায় দেবগ্রামবাসী হইয়াছিলেন। বরং তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মধুরাম সেন তিন পুত্র লইয়া দেআঞ্চে অর্থাৎ দেবগ্রামে বসতি স্থাপন করেন, যথা—

“পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।

তিন পুত্র লৈখা কৈল দেআঞ্চে বসতি।”—৭ পৃষ্ঠা।

সম্পাদক মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—‘কবির মতে তাঁহার পূৰ্বপুরুষ রাজসদ্বী হইয়া রাঢ় হইতে দেবগ্রামে ( আনোয়ারায় ) আগমন করিয়াছিলেন।’ তিনি ইহা কোথায় পাইলেন? কবি লিখিয়াছেন,—

“তথা হইতে আইলা কেহ রাজসদ্বী হইয়া।

বাড়বাখ্য চাটেখরী রাজ্য উদ্দেশিয়া।”—৭ পৃষ্ঠা।

এখন দেখা যাউক, এইরূপ একটি সৰ্ব্বৈব মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, ইহার মূলে বর্তমান সময়ের কায়স্থ ও বৈদ্যের সামাজিক বিবাদ—যাংর আরম্ভ Riseley's Census Report. ইহার উদ্দেশ্য—কাবর বংশের গৌরববৃদ্ধি, বিস্তার এবং কায়স্থ হইতে বৈদ্য বড়, ইহা প্রমাণ করা। বাস্তবিকই কি ইহা দ্বারা কাবর বংশের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে? আমাদের কিন্তু মনে হয়, ইহা দ্বারা কবির বংশে দ্রুপদের কলঙ্ককালিমা লেপিত হইয়াছে।

আমরা দেখিলাম যে, পরস্পর বিবাহের দ্বারা বৈদ্য কায়স্থের বংশবিস্তার নষ্ট হইত না, কিম্বা এখনও ঐ সমাজে হয় না। কায়স্থের দৌহিত্যবংশই শ্রেষ্ঠ স্থলীনরূপে এখনও বর্তমান। বরং দেখা যায় যে, কবির রাঢ়বাসী জাতিগণের মধ্যে গোপ ও কুমারের সহিতও সম্পর্ক রহিয়াছে। তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে বৈদ্যসমাজ হইতে বিচ্যুত করিবার কোনও আয়োজন হয় নাই, কিম্বা বৈদ্যসমাজে তাঁহাদের বিবাহাদিতে বাধা জন্মে নাই।২৩

কবি তাঁহার মাতার নাম করেন নাই, কিন্তু কবির তথাকথিত জাতি বলিতেছেন যে, কবির মাতার নাম সাবিত্রী দেবী। কবির সময়ে বৈদ্যদিগের পদবীর অন্তে ‘ওস্তা’

২২। “হরিত মনুশেচ বাণীবরতপুত্রকো। অমৃতধরকপুত্রো জাতা চ তদ্রা শুভা।

পরিণীতা চ সা কস্তা রাজা শক্রজিতা সত্য।” (সম্মানকুলপত্রিকা)।

২৩। “ভিগসেনা চম্বার: হতা ভরতরাখবো।

হর্দশ্য কাশু(কাহ P)সেন: কুমারগোপহৃদ্বা:।

ভরতগ্য হতা মোহসো বিকণ্ডহতাহত:।

রাখবগ্য হতা মোহসো কুবেরসেনহৃদ্বা:।

হর্দশ্যহতা মোহসো প্রচণ্ডসেনহৃদ্বা:।

কাহারিতদ্রো মোহসো দ্বারিকুদারহৃদ্বা:।” (চন্দ্রাবতা, ২৫০ পৃষ্ঠা)।



যোগ করিবার প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই। রাজা রাজবল্লভই প্রথমে বৈশাখ দাবীতে ‘গুপ্ত’ লিখিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই প্রথা অপ্রচলিতই ছিল। কবি তাঁহার নামের পরে শূত্রের ন্যায় ‘দাস’ শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, যথা,—

“কহে মুক্তারাম সেন দাসে ॥” (২২ পৃষ্ঠা)

আবার যে দুইখানি পুঁথি হইতে এই গ্রন্থ সংলিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়খানির লেখক—শ্রীরাধামোহন সেন দাষ বা দাস, সাং বরমা। এই রাধামোহন সম্ভবতঃ কবির পিতামহের প্রথম জ্ঞান জাতিবংশীয়। উভয়ের কেহই ‘গুপ্ত’ কিবা ‘শব্দ’ ব্যবহার করেন নাই।

কবির প্রদত্ত বিবরণ ও কবির জাতি বলিয়া পরিচিত রাজচন্দ্র সেন-কথিত বিবরণে প্রায়শই অমিল। এহেন অবস্থায় আমরা এই জাতিটিকে কবির প্রকৃত জাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দিহান হইতেছি। সম্পাদক মহাশয় বলেন নাই, ইনি কবির বংশের কোন ধারা হইতে উদ্ভূত।

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, ‘কবির বংশ চট্টগ্রামের স্থবিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত কুলীন বৈদ্যবংশের মধ্যে একতম।’ চট্টগ্রামের বৈদ্যসমাজের কথা জানি না, কিন্তু রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যসমাজে আদ্যাগোত্রীয় সেন কখনও কুলীন ছিল না বা নাই।<sup>২৪</sup>

গ্রন্থের শেষে পুস্তকের তারিখ কবি লিখিয়াছেন,—‘গ্রহ রিতু (ঋতু) কাল শশী শক’ অর্থাৎ ১৫৬২ শক বা ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা ঠিক হইলে কবি মহাসিংহের তিন শত বৎসর পূর্ববর্তী হন। সম্ভবতঃ এই তারিখের ‘কাল’=৩ লিপিকরপ্রমাদ। প্রকৃত পাঠ কায়=৬ হইবে। তাহা হইলে তারিখ হয় ১৬৬২ শক বা ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ে মহাসিংহ, নবাব হাছন কুলী খাঁর দেওয়ানরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই।

সম্পাদক মহাশয় ইসলাম খাঁ মাসহাদীর চট্টগ্রাম অধিকারের সময় লিখিয়াছেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। সম্ভবতঃ ‘.৬৩৮’ ছাপার ত্রুটি ১৮৩৮ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইসলাম খাঁ মাসহাদীর শাসনকাল ১৬৩৭—১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ত্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বোষ।

২৪। “শক্তিধরভরিশ্রেষ্ঠো মথৌ বিদ্যানরায়কো ॥” (চন্দ্রপ্রভা, ৮ পৃঃ)।

“আত্মেন্দ্রচ তখাদ্যন্ত তথা বিকুমহর্ষিকঃ।

মারুণ্ডেরো ব্রহ্মশিব সাধ্যান্য গোত্রসংগ্রহঃ ॥” (সর্বোৎকলপত্রিকা)।

# বিশেষ জ্ঞেয়—

## নিয়ম পরিবর্তন

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে,—

“১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১২ দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে মাসিক অন্যান ১২ অথবা বাম্বিক অন্যান ১২ করিয়া ঠাঙ্গা দিতে হইবে এবং মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যান ৬০ ছয় টাকা ঠাঙ্গা দিতে হইবে।”—এই নিয়মের পরিবর্তে নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে :—

“১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১২ দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যান ৬০ ঠাঙ্গা দিতে হইবে।”

নূতন নিয়ম,—৪২ (ঘ) এর পর বসিবে—

“(ঙ) কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের ঠাঙ্গা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।”

শ্রীমুকুন্দরঞ্জন দাশ

সহকারী সম্পাদক



# বান্দাল প্রাচীন পুথির বিবরণ

৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বান্দাল প্রাচীন পুথির এই বিবরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয়ের লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা এবং বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সমেত প্রকাশিত হইল। মূল্য সদস্য-পক্ষে ১০, সাধারণের পক্ষে ১৫/০।

MODERN REVIEW, January 1934:—The books are properly described with suitable extracts and colophons. The introduction from the able pen of Prof. Chintaharan Chakravarty takes note of the most interesting and important works, and forms a good review of the present batch of 200 Mss. described within.

ADVANCE (29.10.33):—A fairly good number of the works described here are of interest and importance from the point of view of antiquity, rarity or the subject-matter dealt with therein.....It is a pity however that the compilation and publication of the descriptive catalogue of Manuscripts of Bengali works in the Parishat Library is making a very slow progress only one-eighth of the collection so far made having been described in the course of three years for the alleged paucity of funds, which thus stands in the way of drawing the attention of scholars to many a gem hidden in this valuable collection of manuscripts.

AMRITA BAZAR PATRIKA—(29.10.33).....Prof. Chakravarty has\* done well in the different sections of his short but informative introduction to draw the attention of scholars to all.....matters of interest scattered over the work and apt to escape the notice of even the scholars. This introduction and the elaborate index appended to the work will go a great way in increasing the usefulness of this catalogue.

প্রবাসী (পৌষ, ১৩৪০):—..... বিবরণ সুলিখিত, ভূমিকা উপাদেয়। ষাঁহারা প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ঘণ্টটির মূল্য যথেষ্ট।..... পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুগণ সমীপে সাহনয় প্রার্থনা, সমস্ত পুথির বিবরণ প্রকাশের একটা স্বাবস্থা করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন হউন।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৬ই কার্তিক, ১৩৪০):—এমন অনেক পুস্তকের পুথি এই বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি পণ্ডিতসমাজে আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। নানা দিক্ দিয়া পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু সংক্ষেপে তাঁহার ভূমিকায় আলোচনা করিয়া গ্রন্থ ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

CALCUTTA REVIEW (January 1934):—The work will come as a great help to all who study Bengali literature from the historical viewpoint.....In the introduction which is interesting we find an attempt made to evaluate these Mss. from different angles.....

INDIAN HISTORICAL QUARTERLY (Decr. 1933):—.....the descriptions are quite exhaustive and record the distinctive features of the works described. The introduction of Prof. Chakravarti draws pointed attention to the special features of the more important of the works in each of the five subjects under which the Mss. in the present part can be classified. The descriptive index will be helpful to students of general history.

বলরাম কবিশেখরকৃত

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ

মূল্য—সদস্য-পক্ষে ১, সাধারণ-পক্ষে ১০।

স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্য সকলেই  
কামনা করে

# লেসিভিন

সেবনে সর্ববিধ দৌর্ব্বল্য দূর হয়,  
শরীর সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া,  
ইন্ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কঠিন  
রোগ ভোগের পর

লেসিভিন

বিশেষ উপকারী।

সেবনে শরীর তাড়াতাড়ি  
সারিয়া উঠে।



প্রসূতির রক্তাশ্রিত্য, বার্দ্ধক্য বা অশ্রু কারণে  
সামর্থ্যের অভাবে, শারীরিক ও মানসিক  
অবসাদে লেসিভিন সমান হিতকর।

বেঙ্গল কেমিক্যাল :: কলিকাতা

এবং প্রেস—১২০২, আপনার সাক্ষরিত মোড় কলিকাতা হইতে ঐক্যবিক্রয় দ্বারা কলিকাতা হইতে











